আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপাদি গ্রন্থপ্রণেতা

পরমারাধ্যপদ শ্রীশ্রীভার্গব শিবরামকিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দের

শিবরাত্রি ও শিবপূজা

বিষয়ক উপদেশ।

প্রথম ভাগ।

শিবরাত্রি।

উপক্রমণিকা,

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রকাশক

শ্রীনন্দকিশোর মুখোপাধ্যায়, বিদ্যানন্দ, বি, এল,

উত্তরপাড়া (হুগলী)।

সন ১৩৩৪ সাল] [মূল্য ২৲ টাকা।

শ্রীসদাশিবঃ শরণং।

শ্রীশ্রীগুরুদেবপাদপঙ্কজেভ্যো নমঃ।

ভূমিকা।

শিব-রাত্রির কৃপায় 'শিবরাত্রি ও শিবপূজা'র একে একে (উপক্রমণিকা ছাড়া) তিন খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। সাধারণের সুবিধার্থ আমরা এখন উপক্রমণিকা ও প্রথম দুই খণ্ড একত্রে বাঁধাইয়া প্রকাশ করিলাম। শিবরাত্রির মুখ্য বিষয়গুলি এই কয় খণ্ডেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। শিবরাত্রির অপর খণ্ডগুলিতে যে সকল তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইতেছে তাহারা যে কেবল শিবরাত্রির তত্ত্বোপলব্ধি করিবার বিষয়েই সহায় হইবে এরূপ নহে, তাহারা অন্যান্য বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ের তত্ত্বজ্ঞানার্থও উপকারক হইবে, এই নিমিত্ত তাহাদিগকে তাহাদিগের বিশিষ্ট প্রতিপাদ্য বিষয় অনুসারে এক একটী বিশিষ্ট নামও প্রদান করা হইবে। শিবরাত্রির তৃতীয় খণ্ডে দেবতাতত্ত্ব বিশেষতঃ ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

শিবরাত্রি ও শিবপূজা পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়া কেহ কেহ কাঠিন্য অনুভব করিয়াছেন, অনেকে সংস্কাচিত সংস্কার ও যোগ্যতাভাবনিবন্ধন পূজ্যপাদ গ্রন্থকার-প্রতিপাদিত তত্ত্বগুলির মর্ম্মোপলব্ধি করিতে না পারিয়া অনেক প্রকার কথা বলিয়াছেন। তাঁহাদের উক্তির যথাসম্ভব উত্তর আমরা প্রথম ভাগ—২য় ও ৩য় খণ্ডের ভূমিকাতে দিয়াছি। এক্ষণে আরও দুই একটী কথা বলা আবশ্যক বোধ করিলাম।

পূজ্যপাদ গ্রন্থকার সকল প্রকার অধিকারিগণের জন্যই (জ্ঞান, যোগ এবং ভক্তিমার্গের ভিন্ন ভিন্ন পর্ব্বে স্থিত পুরুষগণ এবং দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক তথা সাধারণজ্ঞানবিশিষ্ট, আত্মার প্রকৃতকল্যাণপ্রার্থী পুরুষগণ—এই সকলের জন্যই) উপদেশ দিয়াছেন। সকল কথা সকল অধিকারিগণ বুঝিতে পারিবেন ইহা আশা করা যায় না। 'শিবরাত্রি ও শিবপূজা'

গ্রন্থ পড়িতে আরম্ভ করিয়া যাঁহারা বিশেষ কাঠিন্য অনুভব করিবেন, যাঁহারা প্রথম অধিকারী, তাঁহাদের সমীপে আমার অনুরোধ, তাঁহারা যেন প্রথম খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদ হইতে পাঠ আরম্ভ করেন, এবং পরে উপক্রমণিকা প্রভৃতি অংশ পাঠ করেন।

উপক্রমণিকা।—উপক্রমণিকা বক্তার স্বগতভাষণ অথবা যোগ দ্বারা পরমাত্মার সমীপে উপনীত জীবাত্মার পরমাত্মার সহিত কথোপকথন, ইহা অমৃতের সাগর হইলেও, ইহার কোন কোন অংশ প্রথমাধিকারিগণের সর্ব্বথা সুবোধ্য হইবার কথা নহে, যাঁহারা জ্ঞান, যোগ এবং ভক্তিমার্গের একটু উচ্চ স্তরে আরূঢ় হইয়াছেন, তাঁহারাই পূর্ণরূপে এই অমৃতের অমৃতত্ব অনুভব করিতে পারিবেন। যাঁহারা শব্দের বৈখরী অবস্থা ছাড়িয়া কখনও মধ্যমা অবস্থায় যাইবার চেষ্টা করেন না, চক্ষুরাদি স্থূলেন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎই যাঁহাদের সমীপে সত্তার আদি এবং অন্ত্য পর্ব্ব, তাঁহারা কি করিয়া শব্দের মধ্যমা, পশ্যন্তী এবং পরা অবস্থার সংবাদ বুঝিতে পারিবেন, এবং সে সংবাদ শুনিতে তাঁহাদের ভালই বা লাগিবে কেন? তাঁহাদের যে এ সকল বিষয়ের উপদেশ তমসাবৃত ('Dark')-বৎ বোধ হইবে তাহাই ত প্রাকৃতিক, যাঁহারা 'সংসার' বা মিথ্যোক্তির রাজ্যেই সাধারণতঃ বাস করেন তাঁহাদের সমীপে 'সত্যোক্তির' স্বরূপপ্রকাশক উক্তি সকল ভাল না লাগাই সম্ভব (কারণ পূর্ব্বসংস্কার অনুসারেই কাহারও কোন বিষয় ভাল লাগে বা লাগে না); চিত্তের পঞ্চবিধ অবস্থার মধ্যে যাঁহারা সদা মূঢ়, ক্ষিপ্ত বা বিক্ষিপ্ত ইহাদের অন্যতম অবস্থাতেই অবস্থান করেন, চিত্তের একাগ্র অবস্থার সহিত যাঁহাদের পরিচয় নিতান্ত অল্প, তাঁহাদের পক্ষে সমাহিত-চিত্ত হইয়া যাহা জানিতে এবং বুঝিতে হয় তদ্বিষয়ক সংবাদের মর্ম্ম বুঝিতে পারা সম্ভব নহে, তথাপি প্রকৃত জ্ঞানপিপাসু উন্নিনীষু মানবের জন্য, আত্মার যথার্থ ঐহিক এবং পারত্রিক কল্যাণলিপ্সু পুরুষের জন্য, ভগবানের সমীপবর্ত্তী হইতে ইচ্ছুক ভক্তের জন্য শ্রবণ করিয়া আনন্দ এবং উপকার লাভ করিবার

অনেক কথাই উপক্রমণিকাতে আছে, পাঠক অথ হইতে ইতি পর্য্যন্ত একটু ধৈর্য্যসহকারে পাঠ করিলেই তাহা জানিতে পারিবেন। উপক্রমণিকাতে দার্শনিকের দর্শনতৃপ্তিকর বস্তু আছে, বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞানের চরম পর্ব্বে উঠিবার উপায়নির্দ্দেশক পরম আশাপ্রদ সংবাদ আছে।

যে দার্শনিক প্রকৃত দ্রষ্টব্যের দর্শনলালসা পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত করিতে ব্যগ্র, যে বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানের চরমপর্ব্বে উপনীত হইবার উপায় অন্বেষণ করিতে সচেষ্ট, যে ভক্ত ভগবানের অপার মহিমার কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে সমুৎসুক তাঁহারা সকলেই উপক্রমণিকাতে তাঁহাদের ইচ্ছাপূর্ত্তির উপকরণ প্রাপ্ত হইবেন। পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভের জন্য, সর্ব্বদুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তিসিদ্ধির জন্য মানুষের যে যে বিষয় জানা প্রয়োজন, 'শিবরাত্রি ও শিবপূজার' উপক্রমণিকাতে সংক্ষেপে সেই সকল বিষয়েরই উপদেশ আছে।

শিবরাত্রি—প্রথম খণ্ড।—শিবরাত্রির প্রথম খণ্ডে শিবের স্বরূপ এবং রাত্রি বা শিবার স্বরূপই প্রধানতঃ বর্ণিত হইয়াছে। শিবের স্বরূপ বর্ণনাবসরে শিবের কল্যাণগুণগ্রামের সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইয়াছে; বিষয়াসক্ত সাংসারিক ব্যক্তিই হউন, অথবা সংসারবিরক্ত, মুমুক্ষু, জ্ঞানার্থী বা যোগার্থী পুরুষই হউন, শিবাযুক্ত শিবের উপাসনা সকলেরই অপেক্ষিত, কারণ, 'শিবই বস্তুতঃ কল্যাণময়; সুখময়, দয়াময়, সর্ব্বশক্তিমান্ শিবই রোগার্ত্তের ভিষক্; তিনিই ভবরোগবৈদ্য; তিনিই অকিঞ্চনের সর্ব্বস্ব; তিনিই দরিদ্রের নিত্য কোষাগার'; 'শিব ধনের অভাব দূর করেন, ব্যাধির যাতনা নিবারণ করেন, শিবই সুখহেতু বিদ্যাদির আদ্য প্রসূতি, শিব সাংসারিক সুখের দাতা, শিবই অপরিচ্ছিন্ন বা নিত্যসুখের বিধাতা'। কিন্তু 'শিব' কে, তাহা না জানিলে, শিব ধনের অভাব দূর করেন ইত্যাদি কথা অর্থ-শূন্যরূপে প্রতীয়মান হইবে, এই নিমিত্ত 'শিব' কে, তাহা কিরূপে উপলব্ধি করিতে পারা যাইবে তৎসম্বন্ধে তৃতীয় পরিচ্ছেদে যথাপ্রয়োজন উপদেশ

প্রদত্ত হইয়াছে, শিবের স্বরূপোপলব্ধি বিষয়ে 'বিচারের' একমাত্র প্রয়োজনীয়তা দেখান হইয়াছে এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় সাধনের রূপ বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে জড়বাদী নাস্তিকগণ দ্বারা সাধারণতঃ উপস্থাপিত অনেক তর্কের অতি সবলভাবে মীমাংসা করিয়া দেওয়া হইয়াছে, প্রতিপাদিত হইয়াছে, শিবই বিদ্যাদি লাভের এবং কৃষি-বাণিজ্যাদি ধনলাভের অন্যান্য উপায়সমূহের মূল কারণ, শিবের অনুগ্রহেই জীব কৃতকৃত্য হয়, সব ছাড়িয়া সর্ব্বান্তঃকরণে শিবের শরণাগত হইতে পারিলেই জীবের সর্ব্বদুঃখ দূরীভূত হয়। সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগপূর্ব্বক শিবের (ঈশ্বরের) শরণাগত হওয়াই প্রকৃত পুরুষকার,ইহা কাপুরুষতা নহে, স্থূল দৃষ্টিতে ন্যায়বিরুদ্ধ হইলেও, সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ইহা সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত। আজকাল জড়বিজ্ঞানের অভ্যুদয় হওয়ায় অধিকাংশ জড়বৈজ্ঞানিকগণ এবং ইহাদের অস্মদ্দেশীয় শিষ্যগণ বিজ্ঞানকে সর্ব্বাভাবনিবৃত্তির এবং সর্ব্বসুখাবাপ্তির কারণ বলিয়া বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন, যথোক্ত বিজ্ঞানকে ঈশ্বরের স্থানে বসাইলেই ইষ্টসিদ্ধি হইবে, ঈশ্বরনামক পদার্থের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই এইরূপ মতাবলম্বী হইয়াছেন। বিজ্ঞান দ্বারা আজকাল অনেক অদ্ভুত কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে, ঐহিক বাধা দূরীকরণ বিষয়ে বিজ্ঞানের কার্য্যকারিতা অসীম বলিয়া জ্ঞাত হইতেছে, অতএব স্থূলদৃষ্টি মানব যে বিজ্ঞানকেই ঈশ্বরের স্থানে বসাইবার চেষ্টা করিবে, তাহা বিচিত্র নহে। কিন্তু কোন কোন সাংসারিক বাধা দূর করিতে পারিলেও বিজ্ঞান যে মানবের সকল দুঃখের অপনোদন করিতে সমর্থ নহে, নিত্য সুখ বা চির শান্তি বিধান করিতে পারগ নহে, বিজ্ঞান অনেক শক্তি ধারণ করিলেও যে, মানবের পক্ষে সর্ব্বসম্পূর্ণশক্তি পরমেশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকারের প্রয়োজন আছে, তাহা মানবের বুঝা আবশ্যক। প্রাগুক্ত জড়বিজ্ঞানসর্ব্বস্ব পুরুষগণকে যদি বলা যায়, 'শিবের উপাসনা করিলে শিব ধনাদির অভাব দূর করিয়া দিবেন, রোগাদি হইতে মুক্তিদান করিবেন, সকল প্রকার অপেক্ষিত সিদ্ধি প্রদান করিবেন', তাহা

হইলে, এইরূপ কথা শুনিয়া তাঁহারা শিবের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইবেন না, তাই ইহাঁদিগকে বুঝাইবার জন্য আমরা প্রস্তাবনায় ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান বিষয়ে কিছু আলোচনা করা আবশ্যক বোধ করিয়াছি ও দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে, প্রকৃত বিজ্ঞান ধর্ম্ম হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে, যথার্থ বিজ্ঞান ঈশ্বর ও ঈশ্বরোপাসনাকে ত্যাগ করিতে পারেন না, প্রকৃত বৈজ্ঞানিকের সকল কর্ম্মই ঈশ্বরোপাসনা ভিন্ন অন্য কিছু হইতে পারে না, অজ্ঞান বা স্বল্পজ্ঞানই পূর্ণ বিজ্ঞানকে, বিশুদ্ধ জ্ঞানকে দেখিতে পায় না, অল্পজ্ঞই অকৃতজ্ঞ হয়, এবং অকৃতজ্ঞই ঈশ্বরবিমুখ হইয়া থাকে, ঈশ্বরের উপাসনা না করিয়া কেহ থাকিতে পারেন না, ঈশ্বরবিমুখ নাস্তিকও স্থূলভাবে ঈশ্বরকে মানিয়া থাকেন, ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া থাকেন, উপাস্যের সহিত উপাসকের সম্মিলিত হইবার চেষ্টাই জগতের জগত্ত্ব, বাহির হইতে কেন্দ্রাভিমুখে গমনই ঈশ্বরোপাসনা বা যোগ, ঈশ্বরোপাসনা বা যোগ মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। পঞ্চম ও ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে বেদে রাত্রি শব্দের প্রয়োগ ও রাত্রিসূক্তের ব্যাখ্যা পাঠ করিয়া পাঠক রাত্রির স্বরূপ বিশদরূপে জানিতে পারিবেন, পরমকরুণাময় বেদের স্বরূপও কিঞ্চিন্মাত্রায় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন, এক একটী বেদমন্ত্রের মধ্যে জীবের কল্যাণবিধায়ক কত পরম উপাদেয় তত্ত্বসকল নিহিত থাকে, তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন, বেদ ও শাস্ত্রের উপদেশের মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে হইলে কিরূপ চিন্তা ও বিচার করিতে হয় তাহারও একটু আভাস প্রাপ্ত হইবেন।

শিবরাত্রি—দ্বিতীয় খণ্ড।—মাঘ-ফাল্গুনের কৃষ্ণ-চতুর্দ্দশীতে কেন শিবরাত্রি-ব্রত করিতে হয়, এই প্রশ্নের সমাধান এবং ব্রত ও উপবাসতত্ত্বের ব্যাখ্যা ইহারাই মুখ্যতঃ "শিবরাত্রির" দ্বিতীয় খণ্ডের প্রতিপাদ্য বিষয়। প্রথমোক্ত প্রশ্নের সমাধানার্থ প্রথমে কালের স্বরূপ এবং তৎপ্রসঙ্গে তিথি, দণ্ড, ক্ষণ ইত্যাদির এবং বিবেকজজ্ঞান ও জ্যোতিষের তত্ত্ব সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা হইয়াছে, তদনন্তর গ্রহগণের অধিষ্ঠাতৃদেবতাতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদোক্ত উপদেশসমূহে আমরা পাঠকবর্গের দৃষ্টি বিশেষতঃ আকর্ষণ করিবার ইচ্ছা করি। এই পরিচ্ছেদেই মাঘ-ফাল্গুনের কৃষ্ণ-চতুর্দ্দশীতে কেন শিবরাত্রি-ব্রত করিতে হয় তাহার অপূর্ব্ব সমাধান করা হইয়াছে, ইহাতে যে কত গূঢ় বিজ্ঞান ও যোগতত্ত্ব নিহিত আছে তাহা দেখান হইয়াছে। ইহা পাঠ করিলে, বৈদিক আর্য্যগণের বেদশাস্ত্রাদিতে বিহিত অনুষ্ঠানসমূহ কত বিজ্ঞানসম্মত, 'জাগরণ' পদার্থের প্রকৃত রূপ কি, 'সন্ধ্যা' বস্তুতঃ কোন্ সামগ্রী, অহোরাত্রের সন্ধিকালে কেন 'সন্ধ্যা' করিবার—ঈশ্বরোপাসনা বা যোগ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে, প্রকৃত 'সন্ধির' স্বরূপ কি, পাঠকগণ তাহা জানিতে পারিবেন।

অত্যন্ত দুঃখের সহিত নিবেদন করিতেছি, পরমপূজ্যপাদ গ্রন্থকার গত ২৫শে আশ্বিন (১২ই অক্টোবর) বুধবার দিবসে ব্রহ্মীভূত হইয়াছেন। তিনি সকল বিষয়েই বহু অমূল্য উপদেশ সকল রাখিয়া গিয়াছেন; ভগবানের ইচ্ছা হইলে তাহারা ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে। অর্থাভাব গ্রন্থগুলির প্রকাশনবিষয়ে একটী প্রধান অন্তরায়। অতএব আশাকরি, জনসাধারণ এই অমূল্য রত্ন সকলের রক্ষাবিষয়ে উদাসীন হইবেন না। অন্ততঃ প্রকাশিত গ্রন্থগুলি অধিক সংখ্যায় ক্রয় করিয়া সাহায্য করিলেও আমরা বেদ-শাস্ত্রের মহিমাখ্যাপক তাঁহার এই অমূল্য অপূর্ব্ব উপদেশগুলিকে প্রকাশ করিতে উৎসাহী হইব।

সহৃদয় পাঠকগণের মধ্যে যাঁহারা ভাবি-গ্রন্থগুলির স্থায়ী গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা কৃপাপূর্ব্বক তাঁহাদের নাম ও ঠিকানা জ্ঞাপন করিলে আমরা পরম অনুগৃহীত হইব। ইতি—

অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪
কলিকাতা।

বিনীত প্রকাশকস্য।

আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপাদি গ্রন্থপ্রণেতা

পরমারাধ্যপদ শ্রীশ্রীভার্গব শিবরামকিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দের

শিবরাত্রি ও শিবপূজা

বিষয়ক উপদেশ।

উপক্রমণিকা।

প্রকাশক

শ্রীনন্দকিশোর মুখোপাধ্যায়, বিদ্যানন্দ, বি,এল্,

উত্তরপাড়া (হুগলী)।

সন ১৩৩৪ সাল] [মূল্য ।।০ আনা।

উপক্রমণিকা।

বিষয়ানুক্রমণিকা।

বক্তার স্বগত ভাষণ।

ও 'বৈখরী' শব্দের এই চতুর্ব্বিধ ভাব (অবস্থা) সম্বন্ধে ঋগ্বেদ, অথর্ব্ব-বেদ ও সারদাতিলক তন্ত্রের উপদেশ। প্রকৃত অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান ও যথার্থ জড়-বিজ্ঞান আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর বিরুদ্ধরূপে প্রতীয়মান হইলেও, ইহারা যে বস্তুতঃ পরস্পর অত্যন্ত বিরোধী নহে, বেদ বা সত্যোক্তির প্রসাদে তাহা অবগত হওয়া যায়; শব্দের পরাদি চতুর্ব্বিধ অবস্থার স্বরূপ দর্শন হইলে, তাহা অনুভূত হইবে; জড়বিজ্ঞান অধ্যাত্ম বিজ্ঞানেরই পরিচ্ছিন্ন রূপ, সত্যোক্তি উভয়েরই জননী; 'শব্দব্রহ্ম,' 'বেদ' বা 'সত্যোক্তি' হইতেই আন্তর ও বাহ্য জগতের পরিণাম হইয়া থাকে, আশা হইতেছে, অভ্যুদয়শীল বিজ্ঞান এই সত্যের, সম্প্রতি যথোচিত আদর করিতে না পারিলেও, ভবিষ্যতে পারিবেন। সত্যোক্তির সহিত মিথ্যোক্তির পরমার্থতঃ ধ্রুব বিরোধ থাকিতে পারে না। সত্যোক্তিই সকলকে মিথ্যাজ্ঞান হইতে রক্ষা করেন, সত্যোক্তিই বৈজ্ঞানিককে বৈজ্ঞানিক করিয়া থাকেন, সত্যোক্তির প্রসাদেই দার্শনিক, দার্শনিক হ'ন, শিল্পী, শিল্পী হইয়া থাকেন, সত্যোক্তিই জিজ্ঞাসারূপে সর্ব্বহৃদয়ে বিদ্যমান, সত্যোক্তিই বক্তার হৃদয়ে ও মুখে অবস্থানপূর্ব্বক জিজ্ঞাসুর জিজ্ঞাসা চরিতার্থ করেন, সত্যোক্তির কৃপায় যিনি পূর্ণভাবে সত্যে স্থিত হইয়াছেন, তাঁহার বাক্ কখনও মিথ্যা হয় না, উপদেষ্টার আসনে উপবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে সত্যোক্তির শ্রবণ, সত্যোক্তির মনন ও নিদিধ্যাসন এবং যাহাতে আমি সত্যভাষণে সমর্থ হই, সত্যোক্তির সমীপে উপদেষ্টার এইরূপ প্রার্থনা অবশ্য কর্ত্তব্য। সত্যোক্তি একরূপ, কিন্তু প্রতিভাভেদ নিমিত্ত ইনি ভিন্ন ভিন্ন রূপে শ্রুত হয়েন, সত্যোক্তিই প্রতিভার (Bias) কারণ। "'শিবরাত্রি' কি?" "কিরূপে যথার্থভাবে শিবপূজা করিব?" রমার এই প্রশ্নদ্বয়ের সুখবোধ্য সদুত্তর দিবার জন্য সত্যোক্তির আদেশানুসারে বক্তাকে সত্যোক্তির প্রপন্ন হইতে হইবে।

সত্যোক্তি হইতে পৃথ্বী, অন্তরিক্ষ এবং দিন রাত্রের প্রসার হইয়াছে,

সত্যোক্তি হইতে প্রাণি মাত্রের বিশ্রাম প্রাপ্তি হয়, সত্যোক্তি হইতেই প্রাণি মাত্রের বিচলন—স্পন্দন হইয়া থাকে, জলের স্যন্দন হয়, সূর্য্যের নিত্য উদয় হয়, এই সকল কথার প্রকৃত আশয়। 'সত্যোক্তি' শব্দের অর্থ। (পৃঃ ৪১)

সত্যোক্তিই যে, সর্ব্বজনের অন্তর্যামিণী, সত্যোক্তিই যে, অখিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসূতি, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির নিয়ামিকা, প্রতিভা নিতান্ত প্রতিকূল না হইলে, তাহা উপলব্ধি হইয়া থাকে। (৪৬)

শিবরাত্রি ও শিবপূজা বলিতে লোক সাধারণতঃ যাহা বুঝিয়া থাকেন, সত্যোক্তির কৃপায় উপলব্ধি হইয়াছে, তাহা শিবরাত্রি ও শিবপূজা বিষয়ক বিশুদ্ধ বোধ নহে, শিবরাত্রি ও শিবপূজা বিষয়ক সাধারণ বোধ দ্বারা কেহ কৃতকৃত্য হইতে পারেন না, কাঁহারও অত্যন্ত-পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় না, কাঁহারও পরিণামক্রমের (Evolution) পরিসমাপ্তি হইতে পারে না। 'শিবরাত্রি' পরমাত্মতত্ত্ব, 'শিবরাত্রি' সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বশক্তির একীভূত রূপ, 'শিবরাত্রি' বিশ্বপ্রাণ (Universal Life), 'শিবরাত্রি' বিশ্বমন (Universal Mind), 'শিবরাত্রি' পরমাণুস্বরূপা, 'শিবরাত্রি' দ্ব্যণুকাদিস্বরূপিণী, 'শিবরাত্রি' জ্ঞানশক্তি, 'শিবরাত্রি' ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তি, 'শিবরাত্রি' বিশ্বাত্মাতে অবস্থিতা, অতএব 'শিবরাত্রি' সকলের জ্ঞেয়া, সকলের উপাস্যা, বুদ্ধিপূর্ব্বক হোক্, অবুদ্ধিপূর্ব্বক হোক্, বিশ্বজগৎ শিবরাত্রিকে জানিতে ও পাইতে চায়, শিবরাত্রির উপাসনা করিতে বিশ্ব সদা অভিলাষী, নিয়ত চঞ্চল। অতএব শিবরাত্রির স্বরূপ পূর্ণভাবে দর্শন করিতে হইলে, পূর্ণভাবে সত্যোক্তির শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিতে হইবে, পূর্ণভাবে শিব-শিবার পূজা করিতে হইবে। " 'শিবরাত্রি' কি ?" "কিরূপে যথার্থভাবে শিবপূজা করিব ? " রমার প্রশ্নদ্বয়ের উত্তর দিতে প্রবৃত্ত হইয়া যথাশক্তি সত্যোক্তির শরণ গ্রহণপূর্ব্বক বক্তা যাহা বুঝিয়াছেন, সত্যোক্তি তাঁহাকে যাহা যাহা বলিতে প্রেরণ করিয়াছেন, তিনি তাহাই বলিবেন। সত্যোক্তি ঝাইয়াবেছেন,

যাহাতে সকলে শয়ন করে, যিনি সকলের আধার, অপিচ যিনি সর্ব্ব পদার্থে অবস্থান করেন, তিনি "শিব", 'শিব' বিশ্বপিতা (বিশ্বজগতের অধিষ্ঠান পরব্রহ্ম), 'রাত্রি বা শিবা' বিশ্বমাতা (চিৎপ্রতিবিম্বিতা মূল প্রকৃতি)।

বিশেষ-বিশেষ ভাবকে সামান্য ভাবে বিলীন করাই, পরিচ্ছিন্ন ভাব-সমূহকে অপরিচ্ছিন্ন বা অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ভাবে ডুবাইয়া দেওয়াই প্রকৃত 'পূজা'; 'পূজা' ও 'যোগ,' 'পূজা' ও 'সমাধি' এক সামগ্রী। শিবরাত্রি ও শিবপূজাতে বক্তা এই সকল সত্যোক্তিই রমাকে যথাশক্তি শুনাইবার চেষ্টা করিবেন।

অভ্যাসতত্ত্ব। 'সত্যোক্তি', 'সত্যোক্তি', 'সত্যোক্তি', বক্তা বার-বার এই কথা বলিতেছেন কেন? (পৃ: ৫১)

শিবা-ভিন্ন শিব নিরর্থক। (পৃ: ৫৯)

সত্যোক্তির আদেশানুসারে 'শিবরাত্রি' ও 'শিবপূজা' সম্বন্ধে বক্তা রমাকে যাহা বলিবেন। (পৃ: ৬৫)

শিবরাত্রি ও শিবপূজা সম্বন্ধে বক্তা যাহা বলিবেন, জিজ্ঞাসু রমা কিরূপে তাহাকে যথার্থভাবে ধারণ করিবে, কিরূপে বক্তার উপদেশানুসারে কর্ম্ম করিবে? কিরূপে রমার শ্রবণ সার্থক হইবে? সত্যোক্তির উপদেশ—সমাধি ব্যতিরেকে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয় না, কেবল শ্রুতি ও শাস্ত্রবাক্য শ্রবণ করিলে শ্রুতবিষয়ের যথাবিধি মনন ও নিদিধ্যাসন না করিলে তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার হয় না, কেবল শ্রবণ ঈপ্সিতফল প্রসব করিতে পারে না। অতএব রমাকে মনন (বিচার) ও ধ্যান করিতে শিখাইতে হইবে। পূজা করিয়া লোকে সাধারণতঃ যে পূজার ফল পায় না, তাহার কারণ, যথার্থভাবে পূজা করা হয় না, যম-নিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগসাধন বিনা যথার্থভাবে পূজা অনুষ্ঠিত হয় না। রমা কিরূপে সমাধি করিবে? যথার্থভাবে পূজা করিবে? সত্যোক্তি এই প্রশ্নের যে উত্তর দিয়াছেন, তাহার অভিপ্রায়—পূজ্য ঈশ্বরের প্রণিধান দ্বারা সমাধি সিদ্ধি হইয়া থাকে, যথার্থভাবে নমোনমঃ করাই প্রকৃত পূজা, সর্ব্বান্তঃকরণে শিব-শিবার শরণাগত হওয়াই, সর্ব্ব-

অভীষ্টসিদ্ধির একমাত্র হেতু। যথার্থভাবে নমোনমঃ করাই পূজার যথার্থ উপচার। শিব-শিবাই শরণাগতকে যথার্থভাবে পূজা করিতে শিখাইয়াছেন। গুরু-কৃপা ও শিব-শিবার কৃপা ভিন্ন সামগ্রী নহে, শিব-শিবার অনুগ্রহ-শক্তিই 'গুরু' বা 'আচার্য্য'। 'গুরু' বা 'আচার্য্যের' উপদেশানুসারে কর্ম্ম করিলে, দেবতার স্বরূপ সমধিগত হইয়া থাকে ("আচার্য্যবান্ পুরুষোবেদ।"— ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৬।১৪।২)। যাঁহার ঈশ্বরে পরাভক্তি আছে, যিনি শ্রীগুরুদেবকে ঈশ্বর হইতে অভিন্ন বলিয়া বিশ্বাস করেন, তিনি সত্যোক্তির কৃপায় সব জানিতে পারেন, সব করিতে পারেন, সত্যোক্তির কৃপায় তিনি সর্ব্ব-স্বরূপ হইয়া থাকেন। রমার কোমল হৃদয়ে এই সত্য যথার্থভাবে প্রতিভাত হোক্, বক্তার এইরূপ প্রার্থনা।

শিবরাত্রির স্বরূপ, প্রণব বা সাঙ্গোপাঙ্গ বেদের স্বরূপ, শিবরাত্রির স্বরূপ, জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-ও-জ্ঞান বা প্রমাতৃ-প্রমেয়-ও-প্রমাণের স্বরূপ, শিবরাত্রির স্বরূপ সর্ব্বতোমুখ, শিবরাত্রির স্বরূপ গ্রাহক, গ্রাহ্য ও গ্রহণাত্মক। (পৃঃ ১৩)

সত্যোক্তিই বক্তার 'শিবরাত্রি ও শিবপূজা' বিষয়ক সম্ভাষণের আদি, মধ্য ও অন্ত, সত্যোক্তিই ইহার উপক্রম—আরম্ভ, সত্যোক্তিই ইহার অপবর্গ—উপসংহার।

অশুদ্ধি শোধন।

পৃষ্ঠা।	পংক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
১৮	ফুট্‌নোট্	বিবক্ষুণাং	বিবক্ষ্ণাং
২৫	৭	-প্রমাণিত	-প্রমাপিত
৩১	৯	উচ্ছন	উচ্ছ্ন
৩৩	ফুট্‌নোট্	যঃ ঈশে	য ঈশে
,,	,,	যঃ আত্মদা	য আত্মদা
৪০	৫	বাচমমৃতমাত্মনঃ	বাচমমৃতামাত্মনঃ
৪৮	১৯	চৈত্যন্যময়	চৈতন্যময়
৭২	২৩	ভক্তাধীম	ভক্তাধীন

শ্রীসদাশিবঃ

শরণং।

শিবরাত্রি ও শিবপূজা

বিষয়ক সম্ভাষণের

উপক্রমণিকা।

বক্তার স্বগত ভাষণ।

"শিবরাত্রির" স্বরূপ নিরূপণীয় হইতে পারে কি ?

রমা জিজ্ঞাসা করিয়াছে, "'শিবরাত্রি' কি? কিরূপে যথার্থভাবে শিবপূজা করিব?" রমার জিজ্ঞাসা কিরূপে চরিতার্থ করিব, কি ভাবে কোন্ ভাষায়, কি বলিলে "'শিবরাত্রি' কি? কিরূপে যথার্থভাবে শিবপূজা করিব?" রমার এই প্রশ্নের সুখবোধ্য সদুত্তর দেওয়া হইবে, কিয়ংকাল তাহা ভাবিয়াছিলাম। ভাবিতে ভাবিতে প্রথমে মনে হইয়াছিল, যিনি প্রাণপ্রদ, যিনি সুখপ্রদ, যিনি বিশ্বাধার, বিশ্বপ্রাণ, বিশ্বাত্মা, বিশ্ববীজ, যিনি অখণ্ড-সচ্চিদানন্দময়, যিনি সর্ব্ববিদ্যার ঈশান (নিয়ামক), যিনি অখিল প্রাণীর ঈশ্বর, যিনি বেদস্বরূপ, যিনি ব্রহ্মাধিপতি (বেদপালক), যিনি ব্রহ্মা বা হিরণ্য-গর্ভের অধিপতি ("ঈশানঃ সর্ব্ববিদ্যানামীশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাম্ ব্রহ্মাধিপতি-র্ব্রহ্মণোঽধিপতির্ব্রহ্মা শিবো মে অস্তু সদা শিবোম্॥"—তৈত্তিরীয় আরণ্যক), যাঁহার নিরবচ্ছিন্ন সত্তাতে সকলে সত্তাবান্, যাঁহার অনন্তজ্ঞান-কণা পাইয়া, সকলে জ্ঞানবান্, যে অপরিচ্ছিন্ন, আনন্দময় পরমাত্মার আনন্দলেশ পাইয়া সকলে সানন্দ, সেই শিবরাত্রির বা শিব-শিবার স্বরূপ

সম্বন্ধে আমি কি বলিতে পারি? যিনি বাক্য-মনের অগোচর, যিনিই বিজ্ঞাতা, সে শিব-শিবার, সে শিব-রাত্রির স্বরূপ কি নিরূপণীয় হইতে পারে? 'তিনি এইরূপ', এইরূপে তাঁহার স্বরূপ নিরূপণ করিতে যাওয়া কি, তাঁহার স্বরূপকে পরিচ্ছিন্ন করিতে যাওয়া নহে? যিনি বিজ্ঞাতা, যিনিই জানেন, তাঁহাকে কিরূপে জানা যাইবে? অতএব " 'শিবরাত্রি' কি?" রমার এই প্রশ্নের " 'শিবরাত্রি' কি", আমি এই উত্তরই দিব। শিব-রাত্রির বা বাঙ্‌মনের অগোচর শিব-শিবার স্বরূপ সম্বন্ধে এতদ্ব্যতীত আমি আর কি বলিতে পারিব?

" 'শিবরাত্রি' কি?" এই প্রশ্নের " 'শিবরাত্রি' কি", এইরূপ উত্তরের অভিপ্রায়।

" 'শিবরাত্রি' কি", আমার এইরূপ উত্তরের অভিপ্রায় হইতেছে, আমরা যখন কোন বিষয় জানিতে ইচ্ছা করি, তখন 'ইহা কি', 'উহা কি' এইরূপে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকি, জিজ্ঞাসা করিতে হইলে, সকলে 'কি' এই শব্দেরই ব্যবহার করে। "কিম্" ব্রহ্ম বা সর্ব্বব্যাপক বিষ্ণুর একটী নাম। ব্রহ্ম বা সর্ব্বব্যাপক বিষ্ণুই সকলের মুখ্য জিজ্ঞাস্য, সর্ব্বপুরুষার্থরূপ বলিয়া ব্রহ্ম বা বিষ্ণুই সকলের বিচার্য্য। অতএব "কিম্" শব্দ ব্রহ্ম বা বিষ্ণুর বাচক। * যাঁহাকে জানিলে, যাঁহাকে পাইলে, 'ইহা কি', 'উহা কি', এই বাক্য মুখ হইতে আর বাহির হয় না, যাঁহাকে জানিলে, যাঁহাকে পাইলে, আর কিছু জানিবার বা পাইবার অবশিষ্ট থাকে না, যাঁহাকে জানিলে "কিম্" রব নীরব হয়, তিনি "কিং"-শব্দবাচ্য ব্রহ্ম বা বিষ্ণু। 'শিবরাত্রি' কি, রমাকে তাহা বুঝাইতে প্রবৃত্ত হইয়া আমার মনে হইয়াছে, 'শিবরাত্রিই' সব, শিবরাত্রিই মুখ্য জিজ্ঞাসার বিষয়, শিব-শিবার স্বরূপ জানিবার জন্যই

* "একো 'নৈকঃ সবঃ কঃ কিং যত্তৎপদমনুত্তমম্।"—বিষ্ণুসহস্রনাম।

"সর্ব্বপুরুষার্থরূপত্বাদ্ বৈকৈব বিচার্য্যমিতি ব্রহ্ম কিম্।"—বিষ্ণুসহস্রনাম ভাষ্য।

সকলে "কিম্" "কিম্" এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া থাকে, "শিবরাত্রি" কি, তাহা জানিতে পারিলেই, সকল জিজ্ঞাসা একেবারে বিনিবৃত্ত হইবে, আর কোন বিষয় জানিবার ইচ্ছা হইবে না। আমি তা'ই মনে করিয়াছি, " 'শিবরাত্রি' কি?" এই প্রশ্নের "শিবরাত্রি কি" ইহাই প্রকৃত উত্তর। " 'শিবরাত্রি' কি?" বহু বাক্য দ্বারা এই প্রশ্নের আমি যে সমাধান করিব, "শিবরাত্রি কি", শিব-শিবাই সর্ব্ব জিজ্ঞাসার কেন্দ্র, শিব-শিবাই সর্ব্ব পুরুষার্থরূপ, তাহার ইহাই নির্গলিত অর্থ হইবে।

যাঁহাকে জানা যায় না, যিনি অপরিচ্ছিন্ন, তাঁহাকে জানিবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয় কেন? শিব-শিবাকে কি বস্তুতঃ জানা যায় না?

" 'শিবরাত্রি' কি?" এই প্রশ্নের "শিবরাত্রি কি", রমা কি এইরূপ উত্তর পাইয়া সন্তুষ্ট হইবে? তাহা ত হইবে না। ভাবিতে ভাবিতে জিজ্ঞাসা হইয়াছিল, যাঁহাকে জানা যায় না, তাঁহাকে জানিবার নিমিত্ত প্রাণ ব্যাকুল হয় কেন? অসাধ্য সাধনের প্রবৃত্তি হইবার কারণ কি? অপিচ জিজ্ঞাসা হইয়াছিল, শিব কি, শিবার স্বরূপ কি, যাঁহারা তাহা জানিতে চাহেন না, শিব-শিবার পূজা করা যাঁহাদের জ্ঞানে অসভ্যোচিত অনর্থক আচরণ, যথাশক্তি ভূত ও ভৌতিক শক্তিসমূহের তত্ত্বানুসন্ধানকে, পার্থিব জীবনকে যথাসম্ভব অবাধিত করিবার চেষ্টাকে, যাঁহারা একমাত্র পুরুষার্থ বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন, ইহলোক ছাড়া পরলোকের কোন সংবাদ লইতে যাওয়াকে যাঁহারা বর্ব্বরোচিত কর্ম্ম বলিয়াই বিশ্বাস করেন, তাঁহারা কি ক'রে শান্তি পান? তাঁহারা যাহা করিয়া, যে উপায়ের আশ্রয় গ্রহণ-পূর্ব্বক শান্তিসুখ ভোগ করেন, যদি শিব-শিবার তত্ত্বানুসন্ধান না করিয়া, কি ক'রে যথার্থভাবে শিবপূজা করিতে পারিব, তাহা অবগত হইবার জন্য ব্যাকুলীভূত না হইয়া, আমরাও তাহা করি, তাহা হইলে, কি আমরা

যথোক্ত ব্যক্তিদিগের ন্যায় সুখে জীবন যাপন করিতে পারি না? চিন্তা করিতে করিতে মনে হইয়াছিল, বর্ত্তমান জীবনই যাঁহাদের মতে আদ্য ও অন্ত্য-জীবন, দেহ ও ইন্দ্রিয়কেই যাঁহারা আত্মা বলিয়া বুঝিয়াছেন, পরলোক বা পুনর্জ্জন্মের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিতে যাইলে, যাঁহাদের ঐহিক সুখভোগাসক্ত চিত্ত বাধিত হয়, স্থূল জড়জগৎই যাঁহাদের তত্ত্বজিজ্ঞাসা বিনিবৃত্ত করিবার পর্য্যাপ্ত ক্ষেত্র, স্থূল জড়জগতের বহিঃস্থিত কোন পদার্থের তত্ত্বানুসন্ধান করা তাঁহাদের আবশ্যক হয় না, অতীন্দ্রিয় পদার্থের তত্ত্ব অজ্ঞেয় (Unknowable) বলিয়া, তাঁহারা নিশ্চিন্ত থাকিতে ইচ্ছা করেন, অতীন্দ্রিয় পদার্থের তত্ত্বানুসন্ধান চেষ্টাকে তাঁহারা অনর্থক বলিয়া উপেক্ষা করিয়া থাকেন। *

নাস্তিক হইয়া, ঈশ্বরকে তাড়াইবার চেষ্টা করিয়া, সকলই জড়শক্তির পরিণাম এইরূপ বিশ্বাসকে হৃদয়ে সুদৃঢ় আসন দিবার চেষ্টা করিয়া, কেহ কৃতার্থ হইতে পারেন নাই, পারিবেন না।

কিন্তু নিশ্চিন্ত থাকিবার উপায় আছে কি? নিশ্চিন্ত থাকা সম্ভব কি? নাস্তিক হইয়া, পরলোক নাই, ঈশ্বর নাই, পুনর্জ্জন্ম নাই, পরমাণু বা জড়শক্তি হইতেই সকল পদার্থ উৎপন্ন হয়, এইরূপ মতের পক্ষপাতী হইয়া কেহ কি বস্তুতঃ সুখী হইতে পারিয়াছেন? 'নাস্তিক হইয়া আমরা সুখে

* যাঁহারা জড়বাদী, শাস্ত্রীয় ভাষায় যাঁহারা নাস্তিক বা আসন্নচেতন (Materialists or Positivists) তাঁহারা এই মতের পক্ষপাতী। পণ্ডিত মিলের নিম্নোদ্ধৃত বচনগুলি স্মরণ করিবেন।

"The laws of phenomena are all we know respecting them. Their essential nature and their ultimate causes either efficient or final, are unknown and inscrutable to us."—*Auguste Comte and Positivism by J. S. Mill.*, P. 6.

আছি, যথেচ্ছাচার করিয়া আমরা শান্তি পাইতেছি, উচ্ছাস্ত্র বা শাস্ত্র-বিগর্হিত পৌরুষ দ্বারাই ইষ্টসিদ্ধি হয়', মুখে শতসহস্রবার এইরূপ মত প্রকাশ করিলেও, কোন হৃদয়েরই ইহা যে, অব্যভিচারি মত নহে, তাহা উপলব্ধি হয়। সুধীর যে লক্ষণ, প্রশান্তের যে চিহ্ন, আপ্তকামের যে নিদর্শন, একমাত্র বেদভক্ত, শাস্ত্রিত পৌরুষবিশিষ্ট, তপস্যানির্দ্দগ্ধকল্মষ, ভগবচ্চরণে একান্ত অনুরক্ত, শিব-শিবার শরণাগত, নিষ্কাম মহাপুরুষগণেই তাহা লক্ষিত হয়। দশনবিকাশ প্রকৃত হাস্য নহে, হৃদয়বিকাশই হাস্য, সঙ্কীর্ণ দর্শন প্রকৃত দর্শন নহে, অবাধিত দর্শনই প্রকৃত দর্শন, জড়বিজ্ঞান বিজ্ঞান নহে, চৈতন্যই বিজ্ঞান। পরলোক নাই বলিলেই, পরলোক অসৎ হয় না, পুনর্জ্জন্ম নাই বলিলেই, পুনর্জ্জন্মের নিরোধ হয় না, শমনশাসন অতিক্রম করা যায় না, ঈশ্বর নাই বলিলেই, ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় না, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া নাস্তিককে পরিত্যাগ করেন না, 'জড়প্রকৃতিই সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারিণী', এইরূপে প্রকৃতির স্তব বা তোষামোদ করিলেই, নাস্তিক প্রকৃতির হস্ত হইতে নিস্তার পাইবেন না, প্রকৃতি তাঁহাকে ছাড়িয়া দিবেন না। যাবৎ প্রকৃত আত্মজ্ঞানের বিকাশ না হইবে, যাবৎ প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানের উদয় না হইবে, যাবৎ শিব-শিবার প্রসাদে শিব-শিবার চরণে (তুমি ভিন্ন আর গতি নাই জানিয়া) প্রপন্ন না হইবে, যাবৎ বৃত্ত্যধীন অহং জ্ঞান ভুলিয়া স্বরূপে অবস্থিত হইতে সমর্থ না হইবে, প্রকৃতিদেবী তাবৎ কাহাকেও ত্যাগ করেন না, তাবৎ জন্মাদি ষড়্ভাববিকাররূপ দুরত্যয় সংসারাবর্ত্ত অতিক্রম করা অসাধ্য। প্রকৃতি মিষ্টবচনে তুষ্ট হইবার পাত্রী নহেন, স্বভাবতঃ দুঃখবন্ধবিমুক্ত পুরুষ বা আত্মার প্রতিবিম্বরূপ দুঃখবিমোচনার্থই প্রকৃতির বা শিব-শিবার জগৎকর্ত্তৃত্ব, ষড়্ভাববিকারজালের আকুঞ্চন-প্রসারণ। যাবৎ প্রকৃতি-পুরুষের বিবেকখ্যাত্যুৎপন্ন পরবৈরাগ্যের উদয় না হইবে, তাবৎ জন্ম-মরণাদি বিবিধ দুঃখে পুনঃ পুনঃ সন্তপ্ত হইতে হইবেই। 'অখণ্ডসচ্চিদানন্দ-ময় ব্রহ্মই সৎ, তদ্ব্যতীত সকলই অসৎ—সকলই মায়া, ব্রহ্মই পরতত্ত্ব,

ব্রহ্মই পরমকারণ' ("সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত।"—ছান্দোগ্যোপনিষৎ), প্রকৃতিদেবী তাঁহাকে এই কথা বলাইয়া, এই জ্ঞানে জ্ঞানী করিয়া (যত জন্মেই হোক্) তবে নিস্তার করিবেন, প্রকৃতির ইহাই স্বার্থ। সাংখ্যদর্শন বলিয়াছেন, আত্মা স্বভাবতঃ বিমুক্ত, তাঁহার আভিমানিক বন্ধনিবৃত্তির জন্যই প্রকৃতির জগৎকর্তৃত্ব ("বিমুক্তমোক্ষার্থং স্বার্থং বা প্রধানস্য।"—সাং দং ২।১)। অতএব শিব-শিবার তত্ত্ব জানিবার চেষ্টা না করিয়া, যথার্থভাবে শিব-শিবার পূজা না করিয়া ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত-নিবৃত্তিরূপ অত্যন্তপুরুষার্থসিদ্ধি হইতে পারে না, নাস্তিক হইয়া, কখন সুখী হইতে পারা যায় না। তবে কি করা উচিত? ভাবিতে ভাবিতে মনে পড়িল, শিব স্বয়ং বলিয়াছেন, 'আমাতে অনাদি সংস্কাররূপে অবস্থিত বিমল, ভ্রমবিরহিত সনাতন বেদ কল্পাদিতে পূর্ব্ববৎ (পূর্ব্বকল্পাদির ন্যায়) আমা হইতে প্রবৃত্ত—আবির্ভূত হইয়াছেন' ("ময়ি সংস্কাররূপেণ স্থিতা বেদাঃ সনাতনাঃ। কল্পাদৌ পূর্ব্ববত্তত্তঃ প্রবৃত্তা বিমলাঃ পুনঃ॥"—সূতসংহিতা, মুক্তিখণ্ড, ৩য় অধ্যায়)। শিবাও বলিয়াছেন, 'ধর্ম্ম অন্য কোন স্থান হইতে উৎপন্ন হয় না, বেদ হইতেই ধর্ম্মের বিকাশ হইয়া থাকে, অতএব ধর্ম্মার্থী মুমুক্ষু মৎস্বরূপ বেদকেই আশ্রয় করিবে, আমার সনাতনী পরাশক্তিই 'বেদ' এই সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইয়া থাকে, সর্গাদিতে আমার পরাশক্তিই ঋক্, যজুঃ ও সামরূপে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে।' * চতুর্মুখ ব্রহ্মাও বলিয়াছেন, (বাল্মীকি রামায়ণে, যুদ্ধকাণ্ডে, এইকথা আছে) 'হে রামচন্দ্র! নিখিল বেদ তোমাতে নিত্য সংস্কার (কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ব্যাপার সমূহের ব্যবস্থাপক)-রূপে অবস্থান করেন।' + অতএব যাহাকে জানা যায় না, তাঁহাকে কিরূপে জানা

* "নান্যতো জায়তে ধর্ম্মো বেদাদ্ধর্ম্মো হি নির্বভৌ। তস্মান্মুমুক্ষুর্ধর্ম্মার্থী মদ্রূপং বেদমাশ্রয়েৎ॥ মমৈবৈষা পরা শক্তির্বেদসংজ্ঞা পুরাতনী। ঋগ্‌যজুঃ সামরূপেণ সর্গাদৌ সম্প্রবর্ত্ততে॥ ন চ বেদাদৃতে কিঞ্চিচ্ছাস্ত্রং ধর্ম্মাভিধায়কম্।"—কূর্ম্মপুরাণ।

+ "সংস্কারাস্ত্বভবন্ বেদা নৈতদস্তি ত্বয়া বিনা।"—বাল্মীকি রামায়ণ, যুদ্ধকাণ্ড, ১১৭ সর্গ।

যাইবে, কিরূপে তাঁহার স্বরূপ নিরূপিত হইবে, পরমদয়াবতী সনাতনী শ্রুতি ভিন্ন অন্য কাহার যথার্থভাবে এই প্রশ্নের উত্তর দিবার শক্তি নাই। 'শিব' বেদস্বরূপ, শিবার পরাশক্তিই বেদ, শিবের জ্ঞানই বেদ, অতএব বেদ ভিন্ন আর কে, স্থূলপ্রত্যক্ষাদি প্রমাণসমূহের অপ্রমেয়পদার্থবিষয়ক সংশয়ের উচ্ছেদ করিতে সমর্থ হইতে পারেন? যাহাকে জানা যায়—যাহা জ্ঞেয় (যাহা জ্ঞানের বিষয়), যাহা জ্ঞানকরণ এবং যিনি জ্ঞাতা, জ্ঞানের উৎপত্তিতে এই তিনটী কারক, এই তিনটী কারক দ্বারা জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। আমি এই বৃক্ষটীকে জানিতেছি, এখানে 'বৃক্ষটী' জ্ঞেয়, 'চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ' বৃক্ষজ্ঞানের করণ, এবং 'আমি' জ্ঞাতা। ব্রহ্ম বা অপরিচ্ছিন্ন শিবের জ্ঞান, এইভাবে উৎপন্ন হইতে পারে না, কর্ত্তৃ-কর্ম্মাদিরূপে অধিগত—বিদিত ব্রহ্ম বা শিব অপরিচ্ছিন্ন, অখণ্ডসচ্চিদানন্দময় পদার্থ হইবেন কিরূপে? দার্শনিকেরা এই নিমিত্ত বলিয়াছেন, কাহাকেও জানা ও তাহাকে পরিচ্ছিন্ন করা (To know is to condition) এক কথা। শ্রুতি বলিয়াছেন, অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্ম কর্ত্তৃ-করণাদিরূপে জ্ঞাত হন না, যিনি ইহা বিদিত হইয়াছেন, সেই বিদ্বান্ ব্রহ্মতত্ত্ব জানিয়াছেন। অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্ম জ্ঞাতৃ, জ্ঞান ও জ্ঞেয়রূপে বিজ্ঞাত হন, যে অবিদ্বান্ এবম্প্রকার মতাবলম্বী, তিনি ত্রিবিধ-ভেদ-শূন্য অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্ম বা শিবতত্ত্ব জানিতে পারেন নাই। তবে 'ব্রহ্মবিৎ' 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার হয় কেন? শ্রুতির উপদেশ, সর্ব্ববোধ বা জ্ঞান-বৃত্তির সাক্ষিত্বরূপে ব্রহ্মকে জানার নাম 'ব্রহ্মজ্ঞান'। সর্ব্ববোধ বা জ্ঞান-বৃত্তির যিনি সাক্ষী, যিনি চিৎস্বরূপ, যিনি কেবল, যিনি নির্গুণ, তিনি ব্রহ্ম, যিনি ব্রহ্মকে এইভাবে অবগত হন, তাঁহাকে 'ব্রহ্মবিৎ' বলা হয়, ব্রহ্মকে এইভাবে জানিবার ইচ্ছার নাম 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'। এইপ্রকার ব্রহ্ম বা আত্মজ্ঞান হইতে অমৃতত্ব—মোক্ষপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। রমাকে যদি আমি এই সকল কথা এইভাবে বলি, তাহা হইলে, সে কি কিছু ধারণা করিতে পারিবে? "'শিবরাত্রি' কি? কিরূপে যথার্থভাবে শিবপূজা করিব?" এই

সকল কথা শুনিয়া রমা কি, মনে করিতে পারিবে, দাদা আমার এই প্রশ্নের সুখবোধ্য উত্তর প্রদান করিলেন? সমাহিত চিত্ত দ্বারা, গুরু কর্তৃক উপদিষ্ট কর্ম্ম দ্বারা অবিদ্যার নিবৃত্তির কারণ বীর্য্য—সামর্থ্য সমধিগত হয়, এবং বিদ্যা —গুরূপদিষ্ট আত্মজ্ঞান দ্বারা অমৃতকে—জন্মমরণরহিত, সর্ব্বাধিষ্ঠান, সকলের আধারস্বরূপকে (যাঁহাতে সকলে শয়ন করে, তাঁহাকে—সেই শিবকে) জানা যায়, পাওয়া যায়। * মনে হইল, এই শ্রুত্যুপদেশানুসারে কার্য্য করিলে কি, রমার কিছু উপকার হইবে, ইহা শুনিয়া কি রমা কিঞ্চিন্মাত্রায় শান্তি পাইবে? ইহা শুনিয়া কি, 'আমি শিবরাত্রি কি, কিরূপে যথার্থভাবে শিবপূজা করিব, তাহা জানিবার সূত্র পাইলাম', রমা এইরূপ মনে করিতে পারিবে? আমার বিশ্বাস, তাহা পারিবে না, ইহা শুনিয়া রমার কিছু বিশেষ লাভ হইবে না। তবে কি কর্ত্তব্য? কি ক'রে রমার পবিত্র জিজ্ঞাসা বিনিবৃত্ত করিব? দয়াবতী সনাতনী শ্রুতির কৃপায় মনে জাগিয়া উঠিল, যিনি জিজ্ঞাসারূপে রমার হৃদয়ে থাকিয়া রমাকে 'শিবরাত্রি কি?' এবং 'কিরূপে যথার্থভাবে শিবপূজা করিব?' তাহা জানিবার নিমিত্ত প্রণোদিত করিয়াছেন, তিনিই বক্তৃরূপে এই অকিঞ্চন ভার্গব শিবরামকিঙ্করের

* "যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ। অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্॥"—কেনোপনিষৎ।

"প্রতিবোধবিদিতং মতমমৃতত্বং হি বিন্দতে। আত্মনা বিন্দতে বীর্যং বিদ্যয়া বিন্দতেঽমৃতম্॥"—কেনোপনিষৎ।

"বোধপরং বুদ্ধিবৃত্তিপরং। তথা চ বোধং প্রতি বিদিতং সর্ববুদ্ধিবৃত্তিসাক্ষিত্বেনাবগতং ব্রহ্ম মতং জ্ঞাতং ভবতীত্যর্থঃ। উক্তাত্মজ্ঞানস্য ফলমাহ—অমৃতত্বমিতি। হি যস্মাদুক্তব্রহ্মাত্মজ্ঞানাদমৃতত্বং মোক্ষং বিন্দতে লভতে। আত্মজ্ঞানেনামৃতত্বলাভে উপপত্তিমাহ—আত্মনেতি। আত্মনা সমাহিতেন মনসা বীর্যং গুরূপদিষ্টবিদ্যারূপং সামর্থ্যমবিদ্যানিবৃত্তিকারণং বিন্দতে লভতে। বিদ্যয়া গুরূপদিষ্টাত্মজ্ঞানেন অমৃতং জন্মমরণরহিতং সর্বাধিষ্ঠানরূপমাত্মানং বিন্দতে লভতে নিত্যলব্ধস্যাত্মনো লাভস্তু কণ্ঠস্থমণিপ্রাপ্তিবদৌপচারিক ইত্যর্থঃ॥"—অমরদাসবিরচিত টীকা।

হৃদয়ে ও মুখে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক রমার জিজ্ঞাসাকে চরিতার্থ করিবেন, তিনি ছাড়া অজ্ঞানান্ধকারকে প্রোৎসারিত করিয়া প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান দিবার শক্তি আর কাহার থাকিতে পারে? বিশ্বের অজ্ঞানান্ধকারকে দূরীভূত করিবার জন্য যে সত্যোক্তি বা বেদের কৃপায় ঋষিরা ঋষিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, রমার শিবতত্ত্ব ও শিবপূজা বিষয়ক জিজ্ঞাসা যথার্থভাবে বিনিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত আমি তাঁহারই শরণাগত হইব, সরল হৃদয়ে কাতর প্রাণে প্রার্থনা করিব—

"সা মা সত্যোক্তিঃ পরিপাতু বিশ্বতো দ্যাবা চ যত্রতত‍নন্নহানি চ। বিশ্বমন্যং নিবিশতে যদেজতি বিশ্বাহাপো বিশ্বাহোদেতি সূর্য্যঃ॥"—ঋগ্বেদসংহিতা, ৭।৮।১২।

অর্থাৎ, যে সত্যোক্তি দ্বারা পৃথিবী, অন্তরিক্ষ এবং দিন ও রাত্রির প্রসার হইয়া থাকে, যে সত্যোক্তিতে নিখিল ভূতজাত বিশ্রাম করে, শ্রান্ত হইলে, যাঁহার শ্রান্তিহর, আরামদায়ি-ক্রোড়ে শয়ন করিয়া থাকে, প্রলয়-কালে লীন হইয়া থাকে, যে সত্যোক্তি হইতে প্রাণিমাত্রের কম্পন—বিচলন হইয়া থাকে, জলের নিয়ত স্যন্দন হয়, সূর্য্যের সর্ব্বদা উদয় হয়, সেই সত্যোক্তি আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন, সেই সত্যোক্তি আমার অজ্ঞানকে প্রোৎসারিত করিয়া বিশুদ্ধ জ্ঞানালোকে আমার হৃদয়াকাশকে প্রদ্যোতিত করুন, আমি যেন যথোক্ত সনাতনী, সর্ব্বকার্য্যকারণময়ী, সর্ব্ববিদ্যাময়ী সত্যোক্তির কৃপায় শিব-শিবার স্বরূপ অবগত হইতে পারি, এবং রমার জিজ্ঞাসা যথার্থভাবে বিনিবৃত্ত করিতে সমর্থ হই। ঋগ্বেদ 'সত্যোক্তি' এই শব্দ দ্বারা কাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াছেন? ভাষ্যকার পূজ্যপাদ সায়ণাচার্য্য 'সত্যোক্তি' পদের 'সত্যবচন' এই অর্থ বলিয়াছেন। "যে সত্যোক্তি দ্বারা পৃথিবী, অন্তরিক্ষ এবং দিন ও রাত্রির প্রসার হইয়া থাকে, যে সত্যোক্তিতে নিখিল ভূতজাত বিশ্রাম করে, শ্রান্তি হইলে, যাঁহার শ্রান্তিহর আরামদায়ি ক্রোড়ে শয়ন করিয়া থাকে, প্রলয় কালে যাঁহাতে লীন হইয়া থাকে, যে সত্যোক্তি হইতে প্রাণিমাত্রের কম্পন—বিচলন—শারীর ও মানস

স্পন্দনাত্মিকা ক্রিয়া হইয়া থাকে, যে সত্যোক্তি হইতে জলের নিয়ত স্যন্দন হয়, সূর্য্যের সর্ব্বদা উদয় হয়, সেই সত্যোক্তি আমাকে রক্ষা করুন" এই বেদোপদেশের প্রকৃত আশয় কি? সত্যোক্তি (সত্যবচন) দ্বারা পৃথিবী, অন্তরিক্ষ, দিন, রাত্রি প্রভৃতির প্রসার হইয়াছে, ইত্যাদি বাক্যের গূঢ় অর্থ আছে, সন্দেহ নাই। ঋগ্বেদের এই মন্ত্রের গর্ভে বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়তত্ত্বের বীজ বিদ্যমান আছে বলিয়া আমার মনে হইয়াছে। বেদের এবং বেদনিষ্ঠ, বেদপ্রাণ, বেদজ্ঞ ঋষি ও আচার্য্যগণের প্রসাদে অবগত হইয়াছি, বাক্ বা শব্দ হইতে বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে, কি অমৃত, কি মর্ত্ত্য, সকলেই বাক্ বা শব্দ সম্ভূত ("বাগেব বিশ্বা ভুবনানি জজ্ঞে বাচ ইৎ সর্বমমৃতং যচ্চমর্ত্ত্যমিতি।"—ঋগ্বেদ)। আম্নায় (বেদ)-বিদেরা (বেদজ্ঞ পুরুষবৃন্দ) বিশ্বজগৎকে শব্দের পরিণাম বলিয়া থাকেন ("শব্দস্য পরিণামোঽয়মিত্যাম্নায়বিদোবিদুঃ।"—বাক্যপদীয়)। অতএব 'সত্যোক্তি' বা 'সত্যবচন', বোধ হইতেছে, বেদেরই বাচক। 'সত্যোক্তি' বা 'সত্যবচন' বেদেরই বাচক, এইরূপ বোধ হইতেছে কেন? বেদ সত্যময়, বেদবচন কখন মিথ্যা হয় না, অতএব বেদবচনই সত্যোক্তি (সত্যবচন)। যিনি নিখিল বস্তুতত্ত্বের সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, যথার্থভাবে দর্শন করিয়াছেন, যিনি সর্ব্ববস্তুতত্ত্বজ্ঞ, তিনি 'ঋষি'। অমরকোষে উক্ত হইয়াছে, যাঁহারা সত্যবাক্, যাঁহারা সত্যজ্ঞানবান্, যাঁহারা কখনও মিথ্যা বলেন না, তাঁহারা 'ঋষি' ("ঋষয়ঃ সত্যবচসঃ।"—অমরকোষ)। বেদের বাচকরূপেও ঋষি শব্দের ব্যবহার হইয়া থাকে। মেদিনীতে ঋষি শব্দের বেদ, বশিষ্ঠাদি, দীধিতি এই সকল অর্থ উক্ত হইয়াছে ("ঋষিবেদে বশিষ্ঠাদৌ দীধিতৌচ পুমানয়ম্।"—মেদিনী), মহাভাষ্য এবং সুশ্রুত সংহিতাতে বেদ বুঝাইতে ঋষি শব্দের ব্যবহার দেখিয়াছি ("ঋষিবচনাচ্চ, ঋষিবচনং বেদো * * * আচারে নিয়মঃ। আচারে পুনর্ঋষি নিয়মং বেদয়তে॥"—মহাভাষ্য)। আমার এই নিমিত্ত বিশ্বাস হইয়াছে, 'সত্যোক্তি', 'বেদবচন' এই অর্থেরই বোধক। জিজ্ঞাস্য

হইবে, সত্যোক্তি হইতে পৃথিব্যাদির প্রসার হইয়াছে, সত্যোক্তিতে নিখিল ভূতজাত শ্রান্ত হইলে বিশ্রাম করে, সত্যোক্তিই প্রাণিমাত্রের শারীর ও মানস স্পন্দনের কারণ, এই স্থলে 'সত্যোক্তি' শব্দের 'বেদবচন' এইরূপ অর্থ করিলে, ইষ্টাপত্তি হইবে কি? বেদবচন দ্বারা বিশ্বের প্রসার হইয়াছে, বেদবচনে ভূতসকল বিশ্রাম করে, এইরূপ বাক্যের কোনরূপ অর্থোপলব্ধি হয় কি? 'শব্দ বা বেদ হইতে বিশ্বজগৎ সৃষ্ট হইয়াছে' এই কথা যদি নিরর্থক না হয়, তাহা হইলে, সত্যোক্তি হইতে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, সত্যোক্তিতে জগৎ স্থিত হইয়া আছে, সত্যোক্তিতেই প্রলয়কালে জগৎ লীন হইয়া থাকে, এই সকল কথাও ব্যক্তিমাত্রের অর্থশূন্য বলিয়া মনে হইতে পারে না। পরমাণুবাদীদিগের পরমাণু, 'শব্দ' হইতে ভিন্ন নহে, শক্তিবাদীদিগের শক্তি, বিজ্ঞানবাদীদিগের বিজ্ঞান, শব্দ বা বেদ হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে। 'পরমাণু হইতে বিশ্বজগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হইয়া থাকে' যাঁহারা এইরূপ মতাবলম্বী, তাঁহারা কি, পরমাণুর স্বরূপ যথাযথভাবে অবলোকন করিয়াছেন? যদি তাহা করিতেন, তাহা হইলে, শব্দ বা বেদ হইতে বিশ্বজগতের পরিণাম হইয়াছে, হইয়া থাকে, এই কথা শুনিয়া তাঁহারা বিস্মিত হইতেন না, এই কথাকে তাঁহারা উন্মত্তের প্রলাপ বলিয়া উপেক্ষা করিতেন না। পরমাণু সকল যে, পরস্পরকে আকর্ষণ বা বিপ্রকর্ষণ করে, তাহার কারণ কি? ইহা পরমাণুদিগের স্বভাব, ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম (Law of Nature), বিজ্ঞ পুরুষগণের মুখ হইতে এই প্রশ্নের এইরূপ উত্তর পাওয়া গিয়া থাকে। যদি বলা যায়, সত্যোক্তিবশতঃ পরমাণুসকল পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করিয়া থাকে, পৃথিবী সত্যোক্তিবশতঃ ঊর্দ্ধে অবস্থাপিত—অধঃপতিত না হয়, এইভাবে স্তম্ভিত হইয়া আছে, যে শক্তি দ্বারা পৃথিবী শূন্যে অবস্থান করিতেছে, তাহা সত্যোক্তিসম্ভূত, তাহা ধর্ম্ম, পৃথিবী যে, শস্যাদি প্রসব করে, সত্যোক্তি বা ধর্ম্মই তাহার কারণ, সত্যোক্তি বশতঃ বায়ু সদাবহ হইয়াছেন, সত্যোক্তিবশতঃ সূর্য্যদেব দ্যুলোকে প্রকাশ পাইতেছেন,

("সত্যেন বায়ুরাবাতি সত্যেনাদিত্যো রোচতে।"—তৈত্তিরীয় আরণ্যক), সত্যোক্তিই বস্তুতঃ বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়হেতু, তাহা হইলে, বক্তাকে অনেকেই যে বিকৃতমস্তিষ্ক বলিয়া উপেক্ষা বা অনুগ্রহ করিবেন, তাহা নিঃসন্দেহ। ইহা জানিয়াও বলিতেছি, বৈজ্ঞানিকদিগের প্রাকৃতিক নিয়ম প্রকৃতপক্ষে সত্যোক্তি। নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিলে, উপলব্ধি হইবে, 'ইহা এইরূপ', 'ইহা অন্যরূপ হইতে পারে না', বিশ্বনিয়ামকের এবম্প্রকার উক্তি বা সংকল্পই 'সত্যোক্তি' শব্দের অর্থ, অতএব ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে। শিব-শিবা হইতে বিশ্বজগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, শিব-শিবাই বিশ্বজগতের স্থিতি ও লয়কারণ; কি জড়শক্তি, কি চিৎশক্তি, সকলেই শিব-শিবারই শক্তি। সত্যবচন বেদ বলিয়াছেন, 'দুর্ব্বল, রুগ্ন, ও বিশ্রামপ্রার্থী যাহার কোলে শয়ন করে, অর্থাৎ সর্ব্ব পদার্থকে যিনি ধরিয়া রাখেন, তিনি শিব। প্রলয়কালে, যাঁহার সর্ব্বাধার ক্রোড়ে সর্ব্বপদার্থ বিলীন হইয়া থাকে, তিনি রাত্রি, তিনি শিবা—তিনি ভুবনেশ্বরী, তিনি প্রকৃতি'। 'সত্যোক্তিতে নিখিল ভূতজাত বিশ্রাম করে, শ্রান্ত হইলে ইঁহার শ্রান্তিহর আরামদায়ি-ক্রোড়ে শয়ন করিয়া থাকে', ইহাও বেদ ও তন্মূলক শাস্ত্রের উপদেশ। অতএব বলা যাইতে পারে, শিব-শিবা ও সত্যোক্তি এই শব্দদ্বয় এক পদার্থেরই বাচক, সত্যোক্তি ও শিব-শিবা ভিন্ন সামগ্রী নহেন। 'যে সত্যোক্তি হইতে বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে, হইয়া থাকে, যাঁহার উক্তি বা আদেশানুসারে সূর্য্যাদি সর্ব্বদা কর্ম্ম করেন, সেই সত্যোক্তি আমাকে সর্ব্বতঃ রক্ষা করুন' এবং 'শিব-শিবা আমাকে সর্ব্বতঃ রক্ষা করুন' এতদ্বাক্যদ্বয়ের মধ্যে বস্তুতঃ কোন পার্থক্য নাই। জিজ্ঞাস্য হইবে, যে সত্যোক্তি দ্বারা পৃথিব্যাদির সৃষ্টি হইয়াছে, হইয়া থাকে; যে সত্যোক্তিতে বিশ্বজগৎ ধৃত হইয়া আছে, লয়কালে যে সত্যোক্তিতে বিশ্বজগৎ লীন হয়, যে সত্যোক্তি বা বেদের কৃপায় বিদ্বান্ বিদ্বান্ হ'ন, বৈজ্ঞানিক বৈজ্ঞানিক হ'ন, দার্শনিক দার্শনিক হ'ন, সেই সত্যোক্তিকে লক্ষ্য

করিয়া, যদি 'তুমি আমাকে সর্ব্বতঃ রক্ষা কর', এই প্রকার প্রার্থনা করা যায়, তাহা হইলে, সত্যোক্তি যে, আমাকে রক্ষা করিবেন, তাহা কিরূপে বিশ্বাস করিতে পারিব? 'আমাকে শিব-শিবার স্বরূপ কি, তাহা দেখাইয়া দেও, আমাকে যথার্থভাবে শিবপূজা করিতে শিখাইয়া দেও', এইরূপ প্রার্থনা করিলেই কি, যথোক্ত সত্যোক্তি আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন? 'আমাকে তাদৃশ জ্ঞান দেও,' 'আমাকে সেইরূপ শক্তি দেও, যাহাতে আমি শিব, কে, শিবরাত্রি কি, রমাকে তাহা যথার্থভাবে বুঝাইতে পারিব, তাহাকে যথার্থভাবে শিবপূজা করিতে শিখাইতে পারিব', এবম্প্রকার প্রার্থনা করিলেই কি, সত্যোক্তি আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন? প্রার্থনা করিলেই কি, ফলপ্রাপ্তি হয়? আমার এই সকল প্রশ্নের উত্তর সত্যোক্তি ভিন্ন আর কে দিবেন? আর কে দিতে পারেন?

প্রার্থনা ও প্রার্থনার কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে দুই এক কথা।

প্রার্থনা করিলে, যদি ফলপ্রাপ্তি না হইত, তাহা হইলে, সত্যোক্তি যে মিথ্যোক্তি (Mythology) হইতেন। যথাবিধি প্রার্থনা করিলে, শ্রদ্ধাপূর্ণ, বিমল হৃদয়ে প্রার্থনা করিলে, ফলপ্রাপ্তি হইয়াছে, হইতেছে, হইবে, ইহাই সত্যোক্তি। যাঁহারা বেদকে প্রতিভার প্রেরণায় সত্যোক্তি বলিয়া বিশ্বাস করেন, যথার্থভাবে প্রার্থনা করিলে যে, ফলপ্রাপ্তি হয়, প্রার্থনার যে, কার্য্যকারিতা আছে, তাহা তাঁহারা অস্বীকার করিতে পারিবেন না। কিন্তু একালে তাদৃশ পুরুষের সংখ্যা অত্যল্প। পাতঞ্জল দর্শনে উক্ত হইয়াছে, যাঁহার সত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, (যাঁহার বাক্য ও মন সর্ব্বদা যথার্থবিষয়ক, যাঁহার মনে কখনও অসত্যের চিন্তা উদিত হয় না, যিনি কদাচ অনৃত বা মিথ্যাভাষণ করেন না, প্রাণরক্ষার্থেও যাঁহার অযথার্থ বলিবার প্রবৃত্তি হয় না, তাঁহারই সত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে), তাঁহার বাক্য ক্রিয়া-ফলাশ্রয়ত্ব-গুণযুক্ত হইয়া থাকে, যাঁহার সত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাঁহার বাক্য-

বাহিত ইচ্ছাশক্তি অমোঘ হইয়া থাকে, তিনি 'ধার্ম্মিক হও' বলিলে, অধার্ম্মিক ধার্ম্মিক হয়, 'স্বর্গ প্রাপ্ত হও' বলিলে, স্বর্গ পাইবার অযোগ্যও স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে পুরুষের সত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তিনি যদি ক্ষীণায়ুকে বলেন, 'তুমি দীর্ঘায়ু হও', তাহা হইলে, সে দীর্ঘায়ু হয়, তিনি যদি মৃতকে জীবিত করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে সে পুনর্জীবিত হয়, মৃত্যুর নিকটে উপনীত ব্যক্তিকেও প্রতিষ্ঠিত-সত্য-পুরুষ বহুকাল বাঁচাইয়া রাখিতে পারেন ("সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বম্।"—পাং দং ২।৩৬)। ঋগ্বেদে উক্ত হইয়াছে, 'যদি রোগগ্রস্ত ক্ষীণায়ু হইয়া থাকে, যদি পরেত—ইহলোক হইতে পরলোকগত হইয়া থাকে, যদি মৃত্যুর (যমের) অন্তিকে নীত হইয়া থাকে, তথাপি আমি তাদৃশ পুরুষকে শত সম্বৎসর বাঁচাইয়া রাখিব', সত্যসংকল্পের, মন্ত্রবিদের, সিদ্ধমন্ত্রের এবম্প্রকার ইচ্ছা—ঈদৃশ বিশুদ্ধ ভাবনা ব্যর্থ হয় না, যথোক্তলক্ষণবিশিষ্ট পুরুষ ক্ষীণায়ুকে দীর্ঘায়ু করিতে, মৃতকে পুনর্জীবিত করিতে, মৃত্যুর নিকটে নীতকে ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ ("যদি ক্ষিতায়ুর্যদি বা পরেতো যদি মৃত্যোরন্তিকং নীতএব। তমাহরামি নির্ঋতেরুপস্থাদ-স্পার্ষমেনং শত শারদায়॥"—ঋগ্বেদসংহিতা, ৮।১০।১২)। জিজ্ঞাস্য হইবে, সত্যাভ্যাসবান্ যোগী যে, অধার্ম্মিককে ধার্ম্মিক করিতে পারেন, মৃতকেও জীবিত করিতে পারেন, প্রতিষ্ঠিত-সত্য-পুরুষের ইচ্ছাশক্তি যে, অমোঘ হয়, তাঁহার বাক্য যে, মিথ্যা হয় না, বিফল হয় না, তাহার কারণ কি ? ইহা কি অতিপ্রাকৃতিক ব্যাপার ? ইহা অতিপ্রাকৃতিক ব্যাপার নহে, ইহাও সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক ব্যাপার, তবে ইহা অবশ্য বক্তব্য, 'প্রাকৃতিক' বলিতে সাধারণতঃ যাহা বুঝা হয়, ইহা তাহা হইতে অতিরিক্ত সন্দেহ নাই, যিনি প্রাকৃতিক নিয়মের পূর্ণ রূপ দেখিয়াছেন, তিনি কখনও এইরূপ কার্য্যকে অতি-প্রাকৃতিক বলিবেন না। বর্ত্তমানকালের প্রকৃতিতত্ত্বানুসন্ধায়ী বৈজ্ঞানিকগণ 'প্রাকৃতিক' বলিতে যাহা বুঝিয়া থাকেন, তাহাই প্রাকৃতিকত্বের চরম সীমা নহে। সত্যসংকল্প যোগীর ইচ্ছাশক্তি যে, প্রাকৃতিক নিয়মানুসারেই,

আপাতদৃষ্টিতে অতিপ্রাকৃতিক কর্ম্মসকল নিষ্পাদন করে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। প্রকৃতির যে সকল শক্তির সহিত প্রকৃতির কৃপায় নবীন বৈজ্ঞানিকদিগের এখন পরিচয় হইয়াছে, যে সকল অনাবিষ্কৃতপূর্ব্ব প্রাকৃতিক নিয়ম অধুনা আবিষ্কৃত হইয়াছে, প্রকৃতির সেই সকল শক্তির সহিত যখন তাঁহাদের পরিচয় হয় নাই, 'এক্স্ রেজ্' (X Rays) প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির আবিষ্কারের পূর্ব্বে নবীন বৈজ্ঞানিকেরা কি, বিশ্বাস করিতে পারিতেন, 'এক্স্ রেজ্' নামক প্রাকৃতিক শক্তি আছে, 'এক্স্ রেজ্' দ্বারা যে সকল কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে, তাহারা অতিপ্রাকৃতিক নহে? 'এক্স্ রেজ্' নামক শক্তির যখন আবিষ্কার হয় নাই, তখন যাঁহাদের মনে, প্রকৃতিগর্ভে ইদানীং অজ্ঞাত শক্তি আছে বা থাকিতে পারে, এই প্রকার ভাব প্রতিভাত হয় নাই, তাঁহাদিগ দ্বারা কি, 'এক্স্ রেজ্' প্রভৃতি ইদানীং আবিষ্কৃত শক্তি-সমূহের আবিষ্কার হইতে পারিত? যদি কোন ভাগ্যবান্ সত্যানুসন্ধিৎসুর হৃদয়ে, 'প্রকৃতিগর্ভে ইদানীং অজ্ঞাত বহু শক্তি আছে, এবম্প্রকার বুদ্ধির উন্মেষ কোথা হইতে হইয়া থাকে', এইরূপ জিজ্ঞাসা উদিত হয়, তাহা হইলে কোন দিন না কোন দিন তিনি (যদি তিনি যথার্থ সত্যানুসন্ধিৎসু হ'ন) স্বীকার করিবেন, বিশিষ্ট প্রতিভার প্রেরণাই তাদৃশ বুদ্ধির উন্মেষের মূল কারণ। ক্রমশঃ (ভাগ্য যদি সুপ্রসন্ন হয়) তাঁহার অনুমান হইবে, সত্যোক্তির প্রেরণাই মানুষের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির আদি কারণ, যে কেহ কোন অনাবিষ্কৃতপূর্ব্ব সত্যের আবিষ্কার করেন, তিনিই যে সত্যোক্তির প্রেরণায় তাহা ক'রিয়া থাকেন, বিশিষ্ট ধীমান্ পুরুষের এইরূপ বিশ্বাসের (ক্রমোন্নতির সহিত) অভিব্যক্তি না হইয়া থাকিতে পারিবে না। প্রার্থনার কার্য্যকারিতা আছে, যথার্থভাবে প্রার্থনা করিলে, তাহা বিফল হয় না, ইহা সত্যোক্তি. 'বেদ' জীবানুগ্রহার্থ অনাদিকাল হইতে এই কথা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন, বলিয়া থাকেন। সত্যোক্তিই প্রতিভা (Bias)-রূপে জীব-হৃদয়ে বাস করিয়া থাকেন, 'ইহা এইরূপ, ইহা অন্যরূপ হইতে পারে না',

সত্যোক্তির প্রসাদেই জীব এবম্প্রকার প্রতিভাবিশিষ্ট হইয়া থাকে। বেদতত্ত্বজ্ঞ পূজ্যচরণ ভর্ত্তৃহরি, ভাবনানুগত আগম বা বেদই—'সনাতন সত্যোক্তিই' প্রতিভার মূল, সর্ব্ব মনুষ্যজাতির উপকারার্থ এই সত্য জানাইবার চেষ্টা করিয়াছেন ("ভাবনানুগতাদেতদাগমাদেব জায়তে। আসত্তিবিপ্রকর্ষাভ্যামাগমস্তু বিশিষ্যতে ॥"—বাক্যপদীয়)। সনাতনী শ্রুতি বা সত্যোক্তির প্রণোদন জীবের বর্ত্তমান জন্মের এবং জন্মান্তরের কর্ম্ম-সংস্কার বশতঃ ভিন্ন ভিন্ন রূপে অনুভূত হইয়া থাকে। 'প্রার্থনা', কি বুদ্ধি-পূর্ব্বক, কি অবুদ্ধিপূর্ব্বক এই উভয়বিধ কর্ম্মেরই আদ্যাবস্থা। একটু ভাল করে ভাবিলে অনুভব হয়, সত্যোক্তির আদেশানুসারে সকলে প্রার্থনা করিয়া থাকে, 'ইহা গ্রাহ্য, উহা ত্যাজ্য' সত্যোক্তিই জীবকে এই জ্ঞান দিয়া থাকেন। যাহার যাহা বস্তুতঃ প্রার্থনীয়, সত্যোক্তিই তাহাকে অন্তর্যামিণীরূপে তাহা জানাইয়া থাকেন। 'প্রার্থনা' ও ক্রমোন্নত হইবার ইচ্ছা এক সামগ্রী। অতএব বলিতে পারা যায়, ক্রমোন্নত হইবার প্রবৃত্তি সত্যোক্তির প্রণোদন বশতঃ প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। বিশুদ্ধসত্ত্ব ইহা বুঝিতে পারেন, অপরের ইহা দুর্ব্বোধ্য বা অবোধ্য। সত্যোক্তির আদেশানুসারে মানুষ জিজ্ঞাসু হয়, বিচারশীল হয়, শ্রদ্ধাবান্ হয়, সত্যকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সত্যোক্তি শ্রবণপূর্ব্বক জীব যে, কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, সূক্ষ্ম চিন্তাশীল দার্শনিক বোধ হয় তাহা অস্বীকার করিবেন না। সিদ্ধির—পূর্ণত্বপ্রাপ্তির কারণ কি, যদি তাহা যথার্থভাবে চিন্তিত হয়, তাহা হইলে সত্যোক্তিই যে, সিদ্ধির—পূর্ণত্বপ্রাপ্তির মূল কারণ তাহা অনুভূত হইবে।

শব্দের পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী, এই চতুর্ব্বিধ অবস্থার স্বরূপ সম্বন্ধে দুই এক কথা।

সত্যোক্তির স্বরূপ পূর্ণভাবে জানিতে হইলে শব্দের 'পরা', 'পশ্যন্তী',

'মধ্যমা' ও 'বৈখরী' এই চার অবস্থার স্বরূপ যথাযথভাবে অবশ্য জ্ঞাতব্য। শব্দের বৈখরী রূপের সহিত সাধারণের কিঞ্চিৎ পরিচয় আছে, শব্দের অন্য অবস্থাত্রয়ের সহিত বিমল মনীষাসম্পন্ন যোগী ভিন্ন অন্যের বিন্দুমাত্র পরিচয় নাই। ঋগ্বেদসংহিতাতে এই কথা স্পষ্টাক্ষরে উক্ত হইয়াছে। ঋগ্বেদ বলিয়াছেন, বাক্ বা শব্দের চার অবস্থা, এই চার অবস্থার মধ্যে তিন অবস্থা (পরা, পশ্যন্তী ও মধ্যমা) গুহানিহিত, সাধারণের সমীপে অপ্রকাশিত হইয়া আছে, মনীষাসম্পন্ন—বেদবিৎ ব্রাহ্মণেরাই শব্দের পরা, পশ্যন্তী ও মধ্যমা এই অবস্থাত্রয় পরিজ্ঞাত আছেন, সাধারণ মানুষ শব্দের বৈখরী—চতুর্থ অবস্থাই জানে, বৈখরী শব্দেরই লোকে ব্যবহার করিয়া থাকে ("চত্বারি বাক্ পরিমিতা পদানি তানি বিদুর্ব্রাহ্মণা যে মনীষিণঃ। গুহা ত্রীণি নিহিতা নেঙ্গয়ন্তি তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি॥")। শব্দের যে পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী এই চতুর্ব্বিধ অবস্থা আছে, সত্যোক্তি (সত্যবচন) বা বেদ হইতে তাহা অবগত হইয়াছি, সত্যোক্তির অনুগ্রহেই উপলব্ধি হইয়াছে, কি আন্তর জগৎ, কি বাহ্য জগৎ, পরাদি চতুর্ব্বিধ শব্দই, এই উভয়ের কারণ। কার্য্য কারণ হইতে স্বরূপতঃ ভিন্ন নহে, অতএব পরাদি চতুর্ব্বিধ শব্দই আন্তর জগৎ এবং ইহারাই বাহ্য জগদাকার ধারণ করে। শব্দের পরাপশ্যন্ত্যাদি চতুর্ব্বিধ অবস্থার স্বরূপ বেদে, বেদাঙ্গে, পুরাণে, ইতিহাসে ও তন্ত্রশাস্ত্রে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। অথর্ব্ববেদে ও সারদাতিলক নামক তন্ত্রগ্রন্থে শব্দের পরাপশ্যন্ত্যাদি চতুর্ব্বিধ অবস্থার স্বরূপ সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে, যথার্থভাবে তাহার তাৎপর্য্য পরিগৃহীত হইলে, জগৎ কিরূপে সৃষ্ট হইয়াছে, সামান্যভাব কিরূপে, কোন্ ক্রমে বিশেষ, বিশেষ ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, যোগ বা উপাসনা কাহাকে বলে, বিজ্ঞানের স্বরূপ কি, প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ এই ত্রিবিধ প্রমাণের তত্ত্ব কি, ইত্যাদি জিজ্ঞাসা পূর্ণভাবে বিনিবৃত্ত হইবে।

"ধীতী বা যে অনয়ন্‌বাচো অগ্রং মনসা বা যে বদন্নৃতানি।
তৃতীয়েন ব্রহ্মণা বাবৃধানাস্তুরীয়েণামন্বত নাম ধেনোঃ॥"—
অথর্ব্ববেদসংহিতা, ৭।১।১।

মনোগতভাবের বিবক্ষু পুরুষের কিরূপে, কোন্ ক্রমে শব্দের অভিব্যক্তি হয়? অভিলষিত অর্থের বিবক্ষু পুরুষের তদ্বাচক শব্দপ্রয়োগার্থ যে ইচ্ছা হয়, সেই ইচ্ছা হইতে প্রযত্নের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই প্রযত্ন হইতে মূলাধারে প্রাণবায়ুর পরিস্পন্দ (Vibration) জন্মে। প্রাণবায়ুর উক্ত পরিস্পন্দ হইতে সকল শব্দের মূলকারণভূত, নিষ্পন্দ, সূক্ষ্ম, পরা বাক্ আবির্ভূত হ'ন। মূলাধার হইতে ইনি যখন নাভিদেশ প্রাপ্ত হয়েন, তখন ইঁহার সামান্য-জ্ঞানরূপা 'পশ্যন্তী' নাম্নী অবস্থার অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। বিবক্ষিত পদার্থ দর্শন করেন বলিয়া ইনি 'পশ্যন্তী' এই নামে উক্তা হয়েন। 'পশ্যন্তী' বাক্ যখন হৃদয়দেশ প্রাপ্ত হ'ন, তখন তাঁহার 'মধ্যমা' এই সংজ্ঞা হইয়া থাকে। অর্থবিশেষ-নিশ্চয়বুদ্ধিযুক্ত মধ্যদেশে অবস্থাননিবন্ধন ইনি 'মধ্যমা' এই নামে অভিহিতা হয়েন। এই 'মধ্যমা' বাক্ যখন কণ্ঠ-তাল্বাদি স্থানে বর্ণরূপে অভিব্যক্ত হ'ন, তখন ইনি 'বৈখরী' শব্দে উক্তা হইয়া থাকেন। 'বৈখরী' শব্দই অর্থপ্রত্যায়নক্ষম, এতদ্দ্বারাই স্বীয় জ্ঞান, নিজ মনোগত ভাব অন্যকে জানান যায়। বৈখরী, মধ্যমা, পশ্যন্তী ও পরা ইহারা যথাক্রমে বাক্ বা শব্দ-ব্রহ্মের স্থূল, সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, ও সূক্ষ্মতম এই চারিটী পর্ব্ব বা অবস্থা। *

* "ঈদৃশী খলু বিবক্ষূণাং শব্দাভিব্যক্তিঃ। প্রথমম্ অভিলষিতং অর্থং বিবক্ষোঃ পুরুষস্য তদ্বাচকশব্দপ্রয়োগার্থং তদিচ্ছাবশেন জাতাৎ প্রযত্নাৎ মূলাধারে প্রাণবায়োঃ পরিস্পন্দো জায়তে। তেন পরিস্পন্দেন মূলাধারে সকলশব্দমূলকারণভূতা নিষ্পন্দা সূক্ষ্মা পরা বাক্ আবির্ভবতি। সৈব মূলাধারাদ্ উদ্ধ্বং নাভিদেশং প্রাপ্তা সামান্যজ্ঞানরূপা বিবক্ষিতপদার্থদর্শনাৎ পশ্যন্তীতি উচ্যতে। সৈব হৃদয়দেশং প্রাপ্তা অর্থবিশেষনিশ্চয়-বুদ্ধিযুক্তা মধ্যদেশাবস্থানাদ্ মধ্যমেতি গীয়তে। সৈব কণ্ঠতাল্বাদিস্থানেষু বর্ণরূপেণ ব্যজ্যমানা বিশেষেণ পরাববোধপ্রচণ্ডা বৈখরীতি উচ্যতে। অত্র পরাদ্যবস্থাত্রয়ং শব্দা দেহান্তর্গতত্বাদ্ অস্ফুটত্বেন বিবক্ষিতং অর্থং পরেভ্যো ন প্রতিপাদয়ন্তি। বৈখর্য্যাত্মক-শব্দ এব অর্থপ্রত্যায়নক্ষমঃ।"—অথর্ব্ববেদভাষ্য।

যাহা শ্রবণ করা যায়, যথার্থভাবে তাহার তত্ত্ববোধের উদয় হইবার প্রাকৃতিক নিয়ম কি ? আধুনিক ভূততন্ত্রের (Physics) মুখ হইতে শুনিয়াছি, 'ম্যাটার' (Matter) ও 'ফোর্স' (Force) এই দুইটীই বিশ্বের কারণ, এতদ্দ্বারাই বিশ্বের সর্ব্বপ্রকার পরিণাম সংঘটিত হইয়াছে, হইয়া থাকে। 'ম্যাটার' ও 'ফোর্স' এই উভয়ই নিত্য—অনশ্বর।* ভূততন্ত্রের মুখ হইতে এই সকল কথা শুনিয়া বিশ্বকারণ 'ম্যাটার' ও 'ফোর্স', এই পদার্থদ্বয়ের স্বরূপ কি, তাহা জানিবার ইচ্ছা হইয়াছে। ভূততন্ত্রকে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিয়াছি, যাহা হইতে বিশ্বের সর্ব্বপ্রকার পরিণাম সংঘটিত হয়, সেই ম্যাটার ও ফোর্সের স্বরূপ কি ? কিন্তু তাঁহাদিগ হইতে উক্ত পদার্থদ্বয় সম্বন্ধে কোন স্থির জ্ঞান লাভ করিতে পারিলাম না। বিজ্ঞানকুশল অধ্যাপক টেট্ (P.G. Tait) বলিয়াছেন, 'ম্যাটারের চরমতত্ত্ব কি, তাহার আবিষ্কার মানুষ-বুদ্ধির সীমাবহির্ভূত' ("The discovery of the ultimate nature of Matter is probably beyond the range of human intelligence.")। অধ্যাপক কার্ল পিয়ারসন্ (Karl Pearson., M.A.,F. R.S.), অধ্যাপক টেট্ ম্যাটারের চরমতত্ত্ব মানুষের বুদ্ধিগম্য নহে, এই কথা বলাতে, তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, তাঁহাকে স্বয়ং অজ্ঞাত অধ্যাত্মতত্ত্বচিন্তক (Unconscious metaphysician) বলিয়া উপহাস করিয়াছেন। † অধ্যাপক টেট্ (Prof. Tait) 'ফোর্স' (Force) পদার্থ লইয়া অনেক বাদানুবাদ করিয়াছেন, কিন্তু আমার ধারণা, 'ফোর্স' কোন্ পদার্থ, তৎসম্বন্ধে

† "The unconscious metaphysics of Professor Tait occur on nearly every page of his treatment of the fundamental concepts of physical science. Thus he asserts the 'objectivity of matter', while force is not objective, we are told, but subjective. Notwithstanding this assertion, matter is, as it were, the plaything of force ? How this nothing, this 'mere phantom suggestion of our muscular sense', this force, can have an objective plaything it would puzzle a metaphysician to explain."— *The Grammar of Science, p. 248.*

তিনি কোনরূপ স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। অধ্যাপক টেটের 'ফোর্স' বিষয়ক বাদানুবাদ পাঠপূর্ব্বক বুঝিয়াছি, 'ফোর্স' পদার্থ সম্বন্ধে তিনি দ্বিবিধ অনুমান করিয়াছেন, অধ্যাপক টেটের 'ফোর্স' সম্বন্ধীয় প্রথম অনুমান নিউটনের গতিবিষয়ক নিয়মত্রয়মূলক। কেবল টেট্ কেন, প্রাচীন ও নবীন প্রতীচ্য বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে কেহ যে. 'ম্যাটার' ও 'ফোর্স' সম্বন্ধে কোনরূপ নিঃসন্দিগ্ধ, স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, আমি তাহা বুঝিতে পারি নাই। অতএব টেট্‌কে উপহাস করিবার কোন কারণ নাই। ম্যাটারের সহিত শক্তির (Force) সম্বন্ধ বিচার করিতে যাইয়া, হার্ব্বার্ট্ স্পেন্‌সার্ বলিয়াছেন, 'ম্যাটারের' অস্তিত্ব আমরা কেবল শক্তির অভিব্যক্তি দ্বারা অনুভব করিতে পারি। যাহা প্রতিঘাত (Resist) করে, বাধা দেয়, তাহাই আমাদের সমীপে ম্যাটার নামে পরিচিত পদার্থ। ম্যাটার হইতে যদি আমরা ইহার প্রতীঘাত ধর্ম্মকে পৃথক্ করি, তাহা হইলে, শূন্য অবকাশ ব্যতীত আর কিছুই থাকে না। তবে কি, ম্যাটার কেবল সংস্ত্যানশক্তি (Resistance)? তাহা'ত বলিতে পারি না, কারণ ম্যাটার ব্যতীত শুদ্ধ সংস্ত্যানশক্তিকে চিন্তা করিব কিরূপে? ইতঃপর আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, ম্যাটারের ধর্ম্ম বা গুণ বলিয়া, আমরা যাহা জানি, তাহা কেবল অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয় বাহ্যার্থ বা বিষয়-সমুৎপাদিত আমাদের এক এক প্রকার মানস পরিণাম—আমাদের মানস-বিকার, ম্যাটারের গুরুত্ব ও প্রতীঘাত ধর্ম্মও তদ্ব্যতীত অন্য কিছু নহে।* আমার দৃঢ় বিশ্বাস, 'জগৎ ত্রিগুণাত্মক, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের

* "How, again, can we understand the connection between Force and Matter? Matter is known to us only through its manifestations of force: our ultimate test of matter is the ability to resist: abstract its resistance and there remains nothing but empty extension. Yet on the other hand, resistance is equally unthinkable apart from matter —apart from something extended."—*First principles, pp. 58—59.*

পরিণাম; তমোগুণপ্রধান ত্রিগুণপরিণামই ভূত ও ভৌতিক পদার্থ, ইহাই জড় বা গ্রাহ্যাত্মক', এই শাস্ত্রীয় উপদেশই, এই সত্যোক্তিই সংসিদ্ধান্ত। জাগতিক পদার্থ সম্বন্ধে যত প্রকার মত আবির্ভূত হইয়াছে, হইতেছে, হইবে, সনাতন সত্যোক্তি বা বেদ ও তন্মূলক, সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মঋষিবৃন্দের মুখনিঃসৃত শাস্ত্র সকলই তৎসমুদায়ের প্রভব—আদ্যুৎপত্তি স্থান। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকবৃন্দ কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত ভূত (Matter) ও শক্তির (Force) স্বরূপ যতদূর অবলোকন করিতে পারিয়াছি, তাহাতে উপলব্ধি হইয়াছে, ভূত ও শক্তি এই পদার্থদ্বয়ের সম্বন্ধবিষয়ক চতুর্ব্বিধ অনুমানের উল্লেখ করিতে পারা যায়। ১ম—ভূত (Matter) ও শক্তি (Force) ইহারা পরস্পর ভিন্ন পদার্থ, শক্তি ভূতের বহিঃস্থিত, ইহা ভূতের বহির্দেশে অবস্থানপূর্ব্বক ভূত ও ভৌতিক পদার্থের উপরি ক্রিয়া করে (It is an extraneous power to matter, acting upon it from without.)। ২য়—শক্তি ভূতব্যতিরিক্ত—ভূতবিজাতীয় পদার্থ বটে, কিন্তু ইহা ভূতের বহিঃস্থিত নহে, ইহা ভূতান্তর্ব্বর্ত্তী, ভূতের অন্তরে থাকিয়া ইহা ভূতকে নিয়মিত করে, ভূতের উপরি প্রভুত্ব করে (It is an inherent power in matter influencing it from within, but distinct from the substance of matter.)। ৩য়—শক্তি ভূতব্যতিরিক্ত পদার্থ নহে, ইহা ভূতের নৈসর্গিক ধর্ম্ম (It is an innate power in Matter, influencing it from within and not distinct from the substance of Matter.)। ৪র্থ– ভূতের ক্রিয়া বা ব্যাপারই—ভূতের ক্রিয়াকারিত্বই 'শক্তি' নামে পরিচিত পদার্থ, ভূত ও ভৌতিক শক্তি ভিন্ন

"Thus we are brought to the conclusion that what we are conscious of as properties of matter, even down to its weight and resistance, are but subjective affections produced by objective agencies that are unknown and unknowable."—*The Principles of Psychology, vol. I, p. 20.*

পদার্থ নহে, ভূতই ভৌতিক শক্তি এবং পক্ষান্তরে ভৌতিক শক্তিই ভূত (It is a function of the substance of Matter; Matter is Force and conversely Force is Matter.)। জার্ম্মাণদেশীয় সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার অধ্যাপক হেকেল্ বলিয়াছেন, ম্যাটার স্পিরিট্ (Spirit) ব্যতীত থাকিতে পারে না, স্পিরিট্ ব্যতীত ম্যাটারের কোন কার্য্যকারিতা নাই; স্পিরিট্ও আবার ম্যাটার ব্যতীত থাকিতে পারে না, ম্যাটার ছাড়া স্পিরিট্ কোন কর্ম্ম করিতে পারে না। অধ্যাপক হেকেল্ 'ম্যাটার' বলিতে অনন্তবিস্তৃতবস্তু এবং স্পিরিট্ বা এনার্জ্জি (Spirit or Energy) বলিতে প্রকাশ ও মননশীল পদার্থকে গ্রহণ করিয়াছেন। হেকেল্ এই পদার্থদ্বয়কেই দ্রব্য বা বস্তু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। হেকেলের মতে, ম্যাটার ও স্পিরিট্ বা শক্তি (Energy) সর্ব্বব্যাপক দৈব-সত্ত্বের ('All-embracing divine essence'), যাঁহাকে তিনি 'সব্‌ষ্ট্যান্স্' (Substance) এই নাম দ্বারা লক্ষ্য করিয়াছেন, তৎপদার্থের ধর্ম্ম বা গুণ। * অতএব আশা হয়, এ জন্মে না পারিলেও, জন্মান্তরে অধ্যাপক হেকেলের লিঙ্গদেহে সত্যোক্তিজনিত বিশুদ্ধ পরিস্পন্দ যথার্থভাবে ক্রিয়া করিবে, তিনি অনেকতঃ বৈদিক প্রতিভাবিশিষ্ট হইবেন, শিব-শিবাই যে, বিশ্বের অভিন্ন উপাদান ও নিমিত্ত কারণ, তাহা স্পষ্টতরভাবে তাঁহার মনে প্রতিভাত হইবে।

আমি পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী শব্দব্রহ্মের এই চতুর্ব্বিধ অবস্থার স্বরূপ চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া এই সকল বিষয়ের চিন্তা করিতেছি কেন?

* "On the contrary, we hold, with *Gœthe*, that 'matter cannot exist and be operative without spirit, nor spirit without matter.' We adhere firmly to the pure, unequivocal monism of *Spinoza*. Matter, or infinitely extended substance and spirit (or Energy), or sensitive and thinking substance, are the two fundamental attributes or principal properties of the all-embracing divine essence of the world, the universal substance."—*The Riddle of the Universe, ch I.*

যাহা শ্রবণ করা যায়, যথার্থভাবে তাহার তত্ত্বাববোধের প্রাকৃতিক নিয়ম কি, তাহার জিজ্ঞাসা হইয়াছে ; তাহা জানিবার ইচ্ছা হইবার উদ্দীপক কারণ কি ? যাবৎ শ্রুতবিষয়ের তত্ত্বাববোধ না হয়, তাবৎ শ্রবণ অনর্থক হইয়া থাকে। প্রতীচ্য বৈজ্ঞানিক দগের মুখ হইতে 'ম্যাটার' ও 'ফোর্স' সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিয়াছি, কিন্তু এতৎসম্বন্ধে যে সকল কথা শুনিয়াছি, তাহাদের যথার্থ অভিপ্রায় কি, তাহার উপলব্ধি হয় নাই, না হইবার প্রধান কারণ, ইহাঁরা বিশ্বের সর্ব্বকারণ বলিতে যে দুইটী পদার্থকে লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহাদের স্বরূপ কি, অদ্যাপি তাঁহারাই তাহা স্থির করিতে সমর্থ হয়েন নাই, অনেক স্থলে তাঁহাদের স্ববচনবিরোধ বুদ্ধিগোচর হইয়াছে। কেবল শ্রবণ করিলে কোন পদার্থের তত্ত্ব বিনিশ্চয় হয় না, মনন ও নিদিধ্যাসন ব্যতিরেকে, বিনা সমাধিতে কোন পদার্থের স্বরূপাবধারণ হইতে পারে না। প্রতীচ্য সুধীবর্গ প্রায়শঃ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণকেই সত্য-জ্ঞানার্জ্জনের উপায় বলিয়া জানেন, অতীন্দ্রিয় পদার্থের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিতে ইহাঁরা অসমর্থ। ইহাঁরা যে সাধারণতঃ অতীন্দ্রিয় পদার্থের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন না, তাহার কারণ কি ?

প্রতিভা বা সংস্কারদোষই তাহার কারণ। সত্যোক্তির প্রণোদন, প্রতিভামালিন্যবশতঃ ইহাঁরা বিশুদ্ধভাবে যথাযথরূপে অনুভব করিতে পারেন না, ইহাঁরা সত্যোক্তির পরা, পশ্যন্তী ও মধ্যমা, তদন্তর্নিহিত এই ত্রিবিধ অবস্থাকে দেখিতে পা'ন না। বৈখরী বাক্ বা শব্দ দ্বারা, পদার্থতত্ত্বের প্রকৃত জ্ঞান হয় না, বৈখরী বাক্ বা শব্দবোধ্য অর্থে চিত্ত সংযমপূর্ব্বক ক্রমশঃ মধ্যমা বাক্ বা শব্দবোধ্য অর্থ গ্রহণ, মধ্যমা বাক্ বা শব্দবোধ্য অর্থের ভাবনা এবং মধ্যমা বাক্ বা শব্দবোধ্য অর্থ হইতে পশ্যন্তী বাক্ বা শব্দবোধ্য অর্থের গ্রহণ 'সম্প্রজ্ঞাত যোগ'। বৈখরী, মধ্যমা, পশ্যন্তী ও পরা ইহারা শব্দব্রহ্মের স্থূল, সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম অবস্থা। স্থূল হইতে সূক্ষ্মে গমনই যোগ বা সমাধি। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয়

এই চতুর্ব্বিধ অবস্থার স্বরূপ চিন্তা করিলে উপলব্ধি হয়, জাগ্রদাদি চতুর্ব্বিধ অবস্থাই বিশ্বজগতের—জগদাকারে বিবর্ত্তিত পরমাত্মার স্বরূপ। নিবিষ্ট-চিত্তে ধ্যান করিলে, ইহাও অনুভব হয়, শব্দব্রহ্মের বৈখরী, মধ্যমা, পশ্যন্তী ও পরা এই চতুর্ব্বিধ অবস্থা, জগদাকারে বিবর্ত্তিত পরমাত্মার জাগ্রদাদি চতুর্ব্বিধ অবস্থা হইতে ভিন্ন নহে, জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয় এই চতুর্ব্বিধ অবস্থাই যথাক্রমে বৈখরী, মধ্যমা, পশ্যন্তী ও পরা শব্দ দ্বারা লক্ষিত হইয়াছে। জ্ঞানমাত্রেই প্রথমতঃ প্রত্যক্ষ (Experience) হইতে জন্ম লাভ করিয়া থাকে। আন্তর ও বাহ্য এই দ্বিবিধ প্রত্যক্ষ হইতে আমরা যাহা অনুভব করি, স্বেচ্ছায়, অনিচ্ছায়, (Intentionally or unintentionally) যাহা উপলব্ধ হয়, তৎসমুদায়ের সংস্কারই বিজ্ঞানবীজ, ঐ সকল সংস্কারই চিত্তক্ষেত্রে বিজ্ঞানবীজ নিষেক করে, চিত্তের সংকল্পশক্তি ঐ বীজ-সমূহ হইতেই বিজ্ঞানবৃক্ষ প্রসব করিয়া থাকে। দর্শন ও পরীক্ষা (Observation and Experiment) এই দুইটী প্রত্যক্ষের কারণ। কারণ বা মূলে দোষ থাকিলে, কার্য্যও দোষযুক্ত হয়। প্রত্যক্ষ যদি মিথ্যাযোগ ও অযোগ (Mal-observation or Non-observation) এই দ্বিবিধ দোষের মধ্যে কোন দোষে দূষিত হয়, তাহা হইলে, তৎপ্রসূত জ্ঞানও (বীজগত দোষ নিবন্ধন) দূষিত হইয়া থাকে। প্রত্যক্ষ অভ্রান্ত না হইলে, তদুপজীবক অনুমান কখন অভ্রান্ত হইতে পারে না।

প্রত্যক্ষ যে, সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের মূল, বিজ্ঞান (Science) যে, প্রত্যক্ষীকৃত ও সংস্কাররূপে অবস্থিত ভাবসমূহের প্রকটিত রূপ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, ইহা "সত্যোক্তি"—সনাতন বেদের উপদেশ।

"মনস্তৎ পূর্ব্বং বাচো যুজ্যতে মনো হি পূর্ব্বং বাচো যদ্ধি মনসাভিগচ্ছতি তদ্বাচা বদতি॥"—তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ।

অর্থাৎ মন যাহা উপলব্ধি করে, বৈখরী শব্দ দ্বারা তাহাই অভিব্যক্ত

হয়। কেহই মনের অবিষয়ীকৃত বিষয়কে বলিতে পারেন না, বৈখরী বাক্ (মানুষ যদ্দ্বারা মনোভাবকে ব্যক্ত করে) মনের ব্যক্ত অবস্থা। প্রত্যক্ষই যে, সর্ব্বপ্রকার উৎপত্তিশীল জ্ঞানের মূল, সত্যোক্তির সহিত প্রতীচ্য তত্ত্বচিন্তকদিগের এতদ্বাক্যের কোন বিরোধ নাই বটে, তবে 'প্রত্যক্ষ' বলিতে শাস্ত্র যৎপদার্থকে লক্ষ্য করেন, প্রতীচ্য তত্ত্বচিন্তকদিগের 'প্রত্যক্ষ' সর্ব্বাংশে তৎপদার্থ নহে। শাস্ত্র যে প্রত্যক্ষকে অভ্রান্ত ও সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের কারণ বলিয়াছেন, তাহা অখণ্ডদণ্ডায়মান-কাল-মানদণ্ড-প্রমাণিত প্রত্যক্ষ, তাহা অনাদিনিধন, নিত্য প্রত্যক্ষ, অতীত ও অনাগত সে প্রত্যক্ষের পরোক্ষ নহে, তাহা লোকালোকদর্শী। প্রত্যক্ষ (Experience) বলিতে প্রতীচ্য সুধীবর্গ যৎপদার্থকে বুঝিয়া থাকেন, অথবা এদেশেও 'প্রত্যক্ষ' শব্দটীর সাধারণতঃ যদর্থে ব্যবহার হইয়া থাকে, সত্যোক্তি বা বেদের উপদেশ, তাহা পরিচ্ছিন্ন, তাহা লোকালোকদর্শী নহে; অতএব সে প্রত্যক্ষ হইতে সর্ব্বথা ভ্রমরহিত জ্ঞান হইতে পারে না, সে প্রত্যক্ষ সার্ব্বভৌমরূপে সত্য-জ্ঞানের কারণ নহে, সে প্রত্যক্ষ অতীন্দ্রিয় পদার্থের স্বরূপ প্রদর্শন করিতে পারে না, সে প্রত্যক্ষ কোন পদার্থের সূক্ষ্মতম অবস্থার সংবাদ দিতে ক্ষমবান্ নহে। শাস্ত্র এই নিমিত্ত বলিয়াছেন, সমাধিই পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞানলাভের একমাত্র উপায়। সম্প্রজ্ঞাত সমাধির স্বরূপ দর্শনের চেষ্টা করিলে, প্রতীতি হয়, নির্ব্বিতর্ক সমাধিই পর (শ্রেষ্ঠ)-প্রত্যক্ষ, ইহা শ্রুত ও অনুমানের কারণ ("তৎপরং প্রত্যক্ষং তচ্চ শ্রুতানুমানয়োর্বীজং ততঃ শ্রুতানুমানে প্রভবতঃ।"—যোগসূত্রভাষ্য)। সমাধি হইতে চিত্তের নির্ম্মলতা হইলে, যে জ্ঞান হয়, তাহাকে 'ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা' এই নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। 'ঋত' শব্দের অর্থ 'সত্য', যাহা সত্যকে ধারণ করে, তাহা 'ঋতম্ভরা'। যে প্রজ্ঞাতে বিপর্য্যাস বা মিথ্যার লেশ নাই, তাহাই 'ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা' ("ঋতম্ভরা তত্র প্রজ্ঞা।"—পাং দং)। ঋষিরা বলিয়াছেন, আগম—বেদবিহিত শ্রবণ, অনুমান (শ্রুত বিষয়ের মনন) এবং ধ্যানাভ্যাসরস—

পুনঃ পুনঃ চিন্তন—নিদিধ্যাসন, এই তিন প্রকারে সমাধির অনুষ্ঠান করিলে উত্তম যোগ লাভ হয় ("আগমেনানুমানেন ধ্যানাভ্যাসরসেন চ। ত্রিধা প্রকল্পয়ন্ প্রজ্ঞাং লভতে যোগমুত্তমম্॥"—যোগসূত্রভাষ্য)। ভগবান্ বেদব্যাস বলিয়াছেন, অশুদ্ধি (রজঃ ও তমোগুণের উপচয়ের—বৃদ্ধির নাম 'অশুদ্ধি') বা আবরণমল হইতে বিনির্ম্মুক্ত, প্রকাশস্বভাব বুদ্ধিসত্ত্বের, রজঃ ও তমোগুণ দ্বারা অনভিভূত স্বচ্ছ স্থিতিধারাকে 'বৈশারদ্য' বলে। এই অবস্থায় চিত্ত কেবল সাত্ত্বিক ভাবেই অবস্থান করে। নির্ব্বিচার সমাধির বৈশারদ্য—নির্ম্মলতা জন্মিলে যোগিদিগের অধ্যাত্ম-প্রসাদ হয়, ভূতার্থ-বিষয় (যথার্থবস্তু-বিষয়), ক্রমের (Succession) অননুরোধী (অর্থাৎ যুগপৎ সর্ব্ব অর্থগ্রাহী) স্ফুটপ্রজ্ঞালোকের (প্রত্যক্ষ জ্ঞানালোকের) বিকাশ হইয়া থাকে। গিরিশিখরস্থিত পুরুষ যেমন ভূমিস্থিত ব্যক্তিদিগকে আপনা হইতে অধোদেশে এবং আপনাকে সর্ব্বোপরিস্থিত দর্শন করেন, সেইরূপ যোগীরা প্রজ্ঞাপ্রসাদ বা জ্ঞানালোকের প্রকর্ষলাভপূর্ব্বক, স্বয়ং অশোচ্য বা বন্ধমুক্ত হইয়া অপর অজ্ঞ-পুরুষগণকে শোকার্ত্ত—রোরুদ্যমান দেখিয়া থাকেন ("নির্ব্বিচারবৈশারদ্যেঽধ্যাত্মপ্রসাদঃ।"—পাং দং)। অধ্যাত্মপ্রসাদ হইলে, সমাহিতচিত্তের যে প্রজ্ঞা হয়, তাহাই 'ঋতম্ভরা' শব্দে উক্ত হয়। পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন, নির্ব্বিচার সমাধির বৈশারদ্য হইতে সমুদ্ভূত যথোক্ত ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা বিশেষার্থত্ব (বিশেষ—অসাধারণ ধর্ম্ম হইয়াছে অর্থ—বিষয় যাহার) বশতঃ শ্রুত—আগমবিজ্ঞান—শব্দবোধ এবং অনুমান হইতে অন্যবিষয়া, শ্রুত ও অনুমান জ্ঞানের বিষয় হইতে ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার বিষয় পৃথক্। ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা বিশেষ বা অসাধারণ ধর্ম্মকে বিষয় করে, শ্রুত ও অনুমানের বিষয় সামান্য ("শ্রুতানুমানপ্রজ্ঞাভ্যামন্য-বিষয়া বিশেষার্থত্বাৎ।"—পাং দং)।

পতঞ্জলিদেবের এতদ্বাক্যের প্রকৃত অর্থ পরিগ্রহ করিতে পারিলে, দার্শনিকদিগের বহু বিবাদাস্পদ বিষয় সকলের সুন্দর মীমাংসা হইবে বলিয়া

মনে হয়, জাতি ও ব্যক্তিবাদের তাৎপর্য্য, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ সমূহের তত্ত্ব, জ্ঞানের স্বরূপ ও প্রকার ভেদ, বিশুদ্ধ ভ্রমপ্রমাদরহিত জ্ঞানের উৎপত্তি কিরূপে হয়, ইত্যাদি বিষয়সমূহের সমীচীন সমাধান, পতঞ্জলিদেবের উক্ত উপদেশগর্ভে বিদ্যমান আছে। আমরা সাধারণতঃ যাহাকে 'শ্রুত' (শব্দজ্ঞান) ও অনুমিতি বলিয়া থাকি, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে 'বিকল্প', তাহাতে অসতের আরোপ আছে, যথোক্ত শ্রুত ও অনুমান দ্বারা পদার্থ-তত্ত্বের প্রকৃত রূপ প্রকাশিত হয় না, পদার্থতত্ত্বের যথার্থ রূপ নির্ব্বিতর্ক সমাধি দ্বারাই প্রকাশিত হইয়া থাকে। যোগিগণ সমাধি সহকারে শব্দ ও জ্ঞানের অমিশ্রিতরূপে অর্থের উপলব্ধি করিয়া বিকল্পপূর্ব্বক উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন, বৈখরী শব্দ দ্বারা 'নির্ব্বিতর্ক জ্ঞান' প্রকাশ করা যায় না, অতএব উচ্চারিত বা বৈখরী শব্দ সবিতর্করূপেই হইয়া থাকে। যোগিগণ নির্ব্বিতর্ক সমাধি দ্বারা পদার্থ সকল প্রত্যক্ষপূর্ব্বক পরোপকারার্থ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, বিনা প্রত্যক্ষে উপদেশ প্রদান সম্ভব নহে। অতএব নির্ব্বিতর্ক সমাধি দ্বারা পদার্থতত্ত্ব প্রত্যক্ষ না করিলে কাহাকেও যথার্থভাবে উপদেশ দেওয়া হয় না। প্রত্যক্ষ ব্যতিরেকে অনুমানও হইতে পারে না। ভগবান্ পতঞ্জলিদেব ও ভগবান্ বেদব্যাসের এই সকল উপদেশের তাৎপর্য্য চিন্তাপূর্ব্বক অনুভব হইয়াছে, বৈখরী বাক্ বা শব্দ দ্বারা পদার্থতত্ত্বের প্রকৃত জ্ঞান হইতে পারে না। আধুনিক বৈজ্ঞানিক-গণের মধ্যে অনেকেই যথাতথ প্রমাণীকৃত বা ব্যবস্থাপিত জ্ঞানকে (Exact, verified and systematic knowledge), বিজ্ঞান (Science) বলিয়া থাকেন। যথাতথ জ্ঞান বলিতে বৈজ্ঞানিকগণ স্থূল প্রত্যক্ষগম্য (ভূতার্থভূমিক—Based upon facts), বিশ্বাস বা কল্পনা হইতে বিশিষ্ট (Different from faith and fancy) জ্ঞানকে বুঝিয়া থাকেন। যে জ্ঞান প্রমাণীকৃত নহে (প্রমাণ শব্দ দ্বারা এই স্থলে স্থূল প্রত্যক্ষ প্রমাণই লক্ষিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে) যথাতথ হইলেও, আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা তাহাকে

বিজ্ঞান বলেন না। যথোক্ত বৈজ্ঞানিকদিগের এইরূপ মত সারহীন না হইলেও, সার্ব্বভৌম সত্যমূলক নহে। স্থূল প্রত্যক্ষ ও তন্মূলক অনুমান ইহারাই যে প্রমাণ নহে, আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে অনেকেই তাহা স্বীকার করিতে পারেন নাই। বেদ অলৌকিক প্রত্যক্ষ, সমাধি শ্রেষ্ঠ প্রত্যক্ষ, বেদ বা সমাধি দ্বারাই নিখিল বস্তুর পারমার্থিক রূপ বিনিশ্চিত হইয়া থাকে, বৈজ্ঞানিকগণ এই সকল কথার হিতকারিতা কত, তাহা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হ'ন নাই। আমি এই নিমিত্ত বলিয়াছি, বলিতেছি, যথোক্ত বৈজ্ঞানিকগণ সত্যোক্তির পরা, পশ্যন্তী ও মধ্যমা গুহানিহিত, স্থূলদৃষ্টির অগম্য, এই ত্রিবিধ অবস্থাকে দেখিতে পা'ন নাই, এবং এইজন্য তাঁহারা অতীন্দ্রিয় পদার্থের অস্তিত্বে শ্রদ্ধাবান্ হইতে পারেন নাই, এই নিমিত্ত হেকেল্ প্রভৃতি জড়ৈকতত্ত্ববাদের সমর্থক ক্রমবিকাশবাদীরা দেহ-ব্যতিরিক্ত আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্বে, আত্মার নিত্যত্বে, সম্বিৎ বা জ্ঞানের (Consciousness) সাতত্যে (Continuity) বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই। জ্ঞানের উৎপত্তি কিরূপে হয়, তাহা বুঝাইতে যাইয়া, হেকেল্ বলিয়াছেন, পরস্পর ভিন্ন, কিন্তু গাঢ় সম্বন্ধে সম্বদ্ধ দ্বিবিধ নরশারীর-ক্রিয়ার উপরি নিখিল সত্যজ্ঞানোৎপত্তি নির্ভর করে—প্রথমতঃ ঐন্দ্রিয়ক ক্রিয়া দ্বারা জ্ঞেয় বিষয়ের (object) সংস্কারের উপরি, দ্বিতীয়তঃ ঐ সংস্কার সমূহের সংহতি দ্বারা পরস্পর সম্মিলিতভাবে জ্ঞাতাতে সমর্পণের —উপস্থাপনের উপরি। এই উভয়বিধ কার্য্যই স্নায়ুবিধান (Nervous System) দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে। বিজ্ঞানের চরম বিশ্লেষণে, নিখিল জ্ঞানই যে, ঐন্দ্রিয়ক—ইন্দ্রিয়সম্ভূত, তাহা প্রতিপন্ন হয়। ইন্দ্রিয়গণই আমাদের (হেকেলের উক্তি) প্রথম ও পরম বন্ধু। মনের অভিব্যক্তি হইবার পূর্ব্বে ইন্দ্রিয়গণই মানুষকে তাহার কি কর্ত্তব্য, কি অকর্ত্তব্য তাহা বলিয়া দেয়। যাহারা পতন হইতে রক্ষার্থ এই প্রথম ও পরম বন্ধু ইন্দ্রিয়-গণকে সর্ব্বথা নিরোধ করে বা করিবার চেষ্টা করে, হেকেল্ তাহাদিগকে

বিবেকহীন মূর্খ বলিয়াছেন। * যোগ বা সমাধির কথা শুনিবার পর, খ্যাতনামা ধীমান্ হেকেলের এই সকল একান্ত যুক্তিহীন, অসার কথা শুনিলে, চিন্তাশীল আত্মকল্যাণার্থীর মনে কি ভাবের উদয় হইয়া থাকে? হেকেল্ বলিয়াছেন, স্থূল প্রত্যক্ষের অতীত কোন রাজ্য আছে কিনা, আমি তাহা জানি না। হেকেল্ সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মবিষয়ক বিশ্বাসকেই সমভাবে মিথ্যা ও যুক্তিবিরুদ্ধ, গুণ-দোষ-বিচার দ্বারা অবাধিত, শুদ্ধ কল্পনাপ্রসূত বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছেন। হেকেল্ প্রভৃতি ক্রমবিকাশবাদী সুধীগণ বর্ত্তমান জীবনের প্রত্যক্ষ ব্যতীত জ্ঞানের অন্য পূর্ব্বভাব স্বীকার করেন নাই, করেন না। অতএব ইঁহারা যে, শব্দের পরাদি অবস্থা চতুষ্টয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে পারিবেন না, তাহা সুখবোধ্য। সত্যের জয় চিরদিনই হইয়াছে, চিরদিন হইবে। সত্যোক্তিই যে সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান-বিশ্বাসের নিদান, তাহাতে সন্দেহলেশ নাই। দুঃখের সহিত বলিতেছি, যে প্রত্যক্ষকে, যে বিচারকে (Reason) হেকেল্ দুর্ব্বিজ্ঞেয় জাগতিক রহস্যোদ্ভেদের একমাত্র উপায় বলিয়াছেন, যে বিচারশক্তিকে মানুষের সর্ব্বোৎকৃষ্ট দান —অসাধারণ অধিকার বলিয়াছেন, সেই প্রত্যক্ষ ও সেই বিচার কোন্ পদার্থ, তাহা তিনি সম্যগ্রূপে জানিতে পারেন নাই। যদি তাহা জানিতে পারিতেন, যদি বৈখরীশব্দপর্ব্ব হইতে হেকেল্ মধ্যমা ও পশ্যন্তীশব্দপর্ব্বে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইতেন, তাহা হইলে, তিনি বিনা বাধায় প্রত্যক্ষের

* "All science is sensitive knowledge in the ultimate analysis; it does not deny, but interprets the data of the senses. The senses are our first and best friends. Long before the mind is developed the senses tell man what he must do and avoid. He who makes a general disavowal of the senses in order to meet their dangers acts as thoughtlessly and as foolishly as the man who plucks out his eyes because they once fell on shameful things, or the man who cuts off his hand lest at any time it should reach out to the goods of his neighbour."—
The Riddle of the Universe. P. 106.

পরাবস্থাকে, বিচারের কেন্দ্রস্থানকে দর্শনপূর্ব্বক কৃতকৃত্য হইতেন, তাহা হইলে, যে সুখের বর্ণন বাক্য দ্বারা সম্ভব নহে, সেই অনির্ব্বচনীয় সমাধি-সুখভোগে তাঁহার অধিকার হইত; তাহা হইলে, শিবই যে, সর্ব্বপ্রকার দুঃখের নাশকর্ত্তা, শিবই যে, বিশ্বের ধ্রুব আধার, অবিচালী বিশ্রামস্থল, বিনা আপত্তিতে তাহা তিনি স্বীকার করিতেন, তাহা হইলে, বেদ বা সত্যোক্তিই যে বিচারশক্তির কেন্দ্রভবন, বেদ বা সত্যোক্তি হইতেই যে, বিচারশক্তির স্ফুরণ হয়, প্রসারণ হইয়া থাকে, বেদ বা সত্যোক্তি যে, বিশ্বের প্রাণশক্তি, বিশ্বের মন বা হিরণ্যগর্ভ, তাহা অনুভবপূর্ব্বক তিনি আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইতেন। অথবা আমি উন্মত্তের ন্যায় প্রলাপ করিতেছি, বেদ বা শব্দের পরা, পশ্যন্তী ও মধ্যমা এই তিনটী অবস্থা গুহা-নিহিত, সাধারণের কাছে অপ্রকাশিত, মনীষী—সুতীক্ষ্ণপ্রজ্ঞাবিশিষ্ট যোগবিৎ বা যথার্থ বেদবিৎ ব্রাহ্মণগণ ব্যতীত বেদ বা শব্দের পরাদি অবস্থা চতুষ্টয়ের স্বরূপ অন্যের জ্ঞাননেত্রে পতিত হয় না, ইহা যখন 'সত্যোক্তি', তখন হেকেল্ প্রভৃতি স্থূল প্রত্যক্ষবাদীরা যে, জ্ঞান-বিজ্ঞান-রাজ্যের মহারাজকে দেখিতে পাইবেন, তাহা কি সম্ভবপর হইতে পারে? ইহাঁরা যে, বেদকে নিন্দা করিবেন, ধর্ম্মকে কল্পনাপ্রসূত সামগ্রী বলিবেন, তাহা কি বিস্ময়াবহ?

সারদাতিলকে উক্ত হইয়াছে, সনাতন শিবের—অখণ্ডৈকরস সচ্চিদানন্দ পরমাত্মার নির্গুণ-ও-সগুণ ভেদে দ্বিবিধ অবস্থা। নির্গুণা-বস্থাতে তিনি নিত্য, তিনি সর্ব্বগত, তিনি সূক্ষ্ম, তিনি সদানন্দ, তিনি নিরাকার, তিনি সাক্ষী ("নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ সূক্ষ্মঃ সদানন্দো নিরাময়ঃ। বিকাররহিতঃ সাক্ষী শিবো জ্ঞেয়ঃ সনাতনঃ॥")। সগুণব্রহ্ম 'শক্তি' এই শব্দ দ্বারা লক্ষিত হইয়া থাকেন। সর্ব্বেশ, সকল (কলা বা প্রকৃতির সহিত বিদ্যমান), জগন্ময়, কর্ত্তা, ভোক্তা ও সংহর্ত্তা (সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়-বিধাতা), তচ্ছক্তিভূত এক পরমেশ্বরই ক্রিয়াভেদে ব্রহ্মাদি (ব্রহ্মা, বিষ্ণু,

মহেশ্বর) মূর্ত্তিতে ভিন্ন হইয়া থাকেন; স্বরূপতঃ এক হইলেও, কর্ম্মভেদ-নিবন্ধন ভিন্নরূপে গৃহীত হয়েন। সচ্চিদানন্দবিভব, সকল, পরমেশ্বর হইতে প্রথমে শক্তির আবির্ভাব হয়। শক্তি, শক্তিমান্ হইতে বস্তুতঃ ভিন্ন নহে, অতএব সচ্চিদানন্দবিভব পরমেশ্বর হইতে শক্তির আবির্ভাব হয়, এতদ্বাক্যের তাৎপর্য্য হইতেছে, শান্তকল্লোলসমুদ্র বাত্যাক্ষোভিত হইয়া যে প্রকার উচ্ছূন বা স্ফাত হয়, সমুদ্রসমুত্থতরঙ্গ, সমুদ্রবক্ষোধৃত হইয়াও, সমুদ্র হইতে বস্তুতঃ ভিন্ন না হইয়াও সাধারণতঃ (স্থূলদৃষ্টিতে) যেমন সমুদ্র হইতে ভিন্নরূপে গৃহীত হয়, সূক্ষ্ম, অব্যক্ত বা সাম্যাবস্থার অবস্থায় বিদ্যমানা প্রশান্ত পরমেশশক্তি, সৃষ্টিকালে সেইপ্রকার উচ্ছূন বা স্ফীত হয়েন, অখণ্ডসচ্চিদানন্দময় পরব্রহ্ম (সনাতন শিব) হইতে বস্তুতঃ ভিন্ন না হইয়াও স্থূলদৃষ্টিতে পৃথগ্রূপে উপলব্ধ হইয়া থাকেন। তিল হইতে যেরূপ তৈল বিনির্গত হয়, আদিসর্গে সেইরূপ সনাতন শিবের ইচ্ছানুসারে তাঁহা হইতে শিবতত্ত্বৈকসঙ্গতা পরাশক্তি পরিস্ফুরিত হইয়া থাকেন। *

শক্তিময় পরব্রহ্ম জগদাকার ধারণ করিবার সময়ে 'বিন্দু', 'নাদ' ও 'বীজ' এই ত্রিধা ভিন্ন হয়েন, পুরুষ, প্রকৃতি ও কাল এই ত্রিবিধ ভাবে বিবর্ত্তিত হয়েন। 'বিন্দু' শিবাত্মক, 'বীজ' শক্ত্যাত্মক এবং 'নাদ' উভয়াত্মক, 'নাদ' শিব-শক্ত্যাত্মক বা চিদ-চিদাত্মক। পরা নাম্নী শব্দাবস্থা, শব্দব্রহ্ম ও চৈতন্যরূপিণী কুণ্ডলিনী শক্তি এক পদার্থ। শব্দব্রহ্মের পরা নাম্নী শব্দাবস্থা বা চৈতন্যরূপিণী কুণ্ডলিনীশক্তি হইতে পশ্যন্ত্যাদি রূপে (পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী) বেদরাশি আবির্ভূত হইয়া থাকেন। সারদাতিলকের রাঘবভট্টী-নাম্নী টীকাতে উক্ত হইয়াছে, শব্দব্রহ্মময়ী কুণ্ডলিনী বা চিচ্ছক্তিই 'পরা' বাক্ —শব্দের পরাখ্য অবস্থা। নিস্পন্দা 'পরা' বাক্ (চৈতন্যাভাসবিশিষ্ট মায়া

* "শিবেচ্ছয়া পরাশক্তিঃ শিবতত্ত্বৈকসংগতা। ততঃ পরিস্ফুরত্যাদৌ সর্গে তৈলং তিলাদিব॥"—ধ্যানবিন্দূপনিষদ্দীপিকাধৃতবচন।

বা প্রকৃতি—গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা) যখন সম্পন্দাবস্থা প্রাপ্ত হ'ন, যখন তাঁহার সাম্যাবস্থার বিক্ষোভ হয়, তখন তাঁহার পশ্যন্ত্যাদি অবস্থার আবির্ভাব হইয়া থাকে। শব্দব্রহ্মের পশ্যন্তী অবস্থার জ্ঞানাত্মকত্বনিবন্ধন 'পশ্যন্তী' এই নাম হইয়াছে। 'পশ্যন্তী' বাহ্যান্তঃকরণাত্মিকা হিরণ্যগর্ভরূপিণী। * যিনি বেদে 'হিরণ্যগর্ভ' নামে প্রসিদ্ধ, সাংখ্যদর্শনে 'মহত্তত্ত্ব' এই নাম দ্বারা যাঁহাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, তিনিই পশ্যন্তী নাম্নী শব্দাবস্থা। ঋগ্বেদে ও তৈত্তিরীয় আরণ্যকে উক্ত হইয়াছে, সৃষ্টির আদিতে পরমাত্মার সকাশ হইতে 'হিরণ্যগর্ভ'—চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা আবির্ভূত হয়েন; সেই 'হিরণ্যগর্ভ' ভুবনজাতের একপতি, এক ঈশ্বর; হিরণ্যগর্ভরূপে আবির্ভূত সেই পরমাত্মা পৃথিবী এবং স্বর্গকে ধারণ করিয়া আছেন। এই হিরণ্যগর্ভাখ্য পরমাত্মা বিনা আমরা আর কোন্ দেবতার জন্য যজ্ঞ করিব? আর কাঁহার প্রীতির নিমিত্ত শ্রৌত ও স্মার্ত্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিব? যিনি বিশ্বের প্রাণ, যাঁহার নিমেষ ও উন্মেষ বিশ্বের সৃষ্টি ও ক্ষয়, যিনি স্থাবর-জঙ্গম সর্ব্বপদার্থ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া থাকেন, স্থাবর-জঙ্গম নিখিল পদার্থ যাঁহার উপাসনা করে, যিনি বিশ্বজগতের রাজা, মনুষ্যাদি সর্ব্বপ্রাণির হৃদয়ে অন্তর্যামিরূপে অবস্থান-পূর্ব্বক যিনি উহাদিগকে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের উপদেশ প্রদান করেন, তিনি ভিন্ন আর কাঁহার প্রীতির জন্য আমরা কর্ম্ম করিব? যিনি আত্মদ, যাঁহার সত্তাতে সকলে সত্তাবান্, যিনি বলদ, সকলকে বল প্রদান করেন, যাঁহার বলে সকলে বলী, বিশ্ব যে পরমাত্মার উপাসনা করে, অখিল দেবতা যাঁহার আজ্ঞা

* "সা প্রসূতে কুণ্ডলিনী শব্দব্রহ্মময়ী বিভুঃ। শক্তিং ততো ধ্বনি স্তস্মাৎ নাদস্তস্মান্নি-রোধিকা। ততোর্দ্ধেন্দুস্ততো বিন্দুস্তস্মাদাসীৎপরা ততঃ। পশ্যন্তী মধ্যমা বাচি বৈখরী শব্দজন্মভূঃ। ইচ্ছাজ্ঞানক্রিয়াত্মাসৌতেজোরূপাগুণাত্মিকা।"

"অথ বা চিচ্ছক্তিরেব পরাখ্যা চৈতন্যাভাসবিশিষ্টতয়া প্রকাশিকামায়া নিষ্পন্না পরা বাগিত্যর্থঃ সম্পন্দাবস্থাঃ পশ্যন্ত্যাদ্যাঃ তত্র সামান্যপ্রস্পন্দপ্রকাশরূপিণীং বিন্দুতত্ত্বাত্মিকাম্। মূলাধারাদিনাভ্যন্তরব্যক্তিস্থানাং পশ্যন্তীমাহ। পশ্যন্তীতি। জ্ঞানাত্মকত্বাৎ পশ্যন্তীত্যর্থঃ বাহ্যান্তঃকরণাত্মিকাং হিরণ্যগর্ভরূপিণীং * * *।"—সারদাতিলক—রাঘবভট্টী-নাম্নী টীকা।

শিরোধার্য্য করেন, যাঁহার আজ্ঞানুসারে কর্ম্ম করেন, যাঁহার শরণাগতি, অমৃতত্ব বা মুক্তিলাভের একমাত্র হেতু, সর্ব্বসুখনিদান যাঁহার বিস্মৃতিই মৃত্যু বা সর্ব্বদুঃখের কারণ, সেই পরমাত্মা ভিন্ন আর কাঁহার প্রীতির জন্য আমরা কর্ম্ম করিব ? * অথর্ব্ববেদীয় প্রশ্নোপনিষদে উক্ত হইয়াছে, প্রজা-কাম—আত্মা হইতে প্রজা-সিসৃক্ষু, 'সর্ব্বাত্মা হইয়া জগৎ সৃষ্টি করিব', এইরূপ বিজ্ঞানবান্ (তদ্ভাবভাবিত), সৃজ্যমান স্থাবর-জঙ্গম প্রজাসমূহের পতি, কল্পাদিতে হিরণ্যগর্ভরূপে বিবর্ত্তিত প্রজাপতি তপঃ করিয়াছিলেন (জন্মান্তরভাবিত জ্ঞানের, শ্রুতি বা বেদপ্রকাশিত অর্থ যে জ্ঞানের বিষয়, সেই জ্ঞানের পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন) এবং তাহা করিয়া, সৃষ্টি-সাধনভূত 'রয়ি' ও 'প্রাণ' (সোম ও অগ্নি) এই মিথুনদ্বয়কে উৎপাদন করিয়াছিলেন ("তস্মৈ স হোবাচ প্রজাকামো বৈ প্রজাপতিঃ স তপোঽতপ্যত স তপস্তপ্‌ত্বা স মিথুনমুৎপাদয়তে।"—প্রশ্নোপনিষৎ)। † প্রশ্নোপনিষৎ ও ইহার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যকৃত ভাষ্য 'হিরণ্যগর্ভ' এবং সৃষ্টিসাধনভূত 'রয়ি' ও 'প্রাণ' এই পদার্থ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য যথার্থভাবে পরিগৃহীত হইলে, সাংখ্যদর্শনের ঈশ্বরপ্রতিষেধাপবাদের সংক্ষালন হইবে, জড়ৈকত্ববাদীদিগের ভূত ও শক্তিবিষয়ক বিবাদ মিটিবে, ভূত ও ভৌতিক-

---

* "হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে। ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ। স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।"

"যঃ প্রাণতো নিমিষতো মহিত্বৈক ইন্দ্রাজা জগতো বভূব।
যঃ ঈশে অস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥"
"যঃ আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবাঃ।
যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥"

—ঋগ্বেদসংহিতা ও তৈত্তিরীয় আরণ্যক।

† "প্রজাকামঃ প্রজা আত্মনঃ সিসৃক্ষুর্বৈ প্রজাপতি সর্বাত্মা সন্ জগৎ স্রক্ষ্যামীত্যেবং বিজ্ঞানবান্ যথোক্তকারী তদ্ভাবভাবিতঃ কল্পাদৌ নির্বৃত্তো হিরণ্যগর্ভঃ সৃজ্যমানানাং প্রজানাং স্থাবর-জঙ্গমানাং পতিঃ সন্ জন্মান্তরভাবিতং জ্ঞানং শ্রুতিপ্রকাশিতার্থবিষয়ং তপোঽন্বালোচয়দতপ্যত।"—শঙ্করাচার্য্যকৃত ভাষ্য।

শক্তির বিমলরূপ নয়নে পতিত হইবে, সংকল্পবিহীন, জড়শক্তি হইতে বিশ্বের পরিণাম হইয়াছে, এইরূপ মতের সদোষত্ব (অসম্পূর্ণতা) স্পষ্টভাবে উপলব্ধ হইবে, পরমাণু কোন্ পদার্থ, যথার্থভাবে তাহা জানা হইবে, অণু হইতে মহৎ পর্য্যন্ত সকল পদার্থেই যে, মন আছে, প্রাণ আছে, কোন জাগতিক বস্তুই যে, প্রাণশূন্য নহে, মনোহীন নহে, সর্ব্বব্যাপক চিচ্ছক্তিকর্তৃক সর্ব্বথা পরিত্যক্ত নহে, তাহা প্রতিপন্ন হইবে। 'প্রাণ', 'মন', ভূত ও ভৌতিক-শক্তি ইত্যাদি পদার্থ সম্বন্ধে উন্নতম্মন্য আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের মত যে, অপূর্ণ, দোষযুক্ত, তাহা অনুভব করিতে হইলে, 'পরা', 'পশ্যন্তী', 'মধ্যমা' ও 'বৈখরী' শব্দ বা বেদের এই চতুর্ব্বিধ অবস্থার স্বরূপদর্শন অত্যাবশ্যক, চিচ্ছক্তি ও ত্রিগুণতত্ত্বের তত্ত্বাবলোকন অবশ্যকর্ত্তব্য। 'হিরণ্যগর্ভ', 'বেদ', 'সত্যোক্তি', 'প্রাণ', ইহাঁরা যে অভিন্ন পদার্থ, তৈত্তিরীয় ও ঐতরেয় আরণ্যকে তাহা স্পষ্টভাবে উক্ত হইয়াছে ("বেদাত্মনায় বিদ্মহে হিরণ্যগর্ভায় ধীমহি। তন্নো ব্রহ্ম প্রচোদয়াৎ।"—তৈত্তিরীয় আরণ্যক)। হিরণ্যগর্ভ যেমন সর্ব্বপ্রাণীতে অনুগত, যেমন সর্ব্বপ্রাণীর অহংমানী (সর্বাহম্মানী হিরণ্যগর্ভ ইতি শ্রুতেঃ) সেইরূপ 'অকার' ককারাদি সর্ব্ববর্ণে অনুগত। অতএব অকারকে প্রাণরূপে ধ্যান করা উচিত। 'প্রাণই' ঋক্, ঋগুপলক্ষিত সর্ব্ব শব্দজাত প্রাণস্বরূপ। *

'হিরণ্যগর্ভ' ও 'বেদ', 'হিরণ্যগর্ভ' ও 'প্রাণ', 'হিরণ্যগর্ভ' ও 'মহত্তত্ত্ব' ইত্যাদি সত্যোক্তির স্মরণ করিতেছি কেন?

সত্যোক্তির কৃপায় বিদিত হইয়াছি, এই সকল সত্যোক্তির স্মরণ, যথার্থভাবে ইহাদের মনন ও নিদিধ্যাসন করিলে, সর্ব্বপ্রকার অজ্ঞানান্ধকার

* "তা বা এতাঃ সর্বা ঋচঃ সর্বে বেদাঃ সর্বে ঘোষাঃ একৈব ব্যাহৃতিঃ প্রাণ এব প্রাণ ঋচ ইত্যেব বিদ্যাৎ।"—ঐতরেয় আরণ্যক।

"যোঽয়ং অকারঃ সোঽয়ং প্রাণোপাধিকব্রহ্মণো বাচক নামত্বেন নির্দ্দিশ্যতে। যথা হিরণ্যগর্ভঃ সর্বপ্রাণিষু অনুগতঃ। সর্বাহম্মানী হিরণ্যগর্ভ ইতি শ্রুতেঃ। তথৈবায়মকারঃ সর্বেষু ককারাদিষু অনুগতত্বেন হিরণ্যগর্ভং বক্তুং যোগ্যঃ।"—ঐতরেয় আরণ্যক ভাষ্য।

দূরীভূত হইবে, সত্যালোকে হৃদয় আলোকিত হইবে, সর্ব্বসংশয় সর্ব্বথা ছিন্ন হইবে। কৃতার্থ হইবার এতদ্ব্যতীত অন্য পথ নাই, তা'ই সত্যোক্তির স্মরণ করিতেছি, সত্যোক্তির স্বরূপদর্শনের চেষ্টা করিতেছি। বেদশাস্ত্র হইতে কতিপয় আপাতজ্ঞানে অর্থশূন্য কথা বলিলেই কি, উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে? সত্যজ্ঞান লাভ হইবে? ভবার্ণবতরণি সমধিগত হইবে? অবিদ্যাধ্বান্তের তিরোধান হইবে? রমার প্রশ্নদ্বয়ের যথার্থভাবে সমাধান করিবার শক্তি আবির্ভূত হইবে? আমার এই সকল কথা শুনিলেই কি, রমা শিব-শিবার স্বরূপ দেখিতে পাইবে? যথার্থভাবে শিবপূজা করিতে ক্ষমবতী হইবে?

নিশ্চয় হইবে। লোকে সাধারণতঃ যে ভাবে সত্যোক্তি শ্রবণ করেন, সে ভাবে সত্যোক্তি শ্রবণ করিলে যে, উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না, সত্যোক্তির প্রকৃত রূপ হৃদয়ে প্রতিভাত হইবে না, অজ্ঞানান্ধকার প্রোৎসারিত হইবে না, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, তাহা যে, আমি জানি না, তাহা যে আমি ভাবি নাই, তাহা নহে। আমিই'ত বলিয়াছি, বৈখরী শব্দের সত্যজ্ঞান দিবার পূর্ণ যোগ্যতা নাই। বৈখরী শব্দ শ্রবণপূর্ব্বক অন্তরে প্রবেশ করিতে হইবে, শব্দের মধ্যমা ও পশ্যন্তী অবস্থার দর্শনলাভের চেষ্টা করিতে হইবে, সমাধি করিতে হইবে, সত্যোক্তি বা বেদময় হইতে হইবে। সমাহিতচিত্ত না হইলে, চিত্তকে অন্তর্মুখ না করিলে, শব্দের সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম অবস্থার সন্দর্শন হয় না, হইতে পারে না। যাঁহারা অতীন্দ্রিয় রাজ্যের কথা শুনিলে, বিরক্ত হ'ন, যাঁহারা ইন্দ্রিয়গণকেই পরম বন্ধু বলিয়া বুঝিয়াছেন, অন্যকেও ইহা বুঝাইবার চেষ্টা করেন, ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞান ভিন্ন অন্য জ্ঞান যাঁহাদের কাছে দুর্ভেদ্য অন্ধকার বা অজ্ঞানরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে, তাঁহারা আমার এই সকল কথা শ্রবণ করিলে, কি বলিবেন? কি করিবেন?

আমি যথাশক্তি সত্যোক্তির আদেশপালনের চেষ্টা করিব। যাঁহারা

সম্যক্ উপসন্ন নহেন, যথার্থ শিষ্যবৃত্তিতে আস্থিত নহেন, যাঁহারা প্রকৃত জিজ্ঞাসু নহেন, যাঁহারা অসূয়ক (গুণে দোষারোপকারী, পরাপবাদশীল), যাঁহারা অসরল (অর্থাৎ যাঁহাদের মন, বাক্ ও দেহের প্রবৃত্তি অসম) তাঁহাদিগকে উপদেশ প্রদান, 'সত্যোক্তির' অনভিমত। সত্যোক্তির আজ্ঞা বিনা কোন কার্য্য করিব না, আমি যদি এইরূপ দৃঢ়মতি হইতে পারি, সত্যোক্তির চরণে আমি যদি সর্ব্বান্তঃকরণে নমোনমঃ করিতে পারি, তাহা হইলে, দয়াবতী সত্যোক্তি আমাকে সর্ব্বতঃ রক্ষা করিবেন, তাঁহার গুহানিহিত অবস্থাত্রয়কে স্বয়ং আমার জ্ঞাননেত্রের বিষয়ীভূত করিবেন। 'রমা' বিদুষী না হইলেও, উপসন্ন, জিজ্ঞাসু, উপদেষ্টা ও শাস্ত্রবাণীতে তাহার শ্রদ্ধা আছে, আমি তা'ই রমাকে ও রমার মত জিজ্ঞাসুকেই সত্যোক্তি শুনাইব। বিরুদ্ধসংস্কাররহিত সুকুমারমতি রমাকে যখন আমি বলিব, 'তুমি যে শিব-শিবার স্বরূপ জানিতে অভিলাষিণী হইয়াছ, তিনি সর্ব্ববিদ্যাস্বরূপিণী, তিনিই বুদ্ধিরূপে সকলের হৃদয়ে অবস্থান করেন ("বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ * * * সর্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদি সংস্থিতে।"—দুর্গাসপ্তশতী); তুমি যদি শিব-শিবার চরণকমলে সর্ব্বান্তঃকরণে প্রপন্ন হইতে পার, তাহা হইলে, তিনি তোমাকে অনুগ্রহ করিবেন, অনুগ্রহ করা তাঁহার স্বভাব', তাহা হইলে, রমা বিনা বিলম্বে, বিনা সন্দেহে, কোনরূপ বিচার না করিয়া, আমার উপদেশানুসারে কার্য্য করিবে, সে শিব-শিবার শরণাগত হইবে, 'হে বিশ্বের মাতাপিতা! হে সত্যোক্তিরূপিণী! তুমি আমাকে কৃপাপূর্ব্বক তোমার স্বরূপ প্রদর্শন কর, আমি অকিঞ্চন, আমি অপরাধের আলয়, কিন্তু তুমি শরণাগতের শরণ্য, তুমি দুর্গতিনাশিনী, তুমি দুরাচারবিঘাতিনী, তা'ই প্রার্থনা করিতেছি, তুমি আমাকে তোমার চরণে গ্রহণ কর, আমার অজ্ঞানান্ধকারকে অপসারিত করিয়া দেও, আমাকে জ্ঞানালোকে আলোকিত কর, আমাকে বিমল ভক্তি প্রদান কর', সে সরলপ্রাণে

শ্রদ্ধাসহকারে এই প্রকার প্রার্থনা করিবে। আমি তা'ই রমা বা রমার মত জিজ্ঞাসুকে সত্যোক্তি শুনাইতে ইচ্ছুক। অন্যকে আমি কিছু শুনাইব কেন? যিনি যাহা শুনিতে চাহেন না, তাঁহাকে তাহা শুনান সত্যোক্তির অনভিলষিত। সত্যোক্তি বা সনাতনী শ্রুতির উপদেশ, 'প্রার্থনাই সর্ব্বসিদ্ধির হেতু'। সত্যোক্তিই প্রার্থনা করিতে প্রেরণ করেন, সত্যোক্তিই প্রার্থনা (যদি শ্রদ্ধার সহিত সরলভাবে কৃত হয়) পূর্ণ করেন। সত্যোক্তি জীবহৃদয়ে বাস করিয়া প্রার্থনা করান। সত্যোক্তি তাঁহার বৈখরী অবস্থা হইতে শরণাগত সন্তানকে ক্রমশঃ মধ্যমা, পশ্যন্তী ও পরাবস্থাতে লইয়া যান। 'সন্দর্শন' ও 'পরীক্ষা' (Observation and Experiment) সত্যোক্তিরই কৃপা, সত্যোক্তির প্রেরণায় মানুষ সন্দর্শন ও পরীক্ষা করে, সত্যোক্তিই প্রতিভারূপে সকলের হৃদয়ে নিবাস করিয়া থাকেন। ভর্ত্তৃহরিদেব সত্যোক্তির আদেশানুসারে বলিয়াছেন, আন্তর জ্ঞান সূক্ষ্ম বাগাত্মাতে অবস্থান করেন, আন্তর জ্ঞান স্বীয় অভিব্যক্তির নিমিত্ত শব্দরূপে পরিণত হইয়া থাকেন ("অথেদমান্তরং জ্ঞানং সূক্ষ্মবাগাত্মনা স্থিতম্। ব্যক্তয়ে স্বস্য রূপস্য শব্দত্বেন নিবর্ত্ততে॥"—বাক্যপদীয়)। কিরূপে বৈখরী-শব্দাবস্থা হইতে অন্তরে প্রবেশ করা যায়, সত্যোক্তি স্বয়ং তাহা বলিয়া দেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় সকলে তাহা বুঝিতে পারেন না, দুর্ভাগ্যবশতঃ সকলে সত্যোক্তির আদেশানুসারে কর্ম্ম করিতে পারেন না। 'সন্দর্শন' ও 'পরীক্ষাকে' যাঁহারা জ্ঞানোৎপত্তির একমাত্র কারণ বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন, করিয়া থাকেন, তাঁহারা কি সন্দর্শন ও পরীক্ষা দ্বারা কিরূপে জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহা যথাপ্রয়োজন অনুভব করিয়াছেন? 'সন্দর্শন', ও 'পরীক্ষা' বা প্রত্যক্ষ সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের উৎপত্তিহেতু, ইহা বস্তুতঃ বৈকল্পিক জ্ঞান। সর্ব্বব্যাপিকা, সকলের অন্তরে-বাহিরে বিদ্যমানা চিচ্ছক্তিই বস্তুতঃ জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসূতি, অন্ধ জড়শক্তি কখন কাহাকেও দৃষ্টিশক্তি দিতে পারে না, অপ্রাণ কখন কাহাকেও

সপ্রাণ করিতে পারে না, অমনস্ক কখনও কাহাকে সমনস্ক করিতে সমর্থ হয় না। 'অসৎ কদাচ সৎ হয় না এবং সৎ কদাচ অসৎ হয় না' ("Never can nothing become something nor something nothing."—*Force and Matter by Prof. L. Buchner. M. D., P. 10.*), বৈজ্ঞানিকগণ এই কথা বলেন, এই কথাকে সত্য বলে আদর করেন, কিন্তু কার্য্যকালে, প্রতিভার প্রেরণায় 'যাহা বস্তুতঃ অসৎ, তাহা কখন সৎ হইতে পারে না এবং যাহা সৎ তাহাও কদাচ অসৎ হয় না', ইহাঁরা ইহা বিস্মৃত হয়েন। বিস্মৃত না হইলে, চৈতন্তবিহীন জড়শক্তি ক্রমশঃ চিচ্ছক্তিতে পরিণত হইয়া থাকে, স্বয়ং অন্ধ অন্যকে দৃষ্টিশক্তি প্রদান করে, তাঁহারা এই মতের প্রতিষ্ঠার্থ বদ্ধপরিকর হইতেন না। মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য কি, জড়পরমাণুপুঞ্জে পরিণত হওয়া? জড়পরমাণুপুঞ্জে পরিণত হওয়াই, কি পূর্ণতাপ্রাপ্তি, জড়পরমাণুপুঞ্জে পরিণত হইতে পারিলেই, কি পরিণামক্রমের (Evolution) পরিসমাপ্তি হইয়া থাকে? নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলে, উপলব্ধি হয়, 'অসৎ হইতে আমাকে সৎকে প্রাপ্ত করাও, তমঃ বা অজ্ঞান হইতে আমাকে জ্যোতিকে প্রাপ্ত করাও, মৃত্যুরাজ্য হইতে আমাকে অমৃতভবনে লইয়া চল' ('অসতো মা সৎ গময়। তমসো মা জ্যোতির্গময়। মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়।'), জড়ৈকত্ববাদীরা সত্যোক্তির উপদেশানুসারে বুদ্ধিপূর্ব্বক, যথার্থভাবে এইরূপ প্রার্থনা করিতে পারেন না। জড়বিজ্ঞান ও অধ্যাত্মবিজ্ঞান এই উভয়ের মধ্যে বস্তুতঃ কোন বিরোধ নাই, সত্যোক্তির শরণাগত হইলে, জড়বিজ্ঞান ও অধ্যাত্মবিজ্ঞানের মধ্যে যে, বস্তুতঃ বিরোধ নাই, তাহা উপলব্ধি হইয়া থাকে এবং যথার্থভাবে তাহা উপলব্ধি করিতে হইলে, সত্যোক্তির—শব্দব্রহ্মের পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী, এই চতুর্ব্বিধ অবস্থাকে যথার্থভাবে দেখিতে হইবে, সমাধি করিতে হইবে।

তাহা হইলে, 'শিবরাত্রি কি?' 'কিরূপে যথার্থভাবে শিবপূজা করিব?'

রমার এই প্রশ্নদ্বয়ের সদুত্তর দিবার জন্য আমি কি করিব? আমি সত্যোক্তির শরণাগত হইব, সত্যোক্তির শরণাগত, পূর্ণভাবে সত্যোক্তির স্বরূপ দ্রষ্টা, সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা ঋষিদিগের প্রদর্শিত পথকে আশ্রয় করিব, তাঁহারা যে উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক অজ্ঞান-সাগরের পারঙ্গত হইয়াছেন, আমি সেই পথ অবলম্বন করিবার চেষ্টা করিব, সত্যোক্তির শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিব, সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার শরণাগত হইব, 'আমাকে সত্যজ্ঞান প্রদান কর, আমার অজ্ঞানকে দূর কর, যাহা আমার ভদ্র, তাহা কর', এইরূপ প্রার্থনা করিব, বৈখরী শব্দ শ্রবণানন্তর মধ্যমা, পশ্যন্তী ও পরা শব্দের স্বরূপ দেখিবার জন্য সত্যোক্তির চরণকমলে দিন-রাত রাত-দিন নমোনমঃ করিব, যোগাভ্যাস করিব। সত্যোক্তির কৃপায় বুঝিয়াছি, নিয়ত নমোনমঃ করাই প্রকৃত যোগসাধন। ঋষি ও আচার্য্যগণের উপদেশদানের রীতি স্মরণ করিলে প্রতীতি হয়, তাঁহারা উপদেশ দান করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে সমাহিতচিত্ত হইতেন, সত্যোক্তির কাছে, উপদেশ দিবার সামর্থ্য প্রার্থনা করিতেন। যাঁহারা কবিবর কালিদাসের রঘুবংশ ও অভিজ্ঞান শকুন্তলা, কবিশ্রেষ্ঠ ভবভূতির উত্তররামচরিত পাঠ করিয়াছেন, যাঁহারা গ্রন্থের প্রারম্ভে বিঘ্নবিনাশার্থ মঙ্গলাচরণের প্রয়োজন যথার্থভাবে অনুভব করিয়াছেন, তাঁহারা সুবিদিত আছেন, সত্যোক্তির সকাশ হইতে উপদেশ-সামর্থ্য প্রার্থনা করা ঋষি ও আচার্য্যদিগের এবং কবিগণের চিরন্তন রীতি ছিল। কবিকুলচূড়ামণি কালিদাস রঘুবংশ বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়া, বাক্ বা শব্দ ও তদর্থ যেমন পরস্পর নিত্যসম্বদ্ধ, সেইরূপ পরস্পর নিত্যসম্বদ্ধ জগতের মাতা-পিতা পরম কারুণিক পার্ব্বতী ও পরমেশ্বরকে—শিব-শিবাকে শব্দার্থের সম্যগ্‌জ্ঞানার্থ অভিবাদন করিয়াছিলেন ("বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে। জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতী-পরমেশ্বরৌ॥"—রঘুবংশ)। অভিজ্ঞান শকুন্তলার আদ্য শ্লোকটী দ্বারাও কবিবর শঙ্করের অষ্টমূর্ত্তির কাছে মঙ্গল প্রার্থনা করিয়াছেন। কবিশ্রেষ্ঠ

ভবভূতি উত্তররামচরিত নাটক রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, বাল্মীক্যাদি ঋষিচরণে পুনঃ পুনঃ নমস্কারপূর্ব্বক, অমৃতা (পীযূষধারাবৎ মানসামোদকরী), নিখিলতত্ত্বার্থপ্রকাশিকা দিব্যা আত্মকলা (বাগ্‌বিভূতি) প্রার্থনা করিয়াছিলেন ("ইদং কবিভ্যঃ পূর্ব্বেভ্যো নমোবাকং প্রশাস্মহে। বিন্দেম দেবতাং বাচমমৃতমাত্মনঃ কলাম্॥"—উত্তররামচরিত)। আমি তা'ই রমাকে 'শিবরাত্রি কি' এবং কিরূপে যথার্থভাবে শিবপূজা করিতে হইবে, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত সত্যোক্তির চরণকমলে প্রপন্ন হইতেছি, করপুটে সর্ব্বান্তঃকরণে সরলভাবে তাঁহার কাছে প্রার্থনা করিতেছি, আমি যাহাতে রমার জিজ্ঞাসা যথার্থভাবে চরিতার্থ করিতে পারি, দয়া করে, আমাকে তাদৃশী শক্তি প্রদান কর, আমাকে অনৃত হইতে রক্ষা কর। দয়াময়ি! আমি যে, জ্ঞানোদয় হইতে প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্ত্ত তোমার কৃপায় তোমার করুণা উপলব্ধি করিতেছি, মাগো! আমি যে, তোমা হইতেই সব পাইয়াছি, সব পাইতেছি, তুমি ছাড়া আমি যে, অসৎ, আমি যে অকিঞ্চন তোমার অনন্ত কৃপায় তাহা যে বুঝিয়াছি মা! তাই আজ 'শিবরাত্রি কি', 'কিরূপে যথার্থভাবে শিবপূজা করিব' রমার এই প্রশ্নদ্বয়ের সদুত্তর দিবার জন্য তোমাকে স্মরণ করিতেছি, বাল্যাবস্থা হইতে, তুমি যে তোমার এই অধম সন্তানকে, কোনরূপ ক্লেশ পাইলেই, তোমাকে স্মরণ করিতে, তোমাকে ডাকিতে শিখাইয়াছ, মাগো! তা'ই তোমা ছাড়া আমি অন্য কাহার সকাশ হইতে স্বেচ্ছায় কিছু লইতে পারি নাই, পারি না, অন্য কাহাকেও নিজ অভাব জানাইতে পারি নাই, পারি না। মনে মনে সদা 'মাগো! তোমার কৃপা, তোমার কৃপা, তোমার কৃপা' ভাবিতে ভাবিতে 'মাগো! তোমার কৃপা, তোমার কৃপা, তোমার কৃপা', এই বাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে, তোমার সর্ব্বাধার চরণে যেন আমি বিলীন হইতে পারি।

রমাকে আমি আর কি বলিব মা! যাহা বলা উচিত, আমার মুখ দিয়া রমাকে তুমিই তাহা বল, তাহা করাই'ত তোমার নিত্য রীতি।

সত্যোক্তি হইতে পৃথ্বী, অন্তরিক্ষ এবং দিন-রাতের প্রসার হইয়াছে, সত্যোক্তি হইতে প্রাণিমাত্রের বিশ্রাম প্রাপ্তি হয়, সত্যোক্তি হইতেই প্রাণিমাত্রের বিচলন—স্পন্দন হইয়া থাকে, জলের স্যন্দন হয়, সূর্য্যের নিত্য উদয় হয়, এই সকল কথার প্রকৃত আশয়।

সত্যোক্তি বা বেদ হইতে সত্যোক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছি, তাহার আশয় কি? সত্যোক্তি হইতেই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হইয়া থাকে, সত্যোক্তিই চৈতন্যাধিষ্ঠিতা প্রকৃতি, সত্যোক্তিই প্রাকৃতিক নিয়ম (Natural Law), সত্যোক্তির মুখ হইতে, সত্যোক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে, যাহা শুনিয়াছি, বুঝিয়াছি ইহাই তাহার নির্গলিত অর্থ। 'সত্যোক্তি' শব্দের অর্থ কি? 'সত্যের উক্তি'=সত্যোক্তি? অথবা 'সত্য এমন উক্তি'=সত্যোক্তি? সত্যের উক্তি=সত্যোক্তি, এতদ্বাক্যের অভিপ্রায় কি, প্রথমে তাহা চিন্তা করিতে হইবে। তাহা চিন্তা করিতে হইলে, বলা বাহুল্য, সত্য কোন্ পদার্থ, তাহা স্মরণ করিতে হইবে, 'উক্তি' শব্দ দ্বারা কি লক্ষিত হইতেছে, তাহা জানিবার চেষ্টা করিতে হইবে। তৈত্তিরীয় আরণ্যক শ্রুতি বলিয়াছেন, যিনি সত্য, যিনি জ্ঞান, যিনি অনন্ত, তিনি ব্রহ্ম ("সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।"—তৈত্তিরীয় আরণ্যক)। 'সত্য' কাহাকে বলে? ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন, 'যে রূপে যাহা নিশ্চিত হয়, যদি কখনও তাহার তদ্রূপের ব্যভিচার না ঘটে, অন্যথা না হয়, তবে তাহাকে সত্য বলিয়া জানিবে' ("সত্যমিতি যদ্রূপেণ যন্নিশ্চিতং তদ্রূপং ন ব্যভিচরতি তৎসত্যম্।")। সায়ণাচার্য্যও তৈত্তিরীয় আরণ্যকের ভাষ্যে সত্যের এই লক্ষণই বলিয়াছেন। যে বস্তু যে রূপে নিশ্চিত হয়, যদি তাহা সে রূপ কদাচ ত্যাগ না করে, সে রূপের যদি কখনও অন্যথা

না হয়, ব্যভিচার না ঘটে, তাহা হইলে, তদ্বস্তুকে সত্য বলা হইয়া থাকে। যাহার ব্যভিচার আছে, তাহা অনৃত—মিথ্যা ("যদ্বস্তু যেন রূপেণ নিশ্চীয়তে তচ্চেৎ কদাচিদপি তদ্রূপং ন ব্যভিচরেত্তদা তদ্বস্তু সত্যমিত্যুচ্যতে। * * * যস্য তু ব্যভিচারোঽস্তি তদনৃতম্।"—তৈত্তিরীয় আরণ্যকভাষ্য)। সত্যের যে লক্ষণ পাইলাম, তল্লক্ষণবিশিষ্ট সত্য পদার্থকে কিরূপে জানা যায়? তল্লক্ষণবিশিষ্ট সত্য পদার্থকে যে, ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা জানা যায় না, তাহা বলা বাহুল্য। তবে 'সত্য' বলিতে কি বুঝিব? ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞান দ্বারা যাহাদের অব্যভিচারিত্ব প্রমাণীকৃত হয়, আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে অনেকে তাহাকেই 'সত্য' (Real) বলিয়া বুঝিয়া থাকেন, যে সকল পদার্থ অতীন্দ্রিয়, তাহাদিগকে ইহাঁরা 'সৎ' বলিয়া স্বীকার করেন না। * হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার বলিয়াছেন, যাহা আমাদের জ্ঞানে ধ্রুব—অবিচালী—অব্যভিচারীরূপে বিনিশ্চিত হয়, তাহাকেই আমরা সত্য বলিয়া বুঝি ("By reality we mean persistence in consciousness")। যে রূপে যাহা নিশ্চিত হয়, বুদ্ধির বিষয়ীভূত হয়, যদি তাহা সে রূপ কদাচ ত্যাগ না করে, সে রূপের যদি কখনও অন্যথা না হয়, ব্যভিচার না ঘটে, তবে তাহাকে 'সত্য' বলা হইবে, সত্যের এই লক্ষণানুসারে প্রতিক্ষণপরিণামী, সতত চঞ্চল সংসারে কোন বস্তুকেই 'সত্য' বলা যাইতে পারে না। বিজ্ঞান রুক্ষস্বরে বলিবেন, 'যে মুহূর্ত্ত হইতে অসাধারণ সত্যানুসন্ধিৎসা এবং বিপুল পরিশ্রম দ্বারা ভূতের অনশ্বরত্ব এবং শক্তির সাতত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেই মুহূর্ত্ত হইতে জগতে সত্যের রূপ দেখিতে পাওয়া যায় না, আর তাহা বলিবার উপায় নাই'। এতদুত্তরে সত্যোক্তি সহাসবদনে বলিবেন,

* কার্ল্ পিয়ারসন্ (Karl Pearson M. A., F. R. S;) বলিয়াছেন—

"The reality of a thing depends upon the possibility of its occuring in whole or part as a group of immediate sense-impressions."—*The Grammar of Science, P. 41.*

বিজ্ঞান!—সত্যানৃতজ্ঞান! তুমি যে, ভূতের অনশ্বরত্ব এবং শক্তির সাতত্য অবগত হইয়াছ, তাহা'ত আমারই কৃপা, তবে পরিচ্ছিন্ন জ্ঞান বলিয়া, তুমি আমার সনাতন উপদেশের প্রকৃত অভিপ্রায় অনুভব করিতে পার নাই, ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞানের উর্দ্ধে তোমার দৃষ্টি প্রসারিত হয় না, তুমি আমার মধ্যমা, পশ্যন্তী ও পরা অবস্থাকে দেখিতে পাও না, তা'ই তুমি পারমার্থিক সত্যকে জানিতে পার না। ইহা আমারই উপদেশ, পারমার্থিক ও ব্যাবহারিক ভেদে সত্য দ্বিবিধ, এক কূটস্থ নিত্য, অপর প্রবাহরূপে নিত্য, আমিই বলিয়াছি, 'তাহাও নিত্য পদবাচ্য, যাহার তত্ত্ব—তত্ত্বাবত্ব নষ্ট হয় না'।

"অপশ্যং গোপামনিপদ্যমানা মা চ পরাচ পথিভিশ্চরন্তম্।
স সধ্রীচীঃ স বিষূচীর্বসান আবরীবর্ত্তি ভুবনেষ্বন্তঃ॥"

—ঋগ্বেদসংহিতা ২।৩।২২।

অর্থাৎ সর্ব্বলোককারণ, বিশ্বগোপায়িতা পরমাত্মাকে আমি দেখিয়াছি, 'পারমার্থিক' ও 'ব্যাবহারিক' পরমাত্মার এই দ্বিবিধ অবস্থাই আমি সম্যগ্-রূপে উপলব্ধি করিয়াছি। পরমাত্মার ব্যাবহারিক অবস্থা ত্রিগুণময়, ইহা অন্তর্বহির্ভাবে বিদ্যমান, ইহা কার্য্য-কারণাত্মক, পুনঃ পুনঃ অব্যক্তাবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থায় আগমন এবং ব্যক্তাবস্থা হইতে অব্যক্তাবস্থায় গমন, এই অবস্থার স্বরূপ। মহাভাষ্যকার ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন, তাহাও নিত্য, যাহার তত্ত্ব বিহত হয় না ("তদপি নিত্যং যস্মিংস্তত্ত্বং ন বিহন্যতে।"—মহাভাষ্য, পস্পশাহ্নিক)। জগৎ কূটস্থ নিত্যতাপেক্ষায় অনিত্য হইলেও, প্রবাহরূপে নিত্য, কারণ, সৃষ্টি-স্থিতি-লয়াত্মক জগৎ, অনাদি কাল হইতেই আছে এবং থাকিবেও অনন্তকালের জন্য। যে চন্দ্র, সূর্য্য এখন দেখিতেছি, তাহারা পূর্ব্বেও ছিল এবং পরেও থাকিবে, এই ভূলোক, ভুবর্লোক ও স্বর্লোক অনাদিকাল হইতেই আছে। তাপশক্তি, তড়িৎ বা

রাসায়নিক শক্তিতে পরিণত হয়, রাসায়নিক শক্তি, তাপ বা তড়িৎ শক্তিতে পরিণত হইয়া থাকে, কিন্তু কোন শক্তিই বস্তুতঃ ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না, কোন পদার্থেরই তত্ত্বতঃ নাশ হয় না। সতের নাশ ও অসতের উৎপত্তি অসম্ভব, অতীত ও অনাগত স্বরূপতঃ বিদ্যমান, ধর্ম্ম বা গুণেরই বিপরিণাম হইয়া থাকে, ধর্ম্মী (বস্তু) স্থির থাকে। ব্যাবহারিক ও পারমার্থিক, পরমাত্মার এই দ্বিবিধ অবস্থাই—এই দ্বিবিধ ভাবই "সত্য" শব্দের অভিধেয়। ব্যাবহারিক সত্য ত্রিগুণাত্মক, ব্যাবহারিক সত্যই জগৎ। মধ্যে বিশুদ্ধ সত্ত্ব এবং রাগদ্বেষাত্মক রজঃ ও তমঃ উভয় পার্শ্বে, পরমাত্মার 'সগুণ' বা 'ব্যাবহারিক' অবস্থার ইহাই স্বরূপ। আধুনিক বিজ্ঞানের উপদেশ—ক্রিয়াশীল বা প্রবৃত্তিশক্তির (Energy of motion) স্থিতিশীল শক্তি বা সংস্কাররূপে (As energy of position), তন্ববস্থায় (সূক্ষ্ম অবস্থায়) অবস্থানযোগ্যতা আছে, এই কথা স্বীকার না করিলে, প্রাকৃতিক পরিণাম ও ইহার নানাবিধত্বের উপপত্তি হয় না। অণুসম্মূর্চ্ছণের—অণুসমূহের ঘণীভাব ধারণের, আপেক্ষিক নিত্যত্ব, রাসায়নিক ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া, স্ফাটিক-পরিণাম (Crystalization), ঔদ্ভিদ ও জৈব শরীরোৎপত্তি এ সকলই ক্রিয়াশীল শক্তির স্থিতিশীল শক্তিরূপে সূক্ষ্মাবস্থায় অবস্থান যোগ্যতাপেক্ষ। বিজ্ঞানের এই সকল উপদেশ, 'জগৎ প্রবাহরূপে নিত্য, উত্তরসৃষ্টি, পূর্ব্বসৃষ্টির সদৃশী, প্রলয়কালেও, ধর্ম্মী-বা-বস্তুসমূহের ধর্ম্মাধর্ম্মসংস্কার বিদ্যমান থাকে, প্রলয়কালেও বেদ বা সত্যোক্তি ঋষিদিগের—অতীন্দ্রিয়দর্শি ব্রহ্ম বা হিরণ্যগর্ভাদির হৃদয়ে অবস্থান করেন' ইত্যাদি সনাতন সত্যোক্তিরই প্রতিধ্বনি। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত জন্ উইলিয়ম্ ড্রেপার ও ট্যালোর নিম্নোদ্ধৃত বচনসমূহ এতদ্বাক্যের কিয়দংশে সমর্থন করিবে, সন্দেহ নাই। * বেদ বিশ্বজগতের

* পণ্ডিত ড্রেপার বলিয়াছেন—"The doctrine of the conservation and correlation of Force yields as its logical issue the time-worn Oriental emanation theory, the doctrines of Evolution and Develop-

নিত্য ইতিহাস, বেদ বিশ্বজগতের নিত্য জ্ঞান, নিত্য বিজ্ঞান। অতএব সত্যোক্তিই জ্ঞান-বিজ্ঞানের, স্থূল-সূক্ষ্ম প্রাকৃতিক নিয়মসমূহের আস্ত প্রসূতি, সত্যোক্তির প্রসাদেই মানুষ, মানুষ হয়, জ্ঞান-বিজ্ঞানবান্ হয়। 'উক্তি' শব্দ 'বচন'—'বাক্'—'শব্দ' এই অর্থের বাচক। শব্দের বৈখরী, মধ্যমা, পশ্যন্তী ও পরা এই চতুর্ব্বিধ অবস্থার তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইলে, সত্যোক্তি যে, শিব-শিবার উক্তি, শিব-শিবার জ্ঞান, তাহা প্রতিপন্ন হইবে। অতএব 'বেদ', শিবের, শিবার, সীতার বা রামচন্দ্রের হৃদয়ে নিত্য সংস্কাররূপে বিদ্যমান থাকেন। পরমাণুর স্পন্দন হইতে মহত্তের স্পন্দন পর্য্যন্ত সকল স্পন্দনই সত্যোক্তির স্পন্দন, সত্যোক্তির সম্পন্দাবস্থাই সগুণ বেদ বা বিশ্বজগৎ—হিরণ্যগর্ভ-পদবোধ্য অর্থ। সত্যের উক্তি = সত্যোক্তি, সত্যোক্তির এই অর্থের অভিপ্রায় কি, তাহা যথাপ্রয়োজন সংক্ষেপে চিন্তিত হইল। এখন সত্য এমন উক্তি = 'সত্যোক্তি', সত্যোক্তির এইরূপ অর্থের স্বরূপ কি, তাহা চিন্তা করিব।

যে উক্তির কদাচ ব্যভিচার হয় না, যে উক্তি কখন অনর্থক হয় না, তদুক্তি 'সত্যোক্তি', 'সত্য এমন উক্তি = সত্যোক্তি', সত্যোক্তির এইরূপ নিরুক্তির সম্ভবতঃ ইহাই আশয়। বেদ সত্য, অতএব বেদের উক্তিই সত্যোক্তি। ঋষিদিগকে 'সত্যবচন' বলা হইয়াছে কেন, তাহা চিন্তনীয়। যাঁহার সত্যধর্ম্ম সার্ব্বভৌমভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাঁহার বাক্য কদাচ-মিথ্যা হয় না কেন, তাহা এখন অনায়াসেই উপলব্ধি হইবে। যাহা হইতে পারে, যাহা হইবে, প্রতিষ্ঠিত-সত্য-পুরুষের (অর্থাৎ যে পুরুষের সত্য

---

ment strike at that of successive creative acts. Now, the Asiatic theory of emanation and absorption is seen to be in harmony with this grand idea."—*The Conflict between Religion and Science, p. 358.*

পণ্ডিত ষ্ট্যালো বলিয়াছেন—"In a general sense, this doctrine is coeval with the dawn of human intelligence. It is nothing more than an application of the simple principle that nothing can come from or to nothing."—*Concepts of Modern Physics, pp. 68-69.*

প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, যিনি কখনও মিথ্যা বলেন না তাঁহার) মুখ হইতে তদ্ভিন্ন অন্য কথা বাহির হয় না। অতএব প্রার্থনা করিয়াছি, করিতেছি, করিব—

"সা মা সত্যোক্তিঃ পরিপাতু বিশ্বতো দ্যাবা চ যত্র ততনন্নহানি চ।
বিশ্বমন্যং নিবিশতে যদেজতি বিশ্বাহাপো বিশ্বাহোদেতি সূর্য্যঃ ॥"

—ঋগ্বেদসংহিতা, ৭।৮।১২।

সত্যোক্তিই যে, সর্ব্বজনের অন্তর্যামিণী, সত্যোক্তিই যে, অখিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসূতি, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির নিয়ামিকা, প্রতিভা নিতান্ত প্রতিকূল না হইলে, তাহা উপলব্ধি হইয়া থাকে।

ধীমান্ দার্শনিক জেবন্স্ (W. Stanley Jevons, L.L.D., M.A., F.R.S.) প্রতীচ্য দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রতীচ্য দেশে সাধারণ দৈশিক প্রকৃতির প্রেরণায় যাদৃশ প্রতিভা হওয়া প্রাকৃতিক, তাঁহার সর্ব্বাংশে তাদৃশ প্রতিভা হয় নাই। জেবন্স্ বলিয়াছেন, 'সম্পূর্ণ জ্ঞানই নিশ্চিত বা অভ্রান্তরূপে প্রাকৃতিক তথ্য জানিতে পারে, পূর্ণ জ্ঞানই প্রকৃতির সার্ব্বভৌম রূপ দেখিতে সমর্থ। যিনি অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে জ্ঞানী, তাঁহাকেই পূর্ণজ্ঞানী বলে। কিন্তু অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে জ্ঞানী হওয়া, পরিচ্ছিন্ন সংসারে থাকিয়া সম্ভব হইতে পারে না; সুতরাং আমাদিগকে সত্যানৃত-জ্ঞানেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে, আমাদের সংশয় বিরহিত জ্ঞান হইতে পারে না' ("Perfect knowledge alone can give certainty and in nature perfect knowledge would be infinite knowledge, which is clearly beyond our capacities. We have, therefore, to content ourselves with partial knowledge—

knowledge mingled with ignorance, producing doubt."—*Principles of Science.* [*1907*] *p. 197.*)। জেবন্স্ অপিচ বলিয়াছেন—'বর্ত্তমানকালে যে সকল সত্য অন্ধকারাচ্ছন্ন আছে, জ্ঞানের উন্নতাবস্থায় তাহাদের বিকাশ হইতে পারে, এবম্প্রকার বিশ্বাস করিবার কোনরূপ আপত্তি আমি দেখি না। পরিচ্ছিন্ন বুদ্ধি লইয়া আমরা অপরিচ্ছিন্নতত্ত্বের অনুসন্ধান করিয়া থাকি, সুতরাং আমাদের কাছে যাহা যুক্তিবিরুদ্ধ বা অপ্রাকৃতিক বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সর্ব্বজ্ঞ পুরুষও যে, তদ্বিষয়ের সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গতত্ব দেখাইতে পারেন না, নিশ্চয়পূর্ব্বক তাহা কেমন করে বলিব'। * যাঁহার যাদৃশী প্রতিভা (Bias) তাঁহার জ্ঞান, বিশ্বাস, রুচি, স্বভাব তদ্রূপই হইয়া থাকে। এক দেশে, এক সময়ে, এক জাতিতে জন্মগ্রহণ করিলেও, একরূপ শিক্ষা পাইলেও, একরূপ সভ্যতার আলোক প্রাপ্ত হইলেও, প্রতিভাভেদবশতঃ, জ্ঞান-বিশ্বাসের ভেদ হইয়া থাকে। পূজ্যপাদ ভর্ত্তৃহরি বুঝাইয়াছেন, প্রাণিগণের আহারাদি বিষয়ক প্রবৃত্তিও প্রতিভানুসারে ভিন্ন হয়। শৃগাল-কুক্কুরের যাহা প্রিয় আহার, গো, হস্তীর তাহা প্রিয় নহে। জীবাণুদিগের মধ্যেও আমিষভোজী ও নিরামিষভোজী (Carnivorous Infusoria and Herbivorous Infusoria) আছে। † অতএব স্বীকার করিতে হইবে, প্রতিভার (Bias) ভেদবশতঃ জ্ঞান-বিশ্বাসের, রুচি ও স্বভাবের ভেদ হইয়া থাকে। প্রতিভার

* "I can see nothing to forbid the notion that in a higher state of intelligence much that is now obscure may become clear. We perpetually find ourselves in the position of finite minds attempting infinite problems, and can we be sure that where we see contradiction, an infinite intelligence might not discover perfect logical harmony."—*Principles of Science (1907) p. 768.*

† "The Micro-organisms do not nourish themselves indiscriminately, nor do they feed blindly upon every substance that chances in their way. Also when they ingest food through some point or

কারণ কি? পূজ্যপাদ ভর্ত্তৃহরির এই প্রশ্নের উত্তর হইতেছে, 'ভাবনা (সংস্কার) -মূলক আগম বা বেদই—সত্যোক্তিই; প্রতিভার কারণ (পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে)। সত্যোক্তির প্রেরণায়, জেবন্স্ ক্রমবিকাশবাদী নবীন বৈজ্ঞানিকদিগের সকল মতকে সারগর্ভ বলে স্বীকার করিতে পারেন নাই, হেকেল্ প্রভৃতির ন্যায় অতীন্দ্রিয় রাজ্যের অস্তিত্বকে কল্পনামূলক বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করেন নাই, 'মানুষ সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারে' এইরূপ বিশ্বাসকে বর্ব্বরোচিত বলিতে সাহসী হন নাই। ক্রমবিকাশবাদীদিগের সকল কথা যে, প্রমাণসিদ্ধ হয় না, তাহা নিঃসন্দেহ। আশা হয়, কালে নবীন ক্রমবিকাশবাদের (Modern Evolution Theory) অসম্পূর্ণতা যথার্থ সত্যানুসন্ধিৎসুর হৃদয়ে প্রতিভাত হইবে। প্রতিভার বিরুদ্ধে কেহ যে, কিছু বিশ্বাস করিতে পারে না, তাহা অনায়াসে প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। এক কালে, এক দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়া, একরূপ শিক্ষা পাইয়া, বিদ্বজ্জনদিগের মধ্যে এত মতভেদ হয় কেন, তাহা অবশ্য চিন্তনীয়। আল্‌ফ্রেড্ রশেল্ ওয়ালেস্, ডারুবিনের সমকক্ষ হইয়াও, কি জন্য ইচ্ছাশক্তিকে সর্ব্বশক্তির মূল বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন, ক্রমবিকাশবাদীদিগের মধ্যে কেহ কি তাহা ভাবেন? আল্‌ফ্রেড্ রশেল্ ওয়ালেস্ স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন, বিশ্বজগৎ যে, কেবল ইচ্ছাশক্তির অধীন, তাহা নহে, প্রকৃতপক্ষে ইহা প্রকৃষ্ট চেতনপুরুষ বা দেবতাগণের অথবা এক নিরতিশয় চৈতন্যময়, সর্ব্বশক্তিমান্ পুরুষ বিশেষের ইচ্ছাস্বরূপ। * রসায়নশাস্ত্রবিৎ কুক্ তাঁহার New Chemistry নামক

other of their bodies, they understand perfectly how to make a choice of the particles they wish to absorb. * * * Thus, there are herbivorous Infusoria and carnivorous Infusoria."—*The Psychic Life of Micro-organisms by A. Binet.*, p. 40.

* "If, therefore, we have traced one force, however minute, to an origin in our own Will, while we have no knowledge of any other

গ্রন্থে এবং গ্রোভ্ তাঁহার Correlation of Physical Forces নামক গ্রন্থে অনেকতঃ এইরূপ কথা বলিয়াছেন। * আল্‌ফ্রেড্ রশেল্ ওয়ালেস্ সত্যোক্তির প্রণোদন বশতঃ যথোক্তরূপ মতাবলম্বী হইয়াছিলেন। আল্‌ফ্রেড্ রশেল্ ওয়ালেসের এইরূপ কথনের আশয় হইতেছে, আমাদের শরীর জড় হইলেও, ইহা যে, সম্বিৎ বা চিৎশক্তিবিশিষ্ট, শরীরের অণুতে অণুতে যে, সম্বিৎ বা চিৎশক্তি এবং প্রাণশক্তি বিগুমান্ আছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। চৈতন্ত-বিহীন, অন্ধ জড়শক্তি যে, স্বতন্ত্রভাবে কোন কর্ম্ম করিতে পারে না, চৈতন্তাভাসবিশিষ্ট প্রকৃতিই যে বিশ্বের কারণ, বিশ্বের আশ্রয়, বিশ্বের বলদ, চিৎপ্রতিবিম্বিত মায়া বা প্রকৃতি হইতেই, যে ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তির বিকাশ হইয়া থাকে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। ব্যষ্টিভাবের সমষ্টিভাব আছে, অতএব বিশ্বজগৎ যে, চৈতন্তাধিষ্ঠিত,

primary cause of force, it does not seem an improbable conclusion that all force may be Will-force, and thus that the whole universe is not merely dependent on, but actually is, the Will of higher intelligences or of one Supreme Intelligence."—*Natural Selection. P. 212.* A. R. Wallace.

* "But, while we recognize in our last analysis mass and energy as the only fundamental elements of Nature, let us not forget that there must be a directive faculty by which the atoms are arranged and controlled. We know that man can touch the springs of action, and that his intelligence can, in a limited measure, control events; and this prerogative, which makes a feeble creature the 'Lord of Creation', is, we believe, the type of an Infinite Intelligence whose presence glows in all within, around us and above."—*The New Chemistry by J. P. Cooke, LL.D. p. 393.*

"In all phenomena, the more closely they are investigated the more are we convinced that, humanly speaking, neither matter nor force can be created or annihilated, and that an essential cause is unattainable—Causation is the will, Creation the act of God."—*The Correlation of Physical Forces by W. R. Grove Q. C., M. A., F.R.S. (Third Edition) p. 218.*

ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে সৃষ্ট, স্থিত ও লয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহা মানিতেই হইবে। আল্‌ফ্রেড্‌ রশেল্‌ ওয়ালেস্‌ যদি সত্যোক্তি বা বিশ্বকারণ, বিশ্বের একপতি সর্ব্বগত হিরণ্যগর্ভের স্বরূপ পূর্ণভাবে দেখিতে পাইতেন, তাহা হইলে, তিনি যাহা অনুমান করিয়াছেন, তাহা প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হইতেন, তাহা হইলে, "যিনি বিশ্বের প্রাণ, যিনি বিশ্বের বল, যিনি বিশ্বের আত্মদ ও বলদ, যাঁহার শাসন সকলেই মানিয়া থাকে, দেবতারাও যাঁহার শাসন মানিয়া চলেন, যাঁহার ছায়া—আশ্রয়—শরণাগতি 'অমৃত' (সর্ব্বসুখনিদান, মুক্তির একমাত্র সাধন), যাঁহার বিস্মরণই 'মৃত্যু', সেই হিরণ্যগর্ভ ভিন্ন আমরা আর কাঁহার প্রীতির জন্য কর্ম্ম করিব?" ওয়ালেস্‌ মুক্তকণ্ঠে, উচ্চৈঃস্বরে, বিনা সংকোচে এইরূপ কথা বলিতে সমর্থ হইতেন, তাহা হইলে সত্যোক্তি বা হিরণ্যগর্ভের কৃপায়, তিনি বাগ্‌ভৃণ নামক মহর্ষির দুহিতা বাক্‌ নাম্নী ব্রহ্ম-বিদুষীর ন্যায় সচ্চিৎসুখাত্মক, সর্ব্বগত পরমাত্মার তাদাত্ম্য অনুভবপূর্ব্বক আপনাকে সর্ব্বজগদ্রূপে, বিশ্বজগতের অধিষ্ঠানরূপে (আমিই সব, আমিই রুদ্র, আমিই বিশ্বপ্রাণ এবম্প্রকারে *) আত্মস্তুতি করিতে সমর্থ হইতেন। সত্যোক্তি বা হিরণ্যগর্ভের স্পন্দনই যে, বিশ্বস্পন্দনের হেতু, সত্যোক্তি বা হিরণ্যগর্ভের জ্ঞানই যে, বিশ্বজ্ঞান, সত্যোক্তি বা হিরণ্যগর্ভের প্রাণই যে, বিশ্বপ্রাণ, সত্যোক্তি বা হিরণ্যগর্ভের মনই যে, বিশ্বের মন (Universal or Cosmic Mind), সমাধি ব্যতিরেকে, শব্দের মধ্যমাদি অবস্থাতে প্রবেশ না করিলে, যথার্থভাবে তাহার অনুভব হইতে পারে না। সত্যোক্তি কৃপাপূর্ব্বক বিশদভাবে পুনঃ পুনঃ এই উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, করিতেছেন। বহির্মুখ হইয়া অভ্যন্তরে কি আছে, কি নাই, কোটি কোটি কল্পে তদবধারণ হইতে পারে না। সত্যোক্তির উপদেশ, 'আমার

---

* "অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুতবিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্যহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা॥"—ঋগ্বেদ, দেবীসূক্ত।
যথাস্থানে ইহার ব্যাখ্যা থাকিবে।

উপদেশানুসারে বৈখরীশব্দাবস্থা হইতে মধ্যমাতে এবং মধ্যমাশব্দাবস্থা হইতে পশ্যন্তীতে এবং পশ্যন্তীশব্দাবস্থা হইতে পরাশব্দাবস্থাতে প্রবেশ কর, তবে সর্ব্বসংশয় ছিন্ন হইবে, তবে অনুভব করিতে পারিবে, কাঁহার শাসনানুসারে জগৎ কর্ম্ম করে, পরমাণু স্পন্দিত হয়, পরস্পর আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ করে, কাঁহার আজ্ঞাপালনার্থ পৃথিবী ও অন্তরিক্ষের প্রসার হইয়াছে, কাঁহার আজ্ঞানুসারে জলের স্যন্দন হয়, বায়ু সদাবহ হইয়াছেন'। সত্যোক্তিতে মিথ্যোক্তির লেশ নাই, কল্পনার (কল্পনা—Imagination বলিতে প্রতীচ্য মনস্তত্ত্ববিদেরা সাধারণতঃ যাহা বুঝিয়া থাকেন, তাহার) গন্ধ নাই। সত্যোক্তি বা বেদ সার্ব্বভৌম, পরপ্রত্যক্ষ, সত্যোক্তি ঋতম্ভরা (ঋত বা নিরবচ্ছিন্ন সত্যকেই ধারণ করিয়া থাকেন)।

অভ্যাসতত্ত্ব।

'সত্যোক্তি', 'সত্যোক্তি', 'সত্যোক্তি', বার, বার এই কথা বলিতেছি কেন?

আমি বহুবার 'সত্যোক্তি' এই নাম উচ্চারণ করিয়াছি, করিতেছি, আবশ্যক হইলেই করিব। এইরূপ করা কি ন্যায়বিরুদ্ধ? শিষ্টাচারের অননুমোদিত? রমার কি, ইহা ভাল লাগিবে না? বিরস বোধ হইবে? এইরূপ করাতে কি, তাহার ধৈর্য্যচ্যুতি হইবে? আমার বিশ্বাস, সাধারণের কাছে ইহা ন্যায়বিরুদ্ধ, শিষ্টাচারের অননুমোদিত ব'লেই বোধ হইবে, বার-বার 'সত্যোক্তি' নাম শ্রবণ বিরসরূপেই অনুভূত হইবে, অনেকের ইহা (পুনঃ পুনঃ এক কথার উচ্চারণ) ধৈর্য্যচ্যুতির কারণ হইবে। তবে রমার তাহা হইবে না, কারণ রমা জানে, তাহার দৃঢ় বিশ্বাস, আমি যাহাই করিব, তাহাই তাহার মঙ্গলজনক হইবে, নিজ ভাল-মন্দ-বিচারশক্তিকে সে নগণ্য বলিয়াই মনে করে, এবং এইরূপ বিশ্বাস লইয়াই সে, জিজ্ঞাসু

হইয়াছে, উপদেশ্টারূপে আমার প্রপন্ন হইয়াছে। আমি যদুদ্দেশ্যে যাহা বলিব, রমাকে তাহা জানাইবার চেষ্টা আমার কর্ত্তব্য, আমি কি নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ 'সত্যোক্তি' শব্দের উচ্চারণ করিতেছি, রমাকে বিশদভাবে তাহা না বুঝাইলে, সে আশানুরূপ লাভবতী হইতে পারিবে না। 'সত্যোক্তিই সর্ব্বজনের অন্তর্যামিণী, সত্যোক্তিই অখিল জ্ঞানের প্রসূতি, সত্যোক্তির শাসনানুসারেই চেতন-অচেতন সকল পদার্থ ক্রিয়া করে, সত্যোক্তি হইতেই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, হইয়া থাকে, সত্যোক্তিতেই জগৎ স্থিত হইয়া থাকে, লয়কালে সত্যোক্তিতেই জগৎ লীন হয়', 'সত্যোক্তি' বা শব্দব্রহ্মের ইত্যাদি উক্তি অনেকেরই যে, সুখবোধ্য নহে, তাহা বলা বাহুল্য। অতএব রমাকে 'সত্যোক্তি'র স্বরূপ পূর্ণভাবে অনুভব করাইতে হইলে, সত্যোক্তির স্বরূপ বিষয়ক উপদেশের বহুবার আবৃত্তি করিতে হইবে। সাংখ্য ও বেদান্তদর্শনে উক্ত হইয়াছে,

"আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ।"—

সাংখ্যদর্শন, ৪।৩ ও বেদান্তদর্শন, ৪।১।

অর্থাৎ সকৃৎ (একবার) শ্রবণে যদি বিবেকজ্ঞান না হয়, তবে বার, বার শ্রবণ করিবে, শ্বেতকেতু সাতবার শ্রবণের পর বিবেকজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। যাবৎ আত্মদর্শন (আত্মসাক্ষাৎকার) না হয়, তাবৎ শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিতে হয়, সকৃৎ (একবার) শ্রবণে, সকৃৎ মননে, ও সকৃৎ নিদিধ্যাসনে আত্মদর্শন না হইলে, পুনঃ পুনঃ শ্রবণ, পুনঃ পুনঃ মনন, ও পুনঃ পুনঃ নিদিধ্যাসন কর্ত্তব্য, সন্দেহ নাই। কেহ বলিতে পারেন, দেখিতে পাওয়া যায়, এক ব্যক্তি একবার শ্রবণ করিলেই শ্রুতবিষয়ের সম্যগ্ জ্ঞানলাভে সমর্থ হয়, একবার কোন কর্ম্ম করিলেই, তৎকর্ম্মে কুশল হইয়া থাকে। অতএব সকলকেই যে, বার, বার উপদেশ শ্রবণ

করিতে হইবে, পুনঃ পুনঃ কর্ম্মের অভ্যাস করিতে হইবে, এই প্রকার নিয়ম হইতে পারে না। কথা সত্য, যিনি যেরূপ অধিকারী, যেরূপ যোগ্যতাবিশিষ্ট, তিনি তদ্রূপ কর্ম্ম করিয়া থাকেন, সকলকেই যে, পুনঃ পুনঃ শ্রবণ, বা বার, বার কর্ম্ম করিতে হইবে, তাহার কোন মানে নাই, তাহা সার্ব্বভৌম নিয়ম হইতে পারে না। আর এক কথা—যুক্তি ও বাক্য একপ্রকার সামান্যাকারের জ্ঞান জন্মাইতে পারে, বিশেষ বিজ্ঞান জানাইতে পারে না। * ভগবান্ পতঞ্জলিদেব এই কথা বুঝাইবার নিমিত্ত বলিয়াছেন, নির্ব্বিচার সমাধির বৈশারদ্য হইতে সমুদ্ভূত ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা, বিশেষ বা অসাধারণ ধর্ম্মকে বিষয় করে, বিশেষ বা অসাধারণ ধর্ম্মকে জানাইয়া থাকে, শ্রুত (আগমবিজ্ঞান—শব্দবোধ) ও অনুমানের বিষয় সামান্য ("শ্রুতানুমানপ্রজ্ঞাভ্যামন্যবিষয়াবিশেষার্থত্বাৎ।"—পাং দং)। আমার হৃদয়ে শূল হইয়াছে, এই কথা শুনিলে, শ্রোতার শূলপীড়িত ব্যক্তির মুখবৈবর্ণ্য ও গাত্রভঙ্গাদি বাহ্য চিহ্ন দেখিয়া সামান্যতঃ তাহার হৃদয়ে বেদনাসদ্ভাব অনুভব করিতে পারে বটে, কিন্তু কিরূপ বেদনাকর্ত্তৃক সে পীড়িত হইতেছে, তাহার সবিশেষ ভাব, শ্রোতা অনুভব করিতে সমর্থ হয় না, যে শূলী, সেই তাহা অনুভব করিতে পারে (যাহার বেদনা, সেই জানে, অন্যে কি জানিবে?)। অতএব বিশেষানুভবই অজ্ঞানের নিবর্ত্তক, বিশেষানুভবই পূর্ণ বা বিশুদ্ধ জ্ঞান প্রদানে সমর্থ। বিশেষানুভবের জন্যই আবৃত্তি—সাধন-প্রয়োগের পৌনঃপুন্য প্রয়োজনীয়। একবার শুনিয়া সম্যগ্‌রূপে বুঝিতে অক্ষম হইলে, অন্যবারে তাহা বুঝিতে পারে, একবার কর্ম্ম করিয়া, কর্ম্মপটুতা না জন্মিলেও, পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করিলে, কর্ম্মকুশলতা হইয়া থাকে, ইহা অনেকেরই সুবিদিত বিষয়। অভ্যাস দ্বারা যে, কর্ম্মকুশলতা হয়, যাহা এখন করিতে পারা যায় না, কিছু দিন অভ্যাস

* "তথাপি স্যাৎ যুক্ত্যা বাক্যেন চ সামান্যবিষয়মেব বিজ্ঞানং ক্রিয়তে ন বিশেষ-বিষয়ং * * *।"—শারীরকভাষ্য।

করিলে, তাহা করিবার যে সামর্থ্য হয় তাহা বহুব্যক্তির পরিজ্ঞাত হইলেও অভ্যাস দ্বারা কেন কর্ম্মকুশলতা হয়, যাহা পূর্ব্বে করিতে পারিতাম না, যাহা পূর্ব্বে বুঝিতে পারিতাম না, অভ্যাস দ্বারা তাহা করিবার, তাহা বুঝিবার শক্তি যে আবির্ভূত হয়, তাহার কারণ কি, তাহা বোধ হয়, সকলেই বুঝিতে ক্ষমবান্ নহেন। কি ক'রে চিত্তবৃত্তিকে নিরোধ করিব, বিক্ষিপ্ত বা চঞ্চল চিত্তকে কোন্ উপায়ে নিরুদ্ধ করিব—একাগ্র করিব, যাঁহারা তাহা জানিতে চাহেন, পতঞ্জলিদেব ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাদিগকে বলিয়াছেন, 'অভ্যাস' ও 'বৈরাগ্য' চঞ্চল চিত্তকে স্থির করিবার ইহারাই উপায়, * 'অভ্যাস' ও 'বৈরাগ্য' মোক্ষসাধনের প্রধানতম উপায়, অন্য উপায় সমূহ ইহাদের অন্তর্ভূত, যেরূপ অভ্যাস করিবে, তদ্রূপ ফলপ্রাপ্তি হইবে।

"অভ্যাস" কাহাকে বলে? যে অভ্যাস দ্বারা মানুষ কর্ম্মকুশল হয়, যে অভ্যাস দ্বারা মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞানসম্পন্ন হয়, শিল্পকুশল হয়, সে 'অভ্যাসের' স্বরূপ কি? 'অভি' উপসর্গ পূর্ব্বক 'অস্' ধাতুর উত্তর 'ঘঞ্' প্রত্যয় করিয়া অভ্যাস পদ সিদ্ধ হইয়াছে। 'অস্', ধাতুর অর্থ 'ক্ষেপণ'। 'অভ্যাস' শব্দের মূল অর্থ হইতেছে, 'আবৃত্তি', 'পুনঃ পুনঃ এক বিষয়ে চিত্ত-ক্ষেপণ', 'পুনঃ পুনঃ একরূপ কর্ম্ম করা'। ভগবান্ বেদব্যাস যোগসূত্রভাষ্যে অভ্যাসের স্বরূপপ্রদর্শনার্থ বলিয়াছেন, অবৃত্তিক (রাজস ও তামসবৃত্তি-শূন্য) চিত্তের যে প্রশান্ত-বাহিতা—সাত্ত্বিকবৃত্তি-বাহিতা, তাহার নাম 'স্থিতি', এই স্থিতির জন্য যে প্রযত্ন—যে বীর্য্য বা উৎসাহ, এই স্থিতি সম্পাদনার্থ যে অনুষ্ঠান, তাহা অভ্যাস ("চিত্তস্য অবৃত্তিকস্য প্রশান্তবাহিতা স্থিতিঃ, তদর্থং প্রযত্নঃ বীর্য্যম্, উৎসাহঃ তৎসম্পিপাদয়িষয়া তৎসাধনানুষ্ঠান-মভ্যাসঃ।"—যোগসূত্রভাষ্য)। অভ্যাস দ্বারা যে ফলপ্রাপ্তি হয় তাহার কারণ কি? যাহার যাহা নাই অভ্যাস দ্বারা কি, সে তাহা পাইতে পারে?

* "অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ।"—পাং দং।
"অভ্যাসেন হি কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে।"—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

বস্তুতঃ অসৎ কখন সৎ হয় না, 'অভ্যাস' কখনও অসৎকে সৎ করিতে পারে না। তবে অভ্যাস কি করে? অভ্যাসের কার্য্যকারিতা কি? 'অভ্যাস' দ্বারা প্রতিবন্ধক শক্তি অভিভূত হইয়া থাকে। ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন, প্রকৃতি সর্ব্বশক্তিমতী, প্রকৃতি সব করিতে পারেন; প্রকৃতি সর্ব্বশক্তিমতী হইলেও, তিনি যে সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সব করেন না, তাহার কারণ, তিনি ধর্ম্মাধর্ম্মের মুখাপেক্ষাপূর্ব্বক কর্ম্ম করেন। ধর্ম্মাধর্ম্ম কাহাকে বলে? সর্ব্বশক্তিমতী প্রকৃতি কি ধর্ম্মাধর্ম্মের অধীন? ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ নিমিত্ত কারণ কি সর্ব্বশক্তিমতী প্রকৃতির প্রয়োজক? না, ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ নিমিত্ত প্রকৃতির প্রয়োজক নহে, ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রকৃতিরই কার্য্য, কার্য্য দ্বারা কখন কারণ প্রবর্ত্তিত হয় না। ক্ষেত্রিক—কৃষক যেমন জলপূর্ণ ক্ষেত্র হইতে অন্য এক সম, নিম্ন বা নিম্নতর ক্ষেত্রকে জলে প্লাবিত করিতে ইচ্ছা করিলে, হস্ত দ্বারা জল সেচন করে না, কেবল কেদার বা ক্ষেত্রের আবরণ (আলি) ভেদ করিয়া দেয়, এবং তাহা করিলেই, জল আপনা হইতে ক্ষেত্রান্তরকে প্লাবিত করে, সেইরূপ 'ধর্ম্ম' প্রকৃতির আবরণভূত 'অধর্ম্মকে' ভেদ করে, আবরক অধর্ম্ম ভিন্ন হইলেই প্রকৃতি স্বত'ই ক্রিয়া করিয়া থাকে। * 'ধর্ম্ম' প্রকৃতির নিজধর্ম্ম, 'অধর্ম্ম' বিরুদ্ধ-প্রকৃতির ধর্ম্ম। ধর্ম্ম প্রকৃতির নিজ ধর্ম্ম, অধর্ম্ম বিরুদ্ধ-প্রকৃতির ধর্ম্ম, এতদ্বাক্যের অভিপ্রায় কি?

প্রকৃতি সর্ব্বশক্তিমতী, সর্ব্বশক্তিমতী প্রকৃতি সর্ব্বকার্য্যের মূল কারণ। কার্য্য কারণ হইতে অভিন্ন, কোন কার্য্যই সর্ব্বব্যাপিকা, সর্ব্বকার্য্যপ্রসব-

* "নিমিত্তমপ্রয়োজকং প্রকৃতীনাং বরণভেদস্তু ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ।"—পাং দং ৪।৩।

"নহি ধর্ম্মাদি নিমিত্তং তৎপ্রয়োজকং প্রকৃতীনাং ভবতি। ন কার্য্যেণ কারণং প্রবর্ত্ত্যত ইতি। কথং তর্হি, বরণভেদস্তু ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ। যথা ক্ষেত্রিকঃ কেদারাদপাং পূর্ণাৎ কেদারান্তরং পিপ্লাবয়িষুঃ সমং নিম্নং নিম্নতরং বা নাপঃ পাণিনাঽপকর্ষত্যাবরণং ত্বাসাং ভিনত্তি তস্মিন্ ভিন্নে স্বয়মেবাঽপঃ কেদারান্তরমাপ্লাবয়ন্তি তথা ধর্ম্মঃ প্রকৃতীনামাবরণমধর্ম্মং ভিনত্তি তস্মিন্ ভিন্নে স্বয়মেব প্রকৃতয়ঃ স্বং স্বং বিকারমাপ্লাবয়ন্তি।"

—যোগসূত্রভাষ্য।

সমর্থা প্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অবস্থান করে না, অতএব সর্ব্বকার্য্যই সর্ব্বাত্মক, সর্ব্বকার্য্য হইতেই (সর্ব্বশক্তিময়ী, সর্ব্বব্যাপিকা প্রকৃতি হইতে অভিন্ন বলিয়া) সর্ব্বকার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে। তাহা হয় না কেন? কার্য্যমাত্রের উপাদান কারণ স্থির—নিয়মিত আছে, সকল বস্তু হইতে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সকল বস্তুর উৎপত্তি হয় না ("উপাদান নিয়মাৎ।"—সাং দং, "সর্বত্র সর্ব্বদা সর্বাসম্ভবাৎ।"—সাং দং) এইরূপ উপদেশের তাহা হইলে অভিপ্রায় কি?

সর্ব্ববস্তুই সর্ব্বাত্মক, সর্ব্ববস্তু হইতেই সর্ব্ববস্তু উৎপন্ন হইতে পারে, এ কথা মিথ্যা নহে; আবার সর্ব্বকার্য্যের উপাদান কারণ নিয়মিত আছে, সর্ব্বদা, সর্ব্বত্র, সর্ব্বকার্য্যের উৎপত্তি হয় না, ইহাও প্রত্যক্ষসিদ্ধ, ইহাও মিথ্যা নহে। প্রকৃতি সর্ব্বকার্য্যের সামান্য উপাদান কারণ, ধর্ম্মাধর্ম্ম নিমিত্ত কারণ। বেদে উক্ত হইয়াছে, বিশ্বতশ্চক্ষুঃ—সর্ব্বতোদৃষ্টি, বিশ্বতোমুখ, বিশ্বতোবাক্, বিশ্বতস্পাৎ, বিশ্বকর্ত্তা পরমেশ্বর একাকী—অনন্যসহায় হইয়া (সর্ব্বশক্তিমানের অন্য কাহারও সাহায্য গ্রহণের প্রয়োজন হয় না, সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বকার্য্য-কারণ পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন অন্য কোন্ পদার্থ থাকিবে, যাহা হইতে তিনি সাহায্য লইবেন?), ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ বাহু ও পতনশীল (অনিত্য) পঞ্চভূত বা পরমাণুরূপ উপাদান কারণ দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, জগৎকার্য্যের উপাদান কারণ পঞ্চভূত বা পরমাণু এবং নিমিত্ত কারণ সৃজ্যমান পদার্থ সমূহের ধর্ম্মাধর্ম্ম। মানুষে দেবত্ব প্রাপ্ত হইবার প্রকৃতি আছে, আবার পশুত্বাদি প্রাপ্ত হইবারও প্রকৃতি আছে। মানুষের দেবত্বপ্রাপক প্রকৃতি, মনুষ্যত্বপ্রাপক কর্ম্ম দ্বারা অভিভূত থাকায়, মানুষের দেবত্ব প্রাপ্তি হয় না। মনুষ্যত্বপ্রাপক ধর্ম্ম, দেবত্বপ্রাপক ধর্ম্মের তুলনায় অধর্ম্ম, দেবত্বপ্রাপক প্রকৃতির বিরুদ্ধ-ধর্ম্ম। মানুষ যদি দেবত্বপ্রাপক কর্ম্ম করে, তাহা হইলে, তাহার দৈব-প্রকৃতি বিকাশিত হয়। মানুষে যে, দিব্যদর্শন, দিব্যশ্রবণশক্তি (Clairvoyant, Clairaudient powers)

আছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, উপযুক্ত সাধন দ্বারা মানুষের যে দিব্যদর্শনাদি শক্তির বিকাশ হইয়া থাকে, তাহা শাস্ত্র ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয়। যেরূপ সাধন দ্বারা মানুষের দিব্যদর্শনাদি শক্তির বিকাশ হয়, তদ্রূপ সাধন দ্বারা কোন্ কার্য্য সাধিত হয়? তদ্দ্বারা দিব্যদর্শনাদি শক্তিসমূহের প্রতিবন্ধক অধর্ম্মের অভিভব হইয়া থাকে। এক ক্ষেত্র হইতে অন্য ক্ষেত্রে জল প্লাবিত করিতে হইলে, যেমন জলের স্বতঃপ্রবৃত্তির আবরণ (প্রতিবন্ধক)-হেতু সকলকে দূরীকৃত করিতে হয়, এবং তাহা করিলেই, জল যেমন আপনা হইতে ক্ষেত্রান্তরে গমন করে, সেইরূপ মানুষে সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান্ দিব্যশক্তিসমূহের প্রতিবন্ধক মানুষ-ধর্ম্মকে (দিব্য-প্রকৃতির বিরুদ্ধ-ধর্ম্ম বা অধর্ম্মকে) অভিভূত করিতে পারিলেই মানুষের দিব্যদর্শনাদি শক্তির প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। অতএব মানুষ-প্রকৃতি, দৈব-প্রকৃতির প্রতিবন্ধক, দৈব-প্রকৃতির অধর্ম্ম। অধর্ম্ম বা বিরুদ্ধ-প্রকৃতি-ধর্ম্মকে অপসারিত করিতে পারিলেই, প্রকৃতি স্বয়ং—অন্য-সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়া কর্ম্ম করিতে পারেন। অভ্যাস দ্বারা অধর্ম্মের প্রতিবন্ধকতা দূরীভূত হয় এবং তাহা হইলেই, প্রকৃতি সর্ব্বপ্রকার পরিণাম সংঘটিত করিতে সমর্থা হয়েন। অভ্যাস অসৎকে—যাহা বস্তুতঃ নাই, তাহাকে উৎপাদন করে না, করিতে পারে না। অভ্যাস দ্বারা পূর্ণতাপ্রাপ্তি হইয়া থাকে (Practice makes perfect) অনেকেই এই কথার ব্যবহার করেন, সকলেই পূর্ণতাপ্রাপ্তির জন্য অভ্যাস করিয়া থাকেন, কিন্তু অভ্যাস দ্বারা কেন পূর্ণতাপ্রাপ্তি হয়, তাহা বোধ হয়, সকলে বিদিত নহেন। অভ্যাস দ্বারা যে, শারীর ও মানস এই উভয় বলই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। চিত্তের অচঞ্চল—ধ্রুব প্রণিধান (Persistent Attention) এবং দীর্ঘকাল নিরন্তর কর্ম্মের অনুষ্ঠান, এতদ্দ্বারাই অভ্যাস দৃঢ়ভূমি হয়। 'অভ্যাস' সম্বন্ধে অনেক কথা ভাবিবার আছে, কিন্তু যে উদ্দেশ্যে আমি অভ্যাসের স্বরূপ চিন্তা করিতেছি, অধুনা তাহাই বিশেষতঃ স্মরণ করিব।

একবার শ্রবণ, একবার মনন ও একবার নিদিধ্যাসন করিলে, যদি উদ্দেশ্যসিদ্ধি না হয়, তাহা হইলে, যাবৎ উদ্দেশ্যসিদ্ধি না হয়, তাবৎ শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন কর্ত্তব্য, এক কথা বার বার বলা দোষাবহ নহে, এক বিষয়ের পুনঃ পুনঃ শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন অনাবশ্যক নহে, প্রত্যুত তাহাই সাধারণতঃ করা উচিত, তাহাই লোকে সাধারণতঃ করিয়া থাকে। নিষ্প্রয়োজন পুনরুক্তিই নিন্দনীয়। 'সত্যোক্তি' দুর্ব্বিজ্ঞেয় সামগ্রী, বেদে সত্যোক্তি সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা সম্যগ্‌রূপে অনুভব করিতে হইলে, দীর্ঘকাল নিরন্তররূপে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিতে হইবে, ভক্তি সহকারে তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, উপাসনা, সদ্‌গুরুর পরিচর্য্যা প্রভৃতি সম্পাদন করিতে হইবে। সত্যোক্তিই বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারিণী, সত্যোক্তি নিখিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের, সর্ব্বপ্রকার শিল্প-কলার প্রসূতি, সত্যোক্তি সকলের অন্তর্যামিণী, রমার হৃদয়ে এই সকল সত্যকে সম্যগ্‌রূপে প্রতিভাত করাইতে হইলে, মন্ত্রসিদ্ধির জন্য যেমন বার, বার মন্ত্রের অর্থ-ভাবনাপূর্ব্বক জপ করিতে হয়, সেই প্রকার রমাকে পুনঃ পুনঃ সত্যোক্তির শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করাইতে হইবে। যাঁহারা যোগ্যতম, যাঁহারা উত্তমাধিকারী, তাঁহাদের পক্ষে উপদেশের আবৃত্তি অনাবশ্যক হইলেও, রমার মত নিম্নাধিকারীর জন্য অসকৃৎ উপদেশ প্রদান অত্যাবশ্যক। সত্যোক্তি হইতে বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হইয়া থাকে, সত্যোক্তিই মানুষের হৃদয়ে নিবাসপূর্ব্বক তাহার দেহ-মনকে পরিচালিত করেন, সত্যোক্তি বিশ্বনিবন্ধনী শক্তি—প্রাচীন ও আধুনিক কোন, কোন অসাধারণ ধীমান্ প্রতীচ্য তত্ত্বচিন্তকদিগের মুখ হইতে (সর্ব্বাংশে সমান না হইলেও) আমি এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়াছি। দিব্য মানস স্পন্দন (Thought divine) বলিতে প্রতীচ্য তত্ত্বচিন্তকেরা যৎপদার্থকে লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা সত্যোক্তি বা হিরণ্যগর্ভের স্পন্দন ভিন্ন অন্য কিছু নহে। * 'আমরা যাহা

* "Science proclaims Thought as the only and real power in the universe, because out of it proceed all things.

Thought created the worlds and set them in their own places

কিছু দেখি—যে কোন পদার্থের অস্তিত্ব আমাদের বুদ্ধির বিষয়ীভূত হয়, তৎসমস্তই যখন দিব্য বা মানবীয় (সমষ্টি বা ব্যষ্টিভাবের) মানস স্পন্দনের কার্য্য, তখন মানস স্পন্দনকে মহতী শক্তি বলিতেই হইবে' ("Thus it follows that as everything we see is a result of Divine or human thought—thought must be a mighty Force, and science is right in her dictum that Thought is power."—*Spiritual science by Sir W. E. Cooper, C.I.E., P. 333*), যিনি এইরূপ কথা বলিয়াছেন, বলা বাহুল্য, তিনি সত্যোক্তি হইতে বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় হইয়া থাকে, সত্যোক্তিই মানুষের হৃদয়ে নিবাসপূর্ব্বক তাহার দেহ ও মনকে পরিচালিত করেন, সত্যোক্তিই বিশ্বনিবন্ধনী শক্তি এই সত্যোক্তিকে 'সত্যোক্তি' বলিয়া সমাদর করিবেন।

শিবা-ভিন্ন শিব নিরর্থক।

শিবের স্বরূপপ্রদর্শন করিতে হইলে, সত্যোক্তির উপদেশানুসারে শিবা-সমেত শিবের বা 'শিবরাত্রির' স্বরূপ বর্ণন করিতে হইবে, কারণ 'শিব' কখন শিবা-ভিন্ন হইয়া থাকেন না, 'শক্তিমান্' শক্তিবিরহিত হইয়া থাকিবেন কিরূপে? শক্তিই'ত 'শক্তিমান্' শব্দের প্রাণপ্রদা, শক্তিবিশিষ্ট বলিয়াই'ত শক্তিমানের সত্তা উপলব্ধি হইয়া থাকে, শক্তি আছে যাঁহার, তিনি 'শক্তিমান্' ইহাই'ত 'শক্তিমান্' শব্দের অর্থ, অতএব শিবার স্বরূপ বর্ণন না করিলে, শিবের স্বরূপ বর্ণন হইতে পারে না।, 'সত্যোক্তি' এই সত্য জানাইবার নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন, শিব যে, জগৎকারণ

in the sidereal universe, ever revolving round their own poles or circling in space in appointed orbits with mighty sweep and majestic rhythm. * * *" —*Spiritual Science by Sir W. E. Cooper, P. 332.*

হইয়াছেন, শিবের পরাশক্তিই তাহার কারণ, শিবের পরাশক্তিই জগন্নির্ম্মাণ করেন, শক্তিহীন শিব নিরর্থক, নিঃশক্তি—শক্তিরহিত শিব কখন জগন্নির্মাণে সমর্থ হইতে পারেন না। শিবের সর্ব্বজ্ঞত্বও কি, শিবার জন্য নহে? জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির সাম্যাবস্থা যখন বিশুদ্ধ সত্ত্বপ্রধানা হ'ন, ক্রিয়াশক্তি হইতে যখন জ্ঞানশক্তি অধিকা হ'ন, তখনই তদুপাধিক 'শিব' সর্ব্বজ্ঞ হইয়া থাকেন। অতএব শক্তি বা শিবা বিনা শিবের সর্ব্বজ্ঞত্ব সিদ্ধ হয় না, শক্তি বা শিবারহিত শিব নিরর্থক। যখন ক্রিয়াশক্তির আধিক্য হয়, তখনি তদুপাধিক শিব স্রষ্টব্য-পর্য্যালোচনারূপ তপঃ বা ঈক্ষণের কর্ত্তা হইয়া থাকেন। অতএব শিবারহিত শিব নিরর্থক। এক শিবই যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র রূপ ধারণ করেন, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়াত্মিকা প্রকৃতি, মায়া বা শিবাই, তাহার কারণ। এক শিবই যে, সদাশিবত্ব প্রাপ্ত হ'ন, এক শিবই যে, ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হ'ন, এক শিবই যে, পঞ্চতন্মাত্রত্ব (শব্দতন্মাত্রত্ব, স্পর্শতন্মাত্রত্ব, রূপতন্মাত্রত্ব, রসতন্মাত্রত্ব ও গন্ধতন্মাত্রত্ব) প্রাপ্ত হয়েন, শিবা বা শিবশক্তিই তাহার কারণ। শব্দতন্মাত্রোপাধিক 'শিব' 'সদাশিব', স্পর্শতন্মাত্রোপাধিক 'শিব' 'ঈশ্বর', রূপ, রস, ও গন্ধতন্মাত্রোপাধিক শিবই যথাক্রমে 'রুদ্র', 'বিষ্ণু' ও 'ব্রহ্মা'। এক শিবেরই উপাধি-বৈচিত্র্য-হেতু বহু ভেদ হইয়া থাকে, এক শিব বা পরমাত্মা, মায়া দ্বারা বহুরূপ ধারণ করেন ("ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে।"—ঋগ্বেদসংহিতা)। এক শিব যে, 'হিরণ্যগর্ভ' হ'ন, 'বিরাড্‌রূপ' হ'ন, 'স্বরাড্‌রূপ' হ'ন, 'সম্রাড্‌রূপ' হ'ন, 'ইন্দ্রাদিলোকপালরূপ' হ'ন, শিবা বা শক্তিই, ত্রিগুণাত্মিকা মায়াই তাহার কারণ। এক শিবই যে দেবতাদিগের রূপ ধারণ করেন, মনুষ্যরূপ ধারণ করেন, তির্য্যগাদিস্বরূপ হয়েন, ওষধি-বনস্পতিদিগের রূপ ধারণ করেন, ভক্ষ্য-ভোজ্যাদিরূপ ধারণ করেন, নদ-নদী, পর্ব্বত, সমুদ্র, 'বিদ্যুৎ', 'তাপ', 'আলোক', ইত্যাদি রূপ ধারণ করেন, পরমাণ্বাদিরূপ হয়েন,

এক কথায় সর্ব্বাকার ধারণ করেন, শিবা বা শক্তিই তাহার কারণ; অতএব শক্তিবিহীন শিব নিরর্থক। * এক শিবই মায়া বা শক্তি দ্বারা বিশ্বরূপ ধারণ করেন, এই পরম সত্যের রূপ যথাযথভাবে হৃদয়ে ধারণ করা দুঃসাধ্য, সন্দেহ নাই। যাঁহারা সত্যোক্তির এই সকল উপদেশের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি, তাহা অবগত হইবেন, সত্যোক্তির এই সকল পরমোপাদেয় উপদেশের পূর্ণভাবে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিয়া যথার্থভাবে শিবাসমেত শিবের পূজা করিবেন, তাঁহারা কৃতার্থ হইবেন, তাঁহারা আর বেদ-ও-বেদমূলক শাস্ত্রসমূহে সন্দিহান হইতে পারিবেন না, তাঁহারা পরমাত্মাদি পদার্থ সমূহের প্রকৃত রূপ দর্শনপূর্ব্বক কৃতার্থ হইবেন, দেবতাদিগের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিতে তাঁহাদের আর কোনরূপ বাধানুভব হইবে না, শিবকে আর ধনদাতা, রোগহর্ত্তা, সর্ব্ব-দুঃখনাশক, সর্ব্বসুখপ্রাপক, সর্ব্বশক্তিমান্ বলিয়া ভাবনা করাকে বর্ব্বরোচিত বলিবার প্রবৃত্তি হইবে না; যিনি সত্যোক্তির সকাশ হইতে শিব-শিবার স্বরূপ যথার্থভাবে অবগত হইয়া যথার্থভাবে শিব-শিবার পূজা করিবেন, তিনি বিনা বিচারে শিব-শিবার চরণে নমোনমঃ করিবেন, বেদের

---

* জগৎকারণমাপন্নঃ শিবো যো মুনিসত্তমাঃ।
সা তস্যাপি ভবেচ্ছক্তিস্তয়া হীনো নিরর্থকঃ॥
সর্ব্বজ্ঞত্বং গতো যস্তু শিবঃ সাক্ষাদুপাধিনা।
সা তস্যাপি ভবেচ্ছক্তিস্তয়া হীনো নিরর্থকঃ॥
ঈক্ষিতৃত্বং গতো যস্তু শিবঃ সাক্ষাদুপাধিনা।
সা তস্যাপি ভবেচ্ছক্তিস্তয়া হীনো নিরর্থকঃ॥
* * * * * *
সদাশিবত্বং যঃ প্রাপ্তঃ শিবঃ সাক্ষাদুপাধিনা।
সা তস্যাপি ভবেচ্ছক্তিস্তয়া হীনো নিরর্থকঃ॥
ঈশ্বরত্বং গতো যস্তু শিবঃ সাক্ষাদুপাধিনা।
সা তস্যাপি ভবেচ্ছক্তিস্তয়া হীনো নিরর্থকঃ॥
হিরণ্যগর্ভত্বং যস্তু শিবঃ প্রাপ্ত উপাধিনা।
সা তস্যাপি ভবেচ্ছক্তিস্তয়া হীনো নিরর্থকঃ॥

—সূতসংহিতা।

দেবতা এবং পুরাণ-তন্ত্রের দেবতা ভিন্ন, অসভ্য বৈদিক আর্য্যেরা জড় অগ্নি, জল, বৃক্ষ, নদ-নদী ইত্যাদিকে ঈশ্বরবোধে পূজা করিত, ইত্যাদি ভ্রান্তি আর তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইবে না। কিরূপে যথার্থভাবে শিবের পূজা করিতে হইবে, তাহা বুঝাইবার সময়ে, আমার আশা, সত্যোক্তির প্রসাদে আমি রমাকে বুঝাইতে পারিব, শিব-শিবার পূজা করিবার জন্যই (বুদ্ধিপূর্ব্বক হোক্, অবুদ্ধিপূর্ব্বক হোক্) জগৎ সদা চঞ্চল, আমি, রমাকে (অল্পমতি হইলেও) বুঝাইতে পারিব, শিব-শিবার তত্ত্বগর্ভে সর্ব্ববিদ্যা বিরাজমান আছে, পূজার আচমনাদি প্রত্যেক অনুষ্ঠানে বিশ্ববিজ্ঞান আছে, বিশ্বশিল্প আছে, বিশ্বদর্শন আছে। যাঁহারা শিব-শিবার তত্ত্ব পূর্ণভাবে দেখিতে পান নাই, যাঁহারা সর্ব্বপ্রকার পুরুষার্থ-সাধন শিব-শিবাকে যথার্থভাবে পূজা করিতে বিমুখ, তাঁহারা দুর্ভাগ্য। আধ্যাত্মিক ও আধি-দৈবিক রাজ্য, বস্তুতঃ অজ্ঞের কল্পনাপ্রসূত নহে, সত্যোক্তির বা শিব-শিবার কৃপায় মানুষ কোন দিন না কোন দিন স্পষ্টভাবে জানিতে পারিবে, স্থূলদর্শি-ইন্দ্রিয়গ্রামের অনধিগম্য রাজ্য বস্তুতঃ অসৎ নহে, অপিচ স্বীকার করিবে, কেবল জড়বিজ্ঞানের সেবা করিলে, মানুষ কৃতকৃত্য হইবে না, সত্যের রূপ পূর্ণভাবে দেখিতে পাইবে না, দয়াবতী সত্যোক্তির পূর্ণ কৃপালাভে মানুষ বঞ্চিত থাকিবে। * সত্যোক্তির প্রসাদে অবগত হইয়াছি, এক শিব, ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মসম্পাদনার্থ ভিন্ন ভিন্ন রূপে অভিব্যক্ত

---

* "If man possesses Psychic senses *i. e.*, senses which transcend sense-perception, the same will hold true—they must be developed or educated before they can be effectually used.

The Psychic senses and faculties may be latent in the individual, who, not being aware of the possession, may deny their existence in himself and in others, and reject all evidence presented in their favour as being contrary to the well-known laws of Nature. * * * All persons possess Psychic faculties, but all are not aware of the fact * * *."—*Seeing the Invisible by James Coates, Ph. D., F.A.S.*

হইয়াছেন, হইয়া থাকেন, সর্ব্বভূতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন, সর্ব্ব-শক্তিমান্ শিবই ভাস্করাদি বিবিধ দেবতার রূপ ধারণ করিয়াছেন, করিয়া থাকেন। শিব যৎকার্য্য সম্পাদনার্থ যে দেবতার রূপ ধারণ করেন, তৎকার্য্য সিদ্ধির জন্য সেই দেবতার উপাসনা করিতে হয়। যাঁহারা আধুনিক ক্রমবিকাশবাদীদিগের গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা বিদিত আছেন, উন্নতম্মন্য নবীন ক্রমবিকাশবাদীরা, যাঁহারা ধন, আরোগ্য প্রভৃতির সিদ্ধ্যর্থ ভিন্ন ভিন্ন দেবতার উপাসনা করেন, তাঁহাদিগকে অসভ্যজ্ঞানে উপেক্ষা করিয়াছেন, করিয়া থাকেন। * যাহাই করুন, সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী। পৃথক্ পৃথক্ দেবতার যে পৃথক্ পৃথক্ কার্য্যকারিতা আছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। মৎস্যপুরাণ ভিন্ন ভিন্ন দেবতার আরাধন-ফল বলিবার সময়ে, বলিয়াছেন, ভাস্করের কাছে আরোগ্য প্রার্থনা করিবে, হুতাশনের সমীপে ধন, শঙ্করের নিকটে জ্ঞান, এবং বিষ্ণুর সকাশে মোক্ষ প্রার্থনা করিবে ("আরোগ্যং ভাস্করাদিচ্ছেদ্ধনমিচ্ছেদ্ধুতাশনাৎ। জ্ঞানং চ শঙ্করাদিচ্ছেন্মোক্ষমিচ্ছেজ্জনার্দনাৎ ॥"—মৎস্যপুরাণ)। আমি রমাকে শিবপূজা-তত্ত্ব বুঝাইবার সময়ে, সত্যোক্তির উপদেশানুসারে বুঝাইবার চেষ্টা করিব, 'সূর্য্য', 'অগ্নি', 'বিষ্ণু' ইহাঁরা বস্তুতঃ শিব-শিবা হইতে ভিন্ন নহেন। এক শিব বা পরমাত্মাই মায়া দ্বারা সূর্য্যাদিরূপ ধারণ করিয়াছেন ("রাজসেন স্বয়ং ব্রহ্মা সাত্ত্বিকেন স্বয়ং হরিঃ। তামসেন স্বয়ং রুদ্রস্ত্রিরূপং ত্বয়ি সংস্থিতম্ ॥ * * * সূর্য্যরূপং সমাসাদ্য দেহিনাং দেহধারকঃ।"—বোধায়নাচার্য্যোক্ত রুদ্রস্নানবিধান)। রোগার্ত্ত শিবের কাছে রোগ

---

* শিবরাত্রিতে দেবতাতত্ত্বের স্বরূপাবলোকন করাইবার সময়ে হার্ব্বার্ট্ স্পেনসার্ প্রভৃতি সুতীক্ষ্ণবুদ্ধি ক্রমবিকাশবাদিগণের দেবতাবিষয়ক অনুমান কিরূপ সুচিন্তার পরিচয় দেয় সংক্ষেপে তাহা জানাইতে হইবে, শিবের কাছে আরোগ্যপ্রার্থনা, শিবের কাছে ধনের প্রার্থনা, শিবের কাছে শস্যাদির উৎপত্তির প্রার্থনা যে অসভ্যোচিত নহে, রমাকে তাহা বুঝাইতেই হইবে।

হইতে মুক্তিলাভার্থ, যথার্থভাবে শিবচরণে প্রপন্ন হইয়া প্রার্থনা করিলে, তাহা যে নিষ্ফল হয় না, শিব যে, শরণাগত রোগার্ত্তকে রোগমুক্ত করেন, তাহা অনেকের বহুশঃ দৃষ্ট বিষয়। সত্যোক্তির প্রসাদে প্রতীচ্য তত্ত্ব-চিন্তকদিগের মধ্যে ইদানীং প্রতীচ্যদেশে (বিশেষতঃ অভ্যুদয়শীল আমেরিকাতে) অধ্যাত্মতত্ত্বচিন্তকের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতেছে। ইদানীং অনেকে মানস চিকিৎসার পক্ষপাতী হইয়াছেন। ডাক্তার আল্‌ফ্রেড্, টি, সফিল্‌ড্ (Alfred, T. Schofield., M. D., M. R. C. S.) বলিয়াছেন, প্রতিষ্ঠান্বিত সুদক্ষ কৃতী চিকিৎসকদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই মনোবিজ্ঞানবিৎ, কারণ মনোবিজ্ঞানের ব্যাবহারিক জ্ঞান চিকিৎসাকার্য্যে অপরিহার্য্যরূপে আবশ্যক ("The most eminent and successful physicians have all been psychologists : for, a knowledge of a practical science of mind is fundamentally necessary to the practice of medicine."—*The Mental factor in Medicine*, *P. 21*)। সত্যোক্তি যে কারণে শিবকে ঐহিকরোগনাশক ভিষক্ বলিয়াছেন, যে কারণে ভবরোগবৈদ্য শিবের কাছে আরোগ্য প্রার্থনা করিলে, রোগার্ত্তের রোগমুক্তি হয়, এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, যথোক্ত আধুনিক চিকিৎসকগণের মধ্যে সকলেই যে তাহা যথার্থভাবে উপলব্ধি করিতে পারিবেন, আমি তাহা মনে করি না, তবে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে, যথোক্ত চিকিৎসকগণ সত্যোক্তির উপদেশকে আর একেবারে সারহীন বলে, অসভ্যের কথা বলে, অবজ্ঞা করিতে পারিবেন না। 'সত্যোক্তি', 'সত্যোক্তি', 'সত্যোক্তি' বার-বার এই কথা বলিতেছি কেন, যথাপ্রয়োজন এই প্রশ্নের উত্তর দিলাম। সত্যোক্তিই বস্তুতঃ মূল উক্তি, সুতরাং যখনি যে কোন কথা বলিতে যাইব, তখনি সত্যোক্তিকে মনে পড়িবে, তখনি কৃতজ্ঞহৃদয় বার-বার তাঁহার চরণে নমোনমঃ করিবে। সত্যোক্তি শিব-শিবার উক্তি, অতএব শিব-শিবার

স্বরূপাবলোকন অথবা যে কোন পদার্থ হো'ক্, তাহার তত্ত্ববিনির্ণয় সত্যোক্তির স্মরণ, সত্যোক্তির শরণ গ্রহণ ভিন্ন হইবে কিরূপে? যে কোন পদার্থ হোক্ তাহাই শিব-শিবার স্বরূপ। অতএব সত্যোক্তির প্রসাদ বিনা কাহারও কোন পদার্থের স্বরূপাবলোকন হইতে পারে না।

সত্যোক্তির আদেশানুসারে 'শিবরাত্রি' ও 'শিবপূজা' সম্বন্ধে আমি রমাকে যাহা বলিব।

"শিবরাত্রি কি" এবং "কিরূপে যথার্থভাবে শিবপূজা করিব", রমা করুণাময়ী সত্যোক্তির প্রেরণায় আমাকে তাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছে, আমিও সত্যোক্তির কৃপায় রমাকে কি বলিব, তাহা স্থির করিয়াছি।

আমি রমাকে প্রথমে জিজ্ঞাসা করিব, তুমি যে, 'শিবরাত্রি' কি, তাহা জানিতে ইচ্ছুক হইয়াছ, তোমার যে, যথার্থভাবে শিবপূজা করিবার অভিলাষ হইয়াছে, তাহার কারণ কি? তুমি কি শিবকে ভালবাস? তুমি কি 'রাত্রি' শব্দের অর্থ কি, তাহা জানিতে পারিয়াছ? রমা আমার এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে কি বলিবে, তাহা আমি সত্যোক্তির কৃপায় জানিয়াছি। রমা বলিবে, শিবকে আমি ভালবাসি কি না, তাহা ত জানি না দাদা, 'রাত্রি' শব্দের অর্থ কি, তাহাও ত আমি জানি না। তৎপরে আমি রমাকে জিজ্ঞাসা করিব, তবে তুমি যে 'শিবরাত্রি' কি, তাহা জানিতে ইচ্ছুক হইয়াছ, তাহার কারণ কি? যে যাঁহাকে চেনে না, সুতরাং যে যাঁহাকে ভালবাসে না, তাহার কি তাঁহার স্বরূপ জানিবার ইচ্ছা হয় রমা! 'পূজা' কাহাকে বলে, তাহা তুমি জান কি? রমা বলিবে, আমি কিছুই জানি না। আমি এই নিমিত্ত রমাকে প্রথমে "শিব" কে, তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিব। কিরূপে তাহা করিব? "শিব" শব্দের অর্থ বলিলে কি, রমা "শিব", কে, তাহা বুঝিতে পারিবে?

'শিব' ঈশ্বর, 'শিব' সর্ব্বকার্য্যের পরমকারণ, 'শিব' সর্ব্বাধার, 'শিব' করুণাময়, সর্ব্বশক্তিমান্ প্রেমময় শিবই য়োগার্ত্তের ভিষক্, শিবই ভবরোগবৈদ্য, শিবই অকিঞ্চনের সর্ব্বস্ব, দরিদ্রের নিত্য-কোষাগার, এইরূপে শিবের স্বরূপ বর্ণনের চেষ্টা করিলে কি, রমার হৃদয়দর্পণে শিবের স্বরূপ প্রতিবিম্বিত হইবে? তাহা হইবে না। তবে কি করে 'শিব', কে, রমাকে তাহা বুঝাইব? সত্যোক্তির উপদেশ—বিধিপূর্ব্বক বিচার বা মনন না করিলে, শিবের স্বরূপোপলব্ধি হইবে না। অতএব 'বিচার' কাহাকে বলে, কিরূপে যথার্থভাবে বিচার করিতে হইবে, রমাকে তাহা শিখাইতে হইবে। বিচার বা মনন করিতে হইলে, কি করিতে হয়? সত্যোক্তির উপদেশ, বিচার হইতেই সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের বিকাশ হইয়া থাকে, বিচার বেদমূলক। প্রাণের স্পন্দন ও মনের স্পন্দন, যদি ছন্দানুসারে হয়, তাহা হইলে বিদ্যুৎপ্রকাশের ন্যায় বিচারশক্তির স্ফুরণ হইবেই। সত্যোক্তির উপদেশ, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন এই তিনটী আত্মদর্শনের উপায়। অতএব শিবের যথার্থ দর্শনলাভ করিতে হইলে, সত্যোক্তির সকাশ হইতে 'শিব' কি, প্রথমে তাহা শুনিতে হইবে, তৎপরে শ্রুত বিষয়ের বিচার বা মনন করিতে হইবে, তৎপরে চিত্তকে একাগ্র করিয়া শিবের স্বরূপের ধ্যান করিতে হইবে, তৎপরে সমাধিনেত্র দ্বারা 'শিব'কে দেখিতে হইবে। যে কোন পদার্থ হোক্ তাহার স্বরূপ দর্শন করিতে হইলে, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিতেই হইবে। সত্যোক্তির উপদেশ, কেবল শ্রবণ, শ্রবণ নহে, লোকে যাহাকে সাধারণতঃ 'শ্রবণ' বলিয়া বুঝিয়া থাকে, তাদৃশ শ্রবণ জ্ঞান-লাভের উপকারক হয় না। শ্রুত বিষয়ের অর্থানুসন্ধান 'শ্রবণ', এইরূপ 'শ্রবণ' জ্ঞানোৎপত্তির উপকারক হইয়া থাকে ("ইত্থং বাক্যৈস্তথার্থানুসন্ধানং শ্রবণং ভবেৎ।"—অধ্যাত্মোপনিষৎ)। যুক্তি দ্বারা সম্ভাবিতত্বের অনুসন্ধানের নাম মনন ("যুক্ত্যা সম্ভাবিতত্বানুসন্ধানং মননং তু তৎ।"—অধ্যাত্মোপনিষৎ)। শ্রবণ ও মনন দ্বারা জ্ঞাতব্য অর্থবিষয়ক সংশয়

নিরস্ত হইলে, জ্ঞেয় অর্থে স্থাপিত—ধৃত চিত্তের যে, একতানত্ব, তাহার নাম নিদিধ্যাসন ("তাভ্যাং নির্বিচিকিৎসেঽর্থে চেতসঃ স্থাপিতস্য যৎ। একতানত্বমেতদ্ধি নিদিধ্যাসনমুচ্যতে।"—অধ্যাত্মোপনিষৎ)। পাতঞ্জল দর্শনের বিভূতিপাদে 'সংযম' বা ধারণা, ধ্যান ও সমাধির লক্ষণ বলিবার সময়ে এই কথাই উক্ত হইয়াছে। বৈখরী শব্দপর্ব্ব হইতে ক্রমশঃ মধ্যমা, পশ্যন্তী ও পরা শব্দপর্ব্বে উপনীত হওয়াই যে, যোগ বা সমাধি, তাহা সুখবোধ্য। ধারণা, ধ্যান ও সমাধি ইহারা অন্তরঙ্গ যোগ; যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার ইহারা বহিরঙ্গ যোগ। যাঁহারা ফিবারব্যাক্ বা হেকেলের ন্যায় প্রতিভাসম্পন্ন, ইন্দ্রিয়নিরোধের চেষ্টা যাঁহাদের মতে বিবেকবিহীনের কার্য্য, যাঁহারা আগস্ত্ কোমৎ ও লর্ড্ কেলবিনের (যাঁহারা যোগকে বুজ্রুকি বলিয়াছেন) সমান প্রতিভাশালী, তাঁহারা এই সকল কথা শ্রবণ করিলে খড়্গহস্ত হইবেন, সন্দেহ নাই। 'শিব', কে, যথার্থভাবে তাহা জানিতে হইলে, যাহা করিতে হইবে, সত্যোক্তির আদেশানুসারে আমি রমাকে তাহা বলিব, যাহাতে রমা বিচার করিতে পারে, সংযম করিতে সমর্থ হয়, সত্যোক্তি রমাকে তাদৃশ কৃপা করুন এইরূপ প্রার্থনা করিব। 'শিবরাত্রি' কি তাহা জানিতে হইলে, সত্যোক্তির সকাশ হইতে 'রাত্রি' শব্দের স্বরূপ কি, তৎশ্রবণ ও তদর্থের অনুসন্ধান, 'রাত্রি' শব্দের অর্থের মনন বা সম্ভাবিতত্বের অনুসন্ধান এবং একাগ্রচিত্ত হইয়া 'রাত্রি'-পদবোধ্য অর্থের নিদিধ্যাসন করিতে হইবে। 'শিবরাত্রি' কি, পূর্ণভাবে তাহা জানিতে হইলে, আরো অনেক বিষয়ের বিচার কর্ত্তব্য। শিবরাত্রির স্বরূপ অবগত হইতে হইলে, 'পুরুষ', 'প্রকৃতি', 'কাল', 'দেবতা', 'দেবযোনি ভূত-পিশাচাদি', 'গ্রহ' ও 'গ্রহগণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা', ইত্যাদি বহু বিষয়ের শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিতে হইবে। চিত্তের রাজস ও তামস অশুভ কর্ম্মসংস্কারসমূহকে বিনষ্ট করিতে না পারিলে, বিচার করিবার, সংযম করিবার, বৈখরী শব্দপর্ব্ব হইতে ক্রমশঃ মধ্যমাদি শব্দপর্ব্বে উপনীত হইবার

সামর্থ্য হয় না। অতএব সত্যোক্তির উপদেশানুসারে কর্ম্ম করিয়া চিত্তমল শোধন করিতে হইবে, যম-নিয়মাদি যোগাঙ্গসমূহের যথাবিধি অনুষ্ঠান করিতে হইবে। এই সকল কথা শুনিলে রমা হয়'ত হতাশ হইবে, তাহার "শিব-রাত্রি কি, কিরূপে যথার্থভাবে শিবপূজা করিব", তাহা জানিবার উৎসাহ কমিবে। সত্যোক্তির চরণে যদি সরল অন্তঃকরণে প্রপন্ন হইতে পারে, তাহা হইলে তাহা হইবে না, সত্যোক্তি রমাকে সর্ব্বতঃ রক্ষা করিবেন।

যথার্থভাবে 'পূজা' না করিলে কোন বিষয়ের পূর্ণজ্ঞান লাভ হয় না। ভক্তি বা পূজ্যের প্রতি একান্ত অনুরাগ, পূজার প্রধান উপকরণ। সত্যোক্তির অনুগ্রহে বুঝিয়াছি, বৈজ্ঞানিক পূজা করেন, দার্শনিক পূজা করেন, শিল্পী পূজা করেন, এক কথায় বিশ্বজগৎ পূজা করিয়া থাকে। লোকত্রয়ে পূজার সমান পুণ্যকর্ম্ম আর নাই। যে হৃদয়ে পূজ্য পূজিত হ'ন না, সে হৃদয় অজ্ঞ, অকৃতজ্ঞ, সে হৃদয় শ্মশানসম, মনুষ্যদেহধারী হইলেও, তাহার হৃদয় পশ্বাদি ইতরজীবহৃদয় হইতে কোন অংশে উৎকৃষ্টতর নহে। বৈজ্ঞানিক পূজা করেন, পূজা করিয়াই, বৈজ্ঞানিক বৈজ্ঞানিক হইয়াছেন, হইয়া থাকেন, পূজা করিয়াই বণিক্, বাণিজ্য দ্বারা লাভবান্ হ'ন, ফলতঃ পূজা বিনা কেহ কোনরূপ উন্নতি সাধন করিতে পারগ হ'ন না, কোনরূপ সিদ্ধিলাভে সমর্থ হ'ন না, পূজাই অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সহেতু। শিল্প বিনা বিজ্ঞান অনর্থক, ব্যবহার (Practice) ব্যতিরেকে শাস্ত্রশ্রবণাদি অভীষ্টফল দান করিতে পারে না। যথার্থভাবে শিবপূজা করাই, 'শিবরাত্রি' কি, তাহা অবগত হওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য। যথার্থভাবে পূজা করিতে পারিলে, শিবকে দেখিতে পাওয়া যায়, পূজা বিনা, কৃতকৃত্য হইবার অন্য উপায় নাই। 'পূজা' ও 'যজ্ঞ' এক পদার্থ। সত্যোক্তির উপদেশ, যাহা পবিত্র করে তাহা যজ্ঞ, এবং 'যজ্ঞ' ও 'পূজা' এক সামগ্রী। বিশেষ-বিশেষ ভাবকে সামান্য ভাবে নিমজ্জিত করা, সামান্য ভাবে মিশাইয়া দেওয়া, পরিচ্ছিন্ন অহংকে অপরিচ্ছিন্ন অহং বা

পরমাত্মাতে বিলীন করা, জীবাত্মার পরমাত্মার সহিত একীভবন 'পূজার' স্বরূপ। যথার্থভাবে পূজা করিতে হইলে, আত্মশুদ্ধি করিতে হয়, মন, প্রাণ, দেহ, এবং পূজার অন্যান্য দ্রব্য ইত্যাদির শোধন করিতে হয়। এক কথায়, বিশেষ বা পরিচ্ছিন্ন ভাবসমূহকে পরমাত্মাতে বিলীন করা, তাঁহাকে সমর্পণ করা, সকলই তিনি, সকলই তাঁহার, এই জ্ঞানাগ্নিকে প্রোজ্জ্বলিত করিয়া সর্ব্বভাবকে সর্ব্বভাবময়ের চরণে আহুতি দেওয়া, সর্ব্বতোভাবে নমোনমঃ করা, আমার বলিবার কিছু না রাখা প্রকৃত পূজা। আমার একান্ত ইচ্ছা, করুণাময়ী সত্যোক্তির অনন্ত কৃপায় আমি যথার্থভাবে তাঁহার পূজা করিব, আমি রমা বা তাহার মত নিরভিমানকে যথার্থভাবে শিবপূজা করাইবার নিমিত্ত উৎসুক; ভাগ্যবানকে যথার্থভাবে পূজা করিতে শিখাইব, অন্যকে কৃতার্থ হইবার পথ দেখাইয়া সার্থকজীবন হইব, শিব-শিবার কাছে, সত্যোক্তির সমীপে দীনাতিদীন, অকিঞ্চন ভার্গব শিবরাম-কিঙ্করের ইহাই একমাত্র প্রার্থনা।

সত্যোক্তির উপদেশ—যথার্থভাবে শিবপূজা করিয়া কৃতার্থ হইতে হইলে, প্রথমে পূজা কি, তাহা শ্রবণ করিতে হইবে; পূজা কাহাকে বলে, গুরু বা শাস্ত্রমুখ হইতে (শাস্ত্রই গুরু, গুরুই শাস্ত্র) তাহা শ্রবণপূর্ব্বক শ্রুত-বিষয়ের অর্থানুসন্ধান করিতে হইবে, তৎপরে যথাবিধি পূজাতত্ত্বের মনন বা বিচার করিতে হইবে, তদনন্তর পূজাতত্ত্বের ধ্যান করিতে হইবে। সত্যোক্তির উপদেশ—পূজাই সর্ব্বভূতের ভোগ ও মোক্ষের কারণ ("কিমত্র বহুনোক্তেন শ্রূয়তাং মুনিপুঙ্গবাঃ। পূজয়া সর্ব্বজন্তূনাং ভোগ-মোক্ষৌ চ নান্যথা॥"—সূতসংহিতা)। সত্যোক্তির উপদেশ—আভ্যন্তর ও বাহ্য ভেদে পূজা দ্বিবিধ। পূজা করিতে হইলে শক্তিমান্ ও শক্তি এই উভয়ের পূজা করিতে হয়। পরাশক্তির পূজা করিলে, 'পূজা' সফল হয়, পরমার্থতঃ শক্তিমান্ শিব হইতে শক্তি ভিন্ন নহেন ("পরমার্থতস্তু সা শক্তিঃ শক্তিমতঃ শিবাদভিন্না * * *।")। অতএব যথার্থভাবে শিবপূজা

করিতে হইলে, স্থূল, সূক্ষ্ম, ও সূক্ষ্মতর শক্তির বা মাতৃকার স্বরূপ অবগত হইতে হইবে। বৈখরীশব্দাবস্থা স্থূল মাতৃকা, 'বৈখরী মাতৃকা' প্রথম অধিকারীর পূজার উপকরণ; 'মধ্যমা মাতৃকা' মধ্যমাধিকারীর পূজার উপকরণ; সূক্ষ্মতর মাতৃকা (পরাপশ্যন্তীরূপ) উত্তমাধিকারীর পূজোপকরণ। সম্বিৎ বা চিচ্ছক্তি পরমার্থতঃ পরাশক্তি। সম্বিৎ বা শিব-শিবাতে মনোলয়ই প্রকৃত পূজা। সম্বিৎ ব্যতিরিক্ত যাহা কিছু প্রতীয়মান হয়, তাহা সংসার বা জগৎ, সংসারনাশের জন্য সম্বিৎ বা শিব-শিবার—পরাশক্তির পূজা কর্ত্তব্য। অতএব যথার্থভাবে পূজা করিতে হইলে, শক্তির বিশেষ বিশেষ অবস্থা সকলকে ক্রমশঃ পরসামান্যে মিশাইতে হইবে; তাহা করিতে হইলে, মাতৃকার স্থূল, সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর অবস্থার স্বরূপ জানিতে হইবে, সামান্যভাব কিরূপে বিশেষ, বিশেষ ভাব প্রাপ্ত হ'ন তাহা বিদিত হইতে হইবে। 'ষট্চক্রের তত্ত্বানুসন্ধান', 'ভূতশুদ্ধি', 'মাতৃকা ন্যাস', 'প্রাণ প্রতিষ্ঠা', পূজক মাত্রেই, পূজা করিবার সময়ে এই সকল করেন বটে, কিন্তু কেন এই সকল করিতে হয়, কিরূপে যথার্থভাবে ভূত-শুদ্ধ্যাদি করিতে হয়, বর্ত্তমান কালে অল্পব্যক্তিই তাহা জানেন। সত্যোক্তির আদেশানুসারে আমি রমাকে শিবপূজার বিজ্ঞান ও শিবপূজার শিল্প এই উভয়ই জানাইবার চেষ্টা করিব। শিবপূজার বিজ্ঞানে, পূজা কাহাকে বলে, পূজা ও যোগ এক সামগ্রী এই কথার অর্থ কি, যোগ কোন্ পদার্থ, ত্রিলোকে পূজার সদৃশ পুণ্যকর্ম্ম নাই এতদ্বাক্যের তাৎপর্য্য কি, পূজা করিলে কি, ফল পাওয়া যায়, পূজা না করিলে কি, ক্ষতি হইয়া থাকে, আবাহন শব্দের অর্থ কি, মুদ্রা কোন্ পদার্থ, প্রাণায়ামের স্বরূপ ও প্রয়োজন কি, জপ কাহাকে বলে, স্থূল ও সূক্ষ্ম, এই দ্বিবিধ জপের স্বরূপ কি ইত্যাদি বিষয় অবলম্বনপূর্ব্বক যথাজ্ঞানে কিছু বলিব। শিবপূজার শিল্প নামক সম্ভাষণে শিবপূজার অনুষ্ঠান পদ্ধতি, কিরূপে শিবপূজা করিতে হইবে, প্রধানতঃ এই সকল বিষয়েরই আলোচনা করিব। সূতসংহিতাতে উক্ত হইয়াছে,

'ত্রিলোকে পূজার সদৃশ পুণ্যকর্ম্ম নাই, পরমেশ্বর, মহাদেব, শঙ্কর, নীলকণ্ঠ, বিরূপাক্ষ, সর্ব্বাধার, মঙ্গলময় শিব, পূজা দ্বারাই প্রসন্ন হ'ন' ("পূজয়া সদৃশং পুণ্যং নাস্তি লোকত্রয়েষ্বপি। পূজয়ৈব মহাদেবঃ শঙ্করঃ পরমেশ্বরঃ॥ নীলকণ্ঠো বিরূপাক্ষঃ শিবো নিত্যং প্রসীদতি।"—সূতসংহিতা)। দেব-দেবেশ, পুরাণ (সনাতন), সর্ব্বকারণ, শিব পূজিত হইলে, সকল দেবতা পূজিতা হইয়া থাকেন, ইহাই বেদান্ত-নিশ্চয়। অথর্ব্বশির উপনিষদে উক্ত হইয়াছে, যে আমাকে (শিবের উক্তি) জানে, সে সর্ব্বদেবতাকে জানে ("মাং যো বেদ স সর্বান্ দেবান্ বেদ")। পূজা কি, ঈশ্বর-পূজনের প্রয়োজন কি, যথার্থভাবে পূজা করিতে হইলে, কি করিতে হয়, রমা যখন এই সকল বিষয় জানিতে পারিবে, রমা যখন সত্যোক্তির কৃপায় বিষয়ান্তর হইতে চিত্তকে প্রত্যাহারপূর্ব্বক সর্ব্বভাবময়, সর্ব্বেশ্বর করুণাময় জ্ঞান-বিজ্ঞানময় শিবে চিত্তকে ধরিয়া রাখিতে, শিবে চিত্তকে একতান-প্রবাহে প্রবাহিত করিতে সমর্থা হইবে, সত্যোক্তির কৃপায় রমা যখন আপনাকে শিবের জানিয়া, ('তবাস্মি'—আমি সর্ব্বতোভাবে তোমার ইহা অনুভবপূর্ব্বক) ইদংপদবাচ্য জগৎকেও শিবের বা শিবময় জানিয়া, 'অহংকে ও ইদংপদবাচ্য জগৎকে তুমি গ্রহণ কর' বলে আত্মনিবেদন করিবে, আমার বলিবার যাহা কিছু আছে, তৎসমুদায়ের সহিত সে যখন আত্মাকে শিবচরণে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করিতে পারিবে, তখনি সে কৃতকৃত্যা হইবে, তখনি তাহার শিবপূজা যথার্থভাবে অনুষ্ঠিত হইবে। সত্যোক্তির উপদেশ—ইহারই নাম প্রকৃত পূজা, ইহারই নাম প্রকৃত যোগ, ইহারই নাম নমোনমঃ করা, ইহারই নাম আত্মনিবেদন, ইহারই নাম প্রপত্তি। ভক্তিবিগলিতহৃদয়ে, নয়নজলে বক্ষকে ভাসাইয়া, শিবচরণে নিপতিত হইয়া, "বিশ্বেশ্বর! বিরূপাক্ষ! বিশ্বরূপ! সদাশিব! শরণং ভব ভূতেশ করুণাকর শঙ্কর। হর শম্ভো মহাদেব বিশ্বেশামরবল্লভ। শিব শঙ্কর সর্ব্বাত্মন্নীলকণ্ঠ নমোঽস্তুতে॥ মৃত্যুঞ্জয়ায় রুদ্রায় নীলকণ্ঠায় শম্ভবে।

অমৃতেশায় শর্বায় মহাদেবায় তে নমঃ॥" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে রমা যখন পুনঃ পুনঃ আশুতোষ চরণে নমোনমঃ করিবে, রমা যখন করপুটে প্রার্থনা করিবে—"রাজসেন স্বয়ং ব্রহ্মা সাত্ত্বিকেন স্বয়ং হরিঃ। তামসেন স্বয়ং রুদ্রস্ত্রিতয়ং ত্বয়ি সংস্থিতম্॥ নমামি ত্বাং বিরূপাক্ষ নীলগ্রীব নমোঽস্তুতে। ত্রিনেত্রায় নমস্তভ্যমুমাদেহার্দ্ধধারিণে ত্রিশূলধারিণে তুভ্যং ভূতানাং পতয়ে নমঃ। পিনাকিনে নমস্তুভ্যং মীঢ়ুষ্টমায় তে নমঃ॥ নমামি ত্বাং মহাদেব পতয়ে ত্বাং নমাম্যহম্। ভোক্তা ভোজ্যং ত্বমেবেহ ভক্তানাং শর্ম্মদঃ স্বয়ম্॥ সূর্য্যরূপং সমাসাদ্য দেহিনাং দেহধারকঃ। মুনীনাং মুক্তিদাতা চ ভক্তানাং ভক্তিদঃ স্বয়ম্॥ যদৃচ্ছয়া সর্বমিদং ত্বামভ্যেতি চ যাতি চ। নান্যস্য বিজয়ং দাতুং শক্তিরস্তি ত্বয়া বিনা॥", রমা যখন—'তুমি আমাকে যাদৃশ ভক্তি দিয়াছ, আমি তাদৃশ ভক্তিসহকারে তোমার আরাধনা করিতেছি, হে আশুতোষ! হে মহেশ্বর! তুমি আমাকে চরণে গ্রহণ কর, মলিন বলে ত্যাগ করিও না, অপরাধের আলয় হইলেও, জ্ঞানহীন হইলেও, ভক্তিবিহীন হইলেও, আমি তোমার, হে বিশ্বনাথ! হে অধমতারণ! হে পতিতপাবন! আমি তোমার, আমাকে তুমি তোমার সর্ব্বাশ্রয় চরণে গ্রহণ কর' ("আরাধয়ামি ভক্ত্যা ত্বাং মাং গৃহাণ মহেশ্বর"), এই কথা বলিয়া আত্মনিবেদন করিবে, তখন আমি পরমানন্দসাগরে নিমগ্ন হইব, তখন আমার মনে হইবে আজ আমার জীবন সার্থক হইল। ভক্তবৎসল শঙ্কর ভক্তকে দেখা দেন, অতএব রমা যদি সরলান্তঃকরণে অচল শ্রদ্ধার সহিত শঙ্করের চরণে এইভাবে আত্মনিবেদন করিতে পারে, এইভাবে নমোনমঃ করিতে পারে, এইভাবে প্রার্থনা করিতে পারে, তাহা হইলে, দয়ার্দ্রহৃদয় শঙ্কর রমাকে কি চরণে গ্রহণ না করিয়া থাকিতে পারিবেন, তিনি যে আশুতোষ, তিনি যে ভক্ত্যাধীন।• আমার পূর্ণ বিশ্বাস, সত্যোক্তির কৃপায় আমি রমাকে যথার্থভাবে শিবপূজা করাইতে পারিব। রমা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে, 'যথার্থভাবে ধ্যান করিতে পারিলে কি

শিবকে দেখিতে পাওয়া যায়? শিব শব্দের অর্থের ঠিক ভাবে ভাবনা করিতে করিতে জপ করিলে, কি শিব দেখা দেন?' সত্যোক্তির আদেশানুসারে আমি রমার এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছি, 'তাহাতে কি বিন্দুমাত্র সন্দেহ আছে, রমা?' সত্যোক্তি কখন মিথ্যোক্তি হয় না অতএব শঙ্কর রমার আশা পূর্ণ করিবেন।

শিবরাত্রির স্বরূপ, সুতরাং, প্রণব বা সাঙ্গোপাঙ্গ বেদের স্বরূপ, শিবরাত্রির স্বরূপ জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-ও-জ্ঞান বা প্রমাতৃ-প্রমেয়-ও-প্রমাণের স্বরূপ, শিবরাত্রির স্বরূপ সর্ব্বতোমুখ, শিবরাত্রির স্বরূপ গ্রাহক, গ্রাহ্য ও গ্রহণাত্মক। *

'শিবরাত্রি, কি?' সত্যোক্তির মুখ হইতে এই প্রশ্নের যে উত্তর পাইয়াছি, তাহার সার হইতেছে, শিবরাত্রি প্রণবস্বরূপিণী। শিবরাত্রি প্রণবস্বরূপিণী, সত্যোক্তির এতদ্বাক্যের প্রকৃত অভিপ্রায় কি? শিবরাত্রির স্বরূপ বিষয়ক যথোক্ত উপদেশের যাহা প্রকৃত অভিপ্রায় তাহা কি রমার মত জিজ্ঞাসুকে সম্যগ্‌রূপে বুঝান সম্ভব? তাহা কি, রমা যাঁহাকে উপদেষ্টৃ-রূপে আশ্রয় করিয়াছে, সেই অকিঞ্চন, স্বল্পমতি ভার্গব শিবরামকিঙ্করেরও

* "কর্ত্তা কারয়িতা কর্ম করণং কার্য্যমাস্তিকাঃ।
সর্বমাত্মতয়া ভাতি প্রসাদাৎ পারমেশ্বরাৎ॥
প্রমাতা চ প্রমাণং চ প্রমেয়ঃ প্রমিতিস্তথা।
সর্বমাত্মতয়া ভাতি প্রসাদাৎ পারমেশ্বরাৎ॥
* * * *
গ্রাহকশ্চ তথা গ্রাহ্যং গ্রহণং সর্বতোমুখম্।
সর্বমাত্মতয়া ভাতি প্রসাদাৎ পারমেশ্বরাৎ॥"——সূতসংহিতা-
যজ্ঞবৈভবখণ্ডোপরিভাগে ব্রহ্মগীতা।

যথাযথভাবে পরিজ্ঞাত হইতে পারে? জীবন্মুক্ত পুরুষ ব্যতীত অন্যের উপদেষ্টার আসনে উপবেশন করিবার পূর্ণ অধিকার নাই, স্বয়ং অন্ধ কখন অপর অন্ধের পথপ্রদর্শক হইতে পারে না', এই সত্যোক্তি কি ভার্গব শিবরামকিঙ্করের স্মৃতিবিচ্যুত হইয়াছে? 'শিবরাত্রি, কি?' রমার এই প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে বক্তার মনে পুনঃ পুনঃ এইরূপ জিজ্ঞাসা উদিত হইয়াছে, বহুবার সে তাহার একমাত্র শরণ্যা, বিশ্বজগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারিণী, প্রলয়কালে যাঁহার সর্ব্বাধার ক্রোড়ে বিশ্ব ঘুমাইয়া থাকে, যিনি সকলের আধার, রাত্রিসূক্তে 'রাত্রি' শব্দ দ্বারা যিনি অভিহিতা হইয়াছেন, যোগী, ভক্ত ও সাধক বিদ্বানেরা যাঁহাকে ধৃতিরূপা, ধুরন্ধরা, ধ্রুবা, দয়ারূপা, দয়াদৃষ্টি, দয়ার্দ্রা, অগম্যধামধামস্থা, মহাযোগীশহৃদয়-পুরবাসিনী, অমেয়ভাবকূটস্থা ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা স্তব করিয়াছেন, যাঁহাকে পরমাণুস্বরূপা বলিয়াছেন, দ্ব্যণুকাদিস্বরূপিণী বলিয়াছেন, যিনি চিচ্ছক্তি এবং বিবিধ জড়শক্তিরূপে উপলভ্যমানা, যিনি সদাকারা, যিনি পরানন্দা, যিনি সংসারোচ্ছেদকারিণী, যিনি শিব হইতে অভিন্না, যিনি শিবঙ্করী, যিনি পরমা দেবী, যিনি শিবা, যিনি সকলের অন্তর্যামিণী, যিনি শব্দব্রহ্মময়ী, সেই সত্যোক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, 'মা! রমাকে কি বলিব? আমার কি কর্ত্তব্য? অন্ধ আমি, অন্ধ রমাকে, যথার্থ-পথ-জিজ্ঞাসু রমাকে, তোমার স্বরূপদর্শনেচ্ছু রমাকে কি, বিপথে লইয়া যাইব? ঘনতর অজ্ঞানান্ধকারে ডুবাইব?' দয়াবতী সত্যোক্তি কৃপাপূর্ব্বক বলিয়াছেন, "বৎস! শিবরাত্রির স্বরূপ কি, বৈখরী বাক্য দ্বারা পূর্ণভাবে বর্ণন করা যায়? শিবরাত্রির স্বরূপ সমাধিসম্বেদ্য, শিবরাত্রির স্বরূপ যথাযথভাবে অন্যকে বুঝান অসাধ্য। আমার উপদেশানুসারে তুমি চিত্তকে নির্ম্মল কর, স্বয়ং সমাধির অভ্যাস কর, রমাকেও সমাধির অভ্যাস করিতে শিখাও। আমার উপদেশানুসারে শিবরাত্রি-ব্রত করিতে, করিতে তুমি শিবরাত্রির স্বরূপ স্বয়ং দেখিতে পাইবে, রমাকেও শিবরাত্রির স্বরূপ

দেখাইতে সমর্থ হইবে। 'শিব' হইয়া শিবের পূজা কর, 'শিব' না হইয়া শিবপূজা করিলে, যথার্থ শিবপূজা হয় না, পূর্ণভাবে শিবের স্বরূপাবগতি হয় না। আমি সর্ব্বগতা, আমি সর্ব্বরূপা, আমিই আবার অরূপা, আমি পরমাণুস্বরূপা, আমিই দ্ব্যণুকাদিস্বরূপিণী, আমি প্রকৃতি, আমি পুরুষ, আমি মায়া, আমি প্রাণ, আমি মন, আমিই বাহ্যজগৎ, আমিই অন্তর্জগৎ, আমি প্রণবস্বরূপিণী। যাহার যাদৃশী প্রতিভা, সে আমাকে তদ্রূপেই জানিয়া থাকে। আমি যে সর্ব্ববিদ্যাস্বরূপিণী, আমি যে প্রণবাত্মিকা, আমা হইতেই যে, সঙ্গোপাঙ্গ শ্রুতি-স্মৃতি-ত্রয্যন্তা, সম্যগ্জ্ঞানহেতু অখিল বিদ্যার আবির্ভাব হইয়াছে, হইয়া থাকে ("বিধাতুস্তস্য লোকানামঙ্গোপাঙ্গনিবন্ধনাঃ। বিদ্যাভেদাঃ প্রতায়ন্তে জ্ঞানসংস্কারহেতবঃ॥"—বাক্যপদীয়), বহুবার তোমাকে আমি তাহা বলিয়াছি। তুমি যখন 'সীতা', কে, তাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তখন আমি তোমাকে বলিয়াছি, 'সীতা প্রণবরূপা, অতএব সীতা মূলপ্রকৃতি, সীতা সর্ব্ববেদময়ী, সীতা সর্ব্বলোকময়ী, সীতা সর্ব্বকীর্ত্তিময়ী, সীতা সর্ব্বধর্ম্মময়ী, সীতা সর্ব্বাধার, সর্ব্বকার্য্যকারণময়ী, সীতা মহালক্ষ্মী, সীতা দেবেশের—পরমাত্মরূপি-শ্রীরামচন্দ্রের ভিন্নাভিন্নরূপা, সীতা চেতনাচেতনাত্মিকা, সীতা ব্রহ্ম-স্থাবরাত্মা, সীতাই বিশ্বজগদাকারা, সীতাই দেবর্ষি-মনুষ্য-গন্ধর্ব্বরূপা, সীতাই অসুর-রাক্ষস-ভূত-প্রেত-পিশাচরূপা, সীতাই ভূতাদি-ভূতশরীররূপা, সীতাই ইন্দ্রিয়, সীতাই মন, সীতাই প্রাণ, সীতাই ইচ্ছাশক্তি, সীতাই ক্রিয়াশক্তি, সীতাই সাক্ষাচ্ছক্তি, সীতাই সোম-সূর্য্য-ও-অগ্নিরূপা।' তুমি যখন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, 'শিবা' কে? শিবার স্বরূপ কি, মা! আমি তখন তোমাকে বলিয়াছি, শিবা ব্রহ্মস্বরূপিণী, শিবা হইতেই প্রকৃতি-পুরুষাত্মক জগৎ আবির্ভূত হইয়াছে, 'শিবা', শূন্যা, শিবাই অশূন্যা, শিবাই সব ("অহং ব্রহ্মস্বরূপিণী মত্তঃ প্রকৃতিপুরুষাত্মকং জগচ্ছূন্যং চাশূন্যং চ॥"—দেব্যুপনিষৎ)। তুমি যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, মা! রাধা কে? 'দুর্গা' ও

'রাধা' এই উভয়ের মধ্যে কি পার্থক্য? আমি তোমাকে তখন বুঝাইয়াছি, যিনি রাধা, তিনিই দুর্গা, এক 'শিবাই' দুর্গা ও রাধারূপে বিরাজ করেন, বিশ্বের প্রাণশক্তি ও জ্ঞানশক্তি রাধা-দুর্গাস্বরূপিণী। আমি বলিয়াছি, মূলপ্রকৃতিরূপিণী চিন্ময়ী ভুবনেশ্বরী হইতে জগতের উৎপত্তিকালে 'প্রাণ' ও 'বুদ্ধির' অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যথাক্রমে রাধা ও দুর্গা রূপে আবির্ভূতা হ'ন। প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা 'রাধা'-শক্তি এবং বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা 'দুর্গা'-শক্তি। আমি বলিয়াছি, 'রাধা' ও 'দুর্গা' এই উভয়ের উপাসনা না করিলে মুক্তি হয় না। আমি তোমাকে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি, যিনি বেদ, তিনি পরব্রহ্ম, বেদে ও ব্রহ্মে কোন ভেদ নাই, ব্রহ্ম বা পরমাত্মাই বেদরূপধৃক্ ("পরব্রহ্মণি বেদেচ ভেদো নাস্তি বরাননে। যো বেদঃ স পরং ব্রহ্ম তদেব বেদরূপধৃক্ ॥"—রাধাতন্ত্র)। আমি তোমাকে কতবার বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি অক্ষর নির্গুণ ব্রহ্ম, 'পরব্রহ্ম' এই নামে গীত হয়েন, সগুণ ব্রহ্ম, শব্দব্রহ্ম নামে উক্ত হইয়া থাকেন ("অক্ষরং নির্গুণং ব্রহ্ম পরং ব্রহ্মেতি গীয়তে। সগুণং স্যাং সদা ব্রহ্ম শব্দব্রহ্ম তদুচ্যতে ॥"—রাধাতন্ত্র)। কিন্তু তুমি আমার এই সকল উপদেশ, যথার্থভাবে শ্রবণ কর নাই, যথার্থভাবে ইহাদের মনন ও ধ্যান কর নাই, তুমি এই সকল উপদেশের মধ্যমা, পশ্যন্তী ও পরা অবস্থাকে দেখিবার জন্য সমাধির অভ্যাস কর নাই, তা'ই তোমার সংশয়ের একেবারে নিরাস হয় নাই, যদি তুমি আমার উপদেশসমূহের অর্থ, আমার উপদেশানুসারে পূর্ণভাবে অনুভব করিবার চেষ্টা করিতে, তাহা হইলে, মতভেদের কারণ কি, প্রত্যেক পদার্থের তত্ত্ব সম্বন্ধেই যে, ভিন্ন, ভিন্ন মত আছে, তাহার হেতু কি, তাহা তোমার বুদ্ধির বিষয়ীভূত হইত। তুমি রমাকে যে শিবরাত্রির স্বরূপ কি, তাহা বুঝাইতে অভিলাষী হইয়াছ, তুমি অদ্যাপি স্বয়ং সে শিবরাত্রির স্বরূপ কি, তাহা জানিতে পার নাই, অদ্যাপি তোমারই শিবরাত্রির যথার্থ রূপ দর্শনের ধ্রুব ইচ্ছা হয় নাই। তুমি আমার ধ্বনির

প্রতিধ্বনি কর, তুমি মুখে বল, সত্যোক্তি আমাকে রক্ষা করুন, সত্যোক্তি হইতে বিশ্বের সর্ব্বপ্রকার পরিণাম হইয়া থাকে ("সা মা সত্যোক্তিঃ পরিপাতু বিশ্বতো * * *"), কিন্তু আমার এই উক্তি যে, সত্য, তাহা কি, তুমি অনুভব করিতে পারিয়াছ? তুমি মুখে বল 'শিবই সব' 'শিবই বিশ্ববীজ', কিন্তু আমার এই উক্তি কি, তোমার যথার্থভাবে অনুভূত হইয়াছে? তুমি জগদ্ধাত্রীর স্তব করিবার সময়ে কত বার বলিয়াছ, 'মা! তুমি পরমাণু-স্বরূপা, মা! তুমি দ্ব্যণুকাদিস্বরূপিণী, মা! তুমি স্থূলরূপে, মা! তুমিই সূক্ষ্মরূপে, তুমি প্রাণাপানাদিরূপে, তুমি জগতের আধারভূতা, মাগো! তুমিই আধেয়রূপা', কিন্তু এই সকল বাক্য কি, তোমার শ্রদ্ধাপূত নির্ম্মল, সরল হৃদয়ের স্পন্দন? তুমি না যোগী, না ভক্ত, তুমি না জিজ্ঞাসু, না বক্তা, তুমি কি জন্য কি কর স্বয়ং তাহা জান না, স্বয়ং তাহা জানিবার শক্তিও তোমার নাই। অভিমান বিগলিত না হইলে, দেহত্রয়ের সংস্কার পরিবর্ত্তিত না হইলে, কেহ আমার উক্তি যথার্থভাবে গ্রহণ করিতে পারে না। একবার ভাল করে ভাবিয়া দেখ, তুমি কে? একবার অন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক নিজরূপ-বিনির্ণয়ের চেষ্টা কর, আমার উক্তিই সকলের হৃদয়ে স্পন্দিত হয়, কিন্তু প্রতিভা বা সংস্কারভেদনিবন্ধন উহা যথার্থভাবে গৃহীত হয় না। সমাধির অভ্যাস করিলে, বৈখরীশব্দাবস্থা হইতে মধ্যমা ও পশ্যন্তী-শব্দাবস্থায় প্রবিষ্ট হইতে পারিলে, স্পষ্টভাবে উপলব্ধি হইবে, কি কারণে আমার একরূপ উক্তি বহুধা উপলব্ধ হইয়া থাকে। অন্তরে থাকিয়া, আমি তোমাকে যাহা বলি, তুমি যে, বাহিরে থাকিয়া,—বহির্ম্মুখ হইয়া, তাহা শ্রবণ কর, তাই'ত আমার উক্তি তুমি যথার্থভাবে শুনিতে পাও না, যথার্থভাবে উহার অর্থোপলব্ধি করিতে সমর্থ হও না। যথার্থভাবে স্বাধ্যায় করিতে অভ্যাস কর, রমাকে যথার্থভাবে স্বাধ্যায় করিতে অভ্যস্ত করাও, আত্মদর্শনের একমাত্র উপায় পরমধর্ম্মের বিশুদ্ধভাবে অনুষ্ঠান কর, তাহা হইলে শুদ্ধসত্ত্ব হইবে, শুদ্ধসত্ত্ব হইলে, আমি যাহা বলি, তাহা যথার্থভাবে

শুনিতে পাইবে। 'শিবরাত্রি, কি,' তাহা জানিতে হইলে, যথার্থভাবে শিবপূজা করিতে হইবে, অষ্টাঙ্গযোগের অভ্যাস করিতে হইবে। যিনি পরমাণুস্বরূপা, যিনি দ্ব্যণুকাদিস্বরূপিণী, তাঁহাকে জানিতে হইলে, পরমাণুর স্বরূপ কি, তাহা প্রথমে জানিতেই হইবে, দ্ব্যণুকাদির স্বরূপ অবগত হইতে হইবে। যিনি 'প্রকৃতি', তাঁহাকে জানিতে হইলে, প্রকৃতির স্বরূপ অবগত হইতে হইবে, যিনি চিন্ময়পুরুষ তাঁহার স্বরূপ নিরূপণ করিতে হইলে, চিন্ময়-পুরুষে চিত্তকে ধারণপূর্ব্বক ক্রমশঃ ধ্যান ও সমাধি করিতে হইবে। যিনি 'কাল'স্বরূপ, তাঁহাকে জানিতে হইলে, কালে সংযম করিতে হইবে। কি ক'রে তাহা করিতে হইবে, আমি তোমাকে তাহা ব'লে দিয়াছি আবার ব'লে দিব। তবে যথার্থ-জিজ্ঞাসু না হইলে সরল না হইলে, ভবসন্তাপনিবারণের যথার্থ প্রয়োজন বোধ না হইলে, তুমি আমার উক্তিকে সত্যোক্তি বলিয়াই অনুভব করিতে পারিবে না, আমার বাক্যের যথার্থভাবে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিতে সমর্থ হইবে না। সত্যোক্তিকে সত্যোক্তি বলিয়া জানিতে হইলে, সত্যের প্রপন্ন হইতে হইবে, মন ও বাক্যকে একীভূত করিয়া, প্রার্থনা করিতে হইবে, 'আমাকে অসৎ হইতে সৎকে প্রাপ্ত করাও, অন্ধকার হইতে জ্যোতিকে প্রাপ্ত করাও, এই মৃত্যু রাজ্য হইতে অমৃত ধামে লইয়া চল, মাগো! তোমার কথা না শুনিয়া পুনঃ পুনঃ ভবসাগরে উন্মজ্জিত-নিমজ্জিত হইয়াছি, ক্লান্ত হইয়াছি, মাগো! ক্লান্ত হইয়াছি, তোমার অনন্ত কৃপায় ভবভীতি জন্মিয়াছে, এইবার ক্ষমা কর, মাগো! এইবার তোমার অমল চরণে স্থান দেও', এইরূপে প্রার্থনা কর, তাহা হইলে দয়ারূপা দয়াদৃষ্টি, দয়ার্দ্রা, দুঃখমোচনী সত্যোক্তির—শিবাসমেত শিবার কৃপা পাইবে,—সর্ব্বদুঃখ বিনষ্ট হইবে, সর্ব্ব অন্ধকার দূরে পলায়ন করিবে, প্রকাশের আবরণ ক্ষীণ হইবে। শিবরাত্রির স্বরূপ দেখাইবার জন্যই প্রণবপ্রসূত অখিল বিদ্যার আবির্ভাব হইয়াছে, অতএব শিবরাত্রির স্বরূপ যথার্থ-ও-

পূর্ণভাবে জানিতে হইলে, প্রণবের স্বরূপ—প্রণবপ্রসূত অখিল বিদ্যার স্বরূপ যথার্থ-ও-পূর্ণভাবে জানিতে হইবে।

প্রণব হইতে সাঙ্গোপাঙ্গ বেদের আবির্ভাব হইয়াছে, সর্ব্ববাক্ বেদে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছে, অবেদবিৎ ব্রহ্ম সম্বন্ধে কিছু জানিতে পারে না, কি ধর্ম্ম, কি অধর্ম্ম, অবেদবিৎ সম্যগ্‌রূপে তাহা জানিতে পারে না, যত প্রকার বিদ্যা-ভেদ আছে, তৎসমুদায় প্রণবাত্মক, অতএব কোন বিদ্যাই প্রণবাত্মক বেদকে অতিক্রমপূর্ব্বক আবির্ভূত হয় না, কোন বিদ্যাই বেদকে অতিক্রমপূর্ব্বক অবস্থান করিতে সমর্থ নহে। প্রণবাত্মক বেদই সকলের সম্যগ্‌জ্ঞান-হেতু, প্রণবাত্মক বেদই পুরুষ-সংস্কার বা প্রতিভার হেতু, 'বেদ' নামে প্রসিদ্ধ ব্রহ্মের অঙ্গসমূহ হইতে 'জ্যোতিষ', 'ব্যাকরণ', 'নিরুক্ত', 'ছন্দঃ', 'শিক্ষা' ও 'কল্পের' এবং উপাঙ্গ সকল হইতে চিকিৎসাদি নিখিল বিদ্যার আবির্ভাব হইয়াছে। শব্দ, বাক্ বা বেদই বিশ্বজগতের মূল, বিশ্বের নিবন্ধনী-শক্তি শব্দ বা বেদাশ্রিত, সকল অর্থজাত সূক্ষ্মরূপে শব্দে অধিষ্ঠিত হইয়া থাকে, সূক্ষ্মভাবে অধিষ্ঠিত অখিল অর্থজাত, অধিষ্ঠানের পরিণামবশতঃ অভিব্যক্তি প্রাপ্ত হইয়া, ব্যক্ত অবস্থাতে আগমনপূর্ব্বক বাচ্য-বাচকভাবরূপ ভেদ দ্বারা প্রতীয়মান হইয়া থাকে। বাক্ বা শব্দই অর্থকে দর্শন করে, বাক্ বা শব্দই অর্থ বলে, অর্থের বাচক হয়, বাক্ বা শব্দই অর্থসমূহকে সন্নিহিত করে, আকর্ষণ করে, বাক্ বা শব্দ দ্বারাই বিশ্ব বহুরূপে নিবদ্ধ হইয়া আছে। * লোকের সর্ব্ব ইতিকর্ত্তব্যতাবুদ্ধি শব্দাশ্রিত, বালকও পূর্ব্বাহিত সংস্কারনিবন্ধন ইতিকর্ত্তব্যতাবোধকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বিনা উপদেশে প্রথমোৎপন্ন শিশুর যে, ইন্দ্রিয়-

---

* "শব্দেষেবাশ্রিতা শক্তির্বিশ্বস্যাস্য নিবন্ধনী।
যন্নেত্র প্রতিভাত্মায়ং ভেদরূপঃ প্রতীয়তে॥"—বাক্যপদীয়।

"বাগেবার্থং পশ্যতি বাগ্‌ব্রবীতি বাগেবার্থং সন্নিহিতং সন্তনোতি। বাচৈবং বিশ্বং বহুরূপং নিবদ্ধং তদেতদেকং প্রবিভজ্যোপভুঙক্তে ইতি।"

বিন্যাসাদির সামর্থ্য হয়, তাহার কারণ, অনাদি জ্ঞানবীজ, শব্দভাবনা প্রতি পুরুষে অবস্থিতা আছে। অতএব আমার উপদেশই, আমার উক্তিই আমার ইচ্ছাই, বিশ্বকার্য্যের কারণ, আমার উপদেশ বা উক্তিই, আমার প্রেরণাই পরমাণ্বাদির আকর্ষণ-বিপ্রকর্ষণের হেতু, হিরণ্যগর্ভাখ্য আমার স্পন্দনই বিশ্বজগৎকে স্পন্দিত করে। * কিন্তু আমার এই সকল উক্তির প্রকৃত তাৎপর্য্য পরিগ্রহ সুসাধ্য নহে। আমার আদেশানুসারে কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে, চিত্ত শুদ্ধ হয়, আমার উক্তিকে যথার্থভাবে গ্রহণ করিবার শক্তি প্রকটিত হয়। 'প্রণব হইতে অখিল বিদ্যার অভিব্যক্তি হইয়াছে, হইয়া থাকে', আমার এই সত্যোক্তির প্রকৃত আশয় কি, তাহা জানিতে পারিলে, তুমি কৃতার্থ হইবে, 'শিবরাত্রি বা শিব-শিবার' স্বরূপ তোমার বিমল বুদ্ধিদর্পণে যথার্থভাবে প্রতিফলিত হইবে, তখন তুমি সম্যগ্‌রূপে উপলব্ধি করিতে পারিবে, 'শিবরাত্রি, প্রণবস্বরূপিণী', অতএব শিবরাত্রির স্বরূপ-দর্শন প্রণবপ্রসূত নিখিল বিদ্যার স্বরূপদর্শনাপেক্ষ, নিখিল বিদ্যার স্বরূপ দর্শন না হইলে, নিখিল পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানোদয় না হইলে, শিবরাত্রির পূর্ণভাবে স্বরূপাবগতি হইতে পারে না, তখন শিবরাত্রির স্বরূপ-দর্শনার্থীর অখিল বিদ্যার স্বরূপদর্শন যে, আবশ্যক তাহা তোমার বুদ্ধিগোচর হইবে। 'প্রণবই যে সর্ব্ববিদ্যার বীজ, তাহা আমি কিরূপে যথার্থভাবে উপলব্ধি করিব মা!' তুমি আমাকে ইহা জিজ্ঞাসা করিলে, আমি তোমাকে যাহা—

* "তা নদেন বিহরতি প্রাণো বৈ নদস্তস্মাৎ প্রাণো নদন্ সর্বঃ সন্নদতীব * * *।"
—ঐতরেয় আরণ্যক।

"প্রাণঃ নদন্ নাদং কুর্বন্, সন্, নদতীব, সুষুম্নাশ্বাসরূপেণ সম্যগ্‌ধ্বনিঙ্করোত্যেব।"
—ঐতরেয় আরণ্যক ভাষ্য।

"সত্যস্ত সত্যমস্তু যত্র যুজ্যত তত্র দেবাঃ সর্বং একং ভবন্তি।"—ঐতরেয় আরণ্যক।

"হিরণ্যগর্ভো ভগবানন্তঃকরণসংজ্ঞিতে।"—সূতসংহিতা।

"যা দেবতান্তঃকরণসমষ্টৌ পূর্ব্ববদ্বরবৎ।
বিজ্ঞায়তে মুনিশ্রেষ্ঠা রুক্মগর্ভ ইতীরিতা॥
'রুক্ম' শব্দো হিরণ্যগর্ভপর্য্যায়ঃ।—সূতসংহিতা ভাষ্য।

বলিয়াছিলাম, তাহা স্মরণ কর। শিবরাত্রির স্বরূপ কি, তাহা বুঝাইতে প্রবৃত্ত হইয়া, আমি তোমাকে জ্ঞান, জ্ঞেয়, ও জ্ঞাতার, প্রমাণ, প্রমেয় ও প্রমাতার, গ্রহণ, গ্রাহ্য ও গ্রাহকের তত্ত্বোপদেশ করিয়াছি, তুমি কি আমি যাহা বলিয়াছি, পূর্ণভাবে তৎসমুদায়কে তোমার হৃদয়ে ধরিয়া রাখিতে পারিয়াছ? আমি যখন তোমাকে 'সীতা সর্ব্ববেদময়ী, সর্ব্বলোকময়ী, সর্ব্বকার্য্যকারণময়ী, সীতা চেতনাচেতনাত্মিকা এইরূপে সীতার স্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছিলাম, আমি যখন তোমাকে বুঝাইয়াছিলাম, সুর, অসুর, রাক্ষস, পিশাচ, দেব, ঋষি ইত্যাদি সকলেই সীতাপ্রসূত, সকলেই সীতাদেহে অবস্থিত, প্রলয়কালে সকলেই সীতাদেহে প্রলীন হইয়া থাকে, * আমি যখন তোমাকে বলিয়াছিলাম, সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বকারণ শিবদেহে দেব, ঋষি, মানুষ, ভূত, রাক্ষস, প্রেত, পিশাচ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ ইত্যাদি সকলেই বাস করে, আমি যখন তোমাকে বলিয়াছিলাম দেবতার, দেবযোনি-ভূতাদির অস্তিত্ব বস্তুতঃ অসৎ নহে, মিথ্যোক্তি-কল্পিত নহে (Mythology নহে), শিবরাত্রির স্বরূপ পূর্ণভাবে দেখিতে হইলে, দেবতাদিগের স্বরূপ দেখিবার চেষ্টা করিতে হইবে, পরমাণুর তত্ত্বান্বেষণ করিতে হইবে, কালের তত্ত্বানুসন্ধান করিতে হইবে, গ্রহদিগের তত্ত্ব জানিবার, গ্রহগণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদিগের স্বরূপাবলোকন করিবার চেষ্টা করিতে হইবে, † তুমি কি তখন আমার এই সকল কথাতে সম্পূর্ণভাবে শ্রদ্ধাবান্ হইতে পারিয়াছ? সমাধি

* "সীতা ভগবতী জ্ঞেয়া মূলপ্রকৃতিসংজ্ঞিতা। প্রণবত্বাৎ প্রকৃতিরিতি বদন্তি ব্রহ্মবাদিন ইতি॥ অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসেতি চ। সা সর্ববেদময়ী সর্বলোকময়ী সর্বকীর্ত্তিময়ী সর্বধর্মময়ী সর্বাধারকার্য্যকারণময়ী মহালক্ষ্মীর্দেবেশস্য ভিন্নাভিন্নরূপা চেতনা-চেতনাত্মিকা ব্রহ্মস্থাবরাত্মা তদ্‌গুণকর্মবিভাগভেদাচ্ছরীররূপা দেবর্ষিমনুষ্যগন্ধর্বরূপা অসুর-রাক্ষসভূতপ্রেতপিশাচভূতাদিভূতশরীররূপা ভূতেন্দ্রিয়মনঃপ্রাণরূপেতি চ বিজ্ঞায়তে।"
—সীতোপনিষৎ।

† "ভূতপ্রেতাদয়ঃ সর্বে দেহস্থাস্থিষু সংস্থিতাঃ।
পিশাচা রাক্ষসাঃ সর্বে স্থিতাঃ স্নায়ুষু সর্বশঃ॥"—সূতসংহিতা।

ব্যতিরেকে বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয় না, বস্তুশঃ উক্ত আমার এই কথার সারবত্তা কি তোমার যথার্থভাবে উপলব্ধ হইয়াছে? সমাধি ব্যতিরেকে বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয় না, আমার এই কথা শুনিয়া তোমার মনে কি, "সন্দর্শন ও পরীক্ষাকেই যে, অনেকে সত্যজ্ঞানার্জ্জনের কারণ বলিয়া অবধারণ করিয়া থাকেন, তাহার কারণ কি? যাঁহারা সমাধির অভ্যাস করেন, তাঁহাদের কি, শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতে হয় না? তাঁহাদের কি, সন্দর্শন ও পরীক্ষা করিবার প্রয়োজন হয় না? বর্ত্তমানকালে যাঁহারা শিল্প ও বিজ্ঞানের সমধিক উন্নতি করিয়াছেন, করিতেছেন, তাঁহারা কি, সমাধি দ্বারা তাহা করিয়াছেন? 'সমাধি' কিরূপে তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তির কারণ হয়? সমাধিকে যে, বহুব্যক্তি ভয় করেন; তাহার কারণ কি? যে সমাধি দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়, যে সমাধি দ্বারা চিত্তমল নির্ধৌত—সংপ্রক্ষালিত হয়, সমাধি দ্বারা নির্ধৌত-মল-চিত্তকে আত্মাতে নিবেশিত করিলে, যে সুখ হয়, সে সুখ অনির্ব্বচনীয়, সে সুখ বাক্য দ্বারা বর্ণনীয় নহে, সে সুখ স্বয়ং অনুভব করিবার যোগ্য, অন্যকে তাহা বুঝান সম্ভব নহে ("সমাধিনির্ধৌতমলস্য চেতসো নিবেশিতস্যাত্মনি যৎ সুখং ভবেৎ। ন শক্যতে বর্ণয়িতুং গিরা তদা স্বয়ং তদন্তঃকরণেন গৃহ্যতে॥"—মৈত্র্যুপনিষৎ) শ্রুতি এই কথা বলিয়াছেন, সে সমাধি যে, ইদানীন্তন বহুব্যক্তির অহৃদ্য হয়, ভীতিপ্রদ হয়, তাহার কারণ কি?" এইরূপ বহু প্রশ্ন উদিত হয় নাই? যে তুমি তোমার প্রতিভানুসারে প্রণবস্বরূপিণী—মূলপ্রকৃতিরূপা সীতাদেবীকে মানুষ ভিন্ন অন্য কিছু মনে করিতে পার না, সে তুমি যে, সীতা-বিষয়ক সত্যোক্তিকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিবে, তাহা কি, সম্ভব হইতে পারে? সন্দর্শন ও পরীক্ষাকে যাঁহারা জ্ঞানোৎপত্তির একমাত্র কারণ বলিয়া অবধারণ করেন, তাঁহারা যদি সন্দর্শন ও পরীক্ষার স্বরূপ যথার্থভাবে দেখিতে পাইতেন, যে সন্দর্শন ও পরীক্ষা দ্বারা জ্ঞানোৎপত্তি হয়, সেই সন্দর্শন ও পরীক্ষার স্বরূপ কি, যদি তাঁহারা শুদ্ধচিত্ত হইয়া তাহা জানিবার চেষ্টা করিতেন,

তাহা হইলে, তাঁহাদের উপলব্ধ হইত, সন্দর্শন ও পরীক্ষার অনাদি শব্দভাবনাই মূল কারণ, সন্দর্শন, পরীক্ষার আমিই (সত্যোক্তিই) মূল প্রবর্ত্তক। সমাধিকে যাহারা ভয় করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত, তাঁহারা দুর্ভাগ্য, তাঁহারা অকৃতজ্ঞ। যদি কোন ভাগ্যবান্ জ্ঞানোৎপত্তির মূল কারণ কি, যথার্থভাবে তাহা জানিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তিনি বুঝিতে পারিবেন সত্যোক্তিই জ্ঞানোৎপত্তির মূলপ্রসূতি, অনুকূল প্রতিভাবিশিষ্ট হইলে, তাঁহার প্রতীতি হইবে, সত্যোক্তির প্রসাদেই সকলে জ্ঞানবান্ হ'ন, তর্ক, বিচার, সন্দর্শন, পরীক্ষা এ সকলই সত্যোক্তির আশ্রিত, তর্ক, সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্যবিচার সত্যোক্তি বা শব্দেরই শক্তি, সত্যোক্তি বা শব্দের শক্তিবশতঃ পুরুষ তর্ক করে, সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্য বিচার করে, সন্দর্শন ও পরীক্ষা করিয়া থাকে ("শব্দানামেব সা শক্তিস্তর্কো যঃ পুরুষাশ্রয়ঃ।"—বাক্যপদীয়)। সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বজ্ঞ শিবের পরশক্তি শিবার প্রসাদনিবন্ধন, শ্রুতিভক্তিবল ও পুণ্যপরিপাকবল-হেতু, পুরুষ সর্ব্বপদার্থকে স্বভাবতঃ শিবরূপ—শিবময় দেখিয়া থাকে, শিবই সর্ব্ব, এই জ্ঞানই শোক-মোহনাশক শাঙ্করজ্ঞান, ইহাই (শিবই সব এই জ্ঞানই) বেদার্থ, ইহাই সত্যোক্তি। দেহীদিগের শ্রুতি বা সত্যোক্তিতে প্রকৃত ভক্তি, জ্ঞানদাতা গুরুদেবে এবং শিবে যথার্থ ভক্তি, সুকৃতির পরিপাক—সত্যবিদ্যালাভের একমাত্র সাধন ("প্রসাদাদেব রুদ্রস্য পরশক্তেস্তথৈব চ শ্রুতিভক্তিবলাৎ পুণ্যপরিপাকবলাদপি। শিবরূপতয়া সর্বং স্বভাবাদেব পশ্যতি॥ শিবঃ সর্ব্বমিতিজ্ঞানম্ শাঙ্করং শোকমোহহৃৎ অহমেব হি বেদার্থো নাপরঃ সত্যমুদীরিতম্॥ শ্রুতৌ ভক্তির্গুরৌ ভক্তিঃ শিবে ভক্তিশ্চ দেহিনাম্। সাধনং সত্যবিদ্যায়াঃ সত্যমেব ময়োদিতম্।"—সূতসংহিতা—সূতগীতা, ৬ষ্ঠ অধ্যায়)। শ্রুতি, গুরু ও শিব ইঁহারা বস্তুতঃ এক পদার্থ, শ্রুতি বা সত্যোক্তিই গুরু—অজ্ঞানান্ধকারের নাশকর্ত্তা, অপিচ শিবই বেদরূপধৃক্। অতএব মন্দভাগ্য, বিষয়াসক্ত বা অল্পজ্ঞই সমাধিকে ভয় করে, যাহার প্রসাদে সুখার্থী সুখপ্রাপ্ত হয়, যাহার প্রসাদে জ্ঞানার্থী জ্ঞান লাভ করে, আনন্দার্থী

আনন্দ পায়, যে সেই সমাধিকে ভয় করে, যে সেই সমাধিকে চেনে না, সে যে, দুর্ভাগ্য, সে যে, নিতান্ত স্থূলদর্শী, তাহাতে কি, সন্দেহলেশ আছে? বেদবোধিত চিত্তশুদ্ধিকর কর্ম্ম কর, তাহা হইলে, অনুভব করিতে পারিবে, 'শিবই বেদ বা শাস্ত্র, শিবের উক্তিই 'সত্যোক্তি', শব্দ দ্বারা সংক্রমণ করিয়া, এই সত্যোক্তিই অধিকারীর চিত্তকে সংস্কৃত করেন' ("সাক্ষাৎ ত্বমেব বা শাস্ত্রং তদীয়ৈব হি সা মতিঃ। শব্দদ্বারেণ সংক্রম্য সংস্করোত্যধিকারিণঃ॥" —ষাড়্গুণ্যবিবেক)। সমাধি দ্বারা কিরূপে সত্যজ্ঞানের লাভ হয়, সমাধির অভ্যাস কিরূপে করিতে হয়, ঈশ্বরপ্রণিধান বা ভগবদ্ভক্তি হইতে, ঈশ্বরে আত্মনিবেদন দ্বারা যে, সমাধির সিদ্ধি হইয়া থাকে, যথাসময়ে আমি তোমাকে তাহা বুঝাইব। শিবাসমেত শিবের যথার্থভাবে পূজা দ্বারা যে সর্ব্বসিদ্ধি হইয়া থাকে, শিবপূজাতত্ত্বের স্বরূপপ্রদর্শনকালে আমি তোমাকে তাহা জানাইব। আমি তোমাকে তোমার অন্তরে থাকিয়া যেরূপ কর্ম্ম করিতে প্রেরণ করিব, তুমি যদি ঠিক তদ্রূপ কর্ম্ম করিতে পার, আমি তোমার অন্তরে থাকিয়া তোমাকে যাহা বলিব, যদি তুমি যথার্থভাবে সেই কথা অন্যকে শুনাইতে পার, তাহা হইলে, তুমি আত্মপরের প্রকৃত কল্যাণ সাধনে সমর্থ হইবে, তাহা হইলে, তুমি সার্থকজীবন হইবে।"

করুণাময়ী সত্যোক্তির কৃপায়, বিগলিতাভিমান হইয়া, যদি তাঁহার শরণাগত হইতে পারি, তাহা হইলে, সত্যোক্তি যাহা বলিবেন, আমি তদ্রূপ কর্ম্ম করিতে সমর্থ হইব; সত্যোক্তি যাহা বলিবেন, আমি রমাকে তাহা শুনাইব, তাহাকে তদনুরূপ কর্ম্ম করাইতে সমর্থ হইব। ঋগ্বেদ বলিয়াছেন, দিবা-নিশ, রাত-দিন নমোনমঃ করাই, সর্ব্বসিদ্ধির একমাত্র সাধন। অতএব নমোনমঃ করিব, সর্ব্বদা নমোনমঃ করিব, সত্যোক্তির সকাশ হইতে যথার্থভাবে নমোনমঃ করিতে শিখিয়, শিবসমেত শিবার চরণে নমোনমঃ করিব।

নমস্তে নমস্তে মহাদেব শম্ভো নমস্তে নমস্তে প্রপন্নৈকবন্ধো।
নমস্তে নমস্তে দয়াসারসিন্ধো নমস্তে নমস্তে নমস্তে মহেশ॥

নমস্তে নমস্তে জগজ্জন্মহেতো নমস্তে নমস্তে বৃষাধীশকেতো।
নমস্তে নমস্তে মহাপুণ্যসেতো নমস্তে নমস্তে নমস্তে মহেশ ॥
নমস্তে নমস্তে মহামৃত্যুহারিন্নমস্তে নমস্তে মহাদুঃখহারিন্।
নমস্তে নমস্তে মহাপাপহারিন্ নমস্তে নমস্তে নমস্তে মহেশ ॥
নমস্তে নমস্তে সদা চন্দ্রমৌলে নমস্তে নমস্তে সদা শূলপাণে।
নমস্তে নমস্তে হ্যপর্ণৈকজানে নমস্তে নমস্তে মহাদুঃখহারিন্ ॥
যস্য স্বরূপং ন বিদুঃ সুরাসুরা যস্য স্বরূপং ন বিদুর্মুনীশ্বরাঃ।
যস্য স্বরূপং ন বিদুর্যমেশ্বরাস্তমেব নিত্যং শিবমেবমীড়ে ॥
যস্য স্বরূপং নিগমৈকগম্যং যস্য স্বরূপং নিজমেকগম্যম্।
যস্য স্বরূপং পরমৈকগম্যং তমেব নিত্যং শিবমেবমীড়ে ॥
সংসারদাবানলশামকায় মৃত্যুঞ্জয়ায়ামিতবিক্রমায়।
সুরাসুরাভ্যর্চিতপাদুকায় শিবাসমেতায় নমঃ শিবায় ॥
ঘোরাধিকাঘৌঘনিবারকায় স্বর্গাপবর্গাদি ফলপ্রদায়।
নিরাময়ায়ান্ধকসূদনায় শিবাসমেতায় নমঃ শিবায় ॥
কুন্দেন্দুশংখস্ফটিকোপমায় মহেশ্বরায়াশ্রিতবৎসলায়।
শ্রীনীলকণ্ঠায় যমান্তকায় শিবাসমেতায় নমঃ শিবায় ॥
ভুজঙ্গচক্রাধিকভূষণায় নানামণিভ্রাজিতকুণ্ডলায়।
কর্পূরগৌরায় সুরোত্তমায় শিবাসমেতায় নমঃ শিবায় ॥
দয়াসমুদ্রায় নিধীশ্বরায় ধনেশমিত্রায় সুধাময়ায়।
কারুণ্যরূপায় ময়স্করায় শিবাসমেতায় নমঃ শিবায় ॥
ত্রিকাগ্নিকান্তায় মনোন্মনায় ত্রিয়ম্বকায় ত্রিপুরান্তকায়।
কালাগ্নিরুদ্রায় জগন্ময়ায় শিবাসমেতায় নমঃ শিবায় ॥
ব্রহ্মেন্দ্রবিষ্ণ্বাদিসুরার্চিতায় দেবাধিদেবায় দিগম্বরায়।
অনন্তকল্যাণগুণার্ণবায় শিবাসমেতায় নমঃ শিবায় ॥
বেদান্তবেদ্যায় মহোদয়ায় কৈলাসবাসায় শিবাধবায়।
শিবস্বরূপায় সদাশিবায় শিবাসমেতায় নমঃ শিবায় ॥

আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপ প্রণেতা

পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীভার্গব শিবরামকিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ প্রণীত

ও প্রণীয়মান অন্যান্য গ্রন্থের তালিকা।

শিবরাত্রি ও শিবপূজা

দ্বিতীয় খণ্ড।

(যন্ত্রস্থ)

নির্দ্দিষ্টকালে—মাঘ-ফাল্গুনের কৃষ্ণচতুর্দ্দশীরাত্রিতে—কেন শিবরাত্রিব্রত বিহিত হইয়াছে তাহা উপলব্ধি করিতে হইলে কালতত্ত্ব, গ্রহগণের অধিষ্ঠাতৃদেবতাতত্ত্ব প্রভৃতি যে যে বিষয়ের সংবাদ গ্রহণ আবশ্যক; বিশিষ্ট কালে বিশিষ্ট ব্রতাদির অনুষ্ঠান বিহিত হওয়ার কারণ; কাল ও তিথি এই শব্দদ্বয়ের অর্থ-বিচার; কালের স্বরূপ; অখণ্ডদণ্ডায়মান ও কলনাত্মক ভেদে কালের দ্বিবিধ রূপের কথা; ক্রমের স্বরূপ; কলনাত্মক কালের বিবরণ; জ্যোতিষ-শাস্ত্রের প্রয়োজন ও অভিধেয়; প্রকৃতি, পুরুষ ও কাল ইহারা ব্রহ্মেরই রূপ; গ্রহগণের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা আছেন। অধিষ্ঠাতৃদেবতা কাহাকে বলে? তিথি নক্ষত্রাদির অধিষ্ঠাতৃদেবতার কথা; গ্রহনক্ষত্রাদি তাঁহাদের অধিষ্ঠাতৃদেবতার ইচ্ছানুসারে শুভাশুভ ফল প্রদান করেন, এতদ্বাক্যের অভিপ্রায়; অচেতন স্বতন্ত্রভাবে, চেতনের প্রেরণা ব্যতিরেকে, কোন কর্ম্ম করিতে পারে না, কোন কর্ম্মের প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির প্রভু হইতে পারে না; এই বিষয়ে সাংখ্য ও বেদান্ত দর্শনের উপদেশ এবং তাহাদের তুলনাত্মক সমালোচনা; উক্ত দর্শনের এতদ্বিষয়ক আপাতপ্রতীয়মান বিরোধের সমন্বয়।

শিবরাত্রি-ব্রতানুষ্ঠানের, উপবাস, জাগরণ ও শিবপূজন এই তিনটী অঙ্গের কথা; ব্রততত্ত্ব; ব্রত শব্দের অর্থ; ব্রতশব্দের বেদে ও শাস্ত্রে কোন্ কোন্ অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে; পুরাণাদি শাস্ত্রে যদর্থে 'ব্রত' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে; যে কোন ব্রত হোক্ ক্ষমাদি দশটী তাহার সামান্য ধর্ম্ম এই কথার অভিপ্রায়; ব্রত ও ধর্ম্ম সমান পদার্থ।

উপবাস শব্দের অর্থ; কথিত উপবাসের লক্ষণ; ব্রত ও উপবাস এক সামগ্রী; শিবরাত্রিতে কেন উপবাস করিতে হয়, উপবাসকে কেন ব্রত-বিশেষ বলা হইয়াছে ইত্যাদি বিষয়ক কথা; উপবাসের 'অনশন' এই অর্থের সহিত প্রাগুক্ত অর্থের সামঞ্জস্য প্রদর্শন।

শিবরাত্রি ও শিবপূজা।

প্রথম খণ্ড।

বিষয়ানুক্রমণিকা।

প্রস্তাবনা।

যে লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে; বিশুদ্ধ জ্ঞানলাভে বিচারের একান্ত প্রয়োজনীয়তা; অন্নপূর্ণা উপনিষদে, পদ্মপুরাণে, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে বিচারের বহু প্রশংসা এবং বিচারবিহীনের বহু নিন্দা আছে। হেকেল্‌প্রমুখ ঈশ্বরবিমুখ নাস্তিকগণকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে, 'কেবল বিচার দ্বারাই আমরা শুদ্ধ জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি, বিচার দ্বারাই দুর্ব্বিজ্ঞেয় জাগতিক রহস্যের ভেদ হইয়া থাকে, বিচারশক্তিই মানুষের সর্ব্বোৎকৃষ্ট দান, অসাধারণ অধিকার, ইহাই ইতর জীবসঙ্ঘ হইতে মানুষকে বিশেষিত করে'। বেদ হইতেই বিচারশক্তির স্ফুরণ ও প্রসারণ হইয়া থাকে, বেদই বিচারশক্তির কেন্দ্রভবন। প্রাণের স্পন্দন যদি ছন্দানুসারে হয়, তাহা হইলে, বিদ্যুৎপ্রকাশের ন্যায় বিচারশক্তির স্ফুরণ হইবেই। ইন্দ্রিয়গম্য পদার্থ সমূহই জ্ঞানের একমাত্র বিষয় নহে, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গ্রামই জ্ঞান-করণ নহে। পাতঞ্জলোক্ত যোগজ প্রজ্ঞা বা ঋতম্ভরা প্রজ্ঞাই যথার্থ বিজ্ঞান। স্থূল প্রত্যক্ষ ও তন্মূলক অনুমান প্রমাণ দ্বারা অতীন্দ্রিয় ঈশ্বর পদার্থের সিদ্ধি হইতে পারে না। অতীন্দ্রিয় পদার্থের জ্ঞান একমাত্র শাস্ত্র বা আপ্তোপদেশ দ্বারাই হইতে পারে। বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যেও ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসবান্ পুরুষ ছিলেন, আছেন। জগৎকে বিশ্লেষ করিলে, প্রকাশশীল সত্ত্ব, ক্রিয়াশীল রজঃ ও স্থিতিশীল তমঃ এই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি ও চিন্ময় পুরুষ এই দুইটী পদার্থ পাওয়া যায়। বিজ্ঞান ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির যথাপ্রয়োজন স্তুতিপূর্ণ। বেদই বিশুদ্ধ বা যথার্থ বিজ্ঞান। অণুবীক্ষণ-দূরবীক্ষণাদি যন্ত্রসমূহের অদৃশ্য পদার্থের সন্দর্শনের বেদই একমাত্র দর্শন। শাস্ত্রোক্ত লক্ষণবিশিষ্ট আপ্তোপদেশই জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল প্রসূতি, তর্ক-বিচার (Reason), দর্শন, পরীক্ষা (Observation, Experiment) ইহারা মূলতঃ আপ্তোপদেশকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। স্থূল গ্রাহ্যবিষয়ক সমাধি হইতেই জড়বিজ্ঞানের আবির্ভাব হইয়াছে, হইতেছে; যোগ ব্যতিরেকে কোনরূপ পুরুষার্থের সিদ্ধি হয় না। ঈশ্বরের অনুগ্রহ

বিনা ঈশ্বরবিশ্বাস, ঈশ্বরানুরাগ হইতে পারে না। ঈশ্বরবিমুখ নাস্তিকও স্থূলভাবে ঈশ্বরকে মানিয়া থাকেন, ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া থাকেন; ঈশ্বরের উপাসনা না করিয়া কেহ জগতে থাকিতে পারেন না; উপাস্যের সহিত উপাসকের সম্মিলিত হইবার চেষ্টাই জগতের জগত্ব। ঈশ্বর, সুতরাং, জগৎ হইতে অভিন্ন, এই কথার তাৎপর্য্য। ঈশ্বরের ষাড়্‌গুণ্যের কথা; ঈশ্বরকে নির্গুণ বলা হয় কেন? মানব প্রকৃতির নিকট হইতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান শিক্ষা করে, প্রকৃতির নিকট হইতেই প্রকৃতির ইতিহাস শ্রবণ করে, অথবা, মানব ঈশ্বর-বা-কালের নিকট হইতেই প্রাকৃতিক ইতিহাস অবগত হয়, সর্ব্বজ্ঞ নিত্য ঈশ্বর হইতেই ব্রহ্মাদি গুরু-পরম্পরাক্রমে জগতে নিখিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার হয়। সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের জ্ঞানই বেদ শব্দের প্রকৃত অর্থ। শক্তি হইতে শক্তিমানের ভেদ বাস্তব নহে। অতএব ঈশ্বর, কাল, প্রকৃতি হইতে বেদও অভিন্ন পদার্থ। প্রকৃত বিজ্ঞান ও যথার্থ বৈজ্ঞানিক প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর বা প্রকৃতির উপাসনা করিয়া থাকেন। ধর্ম্ম বিশ্বজগতের প্রতিষ্ঠা। যোগ দ্বারা আত্মদর্শন, ঈশ্বর সাক্ষাৎ করাই পরম ধর্ম্ম। অন্তর্ম্মুখা ও বহির্ম্মুখা, জগতের এই দ্বিবিধ গতি। বাহির হইতে কেন্দ্রাভিমুখে গমনই 'ঈশ্বরোপাসনা' বা 'যোগ'। ঈশ্বরোপাসনা বা যোগ মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। যে গতি যে পরিমাণে কেন্দ্রাভিমুখা হয়, সে গতি সেই পরিমাণে উৎকৃষ্ট; শ্রুতি এই গতিকে 'প্রেতি' (প্রকৃষ্ট গতি) বা ধর্ম্ম বলিয়াছেন। ৭—২০

শিবরাত্রি ও শিবপূজা নামক গ্রন্থের প্রয়োজন। অবিকৃত বৈদিক আর্য্যসন্তানগণের মধ্যে সকলেই শিবরাত্রিব্রত করেন, কিন্তু, বর্ত্তমান কালে অনেকেই উপাসনা ও উপাস্যের বিজ্ঞান জানেন না; শিবরাত্রিতে উপবাস করেন, রাত্রি জাগরণ করেন, শিবের পূজা করেন, কিন্তু কেন করেন, শিব কি, শিবরাত্রি কি, পূজা কাহাকে বলে, কিরূপে পূজা

করিতে হয়, অনেকেই যথার্থভাবে তাহা অবগত নহেন। উপাসনাই সর্ব্বপ্রকার উন্নতির একমাত্র সাধন; অতএব যাহাতে যথার্থভাবে উপাসনা হয়, আত্মকল্যাণার্থীর তাহা জানিবার চেষ্টা হওয়া উচিত। শিবরাত্রি ও শিবপূজাতে প্রাগুক্ত বিষয় সকলের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। রমাকে ভৃগুদেব বড় দয়া করেন, তাই বোধ হয়, তাঁহার প্রেরণায় পূজ্যপাদ ভার্গব শিবরামকিঙ্করের রমাকে শিবরাত্রি ও শিবপূজা সম্বন্ধে উপদেশ দিবার প্রবৃত্তি। প্রকাশকের তাহা শুনিবার ভাগ্য, এবং বর্ত্তমান কালের অভাব জানিয়া তাহা প্রকাশ করিবার প্রবৃত্তি। ২০—২২

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শিবরাত্রি কি, এবং কিরূপে ভাল করিয়া শিবরাত্রি করিতে হয় ইত্যাদি বিষয়ক প্রশ্ন। শিবরাত্রি ব্রত করিলে, শিব যে বিশেষতঃ সন্তুষ্ট হন, তাহার কারণ কি? শিবচতুর্দ্দশীতে উপবাস করিলে ও রাত্রি জাগরণ করিলে আশুতোষের সন্তোষ হয় কেন? কিরূপে শিবপূজা করিতে হয়? যথার্থভাবে ধ্যান করিতে পারিলে কি শিবকে দেখিতে পাওয়া যায়? জিজ্ঞাসুর ইত্যাদি বিষয় জানিবার ইচ্ছা। উত্তর—দেখিবার প্রবল ইচ্ছা হইলেই শিবকে দেখিতে পাওয়া যায়; ভক্ত ডাকিলে তিনি উত্তর দেন, দেখিতে চাহিলে দেখা দেন, তবে 'শিব', কে, তাহা জানিতে হইবে, শিব, তোমার কে, তাহা স্থির হওয়া চাই, শিব সর্ব্বশক্তিমান্, তিনি সব করিতে পারেন, তিনি ভক্তাধীন, তিনি প্রেমপারাবার, তিনি করুণাবরুণালয়, হৃদয়ে এইরূপ অচল বিশ্বাস থাকা চাই। 'শিব' সকলেরই 'শিব', ইহা সত্য, আবার 'শিব' ভক্তাধীন, ইহাও সত্য। ২৩—২৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

শিব, কে? 'শিব' শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ। যাঁহাতে সকলে শয়ন করে, তিনি 'শিব', শিবের এই অর্থের তাৎপর্য্য। ভক্তিই ভগবান্‌কে দেখিবার সর্ব্বাপেক্ষায় সুলভ সাধন। 'শম্ভব', 'ময়োভব', 'শঙ্কর', 'ময়স্কর', 'শিব,' 'শিবতর', এই সকল শব্দের অর্থ। সংসারে আস্তিক ও নাস্তিক চিরদিনই আছেন, চিরদিনই থাকিবেন।

চিন্তা করা কাহাকে বলে, কিরূপে চিন্তা করিতে হয়। কার্য্য মাত্রেই কোন আধারে ধৃত হইয়া থাকে, এই কথার অর্থ। কার্য্য মাত্রের স্থূল ও সূক্ষ্ম এই দ্বিবিধ অবস্থা। আধারশক্তির স্বরূপ। 'আকাশ' নামক পদার্থের স্বরূপ। এক একটী সাধু শব্দই এক একটী পূর্ণ বিজ্ঞান। ছান্দোগ্যোপনিষৎ ও বৃহদারণ্যকে ব্যবহৃত আকাশ শব্দের অর্থ; ঋগ্বেদোক্ত 'পরমব্যোম', ও অথর্ব্ববেদোক্ত 'অব্যাকৃত সূত্র' শব্দের অর্থ।

অন্তঃকরণের শুদ্ধিই ভগবান্‌কে জানিবার ও পাইবার মুখ্য সাধন; ভক্তির সাধন কি?

যিনি সাংসারিকসুখদাতা, যিনি দারিদ্র্য, রোগ প্রভৃতি সাংসারিক বাধা দূর করেন, এবং যিনি জ্ঞান ও ভক্তি দিয়া সংসার হইতে মুক্ত করেন, অপরিচ্ছিন্ন বা নিত্যসুখে সুখী করেন, ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি করেন, তিনি 'শিব', তিনি 'শম্ভু.' তিনি 'শঙ্কর', তিনি 'ময়োভব,' তিনি 'ময়স্কর'—এই সকল কথার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা। 'শাস্ত্র মিথ্যা কথা বলিতে পারেন না' জিজ্ঞাসুর এইরূপ বিশ্বাসের কারণ। বেদ, সত্য, ব্রহ্ম ও ভগবান্ ইঁহারা এক পদার্থ। আস্তিক ও নাস্তিক এই উভয়ই চিরদিন আছেন, চিরদিনই থাকিবেন। কর্ম্ম অনাদি, কর্ম্মভূমিও অনাদি, জগতের

সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় প্রবাহরূপে নিত্য। সংসারে উন্নতির পর অবনতি পর্য্যায়ক্রমে হইয়া থাকে। গুণকর্ম্মবিভাগানুসারে সকল ভাবেরই আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়া থাকে। দেশভেদে, জাতিভেদে, ব্যক্তিভেদে বুদ্ধি, বিশ্বাস, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম প্রভৃতির ভেদ হইয়া থাকে। ২৮—৪২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শিবই বস্তুতঃ কল্যাণময়, সুখময়, দয়াময়; সর্ব্বশক্তিমান্ শিবই রোগার্ত্তের ভিষক্, তিনিই ভবরোগবৈদ্য, তিনিই অকিঞ্চনের সর্ব্বস্ব, তিনিই দরিদ্রের নিত্যকোষাগার। বিচার সম্বন্ধে দুই একটী কথা। অন্নপূর্ণা উপনিষদে, পদ্মপুরাণে, যোগবাশিষ্ট রামায়ণে বিচারের বহু প্রশংসা এবং বিচারবিহীনের অত্যন্ত নিন্দা দৃষ্ট হয়। বিচারই সাধুদিগের গতি, বিচার ব্যতীত বিদ্বান্‌দিগের অন্য উপায় নাই, বিচার দ্বারাই ধীমান্‌গণের বল, বুদ্ধি, তেজঃ প্রভৃতি সফল হয়; কি যুক্ত, কি অযুক্ত, কি সত্য, কি মিথ্যা, তাহা নিশ্চয় করিবার পথে বিচার মহাদীপস্বরূপ। যথোচিত বিচারশক্তির অভাববশতঃই মানুষ শিবের স্বরূপ জানিতে পারে না। নাস্তিকগণও বিচারের একান্ত প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন। বেদ হইতেই বিচার শক্তির স্ফুরণ ও প্রসারণ হইয়া থাকে, বেদই বিচার শক্তির কেন্দ্রভবন। বেদ বিশ্বের প্রাণশক্তি, বেদই বিশ্বের মন বা হিরণ্যগর্ভ। ইচ্ছাশক্তিই সর্ব্বপ্রকার স্থূলশক্তির মূল, বিচার শক্তিই আন্তর ও বাহ্যজগতের আদ্যশক্তি। শব্দ বা ব্রহ্ম হইতে বিশ্বজগতের সৃষ্টি হইয়াছে, দেবতারাও শব্দ বা বেদপ্রসূত। স্থূল ভেষজ দ্বারা যে প্রাকৃতিক নিয়মে রোগশান্তি হইয়া থাকে, মন্ত্রজপ স্তবপাঠ ইত্যাদি দ্বারাও সেই প্রাকৃতিক নিয়মেই সাধারণ চিকিৎসকদিগের অসাধ্য বোধে

পরিত্যক্ত রোগী নিরাময় হয়, শান্তি পায়। চিত্তাকাশে লগ্ন শব্দ-সংস্কার হইতে বিচারশক্তির স্ফূরণের কথা; বেদ বা শিবের কৃপায় দুর্ব্বোধ্য উপদেশের তাৎপর্য্য বুঝিবার শক্তির আবির্ভাবের কথা; কিরূপ অবস্থায় উপদেষ্টার বাণী অভীষ্ট ফল প্রসব করিতে সমর্থ হয়। ৪৩—৪৯

বিচার বেদমূলক; বেদই বিশ্বের প্রাণশক্তি; নিখিল শব্দ বিচারপর, জ্ঞান-বিজ্ঞানপারদর্শী, বিশ্বের পরম বন্ধু মহর্ষিগণ প্রাণ বা বেদ স্বরূপ। শিবই কৃষিকার্য্যাদি ধনলাভের উপায় সমূহের মূল কারণ, তাহা উপলব্ধি করিবার উপায়; শিবই নিখিল বিদ্যা ও শিল্পের মূল প্রসূতি, শিব বেদ বা শব্দরূপে সর্ব্ববিদ্যার অখিল শিল্প-কলার আদ্যুপদেষ্টা। চতুঃষষ্টি কলা-যুক্ত সমস্ত বিদ্যা জগন্মাতা সর্ব্বেশ্বরী শিবা বা দুর্গারই অংশ, শিবা বা দুর্গাই বুদ্ধি (নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান)-রূপে সর্ব্বজনের হৃদয়ে অবস্থান করেন; অতএব যে বিদ্যা-শিল্পাদি ধনপ্রাপ্তির উপায় বলিয়া সাধারণতঃ জ্ঞাত, সেই বিদ্যা-শিল্পাদির শিবই মূল কারণ। 'মানুষ কর্ম্ম না করিলেও শিব কি তাহাকে ধনাদি দেন?' এই প্রশ্নের উত্তর। 'শিব দরিদ্রের অক্ষয় নিত্য-কোষাগার, শিব ব্যাধির যাতনা নিবারণ করেন, সর্ব্বদুঃখ হরণ করেন, সর্ব্বসুখ প্রদান করেন' যেরূপে এই সকল কথা বুঝিতে পারা যায় তদ্বিষয়ক উপদেশ। 'শব' হইতে 'শিব' হইয়াছেন, এই কথার অর্থ। ঠিক 'শব' হইতে পারিলে 'শিব' হওয়া যায়। ৪৯—৬১

শিবের অনুগ্রহেই জীব কৃতকৃত্য হয়, সব ছাড়িয়া সর্ব্বান্তঃকরণে শিবের শরণাগত হইতে পারিলেই, জীবের সর্ব্বদুঃখ দূরীভূত হয়। সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগপূর্ব্বক (ঈশ্বরের) শরণাগত হওয়াই, প্রকৃত পুরুষকার, ইহা কাপুরুষতা নহে, স্থূল দৃষ্টিতে ন্যায়বিরুদ্ধ হইলেও, সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ইহা সম্পূর্ণ

ন্যায় সঙ্গত। 'ভগবানের শরীর যদি বিভু—সর্ব্বব্যাপী হয়, তাহা হইলে, বৈকুণ্ঠাদি স্থানবিশেষকে ভগবানের আবাসস্থান বলা হইয়াছে কেন?' এই প্রশ্নের উত্তর। ভগবান্ যেরূপে ভক্তের জন্য নানা রূপ ধারণ করেন; মায়ার স্বরূপ; 'মায়া' বা প্রকৃতি ঈশ্বর হইতে অভিন্ন এই কথার অভিপ্রায়। ঈশ্বর ও প্রকৃতি এই উভয়ই জগৎকার্য্যের কারণ; ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকারের প্রয়োজন; প্রকৃতি ও পুরুষ স্বরূপ সম্বন্ধে পরস্পর সম্বন্ধ. এই কথার অর্থ; শিবা, গৌরী বা উমা কি জড়শক্তি? এই প্রশ্নের সমাধান; শিবার স্বরূপ; শিবের শরণাগত হওয়াই শ্রেষ্ঠ পুরুষকার; নিরন্তর শিবের অনুস্মরণাদি দ্বারা কিরূপে সর্ব্বজ্ঞত্বাদির প্রাপ্তি হয়; পুরুষকার ও মনের স্বরূপ; ভাবনার বিশুদ্ধির মাত্রানুসারে কর্ম্মের সিদ্ধি হইয়া থাকে; শিবা-বা-শক্তিযুক্ত শিবই বস্তুতঃ সর্ব্বশক্তির মূল প্রসূতি; শিবই পুরুষশ্রেষ্ঠ, শিবই সর্ব্বপুরুষের মূল, অতএব একাগ্র চিত্তে শিবের ধ্যান করিলেই 'প্রকৃত পুরুষকার' হয়, ইহাই বস্তুতঃ শ্রেষ্ঠ পুরুষকার। 'যাঁহার কোন প্রয়োজন নাই, যিনি পূর্ণ, যিনি নিষ্কাম, তাঁহার কোন কর্ম্ম করিবার প্রবৃত্তি হইবে কেন?' এই প্রশ্নের মীমাংসা। 'ঈশ্বর অগ্নি-বায়ুসূর্য্যাদিরূপে আবির্ভূত না হইয়া কি লোকের কর্ম্ম সাধন করিতে সমর্থ নহেন?' এই শঙ্কার সমাধান। ঈশ্বর নিত্য নিরাকার এবং নিত্য সাকার। জীব কর্ম্ম না করিলে, ঈশ্বর ফল দেন কিনা এই প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর। জীবের উপকার করিতে হইলে, জগৎ সৃষ্টি করিতে হইলে, ঈশ্বরকে বাহিরের জিনিষ সংগ্রহ করিতে হয় কি না এতদ্বিষয়ক বিচার। ঈশ্বর বাহ্যসাধনের অপেক্ষা না করিয়া আপনা হইতেই সব করিতে পারেন। ৬২—৮১

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

শিবের স্বরূপ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসুর যেরূপ ধারণা হইয়াছে। ৮২—৮৬

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রাত্রি কোন্ পদার্থ। বেদে রাত্রি শব্দের প্রয়োগ। রাত্রি-সূক্তের প্রথম মন্ত্রের ব্যাখ্যা। 'রাত্রি' শব্দের নিরুক্তি ও পর্য্যায়; জীবরাত্রি ও ঈশ্বররাত্রির কথা; 'পরমেশ্বরেরও লয় হয়', এই কথার অভিপ্রায়। রাত্রিসূক্তে সংক্ষেপে বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বিশ্বজগতের বেদ-শাস্ত্রোপদিষ্ট সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়তত্ত্বের সংক্ষিপ্ত সংবাদ। 'নাশ' ও 'লয়' এই শব্দ দ্বয়ের মূল অর্থ। 'পরমেশ্বরের পর্য্যালোচনারূপ তপঃ বা ঈক্ষণই লয়প্রাপ্ত জগতের পুনরুৎপত্তির কারণ' এই কথার অর্থ। 'করুণাময় পরমেশ্বরের দুঃখময় জগৎ সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা হইবার কারণ কি?' এই প্রশ্নের উত্তর। রাত্রিসূক্তের প্রথম মন্ত্রের ব্যাখ্যা। ৮৬—৯৫

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রাত্রিসূক্তের দ্বিতীয় মন্ত্রের ব্যাখ্যা। বেদোক্ত অনুষ্ঠান দ্বারা শুদ্ধচিত্ত পুরুষগণ প্রলয়কালেও অজ্ঞানাবৃত থাকেন না, তাঁহারা তখনও জাগরিত থাকেন। প্রলয়কালেও যে ঋষিগণ জাগরিত থাকেন, তাহা বেদ-মূলক ইতিহাস পুরাণাদিতে ও বেদের অঙ্গোপাঙ্গেও স্পষ্টভাবে বহুশঃ উক্ত হইয়াছে। বেদ বিশ্বজগতের নিত্য ইতিহাস। অনাদিনিধনা বিদ্যারূপা বেদবাণী স্বয়ম্ভূ কর্ত্তৃক শিষ্য-প্রশিষ্যক্রমে প্রবর্ত্তিতা হয়েন। রাত্রিসূক্তের তৃতীয় মন্ত্রের ব্যাখ্যা। উষাকে যে কারণে রাত্রির ভগিনী বলা হইয়াছে; মায়ার স্বরূপ; নিঘণ্টুকৃত মায়ার ব্যুৎপত্তি। ঋগ্বেদের তৃতীয় ও চতুর্থ অষ্টকে 'মায়া' শব্দের প্রয়োগ, শ্রীমদ্ভাগবতে 'মায়া' শব্দের প্রয়োগ। রাত্রিসূক্তের ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম ও অষ্টম মন্ত্রের ব্যাখ্যা। রাত্রিসূক্তের পরিশিষ্টে 'রাত্রি' পদের যদর্থে প্রয়োগ হইয়াছে। সামবিধান

সপ্তম পরিচ্ছেদ (পূর্ব্বার্দ্ধ)

অশুদ্ধি শোধন।

পৃষ্ঠা।	পংক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
৪	৩	উপাসনাকে	উপাসনাকে
৮	১৫	প্রতাক্ষ সমবায়	প্রত্যক্ষ সমবায়
”	ফুট্‌নোট্	Sclence	Science
১৩	১০	বুক্‌নার্	কুক্
১৪	৯	ভূততন্ত্র	ভূততন্ত্র
৩২	৬	অন্তর্ব হিঃ	অন্তর্ব হিঃ
৩৩	২	অর্থক	অর্থ কি
৩৮	ফুট্‌নোট্	রিনতিশয়সর্ব্বজ্ঞবীজঃ	নিরতিশয়সর্ব্বজ্ঞবীজঃ
৪৩	১০	হূলদর্শী	স্থূলদর্শী
৪৩	১৩	শবই	শিবই
৪৭	২১	ইদানীন্তর	ইদানীন্তন
৪৮	৬	বেবল অপনার	কেবল আপনার
৫২	ফুট্‌নোট্	বিধায়	বিধায়ন
৬৪	”	পুকরূপ	পুরুরূপ
৭২	৫	আন্তর	আন্তর
৭৭	১০	মহানারাণ	মহানারায়ণ
১০৪	২০	স্ব কার	স্বীকার,
১০৭	৯	জলস্তীং	জলস্তীং
১২২	ফুট্‌নোট্	মসুরষং	মসুরত্বং

শ্রীসদাশিবঃ

শরণং।

রমাবোধ।

শিবরাত্রি ও শিবপূজা।

প্রস্তাবনা।

ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান।

'ধর্ম্ম' শব্দটী অধুনা সাধারণতঃ যদর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, 'ধর্ম্ম' শব্দ উচ্চারিত হইলে ইদানীং সাধারণের মনে যে অর্থ প্রতিভাত হয়, আমার বিশ্বাস, নিখিল ধর্ম্মপ্রসূতি সনাতনী শ্রুতি এবং শ্রুতিমূলক শাস্ত্রসমূহে 'ধর্ম্ম' শব্দ তাহা হইতে ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপের উপক্রমণিকার প্রথম খণ্ডের ২২৯ পৃষ্ঠাতে 'ধর্ম্ম' পদার্থ সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া 'ধর্ম্ম' শব্দ অধুনা সাধারণতঃ যদর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, বেদে ও বেদমূলক শাস্ত্র সমূহে 'ধর্ম্ম' শব্দ যে তাহা হইতে ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, প্রথমে এইরূপ বিশ্বাস উৎপন্ন হইয়াছিল। আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপে লিখিত হইয়াছে, 'ধর্ম্ম' কাহাকে বলে, বেদাদি শাস্ত্রসমূহকে জিজ্ঞাসা করিয়া আমরা এই প্রশ্নের যে উত্তর প্রাপ্ত হইয়াছি, পক্ষপাতবিরহিত উন্নিনীষু হৃদয় নিশ্চয়ই ইহা অস্বীকার করিবেন না যে, অন্য কোন দেশে কোন ব্যক্তি ধর্ম্মের সেইরূপ পূর্ণ লক্ষণ দিতে পারেন নাই। ধর্ম্মের পূর্ণ রূপ —ধর্ম্মের কমনীয় সত্য মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া, ত্রিতাপজ্বালা একেবারে প্রশমিত

করিতে হইলে, বেদোক্ত ধর্ম্মের স্বরূপজ্ঞানলাভ ও যথারীতি তদনুষ্ঠান করিতে হইবে। 'ধর্ম্ম' ও 'রিলিজন্' এক পদার্থ, যাঁহাদের এইরূপ বিশ্বাস, তাঁহারা কখন, 'যিনি বেদজ্ঞ ও বেদবোধিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠাতা, তিনিই প্রকৃত 'ধার্ম্মিক' এতদ্বাক্যের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না। 'ধর্ম্ম' ও 'রিলিজন্' বস্তুতঃ সর্ব্বাংশে সমান নহে, সমুদ্রের সহিত নদীর যে সম্বন্ধ, ধর্ম্মের সহিত রিলিজনেরও তদ্রূপ সম্বন্ধ। 'ধর্ম্ম' পূর্ণ, 'রিলিজন্' ইহার অংশ, 'ধর্ম্ম' প্রকৃতি, রিলিজন্ ইহার বিকৃতি, 'ধর্ম্ম' অপরিচ্ছিন্ন, রিলিজন্ ইহার পরিচ্ছিন্ন ভাববিশেষ। যাঁহারা পূর্ণ হইতে চাহেন না, পূর্ণ হইতে চাহিলেও, যাঁহাদের পূর্ণত্বপ্রাপকসাধনবিহীন সংকীর্ণ হৃদয়ে, পূর্ণের রূপ ও অপূর্ণরূপে ধৃত হইয়া থাকে, তাঁহারা ধর্ম্মকে রিলিজন্ হইতে ব্যাপকতর পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিবেন না—প্রাকৃতিক নিয়মে করিতে পারিবেন না। 'ধর্ম্ম' ও 'রিলিজন্' যদি এক পদার্থ হইত, তাহা হইলে, বিদেশীয় সুধীগণ 'রিলিজন্' ও 'বিজ্ঞানকে' (Science) পৃথক্ সামগ্রী মনে করিতেন না, তাহা হইলে, বিজ্ঞানকুশল ডাক্তার জন্ উইলিয়ম্ ড্রেপারকে রিলিজন্ ও বিজ্ঞানের বিরোধ প্রদর্শন করিয়া, বৃহদায়তন গ্রন্থ লিখিতে হইত না, * তাহা হইলে, ধীমান্ হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সারকে রিলিজন্ ও বিজ্ঞানের সামঞ্জস্য বিচার করিবার নিমিত্ত তাদৃশ আয়াস স্বীকার করিতে হইত না,

---

* বিজ্ঞানকুশল ডাক্তার ড্রেপারের রিলিজন্ ও বিজ্ঞান এই উভয়ের বিরোধ বিষয়ক ইতিহাস (History of the Conflict between Religion and Science) নামক গ্রন্থ যিনি পাঠ করিয়াছেন, তিনিই অবগত আছেন যে, ডাক্তার ড্রেপার্ জড়বিজ্ঞানের উন্নতিকেই চরমোন্নতি বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। রিলিজন্ দ্বারা বিশ্বের ব্যাপকতর দৃষ্টি লাভ করা যায় না, সুতরাং বিজ্ঞানের সহিত তুলনা করিলে, রিলিজনকে অকিঞ্চিৎকর পদার্থ বলিতে হইবে। বিজ্ঞানই মানবের স্থির অবলম্বন, বিজ্ঞান দ্বারাই বিশ্বের প্রকৃত রূপ দেখিতে পাওয়া যায়, বিজ্ঞান ঈশ্বরের ভীষণতর রূপ আমাদের নয়ন সম্মুখে ধারণ করে ("In that conflict Science alone will stand secure ; for it has given us grander views of the universe, more awful views of God.")। ডাক্তার ড্রেপার রিলিজন্ বলিতে যাহা বুঝিয়াছিলেন, ধর্ম্ম নিশ্চয়ই তৎপদার্থ নহে।

তাহা হইলে, বিজ্ঞানের অভ্যুদয়ে রিলিজন্ বাত্যাহত কদলী বৃক্ষের ন্যায় কম্পান্বিত কলেবর হইত না, তাহা হইলে, বৈজ্ঞানিকের সমীপে রিলিজন্ অকিঞ্চিৎকর পদার্থ জ্ঞানে হেয় হইত না, বিদেশীয় কোবিদগণ, তাহা হইলে, কর্ত্তব্য নীতিকে (Morality) রিলিজনের সীমা বহির্ভূত মনে করিতেন না। মহর্ষি কণাদ বলিয়াছেন, যাহা হইতে নিত্যানিত্য দ্বিবিধ কল্যাণই সাধিত হয়, যাহা অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স (নিশ্চিত শ্রেয়ঃ—স্থির কল্যাণ)-হেতু, তাহা 'ধৰ্ম্ম'। বিদেশীয় সুধীবর্গ যদি রিলিজন্‌কে এই দৃষ্টিতে দেখিতেন, তাহা হইলে, 'রিলিজন্' ও 'ধৰ্ম্ম' সমান পদার্থ হইত।

আৰ্য্যশাস্ত্রপ্রদীপকারের এই সকল কথা শুনিয়া, ইহারা যুক্তিসঙ্গত কি না, যথাশক্তি তাহা বিচার করিয়াছি। সংশয় দূর করিবার উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসা নাস্তিকতা নহে, বেদের অবিরোধি-তর্ক দ্বারা শ্রুত বিষয়ের অর্থের অনুসন্ধান, শ্রুত বিষয়ের সম্ভাবিতত্বের বিচার অবশ্য কর্ত্তব্য, আৰ্য্যশাস্ত্র-প্রদীপকারের মুখ হইতে বহুবার এইরূপ উপদেশ শ্রবণ করিয়াছি। বিচার করিয়া উপলব্ধি হইয়াছে, আর্যশাস্ত্রপ্রদীপকারের কথা বেদসম্মত, যুক্তি-সঙ্গত। মহর্ষি কণাদ ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, প্রবৃত্তিমূলক ও নিবৃত্তিমূলক এই দ্বিবিধ ধর্ম্মেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, বিজ্ঞান যে, ধৰ্ম্ম পদার্থ হইতে ভিন্ন সামগ্রী নহে, মহর্ষি কণাদের বৈশেষিক দর্শন পাঠ করিলে, অসন্দিগ্ধভাবে তাহা প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। ভূত ও শক্তিবিষয়ক সমীচীন জ্ঞান যে, ধার্ম্মিকের কদাচ উপেক্ষণীয় নহে, ধার্ম্মিকের যে ভূত ও শক্তি-বিষয়ক জ্ঞানার্জ্জনের প্রয়োজন আছে, মহর্ষি কণাদের বৈশেষিক দর্শন পাঠ করিলে তাহা বুঝিতে পারা যায়। মহর্ষি কণাদ ভূত ও শক্তিবিষয়ক তত্ত্বজ্ঞানার্জ্জনকে অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিরূপ পুরুষার্থের সাধনবিশেষ বলিয়াছেন, সাৰ্ব্বভৌম সত্যের রূপাবলোকনই যে, মানুষের সর্ব্বপ্রকার পুরুষার্থসিদ্ধির হেতু, মহর্ষি কণাদ তাহাই বুঝাইয়াছেন, সত্যই যে, বেদ-বোধিত ধর্ম্মের স্বরূপ, মহর্ষি কণাদ তাহাই সপ্রমাণ করিয়াছেন,

মহাভারতের ভৃগু-ভরদ্বাজ সংবাদ পাঠ করিলেও স্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন হয়, সত্য, সুখ, ধর্ম্ম, জ্ঞান ও বেদ ইহারা এক পদার্থেরই ভিন্ন ভিন্ন নাম।*

যথার্থ বিজ্ঞান কি ঈশ্বর ও ঈশ্বরের উপাসনাকে ত্যাগ করিতে পারেন ?

জিজ্ঞাস্য হইবে, ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান যদি ভিন্ন পদার্থ না হয়, তাহা হইলে, এই উভয়ের মধ্যে এত বিরোধ থাকিবার কারণ কি ? তাহা হইলে, বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে অনেকে ধর্ম্মানুষ্ঠাতাকে বিজ্ঞানালোকবিহীন মনে করেন কেন ? ঈশ্বরবিশ্বাস যে অসভ্যোচিত, বৈজ্ঞানিকেরা তৎপ্রতিপাদনার্থ বহু আয়াস স্বীকার পূর্ব্বক বহু গ্রন্থ লিখিয়াছেন, লিখিয়া থাকেন কেন ? ধর্ম্মানুষ্ঠাতারাই বা কি নিমিত্ত সাধারণতঃ বিজ্ঞান-বিদ্বেষী হইয়া থাকেন ? বৈজ্ঞানিক হইলে কি, ঈশ্বরোপাসনার প্রয়োজন থাকে না ? ঈশ্বরোপাসনা কি, বস্তুতঃ মূর্খের কার্য্য ? বর্ব্বরোচিত ব্যাপার ?

যে ঈশ্বর জ্ঞান-বিজ্ঞানময়, যে ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্, যে অখণ্ড সচ্চিদানন্দময় ঈশ্বরের সত্তাতেই সকলে সত্তাবান্, যে ঈশ্বর লোকত্রয়কে

---

* "ভৃগুরুবাচ। সত্যং ব্রহ্ম তপঃ সত্যং সত্যং সৃজতি চ প্রজাঃ। সত্যেন ধার্য্যতে লোকঃ স্বর্গং সত্যেন গচ্ছতি॥

* * *। তত্র যৎ সত্যং স ধর্ম্মো যো ধর্ম্মঃ স প্রকাশো যঃ প্রকাশস্তৎসুখমিতি। তত্র যদনৃতং সোঽধর্ম্মো যোঽধর্ম্মস্তত্তমো যত্তমস্তদ্দুঃখমিতি॥"—মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব ১৮৮ অধ্যায়।

সত্যই যে বেদবোধিত ধর্ম্মের স্বরূপ, তাহা ঋগ্বেদের তৃতীয়াষ্টকের ষষ্ঠ অধ্যায়, অষ্টমাষ্টকের তৃতীয় অধ্যায়, এবং শতপথব্রাহ্মণের চতুর্দ্দশ কাণ্ড পাঠ করিলে পাঠক তাহা জানিতে পারিবেন।

ধরিয়া আছেন, যে ঈশ্বর স্থাবর-জঙ্গম জগতের নিয়ন্তা—রাজা, যে ঈশ্বর সকলের অন্তর্যামী, প্রাণিগণের অন্তরে থাকিয়া যিনি সকলকে শিক্ষা প্রদান করেন, যিনি আত্মদ, বলদ, মনুষ্যাদি নিখিল জীব ও অমরবৃন্দ যাঁহার আজ্ঞা অবনতশিরে পরিপালন করিয়া থাকেন, যাঁহার উপাসনা করিয়া থাকেন, যাঁহার ছায়া—আশ্রয়, 'আমি তোমার' বলিয়া যাঁহার শরণাগত হওয়া সর্ব্বসুখের কারণ, সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তির একমাত্র উপায়, মোক্ষলাভের একমাত্র কারণ, যাঁহাকে বিস্মৃত হওয়া, যাঁহার প্রপন্ন না হওয়া নরক হেতু, বেদ বলিয়াছেন, তাঁহার উপাসনা না করিয়া, তাঁহার শরণাগত না হইয়া কেহ কি থাকিতে পারে? † অপরিচ্ছিন্ন সৎকে, অনন্ত জ্ঞানকে, অপরিমিত আনন্দকে ত্যাগপূর্ব্বক কেহ কি ক্ষণকালও অবস্থান করিতে সমর্থ হয়? অতএব প্রকৃত বিজ্ঞান কখন ঈশ্বরকে ত্যাগ করিতে পারে না, যথার্থ বৈজ্ঞানিক কদাচ ঈশ্বরের উপাসনা না করিয়া থাকিতে পারেন না। তাহা হইলে, বিজ্ঞান (Science) ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করেন, বৈজ্ঞানিকগণ ঈশ্বর-বিশ্বাসকে বিজ্ঞানবিহীন মূর্খের কার্য্য বলিয়া থাকেন, ঈশ্বরোপাসনা বর্ব্বরোচিত ব্যাপার বলিয়া উপহাস করেন, ইহা কি মিথ্যা?

নিশ্চয় মিথ্যা। যথার্থ বিজ্ঞান, বিজ্ঞানময়কে প্রত্যাখ্যান করিতে পারে কি? প্রকৃত বৈজ্ঞানিকের সকল কর্ম্মই ঈশ্বরোপাসনা ভিন্ন অন্য

---

† "য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবাঃ। যস্য ছায়াঽমৃতং যস্য মৃত্যুঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥"—তৈত্তিরীয় আরণ্যক।

" * * * যস্য পরমাত্মনশ্ছায়াঽঽশ্রয়ঃ শরণাগতত্বমমৃতং মোক্ষহেতুর্যস্যা-শরণাগতত্বং মৃত্যুর্নরকহেতুঃ। * * ।"—তৈত্তিরীয়ারণ্যক ভাষ্য।

ঋগ্বেদের এই মন্ত্রের সায়ণভাষ্য একটু অন্যরূপ, যথা:—" * * * অমৃতং * * তদপি যস্য প্রজাপতেঃ ছায়া ছায়েব ভবতি মৃত্যুর্যমশ্চ প্রাণাপহারী ছায়েব ভবতি * * ৮ ", অর্থাৎ, মৃত্যু এবং অমৃত, উভয়ই যাঁহার ছায়া, উভয়ই যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আছে ইত্যাদি।

কিছু হইতে পারে না। অজ্ঞান বা স্বল্পজ্ঞানই পূর্ণ বিজ্ঞানকে, বিশুদ্ধ জ্ঞানকে দেখিতে পায় না, অল্পজ্ঞই অকৃতজ্ঞ হয়, এবং অকৃতজ্ঞই ঈশ্বর-বিমুখ হইয়া থাকে, বিজ্ঞান ও দর্শনের পল্লবগ্রাহিতা বা ভাসা-ভাসা জ্ঞানই মানুষকে ঈশ্বরবিমুখ বা নাস্তিক করে, এবং ইহাদের সমীচীন জ্ঞানের উদয় হইলে, আস্তিক্যবুদ্ধির আবির্ভাব হইয়া থাকে। * অজ্ঞ, অকৃতজ্ঞ বা অল্পজ্ঞই ঈশ্বরোপাসনাকে নিষ্প্রয়োজন মনে করেন। অজ্ঞান বশতঃ ইহাঁরা ঈশ্বরোপাসনাকে নিষ্প্রয়োজন মনে করেন বটে, কিন্তু ইহাঁরা কি বস্তুতঃ কাহারও উপাসনা না করিয়া থাকিতে পারেন? দুর্ভাগ্যনিবন্ধন যাঁহার উপাসনা করিলে, কৃতার্থ হইবেন, তাঁহার উপাসনা করিতে চাহেন না, কিন্তু তাঁহার পরিচ্ছিন্ন শক্তির উপাসনা না করিয়া ইহাঁরা ক্ষণকালও অবস্থান করিতে সমর্থ হন্ না। হীনশক্তি, শক্তিমান্ হইতে ইচ্ছা করেন, অল্পজ্ঞ বহুজ্ঞ হইতে ইচ্ছা করেন, আনন্দের প্রার্থী পূর্ণানন্দকে ত্যাগ পূর্ব্বক স্বল্পানন্দভাকের সেবা করেন, তাঁহার আশ্রয় লইতে সতত উৎসাহী হইয়া থাকেন, রাজার আশ্রয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাজার অধস্তন কর্ম্মচারীর, রাজার

* ডাঃ চামার্স্ এবং লর্ড বেকন্ এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, নিম্নে হিচকক্ প্রণীত Religion of Geology নামক গ্রন্থ হইতে তাহা উদ্ধৃত হইল :—

"In the following extract it will be seen that Dr. Chalmers imputes the religious scepticism connected with science, chiefly to a superficial acquaintance with science. His remarks may seem unreasonably severe and sweeping: nevertheless, they deserve consideration. And they accord with the idea of Lord Bacon, who says, 'A smattering of philosophy leads to atheism; whereas a thorough acquaintance with it brings a man back again to religion.' 'We have heard' Dr. Chalmers remarks, 'that the study of natural science disposes to infidelity. But we feel persuaded that this is a danger associated only with a slight and partial, never with a deep and adequate, and comprehensive, view of its principles. * * * .'—Chalmers' Works, Vol. VII, p. 262."

সত্তাতে সত্তাবানের পরিচর্য্যা করেন, ভূতনাথ শিবকে ছাড়িয়া ভূতের উপাসনা করিয়া কৃতার্থ হইতে যত্নশীল হয়েন। অতএব যথার্থ বিজ্ঞান ঈশ্বরকে ও ঈশ্বরের উপাসনাকে কখনও ত্যাগ করিতে পারেন না।

যথার্থ বিজ্ঞান বা প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ঈশ্বর ও ঈশ্বরের উপাসনাকে ত্যাগ করিতে পারেন না, এই কথার তাৎপর্য্য।

যথার্থ বিজ্ঞান বা প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ঈশ্বর ও ঈশ্বরের উপাসনাকে ত্যাগ করিতে পারেন না, এই কথার তাৎপর্য্য কি, তাহা জানিতে হইলে, যথার্থ বিজ্ঞানের ও প্রকৃত বৈজ্ঞানিকের লক্ষণ কি, এবং ঈশ্বর কোন্ পদার্থ, তাহা প্রথমে অবধারণ করা আবশ্যক।

যথার্থ বিজ্ঞান ও প্রকৃত বৈজ্ঞানিকের লক্ষণ।

আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপের উপক্রমণিকার দ্বিতীয়াংশে 'বিজ্ঞান' শব্দটী যে, শাস্ত্রে বহু অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা উক্ত হইয়াছে। মেদিনীতে 'জ্ঞান' ও 'কর্ম্ম' এই দ্বিবিধ অর্থ ধৃত হইয়াছে। অমরসিংহ মোক্ষোপযোগি জ্ঞানকে 'জ্ঞান' এবং তদন্যফলিকা (মোক্ষ যাহার ফল নহে) শিল্প ও শাস্ত্র-বিষয়িণী বুদ্ধিকে (Worldly or profane knowledge derived from world'y experience opposed to জ্ঞান—which is knowledge of 'ব্রহ্ম') বিজ্ঞান বলিয়াছেন। শ্রুতিতে 'আত্মৈক্য জ্ঞান', 'বিবেক বুদ্ধি',

'বিজ্ঞান' শব্দ ইত্যাদি অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। * ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গীতার সপ্তম অধ্যায়ে স্বানুভবার্থে 'বিজ্ঞান' শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন ("জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।")। কূর্ম্মপুরাণে নির্ম্মল, নির্ব্বিকল্প, অব্যয়, ব্রহ্মজ্ঞান বুঝাইতে বিজ্ঞান শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। † সায়ান্স্ (Science) শব্দ ইদানীং বিজ্ঞান শব্দ দ্বারা অনূদিত হইয়া থাকে। অমরসিংহ বিজ্ঞান শব্দের যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, ইংরাজী সায়ান্স্ (Science) কথাটী তদর্থেরই বাচক। কি পাশ্চাত্য দর্শন, কি বিজ্ঞান (Science) এতদুভয়ের কেহই স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের সীমা অতিক্রম করিতে ইচ্ছুক বা সমর্থ নহেন। বিজ্ঞানবিৎ টিন্ড্যাল্ স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়াছেন, বিজ্ঞান (Science) প্রকৃতির (Nature) আদ্যন্তের কোন সমাচার জানে না। এই রহস্যের উদ্ভেদার্থ বিজ্ঞান কর প্রসারণ করিয়াছিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হয় নাই, ইহা দুর্ভেদ্য রহস্য। ‡ পূজ্যপাদ ভার্গব শিবরামকিঙ্করের ঈশ্বরানুগ্রহ নামক সম্ভাষণ পাঠপূর্ব্বক বিদিত হইয়াছি, জার্ম্মণ দেশীয় জড়ৈকতত্ত্ববাদী অধ্যাপক হেকেল্ বলিয়াছেন, যাহারা যথার্থ বিজ্ঞানপদবাচ্য, তৎসমুদায় প্রত্যক্ষসমবায়, সকল বিজ্ঞানই প্রত্যক্ষ

* "বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃ প্রগ্রহবান্নরঃ। সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥"—কঠোপনিষৎ। "সঞ্জ্ঞানমাজ্ঞানং বিজ্ঞানং প্রজ্ঞানম্।"—ঐতরেয় আরণ্যক।

ইহা উহা হইতে বিশিষ্ট, এইরূপ বিবেকবুদ্ধিই এস্থলে 'বিজ্ঞান' শব্দের অভিপ্রেত অর্থ ("বিজ্ঞানং ইদমস্মাদ্বিশিষ্টমিত্যেবমাদিবিবেকঃ।"—সায়ণভাষ্য।)

বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম। * * * সর্ব্বে প্রাণা অনুৎক্রামন্তি স বিজ্ঞানোভবতি স বিজ্ঞানমেবান্ববক্রামতি।"—বৃহদারণ্যক উপনিষৎ।

† "তস্মাদ্বিজ্ঞানমেবাস্তি ন প্রপঞ্চো ন সংস্থিতিঃ। অজ্ঞানেনাবৃতং লোকে বিজ্ঞানং তেন মুহ্যতি॥

বিজ্ঞানং নির্ম্মলং সূক্ষ্মং নির্ব্বিকল্পং যদব্যয়ম্। অজ্ঞানমিতরৎ সর্ব্বং বিজ্ঞানমিতি তন্মতম্॥"—কূর্ম্মপুরাণ, উপরিবিভাগ, ২য় অধ্যায়।

‡ "Science understands much of this intermediate phase of things that we call nature, of which it is the product; but science knows

হইতে জন্মলাভ করে। বৈজ্ঞানিক অনুভব দর্শন ও পরীক্ষা দ্বারাই (Observation and Experiment) হইয়া থাকে। হেকেলের মতে কেবল বিচার (Reasoning) দ্বারাই আমরা জগদ্বিষয়ক বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি, বিচার দ্বারাই আমাদের জগৎ সম্বন্ধীয় প্রধান প্রধান প্রশ্ন সকলের সমাধান হইয়া থাকে, বিচারশক্তিই মানুষের সর্ব্বোৎকৃষ্ট দান (Gift) বিচারশক্তিই মানুষের একমাত্র অসাধারণ অধিকার (Prerogative) ইহাই বস্তুতঃ মানুষকে ইতর প্রাণিগণ হইতে পৃথক্ করে। হেকেল্ বলিয়াছেন, এখনও অনেকে ঈশ্বরসম বিচারশক্তি ব্যতীত জ্ঞানার্জ্জনের ঐশ উন্মেষ (Revelation) আপ্তোপদেশকে স্থিরতর মার্গ বলিয়া বিশ্বাস করে। বিনা বিলম্বে এইরূপ অনিষ্টকর ভ্রমকে আমাদের প্রোৎসারিত করা কর্ত্তব্য। অধ্যাপক হেকেল্ ঐশ উন্মেষ বা অলৌকিক আপ্তোপদেশ ও বিশ্বাস বিষয়ক তথ্যকে (Truth of faith) বুদ্ধিপূর্ব্বক অথবা অবুদ্ধি পূর্ব্বক প্রতারণামূলক বলিয়াছেন। * "শিবরাত্রি ও শিবপূজাতে" উক্ত হইয়াছে, অন্নপূর্ণা উপনিষদে, পদ্মপুরাণে, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে বিচারের বহু প্রশংসা এবং বিচার বিহীনের বহু নিন্দা আছে। যাহার চিত্ত সর্ব্বদা বিচারপর নহে, অন্নপূর্ণা উপনিষৎ ও পদ্মপুরাণ বলিয়াছেন, তাহাকে মৃত বলিয়াই জানিবে, শ্বাস, প্রশ্বাস, আহার প্রভৃতি জীবিতের কর্ম্ম করিলেও সে বস্তুতঃ জীবিত

nothing of the origin or destiny of nature. Who or what made the Sun, and gave his rays their alleged power? who or what made and bestowed upon the ultimate particles of matter their wondrous power of varied interaction? Science does not know the mystery, though pushed back, remains unaltered".—Fragments of Science, Vol. II, p. 52.

* "By reason only can we attain to a correct knowledge of the world and a solution of its great problems. Reason is man's highest gift, the only prerogative that essentially distinguishes him from the lower animals. * * * Yet the opinion still obtains in many quarters that, besides our god-like reason, we have two further (and

নহে, তাহার জীবন অনর্থক। * * * এমন কোন বিষয় নাই, যাহার স্বরূপ বিনা বিচারে নির্ণীত হয়, বিচারই সাধুদিগের গতি, বিচার না করিলে, মোহভঙ্গ হয় না, অজ্ঞানের নাশ হয় না; বিচার ব্যতীত বিদ্বান্‌দিগের অন্য উপায় নাই, বিচার দ্বারাই ধীমান্‌দিগের বল, বুদ্ধি, তেজঃ, প্রতিপত্তি, ক্রিয়ানুষ্ঠান এই সমুদায় সফল হয়, কি যুক্ত, কি অযুক্ত, কি সত্য, কি মিথ্যা, তাহা নিশ্চয় করিবার পথে বিচার মহাদীপ-স্বরূপ। যথোচিত বিচারশক্তির অভাব বশত'ই মানুষ শিবের স্বরূপ জানিতে পারে না, যাঁহা হইতে প্রকৃত কল্যাণ হয়, যিনিই বস্তুতঃ কল্যাণময়, তাঁহাকে জানিতে চায় না, তাঁহাকে জানিবার প্রয়োজন উপলব্ধি করে না। যাঁহারা নাস্তিক, যাঁহারা সর্ব্বশক্তিমান্‌কে, সর্ব্বশক্তির কেন্দ্রভবনকে ত্যাগ করিয়া, পরিচ্ছিন্ন সুখের জন্য ক্ষুদ্র বা পরিচ্ছিন্ন শক্তির উপাসনা করেন, তাঁহাদিগকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে,—'কেবল বিচার দ্বারাই, আমরা শুদ্ধ জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি, বিচার দ্বারাই দুর্ব্বিজ্ঞেয় জাগতিক রহস্যের ভেদ হইয়া থাকে, বিচারশক্তিই মানুষের সর্ব্বোৎকৃষ্ট দান, অসাধারণ অধিকার, ইহাই ইতর জীবসঙ্ঘ হইতে মানুষকে বিশেষিত করে'। দুঃখের সহিত বলিতেছি, বিচারের বিশুদ্ধ বা পূর্ণ রূপ ইহাঁরাও দেখেন নাই। যদি তাহা দেখিতেন, তাহা হইলে, নাস্তিক হইতেন না, তাহা হইলে, শিবই যে বস্তুতঃ শিব, শিবই যে, বিচারশক্তির মূল প্রসূতি, শিবই যে, সর্ব্ববিধ সুখের দাতা, শিবই যে, সর্ব্বপ্রকার দুঃখের নাশ

---

even surer!) methods of receiving knowledge—Emotion and Revelation. We must at once dispose of this dangerous error. Emotion has nothing whatever to do with the attainment of truth. * * * And the same must be said of the so-called "revelation" and of the "truths of faith" which it is supposed to communicate; they are based entirely on a deception, consciously or unconsciously * * "—*The Riddle of the Universe, P. 6—7.*

কর্ত্তা, শিবই যে, বিশ্বের ধ্রুব আধার—অবিচালি বিশ্রামস্থল, বিনা আপত্তিতে তাঁহারা তাহা স্বীকার করিতেন। বেদ হইতেই বিচারশক্তির স্ফুরণ ও প্রসারণ হইয়া থাকে, বেদই বিচারশক্তির কেন্দ্রভবন। বেদ বিশ্বের প্রাণশক্তি, বেদই বিশ্বের মন বা হিরণ্যগর্ভ; মহীধর তা'ই বলিয়াছেন, শিব শাস্ত্রাদিরূপে জ্ঞান প্রদান করেন, বেদ-শাস্ত্রময় শিবের জ্ঞানপ্রদত্বই মোক্ষসুখকারিত্ব, শিব বেদশাস্ত্র দ্বারা অজ্ঞানকে প্রোৎসারণ পূর্ব্বক মোক্ষপ্রদ জ্ঞান দান করেন বলিয়াই তাঁহার মোক্ষকারিত্ব সিদ্ধ হয়। বিচার ব্যতিরেকে জ্ঞান হয় না; বিচারশক্তি বেদ বা শিব হইতে স্ফুরিত হয়, সম্প্রসারিত হয়। জলাশয়ে লোষ্ট্রাদি নিক্ষেপ করিলে, যেমন চক্রাকার গতি উৎপন্ন হইতে হইতে তীরে গিয়া লাগে, সেইরূপ সর্ব্বগত—সর্ব্বব্যাপক সংবিৎ—চিৎশক্তি, প্রাণস্পন্দন দ্বারা চিত্তভূমিতে তরঙ্গ উৎপাদন করে। ইহা হইতে বিচারশক্তির স্ফুরণ হয়, সম্প্রসারণ হয়। * * * বিচার যে, বেদমূলক, বিচার হইতে যে, সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের বিকাশ হইয়া থাকে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। * * * প্রাণের স্পন্দন যদি ছন্দানুসারে হয়, তাহা হইলে, বিদ্যুৎ প্রকাশের ন্যায় বিচারশক্তির স্ফুরণ হইবেই, যিনি বিচারবিহীন, তমোগুণের আধিক্য ও সত্ত্বগুণের হ্রাস বশতঃ যাঁহার বিচারশক্তির (আকাশে স্পন্দন কম হইলে, যেমন আলোকের অভিব্যক্তির হ্রাস হয়, সেইরূপ) স্ফুরণ হয় না, তিনি মৃত বা জড়বৎ, সন্দেহ নাই।

অধ্যাপক হেকেল্ যে বিচারশক্তির ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন, যাহাকে ঈশ্বরসম বলিয়াছেন, তিনি যে বিচারের প্রকৃতরূপ দেখিতে পান নাই, তাহা নিঃসন্দেহ। যে হেকেল্ ঐশ উন্মেষকে, অলৌকিক প্রত্যক্ষকে বুদ্ধিপূর্ব্বক অথবা অবুদ্ধিপূর্ব্বক প্রতারণামূলক বলিয়াছেন, যে হেকেল্ 'নেচার (Nature) বলিতে আমি যৎপদার্থকে লক্ষ্য করি, তদ্ব্যতীত কোন অতিপ্রাকৃতিক (Super-natural) ও আধ্যাত্মিক (Spiritual)

রাজ্য আছে কিনা তাহা আমি জানি না, ধর্ম্মগ্রন্থ সকলের কল্পিত কথায়—উপাখ্যানে কিংবা আধ্যাত্মিক বিদ্যার কল্পনা ও নিজ মতানুসারে যে সমস্ত অতিপ্রাকৃতিক ও আধ্যাত্মিক পদার্থ বর্ণিত হইয়াছে, তাহারা কেবল কাব্য (Mere Poetry', তাহারা কল্পনার বিজৃম্ভণ (An outcome of imagination),—যে হেকেল্ এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন, * তিনি যে, যথার্থ বিজ্ঞানের রূপ দেখিতে পান নাই, তাঁহার বিচারশক্তি যে নিতান্ত পরিচ্ছিন্ন ছিল, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। ইন্দ্রিয়গম্য পদার্থসমূহই জ্ঞানের একমাত্র বিষয় নহে, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গ্রামই জ্ঞানকরণ নহে। কি সত্য, কি মিথ্যা, তাহা স্থির করিতে হইলে, প্রমাণের আশ্রয় গ্রহণ করিতেই হইবে, প্রমাণ দ্বারাই সত্যাসত্য নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। ন্যায়দর্শনপ্রণেতা মহর্ষি গোতমের এবং ন্যায়ভাষ্যকর্ত্তা বাৎস্যায়ন মুনির "তত্ত্বজ্ঞান সমাধিবিশেষের অভ্যাস দ্বারা হইয়া থাকে", এই কথা যে সত্য, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সমাধি দ্বারা নির্ধৌতমল প্রমাণই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। পাতঞ্জল দর্শনে যোগজ প্রজ্ঞাকে 'ঋতম্ভরা' বলা হইয়াছে। ঋত শব্দের অর্থ সত্য ; যে প্রজ্ঞা ঋত (সত্য) ভিন্ন অন্য কাহাকেও ধারণ করে না, যে প্রজ্ঞাতে মিথ্যাজ্ঞানের লেশ নাই, তাহাই 'ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা'। ঋতম্ভরা প্রজ্ঞাই যথার্থ বিজ্ঞান।

ঈশ্বর চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের অবেদ্য, পরোক্ষ বা অলৌকিক পদার্থ, অতএব স্থূল প্রত্যক্ষ ও তন্মূলক অনুমান প্রমাণ দ্বারা অতীন্দ্রিয় ঈশ্বর পদার্থের সিদ্ধি—স্বরূপাবগতি হইতে পারে না। যে বিজ্ঞান চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গম্য পদার্থ ভিন্ন অন্য কোন পদার্থকে দেখিতে পায় না, সে বিজ্ঞান

* "Whether there is a realm of the supernatural and spiritual beyond nature we do not know. All that is said of it in religious myths and legends, or metaphysical speculations and dogmas is mere poetry and an outcome of imagination."—*The Wonders of Life, p. 89.*

দ্বারা যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হইতে পারে না, তাহা বলা বাহুল্য। যে বিজ্ঞান দ্বারা অলৌকিক পদার্থকেও জানিতে পারা যায়, সেই বিজ্ঞান দ্বারাই ঈশ্বরের স্বরূপ পূর্ণভাবে অবধারিত হইয়া থাকে। সাংখ্যকারিকাতে ও পূর্ব্ব মীমাংসাদর্শনে উক্ত হইয়াছে, মহদাদির সৃষ্টিক্রম, স্বর্গ, ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অপূর্ব্ব ও দেবতাদির জ্ঞান প্রত্যক্ষ বা অনুমান দ্বারা হয় না, এই সকল অতীন্দ্রিয় পদার্থের জ্ঞান একমাত্র শাস্ত্র বা আপ্তোপদেশ দ্বারাই হইতে পারে।

বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যেও ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসবান্ পুরুষ ছিলেন, আছেন। গ্রোভ্ ঈশ্বরেচ্ছাকেই নিখিল কার্য্যের মূল কারণ বলিয়াছেন, বিশ্বের সৃষ্টি যে ঈশ্বরকৃতি, তাহা স্বীকার করিয়াছেন। রসায়নতন্ত্রকুশল বুক্‌নার অনন্তজ্ঞানময়, আমাদের সমন্তাৎ বিদ্যমান, আমাদের অন্তরে, আমাদের পার্শ্বে, আমাদের ঊর্দ্ধে প্রদীপ্যমান ঈশ্বর পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

জিজ্ঞাস্য হইবে, যে বিজ্ঞানের সেবা করিয়া হেকেল্, বুক্‌নার প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ ঈশ্বরকে তাড়াইবার চেষ্টা করিয়াছেন, সেই বিজ্ঞানের সেবক হইয়াও, রাত-দিন সেই বিজ্ঞানের সঙ্গ করিয়াও গ্রোভ্, টেট্, কুক্ প্রভৃতি যে, ঈশ্বরবিশ্বাসী হইয়াছিলেন, তাহার কারণ কি ?

পূজ্যপাদ ভার্গব শিবরাম কিঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইয়াছি, বিশুদ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের সনাতন প্রসূতি বেদপ্রাপ্ত প্রতিভাই, জ্ঞানময়, বিজ্ঞানময় শিবকৃপাই তাহার কারণ। 'বিচার' পদার্থ সম্বন্ধে সংক্ষেপে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিতে পারিলে, যথোক্ত সমাধানের তাৎপর্য্য সুখবোধ্য হইবে। ধীমান্ বৈজ্ঞানিক হিচ্‌কক্ বলিয়াছেন, বিজ্ঞান (Science) পরমেশ্বরের ভূত ও ভৌতিক পদার্থ এবং মনের উপরি কর্ত্তৃত্বের—ক্রিয়াকারিত্বের ইতিহাস। * পূজ্যচরণ ভার্গব শিবরাম

* "Scientific truth is but another name for the laws of nature. And a law of nature is merely the uniform mode in which the Deity

কিন্তুর তাঁহার 'বেদ বিশ্বজগতের নিত্য ইতিহাস' শীর্ষক প্রস্তাবে বলিয়াছেন, হিচ্‌কক্‌ বিজ্ঞানের যে লক্ষণ বলিয়াছেন, তদনুসারে আমরা বেদকেই প্রকৃত বিজ্ঞান বলিয়া অবধারণ করিয়াছি। জগৎকে বিশ্লেষ করিলে, প্রকাশশীল সত্ত্ব, ক্রিয়াশীল রজঃ ও স্থিতিশীল তমঃ এই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি ও চিন্ময় পুরুষ এই দুইটী পদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাঁহারা নিবিষ্ট চিত্তে বিজ্ঞানের অনুশীলন করিয়াছেন, করিয়া থাকেন, যাঁহারা বৈদিক প্রতিভাবিশিষ্ট, আমাদের বিশ্বাস, বিজ্ঞান যে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির যথাপ্রয়োজন স্তুতিপূর্ণ, তাহা তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে। ভূততন্ত্র (Physics), রসায়নতন্ত্র (Chemistry), জ্যোতিষ (Astronomy) ইত্যাদি বিজ্ঞান শাখা সমূহ যে সকল সত্য বা ধর্ম্মের স্বরূপ বর্ণন করেন, বা করিবার চেষ্টা করেন, তাহারা ত্রিগুণাত্মক জগতের ইন্দ্রিয়গম্য সত্য বা ধর্ম্ম ভিন্ন অন্য কিছু নহে। অতএব বেদই বিশুদ্ধ বা যথার্থ বিজ্ঞান। জড়বিজ্ঞান যে সকল তত্ত্বের অনুসন্ধান করেন না, যে সকল তত্ত্বের অনুসন্ধান ব্যতিরেকে মানব কৃতকৃত্য হইতে পারেনা, যাহা না জানিলে, মানবের জ্ঞানপিপাসা চরিতার্থ হয়না, যাহাকে না পাইলে, মানবের ঈপ্সিততম সমধিগত হয় না, বেদ ভিন্ন কেহ তৎপদার্থের সন্ধান দিতে পারেন না, অণুবীক্ষণ-দূরবীক্ষণাদি যন্ত্রসমূহের অদৃশ্য পদার্থের সন্দর্শনের বেদই একমাত্র দর্শন। শাস্ত্র এই নিমিত্ত বলিয়াছেন, বেদ ভিন্ন আর কেহ প্রকৃত ধর্ম্মাভিধায়ক নহেন, মুমুক্ষু মানবের বেদ ভিন্ন অন্য আশ্রয়ণীয় পদার্থ নাই। অতএব বেদই যথার্থ বিজ্ঞান, যথার্থ বেদজ্ঞই প্রকৃত বৈজ্ঞানিক। স্থূল প্রত্যক্ষ ও তন্মূলক অনুমান, এই প্রমাণদ্বয়ের অজ্ঞেয় পদার্থ জানিবার উপায়, 'আপ্তোপদেশ'। শাস্ত্রোক্তলক্ষণবিশিষ্ট

---

operates in the created universe. It follows, then, that science is only a history of the divine operations in matter and mind".—*The Religion of Geology by Edward Hitchcock, D. D., LL. D., p. 290.*

আপ্তোপদেশই জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল প্রসূতি, তর্ক-বিচার (Reason), দর্শন, পরীক্ষা (Observation, Experiment) ইহারা মূলতঃ আপ্তোপ-দেশকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। পূজ্যপাদ ভার্গব শিবরামকিঙ্কর স্বপ্রণীত ঈশ্বরানুগ্রহ নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন, শাস্ত্রোক্তলক্ষণবিশিষ্ট আপ্তোপদেশই জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল প্রসূতি, এই কথা ইদানীং অনেকের কাছে (বিশেষতঃ স্থূলপ্রত্যক্ষবাদীদিগের সমীপে) সারহীন রূপেই প্রতীয়মান হইবে। আপ্তোপদেশই যে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ, সন্দর্শন ও পরীক্ষা যে, মূলতঃ আপ্তোপদেশকে আশ্রয় করিয়া থাকে, নির্ব্বিতর্ক সমাধিই যে, পর (শ্রেষ্ঠ) প্রত্যক্ষ, ঈশ্বরানুগ্রহ নামক সম্ভাষণে এবং শিবরাত্রি ও শিবপূজা নামক গ্রন্থে তাহা বিশদভাবে প্রতিপাদন করা হইয়াছে। "বৈদিক আর্য্য স্বভাবতঃ ঈশ্বরভক্ত" অবিকৃত—স্বভাবে স্থিত, বেদপ্রাণ বৈদিক আর্য্য যে, স্বভাবতঃ ঈশ্বরভক্ত, 'বৈদিক আর্য্য স্বভাবতঃ রাজভক্ত' নামক গ্রন্থে তাহা স্পষ্টভাবে বুঝান হইয়াছে। স্থূল গ্রাহ্য বিষয়ক সমাধি হইতেই যে, জড়বিজ্ঞানের আবির্ভাব হইয়াছে, হইতেছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, যোগ ব্যতিরেকে যে, কোনরূপ পুরুষার্থের সিদ্ধি হয় না, আরাধ্যপদ ভার্গব শিবরামকিঙ্করের কৃপায় তাহার যথার্থভাবে অনুভব হইয়াছে। ঈশ্বরের অনুগ্রহ বিনা ঈশ্বরবিশ্বাস, ঈশ্বরানুরাগ হইতে পারে না। দুর্ভাগ্য বশতঃ যাঁহারা ঈশ্বরকে যথার্থভাবে জানিতে পারেন না, ঈশ্বরের প্রকৃত পূজা বা উপাসনা করিতে সমর্থ হ'ন না, তাঁহারাও যে স্থূলভাবে ঈশ্বরকে মানিয়া থাকেন, স্থূলভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করেন, 'শিবরাত্রি ও শিবপূজা'তে তাহা প্রমাণীকৃত হইয়াছে। 'শিব' ও 'শিবা' যে অভিন্ন, 'শিব+শিবাই যে ঈশ্বর,' 'শিবরাত্রি ও' শিবপূজা' পাঠ করিলে,তাহা অসন্দিগ্ধভাবে প্রতিপন্ন হইবে। যে হেকেলই বলিয়াছেন, 'ম্যাটার' (Matter) কখনও যে, 'স্পিরিট' (Spirit) ব্যতিরেকে অবস্থান বা ক্রিয়া করিতে পারেনা, এবং 'স্পিরিট' যে কখন ম্যাটার ব্যতিরেকে অবস্থান করেনা, গেটের (Goethe) সহিত আমার এই বিষয়ে মতৈক্য

আছে,* আমার বিশ্বাস, তিনি জীবিত থাকিলে, 'শিবরাত্রি ও শিবপূজা'তে শিব ও শিবার স্বরূপ যে ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা অবগত হইলে, আনন্দিত হইতেন, উপকৃত হইতেন। 'হেকেল্', 'হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার', 'হক্স্লী' প্রভৃতি জড়ৈকত্ববাদীরা যে, জড়বাদের উপরি স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারেন নাই,আরাধ্যপদ ভার্গব শিবরামকিঙ্কর বহু স্থলে তাহা বিশদ ভাবে সপ্রমাণ করিয়াছেন। যিনি শক্তির পূজা করেন, যিনি ভূত ও শক্তির নিত্যত্ব অঙ্গীকার করেন, পূর্ণত্বপ্রাপ্তি ভিন্ন পরিণামক্রমের (Evolution) পরিসমাপ্তি হয় না, যিনি এই কথা মানিয়াছেন, বিশুদ্ধভাবে না হইলেও, তিনি যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানেন, তিনি যে, ঈশ্বরের উপাসনা করেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ঈশ্বরের উপাসনা না করিয়া, জগতে কেহ কি থাকিতে পারেন? "উপাস্যের সহিত উপাসকের সম্মিলিত হইবার চেষ্টাই জগতের জগত্ব" পূজ্যপাদ ভার্গব শিবরামকিঙ্করের এই অমূল্যোপদেশের মূল্য কত, তাহা চিন্তনীয়। ঈশ্বর জগতের উপাদান কারণ, সুতরাং জগৎ হইতে অভিন্ন ; প্রকৃতিকে অন্তরালে (মধ্যে) রাখিয়া ঈশ্বর জগৎ উৎপাদন করেন ; ঈশ্বর প্রকৃতি হইতে অভিন্ন, জগৎ প্রকৃতি হইতে অভিন্ন, অতএব ঈশ্বর ও জগৎ অভিন্ন। 'শিবরাত্রি ও শিবপূজা'র এই সকল কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য পরিগৃহীত হইলে, ঈশ্বরের স্বরূপাবগতি হইবে, ভাগ্যবানের ঈশ্বর-বিষয়ক বিপ্রতিপত্তির নিরাস হইবে। 'ঈশ্বর জ্ঞানস্বরূপ', 'ঈশ্বর শক্তি-স্বরূপ', 'ঈশ্বর ঐশ্বর্য্যস্বরূপ', 'ঈশ্বর বলস্বরূপ', 'ঈশ্বর বীর্য্যস্বরূপ', 'ঈশ্বর তেজঃস্বরূপ', ঈশ্বরের এই ষাড়্গুণ্য বেদ-শাস্ত্রে পরিগীত হইয়াছে। জিজ্ঞাস্য হইবে, 'তবে ঈশ্বরকে নির্গুণ বলা হয় কেন?' 'শিবরাত্রি ও শিবপূজা'তে

* "On the contrary, we hold with Goethe, that "matter cannot exist and be operative without spirit, nor spirit without matter."—*The Riddle of the Universe*, P. 8.

এই প্রশ্নের যেরূপ সমাধান করা হইয়াছে, তাহার সারাংশ হইতেছে, প্রাকৃত গুণ ঈশ্বরকে স্পর্শ করিতে পারেনা, এই নিমিত্ত ঈশ্বরকে নির্গুণ বলা হইয়াছে ("অপ্রাকৃতগুণস্পর্শং নির্গুণং পরিগীয়তে। শৃণু নারদ! যাড়্গুণ্যং কথ্যমানং ময়ানঘ॥"—অহির্বুধ্ন্য সংহিতা)। প্রতীচ্য ঈশ্বর-তত্ত্বচিন্তকদিগের মধ্যে যাঁহারা ঈশ্বরের শক্তিময় রূপের, তাঁহার ঋতময় রূপের, তাঁহার প্রেমময় রূপের, (God revealed as Power, God revealed as Righteousness, God revealed as Love) স্বরূপ বর্ণনের চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা ঈশ্বরের যাড়্গুণ্যের তত্ত্ব অবগত হইলে, সুখী হইবেন, লাভবান্ হইবেন।

যথার্থ বিজ্ঞান ও প্রকৃত বৈজ্ঞানিক যে, ঈশ্বরকে ত্যাগ করিতে পারেন না, যথার্থ বিজ্ঞান যে, ঈশ্বর বা প্রকৃতিরই তত্ত্বান্বেষণ করেন, মানব যে প্রকৃতির নিকট হইতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান শিক্ষা করে, প্রকৃতির নিকট হইতেই, প্রকৃতির ইতিহাস শ্রবণ করে, 'বেদ বিশ্ব জগতের নিত্য ইতিহাস' নামক সম্ভাষণে তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। প্রকৃতি ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানোপদিষ্ট নেচার্ (Nature) যে সমান পদার্থ নহে, টিন্ড্যাল্, হেকেল্ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণের বচন হইতেই তাহা সপ্রমাণ হইয়াছে। 'ঈশ্বর' ও 'কাল', প্রকৃতি বা স্বভাবের নামান্তর ("ঈশঃ কালশ্চেতি স্বভাবস্যৈব নামান্তরম্।"—নীলকণ্ঠকৃত মহাভারত টীকা), অহির্বুধ্ন্য সংহিতাতেও এই কথা স্পষ্টভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব মানব প্রকৃতির নিকট হইতেই প্রাকৃতিক বিজ্ঞান শিক্ষা করে, প্রকৃতির নিকট হইতেই প্রকৃতির ইতিহাস শ্রবণ করে, এই সকল কথার পরিবর্ত্তে মানব ঈশ্বর বা কালের নিকট হইতেই প্রাকৃতিক ইতিহাস অবগত হয়, সর্ব্বজ্ঞ নিত্য ঈশ্বর হইতেই ব্রহ্মাদি গুরু-পরম্পরা ক্রমে জগতে নিখিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার হয়, এই কথা বলা যাইতে পারে। পাতঞ্জলদর্শন এইজন্য ঈশ্বরকে আদিগুরু বলিয়াছেন, ("স পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ।—

পাংদং ২।৯৬)। সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের জ্ঞানই 'বেদ' শব্দের প্রকৃত অর্থ। শক্তি হইতে শক্তিমানের ভেদ বাস্তব নহে। অতএব ঈশ্বর, কাল, প্রকৃতি হইতে বেদও অভিন্ন পদার্থ। অতএব ইহা অবাধে বলা যাইতে পারে, যে বিজ্ঞান অজ্ঞানবশতঃ ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করেন, যে বৈজ্ঞানিক ঐশ উন্মেষকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল প্রভব বলিতে অনিচ্ছুক, সে বিজ্ঞান বিজ্ঞান-পদবাচ্য নহে, সে বৈজ্ঞানিক বৈজ্ঞানিক নাম ধরিবার অযোগ্য। প্রকৃত বিজ্ঞান ও যথার্থ বৈজ্ঞানিক প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর বা প্রকৃতির উপাসনা করিয়া থাকেন। এখন 'শিবরাত্রি ও শিবপূজা'তে যে যে বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে, অতি সংক্ষেপে তাহা জানাইব। 'ধর্ম্ম বিশ্বজগতের প্রতিষ্ঠা', "ধর্ম্মেই সর্ব্ব পদার্থ প্রতিষ্ঠিত, শ্রুতিব্যাখ্যাত এই ধর্ম্ম পদার্থ ও রিলিজন্ কখন সমান পদার্থ হইতে পারে না। যথোক্ত ধর্ম্ম ও প্রকৃত বিজ্ঞান যে, অভিন্ন সামগ্রী, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। যোগদ্বারা আত্মদর্শন, ঈশ্বর সাক্ষাৎ করাই পরম ধর্ম্ম। অন্তর্ম্মুখী ও বহির্ম্মুখী, জগতের এই দ্বিবিধ গতি, জগৎ একবার কেন্দ্র হইতে বাহিরে এবং অন্যবার বাহির হইতে কেন্দ্রের অভিমুখে গমন করে। কেন্দ্র হইতে বাহিরে আগমন এবং বাহির হইতে কেন্দ্রাভিমুখে গমন এই দ্বিবিধ গতিই জগতের জগত্ত্ব বা জগতের ধর্ম্ম। বাহির হইতে কেন্দ্রাভিমুখে গমনই 'ঈশ্বরোপাসনা' বা 'যোগ'। অতএব বলা যাইতে পারে, ঈশ্বরোপাসনা বা যোগ মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে মানুষ যখন কেন্দ্রাভিমুখে গমন করে, তখন তাহার চিত্তে নিরোধশক্তির প্রাবল্য হয়, সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হয়, তখন তাহার চিত্তে জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঈশ্বরানুরাগ প্রভৃতি সাত্ত্বিক গুণের বিকাশ হইয়া থাকে, তখনই মানব স্বভাবতঃ বিচার-পরায়ণ হয়, ধ্যাননিরত হয়, আত্মদর্শনেচ্ছু হয়। যে গতি যে পরিমাণে কেন্দ্রাভিমুখী হয়, অপরিণামিভাবের সমীপবর্ত্তিনী হয়, সে গতি সেই পরিমাণে উৎকৃষ্ট ; শ্রুতি এই গতিকে 'প্রেতি' (প্রকৃষ্ট গতি) বা ধর্ম্ম

বলিয়াছেন।* মর্ত্ত্যধামে প্রকৃত মনুষ্যই 'প্রেতি' বা ধর্ম্ম (মনুষ্য বৈ ধর্ম্মো" * * *—কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ-সংহিতা)। আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপে ধর্ম্ম ও প্রকৃত ধার্ম্মিকের স্বরূপ প্রদর্শনার্থ এই সকল কথা উক্ত হইয়াছে। জড়বিজ্ঞান 'সরল' (Rectilinear) ও বক্র (Curvilinear) এই দ্বিবিধ গতির বর্ণন করিয়াছেন। যে গতি গন্তব্যদিক্ পরিত্যাগ করে না, অর্থাৎ যে গতি গন্তব্যাভিমুখে একতানে প্রবাহিত হয়, তাহা সরলগতি। বেদে ইহাকে 'প্রেতি' (প্রকৃষ্টগতি) বা ধর্ম্ম এই নাম দ্বারা লক্ষ্য করা হইয়াছে। কথা হইল, কেন্দ্র বা ঈশ্বরাভিমুখা গতিই প্রকৃষ্ট গতি বা প্রকৃত ধর্ম্ম। বৈদিক আর্য্যজাতি স্বভাবতঃ আধ্যাত্মিক, স্বভাবতঃ ঈশ্বরপরায়ণ, স্বভাবতঃ সদ্‌গুণ-বিভূষিত। এই নিমিত্ত এই জাতির সকল কর্ম্মই ধর্ম্মমূলক, সকল কর্ম্মই যজ্ঞ, পূজা বা উপাসনা। ঈশ্বরের উপাসনা করিব কেন, ঈশ্বর নামক পদার্থ যে আছেন, তাহার প্রমাণ কি, অসভ্য বা অর্দ্ধ সভ্যেরাই ঈশ্বরবিশ্বাসবান্ হয়, ঈশ্বরের উপাসনা করে, অবিকৃত বৈদিক আর্য্য সন্তানদিগের মনে এই জাতীয় প্রশ্ন, এই প্রকার ভাব কখন উদয় হয় না, হইতে পারে না। বৈদিক আর্য্যজাতির ঈশ্বরই আত্মা, ঈশ্বরই প্রাণ, ঈশ্বরই মন, ঈশ্বরই সর্ব্বস্ব। বিপদে, সম্পদে, জাগরণে, স্বপ্নে, বৈদিক আর্য্যজাতির হৃদয়ে নিয়ত ঈশ্বর পূজিত হইয়া থাকেন, বৈদিক আর্য্যজাতির মুখ হইতে সর্ব্বদা ঈশ্বরের নাম উচ্চারিত হয়। 'শিবরাত্রি ও শিবপূজা'তে এই সকল কথাই বিশেষতঃ বর্ণিত হইয়াছে। 'শিব' কে, 'রাত্রি' কোন্ পদার্থ, 'শিবরাত্রি'

* একাগ্রতা বা সমাধিই সর্ব্বপ্রকার উন্নতির কারণ, আর্থার্ লোভেল্ (Arthur Lovell) যে, অনেকতঃ তাহা স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহার নিম্নোদ্ধৃত বাক্য সমূহ দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হইবে।—

"Concentration, therefore, as a science and an art, has its subject-matter naturally divided into two main divisions, for, it has to deal with motion to and from a given centre.

Concentration without is illustrated when the individual does work

শব্দের প্রকৃত অর্থ কি, শিবরাত্রিতে শিবপূজা করিলে বিশেষ ফল প্রাপ্তি হইবার কারণ কি, 'পূজা' কাহাকে বলে, কিরূপে যথার্থভাবে পূজা করিতে হয়, 'শিবরাত্রি ও শিবপূজা'তে বিশদভাবে তাহা উক্ত হইয়াছে।

শিবরাত্রি ও শিবপূজা নামক গ্রন্থের প্রয়োজন।

অবিকৃত বৈদিক আর্য্যসন্তানগণের মধ্যে সকলেই শিবরাত্রি ব্রত করেন, নর, নারী, বালক, যুবা, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ সকলেই পরমোল্লাসে এই ব্রতের অনুষ্ঠান করেন। বৈষ্ণব শিবরাত্রি ব্রত করেন, শাক্ত শিবরাত্রি ব্রত করেন, গাণপত্য শিবরাত্রি ব্রত করেন, সৌর শিবরাত্রি ব্রত করেন। স্বভাবে স্থিত বৈদিক আর্য্যসন্তানগণ পঞ্চোপাসক। বৈদিক আর্য্যজাতি ত এখন মুমূর্ষু, তথাপি মনে হয়, শিবরাত্রিতে এই জাতির প্রাণ যেন সমুত্তেজিত হইয়া থাকে, বৈদিক আর্য্যসন্তানগণ যে, এখনও জীবিত আছে, শিবরাত্রিতে তাহা কিয়ৎ পরিমাণে অনুভব করা যায়। হিমালয় হইতে গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত এমন গৃহ থাকে না, যে গৃহ শিবরাত্রিতে 'শিবঃ' 'শিবঃ' 'শিবঃ' প্রাণপ্রদ এই পবিত্র মধুময় ধ্বনি দ্বারা নিনাদিত না হয়। আহা! শিবরাত্রিতে বোধ হয়, কল্যাণময়, করুণাবরুণালয় শিব তাঁহার প্রিয়তম বৈদিক আর্য্যসন্তানগণকে এখনও একেবারে ত্যাগ করিতে পারেন নাই; আহা!

---

upon Nature, such as learning a trade, a profession, a science, an art, or carrying on a business, etc.. to which he devotes his whole attention. * * * Concentration within is illustrated when the individual thinks of 'God', 'Spirit', 'Heaven', 'Religion', 'worship', 'Peace' 'Nirvana', 'Eternity', ".—*Concentration, p. 19—20.*

আশুতোষ যে, অল্পেই তুষ্ট হ'ন, শিবরাত্রিতে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। বহু বৎসর ৺কাশীধামে বাস করিবার ভাগ্য হইয়াছিল, শিবরাত্রিতে বিশ্বনাথধামে যাহা দেখিয়াছি, তাহা অনির্ব্বচনীয়, তেমন জীবন্তভাব অন্য কোন দিন, অন্য কোন স্থানে দেখি নাই। শিবরাত্রিতে প্রেমময় শিব তাঁহার সন্তানদিগকে আকর্ষণ করেন, তাই তাঁহার সন্তানগণ এই শুভদিনে যিনি তাহাদের প্রাণের প্রাণ, যিনি তাহাদের মনের মন, যিনি তাহাদের আত্মার আত্মা, তাঁহাকে তাহারা বুঝিতে পারে, তাহাদের স্মৃতিপথে তাহা জাগিয়া উঠে, আহা! সব ছাড়িয়া কোনদিকে না তাকাইয়া, প্রাণের প্রতি একটু মমতা না রাখিয়া, শিবকে দেখিবার নিমিত্ত ধাবমান হয়। তা'ই বলিতেছি, শিবের আকর্ষণ না হইলে, শিবের জন্য এমন টান হইতে পারে না। এই অপূর্ব্ব মনোরম দৃশ্য দেখিয়া সংকল্প হইয়াছিল, শিব ও শিবরাত্রির প্রকৃত তত্ত্ব কি, তাহা জানিব, এবং শিবভক্ত বৈদিক আর্য্যসন্তানদিগকে তাহা জানাইব। রমা হইতে আমার সে সংকল্প সিদ্ধ হইল। রমাকে ভৃগুদেব বড় দয়া করেন, তা'ই বোধ হয়, তাঁহার প্রেরণায় পূজ্যপাদ ভার্গব শিবরাম কিঙ্করের রমাকে শিবরাত্রি ও শিবপূজা সম্বন্ধে উপদেশ দিবার প্রবৃত্তি হইয়াছিল। আমার দৃঢ় ধারণা, বর্ত্তমানকালে, অনেকেই উপাসনা ও উপাস্যের বিজ্ঞান জানেন না, শিবরাত্রিতে উপবাস করেন, রাত্রিজাগরণ করেন, শিবের পূজা করেন, কিন্তু কেন করেন, শিব কি, শিবরাত্রি কি? পূজা কাহাকে বলে, কিরূপ পূজা করিতে হয়, অনেকেই যথার্থভাবে তাহা অবগত নহেন, অনেকেরই তাহা জানিবার যথার্থ ঔৎসুক্য নাই। অধিক কি বলিব, একজন মহারাষ্ট্রদেশীয় বেদপাঠী, বিবিধশাস্ত্রকুশল, এন, এ, এম, ডি, যিনি বিলাতে গিয়া মোক্ষমূলরকেও স্বীয় অদ্ভুত বেদস্মৃতিশক্তি দ্বারা আশ্চর্য্যান্বিত করিয়াছিলেন, শিব ও শিবপূজা সম্বন্ধে স্বপ্রণীত গ্রন্থে যেরূপ মত প্রকাশ

করিয়াছেন, তাহা যথার্থ শিবভক্তের কদাচ শ্রোতব্য নহে, যথার্থ শিবভক্ত তাহা শ্রবণ করিলে ব্যথিতহৃদয় হইবেন, সন্দেহ নাই। দেশের অবস্থা কীদৃশ মলিন হইতেছে, বৈদিক আর্য্যসন্তানদিগের কিরূপ দুর্গতি হইতেছে, তাহা ভাবিলে বস্তুতঃ হৃদয় বিদীর্ণ হয়। উপাসনাই সর্ব্বপ্রকার উন্নতির একমাত্র সাধন, কি জাগতিক উন্নতি, কি আধ্যাত্মিক উন্নতি, সমাধি ব্যতিরেকে কোন প্রকার উন্নতিই হইতে পারে না। অতএব যাহাতে যথার্থভাবে উপাসনা হয়, আত্ম-কল্যাণার্থীর তাহা জানিবার চেষ্টা হওয়া উচিত। আমার বিশ্বাস, যাঁহারা যথার্থভাবে শিবরাত্রি ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করেন, যথার্থভাবে শিবপূজা করিবার নিমিত্ত যাঁহারা অভিলাষী, তাঁহারা 'শিবরাত্রি ও শিবপূজা' পাঠ করিলে বিশেষতঃ উপকৃত হইবেন। ইতি—

প্রকাশকস্য।

শ্রীশ্রীসদাশিবঃ

শরণং।

রমাবোধ।

শিবরাত্রি ও শিবপূজা।

বক্তা—ভার্গব শিবরামকিঙ্কর।

জিজ্ঞাসু—রমা

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শিবরাত্রি কি, এবং কিরূপে ভাল করিয়া শিবপূজা করিতে হয় ইত্যাদি বিষয়ক প্রশ্ন।

জিজ্ঞাসু—দাদা! শিবরাত্রি কি? শিবরাত্রিতে অনেকে উপবাস করেন, শিবপূজা করেন, রাত্রি জাগরণ করেন, কেন করেন? শুনিয়াছি, শিবরাত্রিতে উপবাস করিলে, রাত্রি জাগরণ করিলে, প্রহরে প্রহরে শিবপূজা করিলে, আশুতোষ বড় সন্তুষ্ট হন, যে যাহা চায়, তাহাকে তাহা দেন, শিবরাত্রি ব্রত করিলে, শিব যে বিশেষতঃ সন্তুষ্ট হন তাহার কারণ কি? শিবচতুর্দ্দশীতে উপবাস করিলে ও রাত জাগিলে, আশুতোষের সন্তোষ হয় কেন, আমার তাহা জানিতে ইচ্ছা হয়। কিরূপে শিবপূজা করিতে হয়, আমি তাহা জানিনা, ভাল করে শিবপূজা করিতে ইচ্ছা হয়, আপনি দয়া করে আমাকে ভাল করে শিবপূজা করিতে শিখাইয়া দিন, শিবচতুর্দ্দশী ব্রত করিলে শিব কেন বিশেষতঃ সন্তুষ্ট হন তাহা বুঝাইয়া দিন।

বক্তা—শিবরাত্রি কি, শিবরাত্রি ব্রত করিলে, আশুতোষ বিশেষতঃ সন্তুষ্ট হন কেন, উপবাস ও রাত্রি জাগরণ করিলে কি ফল হয়, তাহা জানা উচিত, আমি তোমাকে এই সকল বিষয় যথাসম্ভব স্পষ্ট ক'রে বুঝাইয়া দিতেছি, তুমি সাবধান হইয়া শ্রবণ কর। "শিবরাত্রি" কাহাকে বলে, তাহা জানিতে হইলে, প্রথমে "শিব" ও "রাত্রি" এই শব্দদ্বয়ের অর্থ কি তাহা জানিতে হইবে। 'উপবাস' ও 'রাত্রিজাগরণ' করিলে কি ফল হয়, তাহা বুঝিতে হইলে, "উপবাস" কাহাকে বলে, 'রাত্রি' ও 'জাগরণ' এই শব্দদ্বয়ের মূল অর্থ কি, তাহা অবগত হইতে হইবে। পূজা কি? যথার্থভাবে পূজা করিতে হইলে, কি করিতে হয়, তাহা না জানিলে, কেহ যথার্থভাবে পূজা করিতে পারে না। অতএব ভাল ক'রে পূজা করিতে হইলে, "পূজা" কাহাকে বলে, কিরূপে পূজা করিতে হয়, আগে তাহা অবগত হইতে হইবে। তুমি যাহাতে যথার্থভাবে পূজা করিতে সমর্থ হও, আমি তোমাকে সেইরূপ উপদেশ দিব।

জিজ্ঞাসু—দাদা! বহুবার আপনার মুখ হইতে শুনিয়াছি, শব্দের অর্থ না জানিলে জ্ঞান হয় না, অর্থ না জানিয়া শব্দের উচ্চারণ করিলে, মন্ত্রজপ করিলে, বিশেষ ফল পাওয়া যায় না। আমি কোন শব্দেরইত ঠিক অর্থ জানি না, আমার কি হবে দাদা? যে সকল শব্দের ব্যবহার করি, কি করে আমি তাহাদের অর্থ জানিব? মুখে "শিব" "শিব" বলি, কিন্তু "শিব" কে, তাহাত জানিনা। শিবের ছবি দেখিয়াছি, শিবপূজা করিবার সময়ে সেই ছবি ভাবিবার চেষ্টা করি, পূজা করিতে হইলে ধ্যান করিতে হয়, শিবের "ধ্যায়েন্নিত্যং" ইত্যাদি ধ্যান কণ্ঠস্থ করিয়াছি, শিবপূজা করিবার সময়ে সেই কণ্ঠস্থ ধ্যানের আবৃত্তি করি, কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারি না, শিবের ধ্যান-কালে কতকগুলি শব্দেরই উচ্চারণ করিয়া থাকি, মনে মনে যে সকল শব্দ উচ্চারণ করি, তাহাদের যে কি অর্থ, তাহা জানি না। মনে হয়, কতকগুলি শব্দের, যাহাদের অর্থ জানিনা, তাহাদের উচ্চারণ ধ্যান নয়, ইহা করিয়া

আনন্দ হয় না। যে সকল শব্দের উচ্চারণ করি, তাহাদের অর্থ জানিতে অত্যন্ত ইচ্ছা হয়। "শিব ভগবান্", "শিব পরমাত্মা" অনেকেই এই কথা বলেন, কিন্তু ইহা শুনিয়া আমার তৃপ্তি হয় না, 'শিব'কে, তাহা জানিতে পারিলাম না বলিয়া, আনন্দ হয় না, 'শিব ভগবান্,' 'শিব পরমাত্মা', 'শিব', কে ? এই প্রশ্নের এই প্রকার উত্তর দেওয়া শক্ত নয়, আমিও অন্যের কাছ থেকে শুনিয়া, 'শিব', কে, এই প্রশ্নের এইরূপ উত্তর দিতে পারি। 'ভগবান্' কি, পরমাত্মা কোন সামগ্রী, তাহাই ত জানিনা, অতএব 'শিব ভগবান্' 'শিব পরমাত্মা' এই কথা শুনিয়া 'শিব,' কে, তাহা জানিব কেমন ক'রে ?

বক্তা—রমা ! তোমার কথা শুনে আমার খুব আহ্লাদ হচ্চে। যাঁহাকে জানিনা, যাঁহার সহিত পরিচয় নাই, তাঁহাকে ধ্যান করা যায় না। 'ধ্যায়েন্নিত্যং' ইত্যাদি শব্দ সমূহের অর্থ না জানিয়া উচ্চারণ করিলে যে, শিবের ধ্যান হয় না, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমি তোমাকে পরে বুঝাইয়া দিব, "শিব" শব্দের অর্থ না জানিয়া, "শিব" শব্দের অর্থের ভাবনা না করিয়া, অন্য বিষয়ের চিন্তা করিতে করিতে মুখে 'শিব' 'শিব' শব্দ উচ্চারণ করিলে, জপ হয় না, এই প্রকার জপ করিলে, জাপক (যিনি জপ করেন) জপের ফল পান না, হৃৎপদ্মে আরাধ্য দেবকে দেখিতে সমর্থ হন না। ধ্যানে যে মনোহর রূপ বর্ণিত হইয়াছে, সে মনোহর রূপ তাঁহার চিত্তে প্রতিফলিত হয় না।

জিজ্ঞাসু—দাদা ! যথার্থভাবে ধ্যান করিতে পারিলে কি শিবকে দেখিতে পাওয়া যায় ? 'শিব' শব্দের অর্থের ঠিক ভাবে ভাবনা করিতে করিতে জপ করিলে কি শিব দেখা দেন ?

বক্তা—তাহাতে কি, বিন্দুমাত্র সন্দেহ আছে রমা !

জিজ্ঞাসু—আপনাকে যেমন ভাবে দেখিতেছি, শিবকে, কি তেমনি ভাবে দেখা যায় ? কষ্ট হ'লে, যেমন আপনাকে ডাকি, আমার ডাক

শুনিয়া, আপনি যেমন তখনি উত্তর দেন, 'কেন ডাকিতেছ ?' 'কি হয়েছে রমা,' জিজ্ঞাসা করেন, কষ্ট দূর করে দেন, শিবকে কি তেমনি ভাবে দেখা যায় ? কষ্ট হলে শিবকে ডাকিলে কি, তিনি তখনি উত্তর দেন ? 'কি হয়েছে রমা' জিজ্ঞাসা করেন, কষ্ট দূর করিয়া দেন ?

বক্তা—আমাকে যেমন ভাবে দেখিতেছ, ঠিক তেমনি ভাবে শিবকে দেখিবার প্রবল ইচ্ছা হইলে, তুমি তেমনি ভাবেই শিবকে দেখিতে পাইবে। শিব সর্ব্বশক্তিমান্, তিনি সর্ব্বত্র বিরাজমান, ইচ্ছামাত্রে তিনি শরীর ধারণ করিতে পারেন, তিনি করুণাসাগর, স্বতন্ত্র হইলেও, তিনি ভক্তপরতন্ত্র, তিনি ভক্তগম্য। ভক্ত ডাকিলে, তিনি উত্তর দেন, দেখিতে চাহিলে, দেখা দেন, তিনি সদা ভক্তপালনে তৎপর, ভক্তের কষ্ট নিবারণ করা তাঁহার স্বভাব। তবে 'শিব', কে, তাহা জানিতে হইবে, 'শিব' তোমার কে, তাহা স্থির হওয়া চাই, 'শিব' সর্ব্বশক্তিমান্, তিনি সব করিতে পারেন, তিনি ভক্তাধীন, তিনি প্রেমপাবাবার, তিনি করুণাবরুণালয় (দয়ার সাগর) হৃদয়ে এইরূপ অচল বিশ্বাস থাকা চাই।

জিজ্ঞাসু—দাদা! 'শিব' আমার কে ? 'শিব' আমার কে, তাহা না জানিলে, শিবকে দেখিতে পাওয়া যায় না কেন ? শিব করুণাময়, তিনি 'সর্ব্বশক্তিমান্' 'শিব ভক্তাধীন', ইহা না জানিয়া, যদি কেহ দুঃখে পতিত হ'য়ে তাঁহাকে ডাকে, শিব কি, তাহার ডাক শুনেন না ? তাহার দুঃখ দূর করেন না ?

বক্তা—কষ্ট হ'লে, তুমি আমাকে ডাক, মাকে ডাক, বাবাকে ডাক, অন্যান্য আত্মীয়জনকে ডাক, কিন্তু যাঁহাদের চেন না, যাঁহাদের সহিত তোমার কোন সম্বন্ধ আছে বলে তুমি জান না, তাঁহাদিগকে ডাক কি ? "আমার দুঃখ দূর করে দিন," তাঁহাদের কাছে কি, এইরূপ প্রার্থনা কর ? যাঁহার সহিত তোমার কোন সম্বন্ধ নাই, তুমি কি তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা কর ?

জিজ্ঞাসু—দাদা! আপনার মুখে শুনিয়াছি, 'শিব সকলের', 'শিব সর্ব্বজ্ঞ,' জ্ঞানী, অজ্ঞানী, পাপী, পুণ্যবান্, ধনী, নির্ধন, সকলেই তাঁহার সন্তান, তবে তিনি জ্ঞানহীন সন্তানকে কৃপা করিবেন না কেন? যে তাঁহাকে ডাকিতে জানে না, যে তাঁহাকে মাতা-পিতা বলিয়া বুঝেনা, বিশ্বমাতা, বিশ্বপিতা সেই মূঢ় সন্তানকে স্বয়ং দেখা দিবেন না কেন? প্রার্থনা না করিলেও, তাহার কষ্ট নিবারণ করিবেন না কেন?

বক্তা—'শিব সকলেরই শিব,' 'সকলেই তাঁহার সন্তান', 'তিনি সর্ব্বজ্ঞ', 'তিনি সর্ব্বশক্তিমান,' 'সকল সন্তানকেই তিনি সমভাবে পালন করেন', এই কথা সত্য, আবার 'শিব ভক্তাধীন,' 'ভক্তসন্তান তাঁহার প্রিয়তর,' 'ভক্ত ডাকিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর দেন', 'ভক্ত দেখিতে চাহিলে', তিনি তখনি দেখা দেন, এ কথাও মিথ্যা নহে।

জিজ্ঞাসু—এই দুই কথাই সত্য? এই দুই কথাই কিরূপে সত্য হইতে পারে, আমাকে তাহা বুঝাইয়া দিন।

বক্তা—এই দুই কথাই যে, সত্য, তোমাকে তাহা বুঝাইতে হইলে, "শিব" কে, "শিব" শব্দের অর্থ কি ইত্যাদি কতিপয় বিষয় তোমাকে আগে বুঝাইতে হইবে। 'শিব কে', তুমিত তাহা জান না, তুমি আমার মুখ হইতে শুনিয়াছ মাত্র, "শিব সকলেরই শিব" 'সকলেই তাঁহার সন্তান,' কিন্তু "শিব সকলেরই শিব", 'সকলেই তাঁহার সন্তান' এই সকল কথার প্রকৃত অর্থ কি, তাহা তোমার অদ্যাপি ঠিক জানা হয় নাই। অতএব "শিব, কে" তাহা শ্রবণ কর। "শিব কে" তাহা বুঝাইবার পর, তোমার মনে যে সকল প্রশ্ন উঠিয়াছে, আমি তাহাদের উত্তর দিব।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

শিব কে ? "শিব" শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ। যাঁহাতে সকলে শয়ন করে, তিনি 'শিব', শিবের এই অর্থের তাৎপর্য্য। ভক্তিই ভগবান্‌কে দেখিবার সর্ব্বাপেক্ষায় সুলভসাধন। 'শম্ভব', 'ময়োভব', 'শঙ্কর', 'ময়স্কর', 'শিব', 'শিবতর', এই সকল শব্দের অর্থ। সংসারে আস্তিক ও নাস্তিক চিরদিনই আছেন, চিরদিনই থাকিবেন।

জিজ্ঞাসু—"শিব", কে, তাহা শুনিতে অত্যন্ত কৌতূহল হচ্চে।

বক্তা—স্থায়ী ও প্রকৃত কৌতূহল হইলে, যথার্থ জিজ্ঞাসা হইলে, মঙ্গলময় করুণাসাগর, বিশ্বের নিত্য অনুগ্রহ শক্তি শিবের অনুগ্রহে 'শিব', কে, তাহা তুমি জানিতে পারিবে।

"শী" ধাতু হইতে "শিব" পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। "শী" ধাতুর অর্থ শয়ন করা, নিদ্রা যাওয়া। যাঁহাতে সকলে শয়ন করে, যাঁহাতে বা যৎ-কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া সকলে অবস্থান করে, যিনি সকলের আধার, যাঁহা হইতে সকলে উৎপন্ন হয়, স্থিতি কালে যাঁহাতে ধৃত হইয়া থাকে, লয় কালে যাঁহাতে লীন হয়, তিনি "শিব"। অথবা যিনি বিকার রহিত, যাঁহার কখনও কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় না, যিনি সর্ব্বদা একভাবে অবস্থান করেন, নির্ব্বিকার বলিয়া সদা শান্ত বলিয়া, যিনি তরঙ্গরহিত সমুদ্রের ন্যায়, সুষুপ্তের মত সর্ব্বদা স্থিরভাবে বিদ্যমান তিনি "শিব"। পরিবর্ত্তন (একভাব হইতে অন্যভাব প্রাপ্তি) যাহার স্বভাব, সেই জগৎ যে স্থির—ধ্রুব আধারে শয়ন করিয়া থাকে, তিনি "শিব" ("শেতে তিষ্ঠতি নন্দরতিভ্যাং ন

বিক্রিয়তে—শুণ্যাবস্থায়াহিতঃ শান্তঃ শিবঃ শম্ভুঃ।"—উণাদিবৃত্তি) কেহ কেহ বলিয়াছেন, যিনি অশুভের হ্রাস করেন, অশুভ বা অকল্যাণকে কমাইয়া দেন, বিনাশ করেন, যিনি সুখস্বরূপ, মঙ্গলময়, তিনি "শিব"।*

জিজ্ঞাসু—"যাঁহাতে জগৎ শয়ন করে", এবং যিনি, স্বয়ং সর্ব্বদা শয়ন করিয়া থাকেন, যিনি সকলকে ধরিয়া রাখেন, যিনি সুখময়, তিনি "শিব" আমি এই সকল কথার মানে কি, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। যাহাতে সকলে শয়ন করে, এই কথার অর্থ কি? আমরা যাহাতে শয়ন করি, তাহাকে, বিছানা (শয্যা) বলে।

বক্তা—তুমি যাহাতে শয়ন কর, সেই বিছানা, কাহা কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া থাকে?

জিজ্ঞাসু—খাট, চৌকী অথবা ভূমি বা পৃথিবী কর্ত্তৃক তাহা ধৃত হইয়া থাকে।

বক্তা—"ভূমি" বা "পৃথিবী" কি, তাহাত জাননা। "ভূমি" বা "পৃথিবী" কাঁহা কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া থাকে, তাহা চিন্তা কর, তাহা জানিবার চেষ্টা কর।

জিজ্ঞাসু—আমিত চিন্তা করিতে জানি না, কিরূপে চিন্তা করিতে হয় দাদা! চিন্তা করা কাহাকে বলে?

বক্তা—যে বিষয়ের চিন্তা করিবে, মনকে সেই বিষয়েই ধরিয়া রাখিতে হয়, মনকে সেই বিষয়ে ধরিয়া রাখিতে পারিলে, সেই বিষয় হইতে মন অন্য বিষয়ে না যাইতে পারে, এইরূপ যত্ন করিলে ক্রমশঃ তদ্বিষয়ে চিন্তা করা হয়।

জিজ্ঞাসু—কি ক'রে চিন্তা করিতে হয়, চিন্তা করা কাহাকে বলে, তাহাত এখনও বুঝিতে পারিলাম না। মন যে চঞ্চল, মন যে, সর্ব্বদা

* "শুতিতনূকরোত্যশুভমিত্যৌণাদিকাৎ শুতেডির্বঃ।—অমরকোষ, রঘুনাথ চক্রবর্ত্তি-কৃত টীকা।

এক বিষয় হইতে অন্য বিষয়ে যায়, তাহা বুঝিতে পারি। "মন" কি দাদা ?

বক্তা—এই দেখ রমা, কিরূপে চিন্তা করিতে হয়, তাহা তুমি শিখিতেছ।

জিজ্ঞাসু—কি শিখিতেছি, আমি ত তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।

বক্তা—মনকে এক বিষয়ে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিলে, ভগবানের নিয়মানুসারে তদ্বিষয়ের জিজ্ঞাসা হইয়া থাকে, ইহা কি, ইহা কেন, মনে সেই বিষয় সম্বন্ধে এইরূপ প্রশ্ন উদিত হইয়া থাকে। সতত চঞ্চল চিত্তে তাহা হয় না, যাহাদের চিত্ত যত অস্থির, তাহাদের চিন্তাশীলতা তত কম। "'চঞ্চল মনকে স্থির করিবার উপায় কি'' তাহা বুঝাইবার সময়ে তোমাকে চিন্তা করা কাহাকে বলে, মনের স্বরূপ কি, তাহা বুঝাইব, আপাততঃ "যাঁহাতে সকলে শয়ন করে" শিবের এই অর্থের অভিপ্রায় কি, তাহাই শ্রবণ কর।

জিজ্ঞাসু—"যাঁহাতে সকলে শয়ন করে, তিনি শিব", শিবের এই অর্থের তাৎপর্য্য কি, তাহা বুঝাইয়া দিন।

বক্তা—"যাঁহাতে সকলে শয়ন করে, তিনি শিব", এই কথা শুনিয়া তোমার কি মনে হচ্চে ?

জিজ্ঞাসু—শিবকে ভগবান্ বলেই জানি, ভগবান্ বলেই শিবের পূজা করি। কিন্তু ভগবান্ কি বস্তু, তাহা ঠিক বুঝিতে পারি না। "যাঁহাতে সকলে শয়ন করে, তিনি ভগবান্ শিব'', এই কথা শুনিয়া আমার মনে হচ্চে, মানুষ যখন ক্লান্ত হয়, রোগ বা অন্য কারণজনিত দুর্ব্বলতা বশতঃ যখন ব'সে থাকৃতে পারে না, চলিতে পারে না, দাঁড়াইতে পারে না, মানুষ তখন শয়ন করে, বিশ্রাম করে, ঘুমাইয়া থাকে। ক্লান্ত, দুর্ব্বল, রুগ্ন ও বিশ্রাম-প্রার্থী যাঁহার কোলে শয়ন করে, যিনি ইহাদিগকে ধরিয়া রাখেন, ঘুম-পাড়ান, তিনি শিব, ইহাই কি, "শিব" শব্দের অর্থ ? কিন্তু শিবের এইরূপ অর্থ হইতে শিবের (যে শিবকে ভগবান্ বলে পূজা করি) স্বরূপ সম্বন্ধে আমার তৃপ্তিজনক জ্ঞান হয় নাই।

বক্তা—যাহাতে যাহা ধৃত হইয়া থাকে, তাহাকে তাহার আধার বলে। কার্য্য মাত্রেই (যাহার জন্ম হয়, যাহা অবস্থান করে, যাহার বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় ও নাশ হয়, তাহা কার্য্য) কোন আধারে ধৃত হইয়া থাকে।

জিজ্ঞাসু—"কার্য্যমাত্রেই কোন আধারে ধৃত হইয়া থাকে" এই কথার অর্থ কি ?

বক্তা—কার্য্য পদার্থ কাহাকে বলে, তাহা বুঝিতে পারিয়াছ কি ?

জিজ্ঞাসু—যাহা জন্মায়, কিছুকাল অবস্থান করে, যাহার বৃদ্ধি ও বিপরিণাম হয়, যাহার ক্রমশঃ অপক্ষয় হয়, এবং পরিশেষে যাহা অদৃশ্য হয়, যাহাকে আর দেখা যায় না, আপনার মুখ হইতে কার্য্য পদার্থের স্বরূপ বিষয়ে এই সকল কথা শুনিয়াছি।

বক্তা—এতদ্দ্বারা কার্য্য পদার্থের স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু ধারণা হয় নাই কি ?

জিজ্ঞাসু—ধারণা হইয়াছে, আমরা যাহাদিগকে দেখি, শুনি, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা যাহাদিগকে সৎ বলিয়া উপলব্ধি করি, তাহারা কার্য্য পদার্থ।

বক্তা—যাহাদের অস্তিত্ব চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা নিরূপিত হইয়া থাকে, তাহারা যে কার্য্য পদার্থ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কার্য্য পদার্থ মাত্রের স্থূল ও সূক্ষ্ম এই দ্বিবিধ অবস্থা।

জিজ্ঞাসু—কার্য্য মাত্রের স্থূল ও সূক্ষ্ম এই দ্বিবিধ অবস্থা এই কথার অর্থ কি, স্পষ্ট ক'রে তাহা বলুন।

বক্তা—'কার্য্য মাত্রের কারণ আছে', তুমি এই কথা বহুবার শুনিয়াছ, সম্ভবতঃ স্বয়ং এই কথার ব্যবহারও তুমি করিয়া থাক। যাহা ব্যক্ত হয়, যাহা অব্যক্ত বা সূক্ষ্ম অবস্থা হইতে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য অবস্থাতে আগমন করে তাহা যে, অন্তর্বহিঃ এই দ্বিবিধ অবস্থা বিশিষ্ট, তাহা বুঝিতে পার কি ?

জিজ্ঞাসু—যে অবস্থা হইতে যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা স্থূল অবস্থাতে আগমন করে, সেই অবস্থাকে "অন্তঃ" শব্দ দ্বারা, এবং ব্যক্ত—ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য অবস্থাকে 'বহিঃ' শব্দ দ্বারা লক্ষ্য করিতেছেন কি ?

বক্তা—হাঁ, মহর্ষি গোতম বলিয়াছেন, কার্য্য পদার্থের অন্তর্ব্বহিঃ এই দ্বিবিধ অবস্থা, যাহা কার্য্য নহে, যাহা জন্মাদি বিকাররহিত, তাহার অন্তর্ব্বহিঃ এই দ্বিবিধ অবস্থা নাই, তাহার এক অবস্থা।* যাহা স্থূল, তাহা কার্য্য, যাহা সূক্ষ্ম, তাহা কারণ। যাঁহা পরম কারণ, যাহা কাহার কার্য্য নহে, যাহা অন্তর্ব্বহিঃ এই দ্বিবিধ অবস্থাবিহীন, তৎপদার্থ ছাড়া সকল পদার্থেরই স্থূল সূক্ষ্ম বা অন্তর্ব্বহিঃ এই দ্বিবিধ অবস্থা আছে।

যাহা বাস করে,—অবস্থান করে, যাহা বস্তু (যাহা বাস করে—অবস্থান করে, তাহা 'বস্তু', বস্তু শব্দের ইহাই মূল অর্থ), যাহার অস্তিত্ব আমাদের উপলব্ধি হয়, তাহা নিশ্চয়ই কোন আধার-শক্তি কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া অবস্থান করে, এইরূপ বিশ্বাস আমাদের সহজ। ইহা এই স্থানে, এই আধারে আছে বা নাই, ভাব বা অভাব এই দ্বিবিধ পদার্থের চিন্তাতেই, এইরূপ আধার শক্তির দিকে সকলের দৃষ্টি পতিত হয় ("ইদমত্রেতি ভাবানামভাবানাং চ কল্প্যতে।"—মঞ্জুষা)।

জিজ্ঞাসু—সব বুঝিতে না পারিলেও, এই সকল কথা শুনিয়া আনন্দ হইতেছে। আধার শক্তির স্বরূপ কি, কোন্ পদার্থ কার্য্য পদার্থ মাত্রকে ধরিয়া আছেন? কোন্ পদার্থ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া, কার্য্য পদার্থ মাত্রেই অবস্থান করিতেছে?

বক্তা—ভাবমাত্রের আধারশক্তি আকাশাশ্রয়া, আকাশই সকল পদার্থ ধারণ করিয়া আছে।

জিজ্ঞাসু—যে আকাশ সকল পদার্থকে ধারণ করিয়া আছে, সেই 'আকাশ' নামক পদার্থের স্বরূপ কি?

বক্তা—যে আকাশ নামক পদার্থ সর্ব্ব পদার্থকে ধরিয়া রাখিয়াছে, সেই আকাশ পদার্থের স্বরূপ বুঝাইবার জন্য আমি তোমাকে প্রথমে 'বিয়ৎ'

---

* "অন্তর্বহিশ্চ কার্য্যদ্রব্যস্য কারণান্তরবচনাদি কার্য্যে তদভাবঃ"—ন্যায়দর্শন ৪।২।১৮

'ব্যোম', 'বর্হি', ও 'অন্তরিক্ষ' এই শব্দ চতুষ্টয়ের (ইহারা আকাশেরই বাচক—আকাশেরই প্রতিশব্দ) অর্থক, তাহা বলিব।

যাহা বিরত হয় না,—যাহা সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত, তাহার নাম "বিয়ৎ"। যাহা নিখিল জগৎ ব্যাপিয়া বিগুমান, যাহাতে সকল বস্তু ধৃত হইয়া আছে, যৎপদার্থ সকলকে রক্ষা করিতেছে, তাহা 'ব্যোম'। প্রাণিগণ যাহাতে বর্দ্ধিত হয়,—যাহা বিভু, তাহা 'বর্হি'। সমস্ত ভূতের মধ্যে যাহা শান্ত বা নিষ্ক্রিয় ভাবে অবস্থান করে, বিনাশী—পরিণামী—পরিবর্ত্তনশীল বস্তু সকলের মধ্যে যাহা অবিনাশী—অপরিণামী—পরিবর্ত্তনরহিত তাহা 'অন্তরিক্ষ'। তুমি যদি যথার্থ তত্ত্বজিজ্ঞাসু ও মননশীল হইতে, তাহা হইলে, 'বিয়ৎ', 'ব্যোম' ইত্যাদি শব্দ চতুষ্টয়ের অর্থ অবগত হইয়া তোমার চিত্ত আনন্দে পরিপূর্ণ হইত, তুমি তাহা হইলে, অনুভব করিতে পারিতে, এক একটী সাধু শব্দই এক একটী পূর্ণ বিজ্ঞান, তাহা হইলে, তোমার বিশ্বাস হইত, জড় বৈজ্ঞানিকগণ ইথার, তাপ, তড়িৎ, আলোক প্রভৃতি পদার্থ সমূহের তত্ত্বানুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, বিপুল পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, গভীর গবেষণা করিয়াছেন এবং তাহা করিয়া, এই সকল পদার্থ সম্বন্ধে ইহাঁদের যেরূপ অনুমান হইয়াছে, 'বিয়ৎ', 'ব্যোম' প্রভৃতি শব্দ-চতুষ্টয়ের যথোক্ত ব্যুৎপত্তি গর্ভে সেইরূপ অনুমানের বিশুদ্ধ ও ব্যাপকতর রূপ বিরাজ করিতেছে। 'বিয়ৎ' প্রভৃতি আকাশপর্য্যায় (আকাশের প্রতিশব্দ) শব্দ চতুষ্টয়ের ব্যুৎপত্তি হইতে সর্ব্বব্যাপিনী-আধার শক্তিই যে, 'আকাশ' পদার্থ, তাহা উপলব্ধি হইবে। ছান্দোগ্যোপনিষদে উক্ত হইয়াছে, "আকাশ হইতেই ভূত সকলের উৎপত্তি হয়, আকাশেই ইহাদের লয় হইয়া থাকে। স্থাবর জঙ্গমাত্মক ভূত সকল যখন আকাশ হইতে উৎপন্ন এবং আকাশেই যখন ইহারা বিলীন হইয়া থাকে, তখন আকাশই সকলের প্রধান, আকাশেই সর্ব্বভূত প্রতিষ্ঠিত আছে।"*

*"অস্য লোকস্য কা গতিরিত্যাকাশ ইতি হোবাচ সর্ব্বাণি হ বা ইমানি

জিজ্ঞাসু—'আকাশ' শব্দ এখানে কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ?

বক্তা—'আকাশ' শব্দটী এখানে পরমাত্মার বাচকরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। ঋগ্বেদে সর্ব্বভাবের অবিভক্ত—অখণ্ডিত, অপরিচ্ছিন্ন আত্মা বা পরম কারণ বুঝাইতে 'পরম ব্যোম' এই শব্দটীর প্রয়োগ দৃষ্ট হয় ("সহস্রাক্ষরা পরমে ব্যোমন্"—ঋগ্বেদসংহিতা)। অথর্ব্ববেদসংহিতা বলিয়াছেন, ব্যাকৃত বা ব্যক্ত জগৎ ওতপ্রোত ভাবে যাহাতে বিদ্যমান রহিয়াছে, যে অব্যাকৃত (অব্যক্ত) সূত্রে বদ্ধ হইয়া অবস্থান করিতেছে, যিনি তাহা অবগত হইয়াছেন, ব্যাকৃত জগদাধারের আধারকেও যিনি বিদিত হইয়াছেন, তিনিই পরব্রহ্মের স্বরূপ জানিয়াছেন, ("যো বিদ্যাৎ সূত্রং বিততং যস্মিন্নোতাঃ প্রজা ইমাঃ। সূত্রং সূত্রস্য যো বিদ্যাৎ স বিদ্যাৎ ব্রাহ্মণং মহৎ ॥"—অথর্ব্ববেদসংহিতা ১০।৮।৩৭)।

জিজ্ঞাসু—ব্যাকৃত বা ব্যক্ত জগৎ কোন্ অব্যাকৃত সূত্রে বদ্ধ হইয়া অবস্থান করিতেছে ?

বক্তা—ব্রহ্মজ্ঞানেচ্ছু, প্রাতঃস্মরণীয়া গার্গী দেবীর পবিত্র হৃদয়ে একদিন এই প্রশ্ন উদিত হইয়াছিল। পরম কারুণিক মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের চরণ ধারণ পূর্ব্বক গার্গীদেবী একদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'ভগবন্! শুনিয়াছি, কার্য্য মাত্রের কারণ আছে, সকল কার্য্যই অন্তর্ব্বহির্ভাবে ব্যবস্থিত, তা'ই জানিতে চাই, দ্যুলোকের ঊর্দ্ধ, ভূলোকের অধঃ, দ্যুলোক-ভূলোকের মধ্য এবং ভূত (অতীত), ভবৎ—বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ ভাব সমূহ, এক কথায় বিশ্বজগৎ কোন্ অব্যাকৃত সূত্রে ওত-প্রোতভাবে বিদ্যমান' ? মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীর এইরূপ জিজ্ঞাসা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত বলিয়াছিলেন, 'গার্গি! দ্যুলোকের ঊর্দ্ধ, ভূলোকের অধঃ, দ্যুলোক-ভূলোকের মধ্য এবং ভূত—অতীত, ভবৎ—বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ ভাবজাত যে অব্যাকৃত সূত্রে বদ্ধ হইয়া অবস্থান

ভূতান্যাকাশাদেব সমুৎপদ্যন্ত আকাশং প্রত্যস্তং যন্ত্যাকাশো হ্যেবৈভ্যো জ্যায়ানাকাশঃ পরায়ণম্।"—ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

করিতেছে, তাহার নাম 'আকাশ''। গার্গী পুনরপি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, যে আকাশে ব্যাকৃত জগৎ ধৃত হইয়া আছে, ভগবন্! সেই আকাশ কোন্ আধারে ওত-প্রোত ভাবে অবস্থান করিতেছে? মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীর এই প্রশ্নের উত্তরে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম হইতেছে, অক্ষর পরব্রহ্মই আকাশকে ধরিয়া আছেন, অক্ষর (ক্ষয় রহিত) পরব্রহ্মই অন্তরতম, ইনিই সকল কার্য্যের পরম কারণ, নির্ব্বিশেষ পরমাত্মার গর্ভেই নিখিল কার্য্য পদার্থ ধৃত হইয়া আছে।*

"যাহাতে সকলে শয়ন করে,'' তিনি 'শিব,' শিবের এই অর্থের তাৎপর্য্য কি, তাহা এইবার কিয়ৎ পরিমাণে বুঝিতে পারিবে।

কার্য্য পদার্থ মাত্রের যিনি আধার, তাঁহাতেই সকলে শয়ন করিয়া থাকে, তিনিই সকল পদার্থকে ধরিয়া রাখেন। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, যাহা কার্য্য, যাহা পরিচ্ছিন্ন, যাহা স্থূল, দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কারণ দ্বারা ব্যাপ্ত। পৃথিবী জল দ্বারা, জল অগ্নি দ্বারা, অগ্নি বায়ু দ্বারা এবং বায়ু আকাশ দ্বারা ব্যাপ্ত। যে পদার্থ যাহার আদি ও লয় স্থান, তৎপদার্থই তাহার মধ্যস্থান—তাহার মধ্যাবস্থা। ভূতপঞ্চক সত্য, পরমাত্মা সত্যের সত্য ("যৎ কার্য্যং পরিচ্ছিন্নং স্থূলং কারণেনাপরিচ্ছিন্নেন সূক্ষ্মেণ ব্যাপ্তমিতি দৃষ্টম্। যথা পৃথিব্যদ্ভিস্তথা পূর্ব্বং পূর্ব্বমুত্তরেণোত্তরেণ ব্যাপিনা ভবিতব্যমিত্যেব * * * তত্র ভূতানি পঞ্চ সংহতান্যে চোত্তরোত্তরং সূক্ষ্মভাবেন ব্যাপকেন কারণরূপেণ চ ব্যবতিষ্ঠন্তে। সত্যঞ্চ ভূতপঞ্চকং সত্যস্য সত্যং চ পরমাত্মা।"—শঙ্করভাষ্য)। অতএব যাহাতে সকলে শয়ন করে, তিনি 'শিব' এই কথার অর্থ হইতেছে, যিনি সর্ব্বকার্য্যের পরম কারণ, যিনি সকলের পরম আধার, যাঁহাতে সকল পদার্থ ধৃত হইয়া থাকে, যাহা হইতে সর্ব্ব কার্য্যপদার্থের উৎপত্তি হয়, লয় কালে সকল কার্য্য পদার্থ যাহাতে বিলীন হয়, অর্থাৎ যিনি বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কারণ তিনি 'শিব'।

* তস্মিন্ খল্বক্ষরে গার্গ্যাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি।''—বৃহদারণ্যক উপনিষৎ।

জিজ্ঞাসু—বুঝিতে পারিলাম, বুদ্ধিমান, ভাগ্যবান, 'শিব' শব্দের এই অর্থ হইতেই, শিবের স্বরূপ জানিতে পারেন। কিন্তু আমার বুঝিবার শক্তি অল্প, 'শিব' শব্দের এই ব্যাখ্যা শুনিয়াও 'যাঁহাতে সকলে শয়ন করে,' আমি এই কথার প্রকৃত অভিপ্রায় কি, পূর্ণভাবে তাহা অনুভব করিতে পারিতেছি না।

বক্তা—যথোপযুক্ত সাধন ব্যতিরেকে কোন বিষয়েরই সিদ্ধি হইতে পারে না। অন্তঃকরণের শুদ্ধিই ভগবান্‌কে জানিবার, ভগবান্‌কে পাইবার মুখ্য সাধন। পাপক্ষয় না হইলে, ভগবানে ভক্তি হয় না। তুমি যে পূজা কর, তাহা যথার্থ পূজা নহে। যথার্থভাবে পূজা করিতে হইলে, কি কর্ত্তব্য, আমি তোমাকে তাহা বুঝাইয়া দিতেছি। ভগবান্ নারদ বলিয়াছেন, ভগবান্‌কে পাইবার যত প্রকার সাধন আছে, তন্মধ্যে ভক্তিই সর্ব্বাপেক্ষায় সুলভ সাধন ("অন্যস্মাৎ সৌলভ্যং ভক্তৌ"—নারদভক্তিসূত্র ৫৮)। যাঁহার হৃদয়ে ভক্তির উদয় হয় নাই, তিনি কখন "যাঁহাতে সকলে শয়ন করে, তিনি শিব" এই কথার প্রকৃত অভিপ্রায় কি, তাহা অনুভব করিবার যোগ্য হইতে পারেন না।

জিজ্ঞাসু—কিরূপে ভগবানে ভক্তি হয়? ভক্তির সাধন কি?

বক্তা—'ভক্তিযোগ সাধন' নামক সম্ভাষণে আমি তাহা বুঝাইব। ভগবানের ও তাঁহার ভক্তবৃন্দের অনুগ্রহই বস্তুতঃ ভগবানে ভক্তি হইবার মুখ্য সাধন। শ্রুতি ও পুরাণাদি পাঠ করিলে, জানিতে পারা যায়, ভগবানের অনুগ্রহ-শক্তিই 'গুরু', ভগবানের অনুগ্রহই তাঁহাকে পাইবার একমাত্র উপায়। "যাঁহাতে সকলে শয়ন করে, তিনি শিব", এই স্বল্প অক্ষরাত্মক কথার গর্ভে, কত অমূল্য রত্ন বিরাজ করিতেছে, যখন তুমি তাহা জানিতে পারিবে, তখন কৃতার্থ হইবে। ভাবিয়া দেখ, কে সকলকে ধরিয়া রাখিতে সমর্থ? ভাবিয়া দেখ, বিপদে পড়িলে, কে বিপদ্ হইতে রক্ষা করিতে

ক্ষমবান্? দুঃখ দূর করিবার শক্তি কাহার আছে? লৌকিক চিকিৎসকগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্তকে কে রোগমুক্ত করিতে পারগ? জীব দুঃখের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভার্থ বস্তুতঃ কাহার আশ্রয় লইতে চাহে? কাহার চরণে 'আমি তোমার' বলিয়া পুনঃ পুনঃ নমোনমঃ করিতে উৎসুক হয়? শ্রুতি এই সকল প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন—'শম্ভবের', 'ময়োভবের', 'শঙ্করের', 'ময়স্করের', 'শিবের', 'শিবতরের' ("নমঃ শম্ভবায় চ, ময়োভবায় চ, নমঃ শঙ্করায় চ, ময়স্করায় চ, নমঃ শিবায় চ, শিবতরায় চ।"—শুক্লযজুর্ব্বেদ সংহিতা—ষোড়শ অধ্যায়)।

জিজ্ঞাসু—'শম্ভব', 'ময়োভব', 'শঙ্কর', 'ময়স্কর', 'শিব', 'শিবতর', এই সকল শব্দের অর্থ কি?

বক্তা—যাঁহা হইতে সুখ হয়, বাধা দূরীভূত হয়, তিনি 'শম্ভব', অথবা যিনি সুখরূপ—মুক্তিরূপ এবং যিনি ভব বা সংসার রূপ, তিনি 'শম্ভব'। 'ময়' শব্দের অর্থ 'সুখ'; 'ময়' (সুখ) হয় যাঁহা হইতে তিনি 'ময়োভব'। মহীধর বলিয়াছেন, 'যিনি সংসার-সুখপ্রদ', তিনি ময়োভব। যিনি লৌকিক সুখকর, তিনি শঙ্কর। যিনি মোক্ষ সুখকর, তিনি 'ময়স্কর'। ভগবান্ লৌকিক—পরিচ্ছিন্ন বৈষয়িক সুখের দাতা, অপিচ শাস্ত্রাদি রূপে জ্ঞানপ্রদ বলিয়া, তিনি মোক্ষসুখকারী। মহীধরের মতে 'শিব' শব্দ কল্যাণরূপ, নিষ্পাপ এই অর্থের এবং 'শিবতর' শব্দ অত্যন্ত শিব, এই অর্থের বাচক। ভক্তগণকে নিষ্পাপ করেন—বিমল করেন, তাই ভগবান্ 'শিবতর'। উব্বটের মতে 'শিব' শব্দ শান্ত—'নির্ব্বিকার' এবং 'শিবতর' অধিক—নিরতিশয় সর্ব্বজ্ঞ বীজ এই অর্থের বোধক।*

---

* "শং-সুখং ভবত্যস্মাদিতি শম্ভবঃ। যদ্বা শং সুখরূপশ্চাসৌ ভব সংসার রূপশ্চ মুক্তি রূপো ভবরূপশ্চ তস্মৈ। ময়ঃ সুখং ভবত্যস্মান্ময়োভবঃ সংসারসুখপ্রদঃ তস্মৈ। শং লৌকিকং সুখং করোতি শঙ্করঃ তস্মৈ। ময়ো মোক্ষসুখং করোতি ময়স্করঃ তস্মৈ। * * *
শিবঃ কল্যাণরূপোঽনিষ্পাপঃ তস্মৈ। শিবতরোঽত্যন্তং শিবো ভক্তানাপি নিষ্পাপান্ করোতি তস্মৈ।"—মহীধর ভাষ্য।

কথা হইল, যিনি সাংসারিক সুখদাতা, যিনি দারিদ্র্য, রোগ প্রভৃতি সাংসারিক বাধা দূর করেন, এবং যিনি জ্ঞান ও ভক্তি দিয়া সংসার হইতে মুক্ত করেন, অপরিচ্ছিন্ন বা নিত্য সুখে সুখী করেন, ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি করেন, তিনি 'শিব', তিনি 'শম্ভু', তিনি 'শঙ্কর', তিনি 'ময়োভব', তিনি 'ময়স্কর'।

যিনি সাংসারিক সুখদাতা, যিনি দারিদ্র্য, রোগ প্রভৃতি সাংসারিক বাধা দূর করেন এবং যিনি জ্ঞান, ভক্তি দিয়া সংসার হইতে মুক্ত করেন, অপরিচ্ছিন্ন সুখে সুখী করেন, তিনি "শিব", এই সকল কথা শুনিয়া, তোমার কি মনে হচ্চে ?

জিজ্ঞাসু—আমি এই সকল কথার তাৎপর্য্য কি, তাহা ভাল বুঝিতে পারিতেছিনা। ধনাভাব, রোগ প্রভৃতি যে, দুঃখের কারণ, তাহা বুঝিতে পারি। ধনের অভাব দূর হইলে, রোগ হইতে মুক্ত হইলে, সুখ হয়, সন্দেহ নাই। শিব সাংসারিক সুখদাতা এবং তিনি অপরিচ্ছিন্ন বা নিত্য সুখেরও বিধাতা; আমি কি এই কথার অর্থ বুঝিতে পারি ? দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি এ যাবৎ কখনো হয় নাই, কখনো অপরিচ্ছিন্ন বা নিত্য সুখের দর্শন পাই নাই, অপরিচ্ছিন্ন বা নিত্য সুখ কিরূপ সামগ্রী, আমি তাহা জানি না। 'ধনের অভাব শিব দূর করেন', 'ব্যাধির যাতনা শিব নিবারণ করেন', 'শিব সর্ব্বপ্রকার দুঃখ নাশ করেন', এই সকল কথা আমার কাছে অর্থ শূন্য বলিয়াই বোধ হইতেছে। ইহারা যে, মিথ্যা কথা, আমার তাহা মনে হচ্চে না বটে, তবে আমি ইহাদের অর্থ কি, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। মানুষ বিদ্যা, ব্যবসা, কৃষিকার্য্য, শিল্প প্রভৃতি দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করে, চিকিৎসক প্রদত্ত ঔষধ সেবন করিয়া রোগমুক্ত হয়, ইহা

"নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ—শিবঃ শান্তো নির্ব্বিকারঃ। শিবতরস্ততো হপ্যধিকো বিনতিশরসর্ব্বজ্ঞবীজঃ।"—উব্বট ভাষ্য।

জানি, কিন্তু 'শিব' সর্ব্বপ্রকার দুঃখের নাশ করেন, শিব সাংসারিক সুখদাতা এবং তিনি অপরিচ্ছিন্ন সুখবিধাতা, একথা বুঝিতে পারিবার ভাগ্য, আমার এখনও হয় নাই। শিবকে কখনো দেখি নাই, শিব ধনের অভাব দূর করেন, শিব রোগের যাতনা নিবারণ করেন,' শিবের সর্ব্বাধার কোলে সকলে শয়ন করে, স্নেহময়ী গর্ভধারিণী যেমন শিশু সন্তানকে কোলে করিয়া ঘুম পাড়ান, শিবও সেইরূপ সকল সন্তানকে যথাসময়ে কোলে ঘুম পাড়ান, আপনার মুখ হইতে এই সকল কথা শুনিতেছি, কিন্তু কথা শুনিলেই কি, তাহার যথার্থ বোধ হইতে পারে ?

বক্তা—তোমার কথা শুনিয়া, আমি সুখী হইলাম। আচ্ছা, বলিতে পার, যাহা শুনা যায়, কি ক'রে তাহার যথার্থ অর্থের বোধ হয় ? "যাঁহাতে সকলে শয়ন করে, তিনি শিব," যিনি সর্ব্বপ্রকার দুঃখের নাশকর্ত্তা, যিনি সর্ব্বপ্রকার সুখদাতা, যিনি অজ্ঞানান্ধকারকে দূর করিয়া জ্ঞানালোক প্রদান করেন, যিনি মৃত্যুঞ্জয়—মরণ সাগরে যিনি অমৃতস্বরূপ, যিনি সর্ব্বকার্য্যের পরম কারণ, যিনি সকলের আধার, যিনি সদা সকলের অন্তরে বাহিরে বিদ্যমান, যিনি স্বয়ং অপাপবিদ্ধ, এবং যিনি ভক্তগণকে নিষ্পাপ করেন, তিনি "শিব," কি করে এই সকল কথার তাৎপর্য্য উপলব্ধি করা যাইতে পারে ?

জিজ্ঞাসু—আমি কি করে তাহা বলিতে পারিব দাদা ?

বক্তা— ইহারা যে মিথ্যা কথা নহে, অসম্ভব কথা নহে, তাহা তোমার মনে হচ্চে ? তুমি যে, ইহাদিগকে মিথ্যা বা অসম্ভব কথা বলে উড়াইয়া দিতে পারিতেছ না, তাহার কারণ কি ?

জিজ্ঞাসু—শাস্ত্র মিথ্যা বা অসম্ভব কথা বলিবেন কেন ? যাহা শাস্ত্রে আছে, তাহা কি মিথ্যা হইতে পারে ? আপনি যে সকল কথাকে সত্য বলিয়া, পরম হিতকর বলিয়া আমাকে শুনাইতেছেন, তাহা কি মিথ্যা হইতে পারে ?

বক্তা—শাস্ত্র মিথ্যা কথা বলিতে পারেন না, কি করে তোমার এইরূপ নিশ্চয় হইল, রমা ?

জিজ্ঞাসু—আপনার কৃপাকণা পাইয়াছি বলিয়া। বহুদিন, বহুবার শুনিয়াছি, "বেদ, সত্য, ব্রহ্ম, ভগবান্," ইঁহারা এক পদার্থ। যিনি সত্যময়, যিনি মিথ্যাজ্ঞানকে নাশ করেন, সত্য জ্ঞান দিবার জন্য যাঁহার আবির্ভাব, তিনি কি মিথ্যা বলিতে পারেন ? তাঁহার কি মিথ্যা বলিবার প্রয়োজন হইতে পারে ?

বক্তা—সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, করুণাময়, জ্ঞান ও প্রেমময় শিবের কৃপায় তোমার হৃদয়ে যথার্থ শিবভক্তির উদয় হোক্, শিব কে, শিবের কৃপায় তুমি তাহা যথার্থভাবে অবগত হও। শিব কৃপা না করিলে, কেহই শিবকে বিশুদ্ধ ভাবে, পূর্ণরূপে জানিতে পারে না।

সংসারে নাস্তিক ও আস্তিক এই উভয়ই চিরদিন আছেন, চিরদিনই থাকিবেন, যুগভেদে সংখ্যার তারতম্য হইলেও, এই উভয়ের মধ্যে কাহারও একেবারে অভাব হয় না, প্রাকৃতিক নিয়মে হইতে পারে না। যাঁহারা বলেন, ঈশ্বরবিশ্বাস, শরীরাত্মার পশ্চাৎ অন্তরাত্মা আছেন, দেবতা আছেন, দেবতারা স্তব ও উপহারাদি দ্বারা প্রসন্ন হইলে, ভাল করেন, অপ্রসন্ন হইলে, অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকেন, ঈশ্বরের শরণাগত হইলে, মানুষের সর্ব্বপ্রকার দুঃখের অবসান হয়, যাহা যাহা প্রাপ্তব্য, তাহা সে পাইয়া থাকে, তাহার কোন বিষয়ের অভাব থাকে না, এবম্প্রকার বিশ্বাস মানুষের প্রথমাবস্থায়—অসভ্য বা অর্দ্ধসভ্যাবস্থার দিনেই হইয়া থাকে, জ্ঞানের বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হইলে, এবম্প্রকার বিশ্বাস বিচলিত হয়, ক্রমশঃ বিলুপ্ত হয়, তাঁহাদের এই প্রকার মত যে, বিশুদ্ধ ও ব্যাপক সন্দর্শন ও পরীক্ষা হইতে জন্মলাভ করে নাই, তাহা স্থির, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। যে অবস্থাকে ইঁহারা সভ্যাবস্থা বলেন, সে অবস্থাতেও কৃতবিদ্য সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন পুরুষদিগের মধ্যে আস্তিককে দেখিতে পাওয়া যায়, ঈশ্বরের অস্তিত্বে সম্পূর্ণ

আস্থাবানের ছবি নয়নে পতিত হয়। অতএব কর্ম্ম অনাদি, কর্ম্মভূমিও অনাদি, জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় প্রবাহরূপে নিত্য, বীজ হইতে যেমন অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে বৃক্ষ এবং বৃক্ষ হইতে ফল ও ফল হইতে আবার বীজ উৎপন্ন হয়, বীজ হইতে অঙ্কুর প্রভৃতির উৎপত্ত্যাদির প্রবাহের যেমন কখন একেবারে উচ্ছেদ হয় না, সেইরূপ জগতের বিকাশ ও বিনাশ বা লয়, প্রবাহরূপে নিত্য, ইহাদের কখন একেবারে উচ্ছেদ হয় না। সংসারে উন্নতির পর অবনতি পর্য্যায়ক্রমে হইয়া থাকে, যাহা বস্তুতঃ সৎ—যাহা বস্তুতঃ আছে, তাহার কখন একেবারে অভাব হয় না, এবং যাহা বস্তুতঃ অসৎ, যাহা প্রকৃত প্রস্তাবে নাই, তাহার কখন উৎপত্তি বা সম্ভাব হয় না। অতএব ঈশ্বরবিশ্বাস বা আস্তিকতা যে, অসভ্যাবস্থারই সামগ্রী, সভ্যাবস্থায় ইহা থাকিতে পারে না, এই মত অদূরদর্শিতা হইতে, অসম্পূর্ণ সন্দর্শন ও পরীক্ষা হইতে জন্মলাভ করিয়াছে। ভগবদ্ভক্ত ও ভগবদ্বিমুখ এই উভয়ই এখন আছেন, পূর্ব্বেও ছিলেন, পরেও থাকিবেন। তবে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের আবির্ভাব-তিরোভাবানুসারে ভাল-মন্দ ভাবের আবির্ভাব-তিরোভাব হইয়া থাকে, কখন উন্নতি, কখন অবনতি হয়, গুণকর্ম্মবিভাগানুসারে সকল ভাবেরই আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়া থাকে। এক ব্যক্তি যাহা স্বভাবতঃ অনায়াসে বুঝিতে পারেন, অন্য এক ব্যক্তি বহু ক্লেশেও তাহা বুঝিতে পারেন না, যাহার যাদৃশ প্রতিভা বা সংস্কার, তিনি তদ্রূপ হইয়া থাকেন, পূর্ব্বকর্ম্মসংস্কারানুসারে বুদ্ধির ভেদ হয়, প্রবৃত্তি ও রুচির ভেদ হয়। অতএব যাহার যাদৃশ প্রতিভা তাহার তাদৃশ হওয়াই স্বাভাবিক নিয়ম। যাহা হয়, তাহা কেন হয়, সকলেই কি যথার্থভাবে তাহা জানিতে ইচ্ছুক হন? সকলেই কি, বিশুদ্ধ ভাবে তত্ত্ব বিচার করিতে সমর্থ? দেশ-ভেদে, জাতিভেদে, ব্যক্তিভেদে যে, বুদ্ধি, বিশ্বাস, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম প্রভৃতির ভেদ হইয়া থাকে, তাহা কি মিথ্যা? কিন্তু সকলেই কি, ইহা কেন হয়, যথাযথভাবে তাহা জানিবার চেষ্টা করেন?

'শিব,' কে, বিশিষ্ট প্রকৃতির প্রেরণায় কাহারও তাহা জানিবার অত্যন্ত ইচ্ছা হয়, শিবের স্বরূপ জানিবার নিমিত্ত কেহ প্রাণপণে চেষ্টা করেন, কেহ বা ইহা জানিবার যে, কোন প্রয়োজন আছে, তাহাই বুঝিতে পারেন না, যিনি শিবের তত্ত্বানুসন্ধান করেন, এই ব্যক্তি পণ্ডশ্রম করিতেছে, যাহা করিয়া কোন লাভ নাই তাহা করিতেছে, এই বলিয়া, তাঁহাকে উপহাস করেন, ভ্রান্ত বলিয়া, বর্ব্বর বলিয়া, উপেক্ষা করেন। যিনি বিচারশীল, যিনি বস্তুতঃ জীবিত, তিনি কোন কার্য্যের কারণানুসন্ধান না করিয়া থাকিতে পারেন না। বিচার করিবার প্রবৃত্তি, সাধুভাবে বিচার করিবার শক্তি, পূর্ব্ব বাসনা বা অভ্যাসজনিত সংস্কারানুসারে, গুণভেদ নিবন্ধন ভিন্ন হইয়া থাকে।

"যাঁহাতে সকলে শয়ন করে, তিনি শিব," যিনি সর্ব্বপ্রকার দুঃখ দূর করেন, সাংসারিক ও পারমার্থিক এই দ্বিবিধ সুখেরই যিনি দাতা, যিনি জ্ঞান, ভক্তি দিয়া নিষ্পাপ করিয়া, মানুষের সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ করেন, যিনি কল্যাণময়, যিনি ধনের অভাব মোচন করেন, যিনি রোগের যাতনা নিবারণ করেন, তিনি 'শিব', এই সকল কথা সারগর্ভ, অথবা ইহারা উন্মত্তের প্রলাপ, বিজ্ঞানবিরুদ্ধ, যুক্তিহীন কথা, যথার্থভাবে তাহা বিচার করিবার শক্তি যাঁহার আছে, তিনিই এই সকল কথা শুনিয়া বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইবেন।

জিজ্ঞাসু—আপনার অনন্ত দয়ায় আমি অনেক দুর্ব্বোধ্য বিষয় বুঝিতে পারিতেছি। শিবই যে বস্তুতঃ সুখময়, শিবই যে, সকলের সর্ব্বদুঃখহর্ত্তা, সকলের সর্ব্বপ্রকার সুখদাতা, সুখময়, দয়াময়, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, শিবই যে, রোগার্ত্তের ভিষক্, তিনিই যে ভবরোগবৈদ্য, শিবই যে, অকিঞ্চনের সর্ব্বস্ব, দরিদ্রের নিত্য কোষাগার, যাহাতে ইহা যথার্থভাবে অনুভব করিতে পারি, দয়া করে আমাকে তাদৃশ উপদেশ প্রদান করুন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শিবই বস্তুতঃ কল্যাণময়, সুখময়, দয়াময়, সর্ব্বশক্তিমান্ শিবই রোগার্ত্তের ভিষক্, তিনিই ভবরোগবৈদ্য, তিনিই অকিঞ্চনের সর্ব্বস্ব, তিনিই দরিদ্রের নিত্য কোষাগার।

বক্তা—"শিব" কে, তাহা না জানিলে, শিব ধনের অভাব দূর করেন, ব্যাধির যাতনা নিবারণ করেন, শিব সাংসারিক সুখের দাতা, শিবই অপরিচ্ছিন্ন বা নিত্য সুখের বিধাতা, এই সকল কথা যে, অর্থশূন্যরূপে প্রতীয়মান হইবে, তাহা নিঃসন্দেহ। মানুষ বিদ্যা, ব্যবসা, কৃষিকার্য্য, শিল্প প্রভৃতি দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করে, চিকিৎসক প্রদত্ত ঔষধ সেবন করিয়া রোগমুক্ত হয়, অল্পজ্ঞ, স্থূলদর্শী, বিচারবিহীন মানুষেরা ইহাই জানে, ইহাই বিশ্বাস করিয়া থাকে, কিন্তু ইহারা একবারও ভাবেনা, যে বিদ্যাদি সুখহেতু বলিয়া সাধারণতঃ বিবেচিত হয়, সেই বিদ্যাদির স্বরূপ কি, উহাদের আদি প্রসূতি কে? শিবই যে বস্তুতঃ শিব, তাঁহা হইতেই যে, নিখিল বিদ্যার আবির্ভাব হয়, শিবই যে রোগার্ত্তের ভেষজ, তিনিই যে রোগহর ভেষজ সমূহের সৃষ্টি করেন, সর্ব্বকার্য্যের পরম কারণ কল্যাণময় সর্ব্বাধার শিবেই যে সকলে শয়ন করে, শিবই যে বুদ্ধিরূপে, হিতাহিতবিবেকশক্তিরূপে জীব হৃদয়ে বাস করেন, শিবই যে সর্ব্বকর্ম্ম প্রসবিতা, তাহা বুঝাইতে হইলে, অনেক কথা বলিতে হইবে, তাহা বুঝিতে হইলে, প্রথমে প্রতিকূল সংস্কার রাশিকে বদলাইতে হইবে, তত্ত্ববিচারের যথার্থ পথ দেখাইতে হইবে, ব্যাবহারিক ও পারমার্থিক এই দ্বিবিধ সত্যের রূপ সম্মুখে ধারণ করিতে হইবে। আমি ক্রমশঃ এই সকল করিবার চেষ্টা করিব, তুমি সাবধান হইয়া আমার কথা শ্রবণ কর।

বিচার সম্বন্ধে দুই একটী কথা।

অন্নপূর্ণা উপনিষদে, পদ্মপুরাণে, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে বিচারের বহু প্রশংসা, এবং বিচারবিহীনের অত্যন্ত নিন্দা আছে। অন্নপূর্ণা উপনিষদে ও পদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে, যাহার চিত্ত সর্ব্বদা বিচারপর নহে, তাহাকে মৃত বলিয়াই জানিবে, সে শ্বাস, প্রশ্বাস, আহার প্রভৃতি জীবতের কর্ম্ম করিলেও, বস্তুতঃ জীবিত নহে, তাহার জীবন অনর্থক।*

জিজ্ঞাসু—বিচারের বহু প্রশংসা আপনার মুখ হইতে শুনিয়াছি। বিচার কাহাকে বলে, তাহা জানি না, সুতরাং বিচারবিহীনকে কেন এত নিন্দা করা হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিনা।

বক্তা—"বিচার" কাহাকে বলে, তাহা তুমি ঠিক জাননা বটে, তথাপি (বিশুদ্ধ ও পূর্ণভাবে না হইলেও) তুমি বিচার করিয়া থাক। 'যে ব্যক্তি চলিতে চলিতে, উপবেশন কালে, জাগরণ বা নিদ্রাবস্থাতে বিচার না করে, সে মৃত', এই কথা কিরূপ সারগর্ভ, যখন তোমার তাহা উপলব্ধি হইবে, "বিচার" কোন্ পদার্থ, তুমি যখন তাহা সম্যগ্‌রূপে অবগত হইবে, তখন তুমিই বলিবে, 'যাহার চিত্ত সর্ব্বদা বিচারপর নহে, সে মৃত' এই কথা যথার্থ, ইহা অত্যন্ত সারগর্ভ কথা।

জিজ্ঞাসু—বিচার কোন্ পদার্থ, কিরূপে যথার্থভাবে বিচার করা যায়, তাহা জানিবার ইচ্ছা হইতেছে। 'শিব' কে, তাহা জানিতে হইলে, বিচার পদার্থ সম্বন্ধে প্রথমে কিছু শোনা আবশ্যক; যদি তাহা না হইত, তাহা হইলে, আপনি "শিব" কে, তাহা বুঝাইতে প্রবৃত্ত হইয়া বিচারের কথা তুলিবেন কেন?

* "গচ্ছতস্তিষ্ঠতো বাপি জাগ্রতঃ স্বপতোঽপি বা। ন বিচারপরং চেতো যস্যাসৌ মৃত উচ্যতে॥"—অন্নপূর্ণোপনিষৎ।

"গচ্ছতস্তিষ্ঠতোবাপিজাগ্রতঃ স্বপতোপি বা। ন বিচারপরং চেতো যস্যাসৌ মৃত এব চ॥" পদ্মপুরাণ—পাতালখণ্ড ৯৯ অধ্যায়।

বক্তা—"শিব"কে, কেবল তাহা জানিতে হইলে, কেন, এমন কোন বিষয় নাই, যাহার স্বরূপ বিনা বিচারে নির্ণীত হয়, বিচারই সাধুদিগের গতি, বিচার না করিলে, মোহভঙ্গ হয় না, অজ্ঞানের নাশ হয়না। বিচার ব্যতীত বিদ্বান্‌দিগের অন্য উপায় নাই, সাধুগণের বুদ্ধি বিচার বলেই অশুভ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুভ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, বিচার দ্বারাই ধীমান্‌গণের বল, বুদ্ধি, তেজঃ, প্রতিপত্তি, ক্রিয়ানুষ্ঠান ও তাহার ফল এই সমুদায় সফল হয়, কি যুক্ত, কি অযুক্ত, কি সত্য, কি মিথ্যা, তাহা নিশ্চয় করিবার পথে, বিচার মহাদীপস্বরূপ। যথোচিত বিচার শক্তির অভাববশত'ই মানুষ, শিবের স্বরূপ জানিতে পারে না, যাঁহা হইতে প্রকৃত কল্যাণ হয়, যিনিই বস্তুতঃ কল্যাণময়, মানুষ তাঁহাকে জানিতে চায় না, তাঁহাকে জানিবার প্রয়োজন উপলব্ধি করে না। দুর্ভাগ্যবশতঃ যাঁহারা নাস্তিক, যাঁহারা সর্ব্বশক্তিমান্‌কে সর্ব্বশক্তির কেন্দ্রভবনকে ত্যাগ করিয়া, পরিচ্ছিন্ন সুখের জন্য, ক্ষুদ্র বা পরিচ্ছিন্ন শক্তির উপাসনা করেন, তাঁহাদিগকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে, কেবল বিচার দ্বারাই আমরা শুদ্ধ জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি, বিচার দ্বারাই দুর্ব্বিজ্ঞেয় জাগতিক রহস্যের ভেদ হইয়া থাকে, বিচার শক্তিই মানুষের সর্ব্বোৎকৃষ্ট দান, অসাধারণ অধিকার, ইহাই ইতর জীবসঙ্ঘ হইতে মানুষকে বিশেষিত করে। * দুঃখের সহিত বলিতেছি, বিচারের বিশুদ্ধ বা পূর্ণরূপ ইহাঁরাও দেখেন নাই। যদি তাহা দেখিতেন, তাহা হইলে, নাস্তিক হইতেন না, তাহা হইলে, শিবই যে, বস্তুতঃ শিব, শিবই যে বিচার শক্তির মূল প্রসূতি, শিবই যে সর্ব্ববিধ সুখের দাতা, শিবই যে সর্ব্বপ্রকার দুঃখের নাশকর্ত্তা, শিবই যে বিশ্বের ধ্রুব আধার—অবিচালি-

* "By reason only can we attain to a correct knowledge of the world and a solution of its great problems. Reason is man's highest gift, the only prerogative that essentially distinguishes him from the lower animals."—The Riddle of the Universe, p.6, by E. Haeckel.

বিশ্রামস্থল, বিনা আপত্তিতে তাঁহারা তাহা স্বীকার করিতেন। তুমি শুনিবামাত্র বিস্মিত হইবে, অবোধ্য, নূতন কথা শুনিতেছি বলিয়া তোমার মনে হইবে, সন্দেহ নাই, তথাপি কোনদিন পরমোপকার হইবে, এই বিশ্বাসে বলিতেছি, বেদ হইতেই বিচার শক্তির স্ফূরণ ও প্রসারণ হইয়া থাকে, বেদই বিচারশক্তির কেন্দ্রভবন। বেদ বিশ্বের প্রাণশক্তি, বেদই বিশ্বের মন বা হিরণ্যগর্ভ, মহীধর তাই বলিয়াছেন, শিব শাস্ত্রাদি রূপে জ্ঞান প্রদান করেন, বেদ-শাস্ত্রময়, শিবের জ্ঞানপ্রদত্বই মোক্ষ-সুখকারিত্ব, শিব, বেদ-শাস্ত্র দ্বারা অজ্ঞানকে প্রোৎসারণ পূর্ব্বক মোক্ষপ্রদ জ্ঞান দান করেন বলিয়াই তাঁহার মোক্ষসুখকারিত্ব সিদ্ধ হয়—("শাস্ত্রাদি রূপেণ জ্ঞান প্রদত্বাৎ মোক্ষসুখকারিত্বমিত্যর্থঃ"—শুক্লযজুর্ব্বেদভাষ্য)।

বিচার ব্যতিরেকে জ্ঞান হয় না; বিচারশক্তি বেদ বা শিব হইতে স্ফূরিত হয়, সম্প্রসারিত হয়, জলাশয়ে লোষ্টাদি নিক্ষেপ করিলে, যেমন চক্রাকার গতি উৎপন্ন হইতে হইতে তীরে গিয়া লাগে, সেইরূপ সর্ব্বগত-সর্ব্বব্যাপক সংবিৎ—চিৎশক্তি, প্রাণস্পন্দন দ্বারা চিত্তভূমিতে তরঙ্গ উৎপাদন করে। ইহা হইতে বিচারশক্তির স্ফূরণ হয়, সম্প্রসারণ হয়। বেদ বা শব্দের 'পরা', 'পশ্যন্তী', 'মধ্যমা', ও 'বৈখরী' এই চতুর্ব্বিধ স্থূল, সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম অবস্থা আছে। ঋগ্বেদে উক্ত হইয়াছে, বেদ বা শব্দের পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী এই অবস্থা চতুষ্টয়ের মধ্যে বৈখরী অবস্থাই সাধারণ মানুষের পরিচিত, বেদের আর তিনটী অবস্থা গুহানিহিত—সাধারণের কাছে অপ্রকাশিত, মনীষী—সুতীক্ষ্ণ, বিশুদ্ধ প্রজ্ঞাবিশিষ্ট যোগবিৎ বা যথার্থবেদবিৎ ব্রাহ্মণগণ ব্যতীত বেদ বা শব্দের পরাদি অবস্থা চতুষ্টয়ের স্বরূপ অন্যের জ্ঞাননেত্রে পতিত হয় না। * জগন্মাতা সীতাদেবীকে কেন সর্ব্ব বেদ-

---

* "চত্বারি বাক্ পরিমিতা পদানি তানি বিদুর্ব্রাহ্মণা যে মনীষিণঃ।
গুহাত্রীণি নিহিতা নেঙ্গয়ন্তি তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি॥"—
ঋগ্বেদসংহিতা—১।১৬৪।৪৫

শাস্ত্রময়ী বলা হইয়াছে, কেন ব্রহ্মবিদ্যা স্বরূপিণী বলা হইয়াছে, কেন আন্বীক্ষিকী বিদ্যা বলা হইয়াছে, গীতাতত্ত্ব নামক সম্ভাষণে আমি তাহা তোমাকে বুঝাইতেছি। অতএব বিচারতত্ত্ব সম্বন্ধে এখানে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। শিব যে, সর্ব্বপ্রকার সুখদাতা, শিবই যে নিখিল বাধা দূর করিয়া সকলের শান্তিবিধাতা, শিবই (পরমাত্মাই) যে, বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কর্ত্তা, শিবই যে অনুগ্রহশক্তি—জগদ্‌গুরু, জগতের অজ্ঞানান্ধকারের হন্তা, সর্ব্বমঙ্গলময়, সর্ব্বশক্তিমান্ করুণাময়, প্রেমময়, সর্ব্বজ্ঞ শিবই যে, নিত্য ও অনিত্য ধনদাতা, আধি-ব্যাধির নাশকর্ত্তা, শিবই যে, ভবরোগ-বৈদ্য, পূর্ণভাবে তাহা উপলব্ধি করিতে হইলে, বিচার শক্তির তত্ত্ব পূর্ণভাবে অবলোকন করিতেই হইবে; বেদের স্বরূপ দেখিতেই হইবে। বিচারই আন্তর ও বাহ্য জগতের মূল কারণ। অথর্ব্ববেদ বলিয়াছেন—'যাহা আন্তর, তাহাই বাহ্য, যাহা বাহ্য, তাহাই আন্তর।" আন্তর জগৎই যে, বাহ্যজগতের আকার ধারণ করে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে কোন কোন ধীমান্ অনুভব করিয়াছেন, ইচ্ছাশক্তিই সর্ব্বপ্রকার স্থূল-শক্তির মূল, বিচার শক্তিই আন্তর ও বাহ্য জগতের আদ্যশক্তি। শব্দ বা ব্রহ্ম হইতে বিশ্বজগতের সৃষ্টি হইয়াছে, দেবতারাও শব্দ বা বেদ প্রসূত। আশা হয়, কালে বিচারশীল আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে কেহ কেহ এই পরম সত্যের রূপ দেখিতে পাইবেন, কৃতকৃত্য হইবেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, এই সকল কথা তোমার বোধগম্য হইবার নহে, অথবা কেবল তোমার কেন, আমার বিশ্বাস, এই সকল কথার মূল্য কত, যথার্থভাবে তাহা অবধারণ করিবার সামর্থ্য ইদানীন্তন অল্পব্যক্তির আছে। জপ, ধ্যান, ভক্তিপূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে স্তবপাঠ ইত্যাদি দ্বারা যে, অভীষ্ট ফলপ্রাপ্তি হয়, মন্ত্রশক্তি দ্বারা যে, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি প্রভৃতি আধিদৈবিক দুঃখের শান্তি হয়, তাহা সত্য, তাহা মিথ্যা বা কল্পনামূলক নহে। স্থূল ভেষজ দ্বারা যে প্রাকৃতিক নিয়মে রোগশান্তি হইয়া থাকে, মন্ত্রজপ, স্তবপাঠ ইত্যাদি

দ্বারাও সেই প্রাকৃতিক নিয়মেই সাধারণ চিকিৎসকদিগের অসাধ্য বোধে পরিত্যক্ত রোগী নিরাময় হয়, শান্তি পায়।

জিজ্ঞাসু—কিরূপে তাহা হয়, তাহা বুঝিতে না পারিলেও, মন্ত্র বা মানসশক্তি দ্বারা যে, অসাধ্য রোগেরও উপশম হয়, আমি কি তাহা অবিশ্বাস করিতে পারি? এক বৎসর হইতে নয় বৎসর পর্য্যন্ত কালবক্ত্রে ছিলাম, বাঁচিবার কোন আশাই ছিলনা, কেবল আপনার ইচ্ছাশক্তি, আপনার দয়া, আমাকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিয়াছে। আপনি যদি কৃপাপূর্ব্বক আমার প্রাণ রক্ষা না করিতেন, তাহা হইলে কি, আমি আজ আপনার শান্তিময় চরণতলে উপবিষ্ট হইয়া এই সকল অমৃতময় উপদেশ শুনিতে পাইতাম? কেবল আমি কেন, আমার মত বহুব্যক্তিই আপনার কৃপায় প্রাণ পাইয়াছেন। তাঁহারা স্বীকার করুন, বা না করুন, যতদিন জীবিত থাকিব, ততদিন আমি আপনাকেই প্রাণদাতা বলে মনে মনে পূজা করিব, মন্ত্র বা মানসশক্তির বীর্য্য যে, অমোঘ, এতদ্দ্বারা যে, অসাধ্যও সাধিত হইতে পারে, অন্যকে (আবশ্যক হইলে) তাহা জানাইব।

বক্তা—আমি যে, তোমাকে, তুমি বালিকা হইলেও, এই সকল কথা (যাহারা সাধারণের দুর্ব্বোধ্য, যে সকল কথা সাধারণের প্রীতিকর নহে) শুনাইতেছি, তাহার কি কোন কারণ নাই? আমার মুখ হইতে যাহা যাহা শুনিতেছ, সেই সকল শব্দস্পন্দন তোমার চিত্তাকাশে সংস্কাররূপে বিদ্যমান থাকিবে; যে প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে দুইটী বিজাতীয় বস্তুর পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ক্রিয়া হইতে বিদ্যুৎশক্তির আবির্ভাব হয়, সেই প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে একদিন, চিত্তাকাশে লগ্ন ঐ শব্দ সংস্কার হইতে তোমার বিচারশক্তির স্ফুরণ হইবে, তুমি বেদ বা শিবের কৃপায় আপনা হইতে আমার (আপাততঃ দুর্ব্বোধ্য হইলেও) এই সকল উপদেশের তাৎপর্য্য বিশদভাবে বুঝিতে পারিবে। ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন, "প্রাতিভ জ্ঞান হইতে, অন্য কারণ ব্যতিরেকে, মানুষের সর্ব্বজ্ঞতা হইয়া

থাকে, এ জ্ঞানের কোন বিষয়ই অজ্ঞেয় থাকে না। "উপদেষ্টার বাণী যদি কেবল মৃত জড় স্পন্দন না হয়, যদি ইহা তাঁহার প্রজ্ঞাপূত, বহুশঃ অনুভূত বিমল প্রাণ বা বেদের স্পন্দন হয়, এবং উপদেশ্যের হৃদয়ও যদি স্বচ্ছ হয়, উপদেশের প্রতিবিম্ব যথার্থভাবে গ্রহণ করিবার যোগ্য হয়, তাহা হইলে, উহা নিশ্চয় অভীষ্ট ফল প্রসব করে, কখন বৃথা হয় না।"

বিচার যে, বেদমূলক, বিচার হইতেই যে, সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের বিকাশ হইয়া থাকে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বেদই বিশ্বের প্রাণশক্তি ("প্রাণ ঋচইত্যেব বিদ্যাৎ"—ঐতরেয় আরণ্যক), নিখিল শব্দ বিচারপর, জ্ঞান-বিজ্ঞানপারদর্শী, বিশ্বের পরমবন্ধু মহর্ষিগণ প্রাণ বা বেদস্বরূপ ("সর্ব্বং শব্দজাতং মহর্ষিজাতং চ প্রাণস্বরূপমিত্যেবোপাসীত"—ঐতরেয় আরণ্যক ভাষ্য)। 'ঋষি' শব্দ যে নিমিত্ত বেদের বাচক হইয়াছে, যথাসময়ে তাহা তোমাকে বুঝাইয়া দিব। যিনি বিচারবিহীন, তাঁহাকে কি নিমিত্ত 'মৃত' বলা হইয়াছে, এখন বোধ হয়, তুমি তাহা বুঝিতে পারিবে। প্রাণের স্পন্দন যদি ছন্দানুসারে হয়, তাহা হইলে, বিদ্যুৎ প্রকাশের ন্যায় বিচার শক্তির স্ফুরণ হইবেই। যিনি বিচারবিহীন, তমোগুণের আধিক্য ও সত্ত্বগুণের হ্রাস বশতঃ যাঁহার বিচার শক্তির (আকাশে স্পন্দন কম হইলে, যেমন আলোকের অভিব্যক্তির হ্রাস হয়, সেইরূপ) স্ফুরণ হয় না, তিনি মৃত বা জড়বৎ সন্দেহ নাই। বুঝিতে পারিতেছ কি, আমি শিবের শিবত্ব বুঝাইতে প্রবৃত্ত হইয়া, কি কারণে 'বিচার' নামক পদার্থের কথা তুলিয়াছি।

জিজ্ঞাসু—পূর্ণভাবে বুঝিতে না পারিলেও, এই সকল কথা শুনিয়া, বিপুল আনন্দ হইতেছে। শিবের স্বরূপ বুঝাইতে হইলে, 'যাঁহাতে সকলে শয়ন করেন,' যিনি সর্ব্বপ্রকার সুখদাতা, যিনি সর্ব্বপ্রকার দুঃখের নাশকর্ত্তা, যিনি বেদশাস্ত্ররূপে জ্ঞানদাতা এবং মুক্তিসুখধারী, তাঁহার স্বরূপ পূর্ণভাবে জানিতে হইলে, 'বিচার' পদার্থ সম্বন্ধে কিছু বলা যে, আবশ্যক, তাহা আমার

অনুভব হইয়াছে। চলিতে চলিতে, উপবেশন কালে, জাগরণ ও নিদ্রাবস্থায় অর্থাৎ সর্ব্বদা যিনি বিচারপর নহেন, তিনি 'মৃত,' এই কথা যে অতিমাত্র সারবতী, আমার তাহা বোধ হইয়াছে। বিচারই আন্তর ও বাহ্য জগতের মূল, বিচার হইতেই আন্তর ও বাহ্য জগতের পরিণাম হইয়া থাকে; আহা! যে দিন আপনার কৃপায় এই অমূল্যোপদেশের তাৎপর্য্য গ্রহণের যোগ্যতা পূর্ণভাবে বিকাশ প্রাপ্ত হইবে, সেইদিন যে, কত সুখী হইব, কত লাভবতী হইব, তাহা ভাবিলেও, অপূর্ব্ব আনন্দে হৃদয় পরিপূর্ণ হয়।

বক্তা—যিনি সাংসারিক সুখদাতা, যিনি দারিদ্র্য, রোগ প্রভৃতি সাংসারিক বাধা দূর করেন, এবং যিনি জ্ঞান ও ভক্তি দিয়া, সংসার হইতে মুক্ত করেন, অপরিচ্ছিন্ন সুখে সুখী করেন, তিনি "শিব", এই সকল কথা শুনিয়া তোমার কি মনে হচ্ছে, তোমাকে আমি এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলাম, তুমি আমার এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলে, 'শিব সাংসারিক সুখদাতা এবং তিনি অপরিচ্ছিন্ন বা নিত্য সুখেরও বিধাতা, আমি কি এই কথার অর্থ বুঝিতে পারি? দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি এ যাবৎ কখন হয় নাই, কখন অপরিচ্ছিন্ন বা নিত্য সুখের দর্শন পাই নাই, অপরিচ্ছিন্ন বা নিত্যসুখ কিরূপ সামগ্রী, আমি তাহা জানিনা। "ধনের অভাব শিব দূর করেন," শিব সর্ব্ব-দুঃখের নাশ করেন, "ব্যাধির যাতনা, শিব নিবারণ করেন," এই সকল কথা আমার কাছে অর্থশূন্য বলিয়াই, বোধ হইতেছে'। তোমার মুখ হইতে আমার প্রশ্নের এই প্রকার উপযুক্ত উত্তর শুনিয়া, আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলাম। আমার উক্ত প্রশ্নের তোমার মত বালিকার মুখ হইতে আমি এই প্রকার উত্তরই আশা করিয়াছিলাম। তুমি বলিয়াছিলে, 'মানুষ বিদ্যা, ব্যবসা, কৃষিকার্য্য, শিল্প প্রভৃতি দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করে, চিকিৎসক প্রদত্ত ঔষধ সেবন করিয়া, রোগমুক্ত হয়, ইহা জানি, কিন্তু "শিব সর্ব্বপ্রকার দুঃখের নাশ করেন," একথা বুঝিতে পারিবার ভাগ্যোদয় আমার এখনও হয় নাই। "শিবই যে, সর্ব্বপ্রকার দুঃখের নাশ-

কর্ত্তা এবং তিনিই যে, নিখিল সুখবিধাতা", করুণাময় শিবের কৃপায় এইবার তোমার এই কথা বুঝিবার ভাগ্যোদয় হইবে।

কৃষিকার্য্য দ্বারা ধন হয়, বিদ্যা দ্বারা ধন হয়, মানুষ ব্যবসা করিয়া ধনবান্ হয়, শিল্প দ্বারা ধন প্রাপ্তি হইয়া থাকে, ধনলাভের এই সকল উপায়ের তত্ত্বানুসন্ধান করিলে, তোমার বোধ হইবে, সর্ব্বশক্তিমান্ করুণাময় শিবই, এ সকল উপায়ের মূল কারণ।

জিজ্ঞাসু—ধনোপার্জ্জনের এই সকল উপায়ের কিরূপে তত্ত্বানুসন্ধান করিব? শিবই কৃষিকার্য্যাদি ধনলাভের উপায় সমূহের মূল কারণ, কেমন করে তাহা উপলব্ধি হইবে?

বক্তা—বিচার দ্বারা তাহা বুঝিতে হইবে, বিচারশক্তি তোমাকে বুঝাইয়া দিবে, কৃষিকার্য্যাদির শিবই মূল কারণ। পূর্ব্বে বলিয়াছি, যথারীতি বিচার না করিলে কোন বিষয়ের তত্ত্ব দর্শন হয় না।

জিজ্ঞাসু—কিরূপে বিচার করিব, তাহাত আমি জানিনা, আমাকে বিচার করিতে শিখাইয়া দিন।

বক্তা—কৃষিকার্য্য দ্বারা ধান্যাদি শস্য উৎপন্ন হয়। কৃষক ভূমি কর্ষণ করে, বীজ বপন করে। কৃষক কি, বীজ উৎপাদন করিতে পারে? কৃষক কি ভূমিকে বীজোৎপাদিকা শক্তি দিতে পারে? কৃষক বীজ বপন করিল, কিন্তু বৃষ্টি হইল না, কৃষকের কি, বৃষ্টি করিবার শক্তি আছে? প্রচুর ধান্যাদি শস্য জন্মিয়াছে, কৃষক আনন্দে নাচিতেছে, অল্পদিনের মধ্যে শস্য পাকিবে, বহুধন লাভ হইবে, এই প্রকার আশাযুক্ত হৃদয়ে কৃষক দিন কাটাইতেছে, এমন সময়ে প্রবল ঝড় হইল, সব শস্য নষ্ট হইয়া গেল, অথবা শলভ (পঙ্গপাল)-গণ শস্য খাইয়া ফেলিল। ঝড়কে নিবারণ করিবার শক্তি কৃষকের নাই, পঙ্গপাল হইতে শস্য বাঁচাইবার ক্ষমতাও তাহার নাই। এখন ভাবিয়া দেখ, যিনি ভূমিকে শস্য উৎপাদন করিবার শক্তি দিয়াছেন, যিনি ঝড়, পঙ্গপালকে নিবারণ করিতে পারেন, অন্যান্য বিঘ্ন হইতে শস্যকে

বাঁচাইতে পারেন, তিনিই কি কৃষিকার্য্য নিষ্পত্তির, ধান্যাদি শস্যোৎপত্তির মূল কারণ নহেন ?

সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বকার্য্যের পরম কারণ, মঙ্গলময় শিব, ভূমিকে শস্য উৎপাদন করিবার শক্তি দিয়াছেন, বীজের অঙ্কুরোৎপাদিকাদি শক্তি শিব প্রদান করিয়াছেন, যথা সময়ে, যথাপ্রয়োজন বৃষ্টিপাত, সর্ব্বশক্তিমান্ কল্যাণময় সর্ব্বকর্ম্মসাক্ষী শিবের ইচ্ছাধীন, জীবের শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে কর্ম্মফলদাতা শিব, পর্জ্জন্যরূপ ধারণ করিয়া, বৃষ্টি প্রদান করেন, জীবের কর্ম্মানুসারে যুগপৎ ন্যায়বান ও করুণাসাগর শিব, ঝড়রূপে শস্যাদি নষ্ট করেন। অতএব শিবই কৃষিকার্য্যাদির মূল কারণ। মানুষ বিদ্যা ও শিল্প দ্বারা ধনার্জ্জন করে, তুমি ইহাই জান, অথবা কেবল তুমি কেন, মানুষের মধ্যে অনেকের তাহাই দৃঢ় ধারণা, কিন্তু বিচার করিলে বুঝিতে পারিবে, শিবই নিখিল বিদ্যা ও শিল্পের মূল প্রসূতি, শিব বেদ বা শব্দরূপে সর্ব্ববিদ্যার, অখিল শিল্প-কলার আদি উপদেষ্টা ("সা সর্ব্ববিদ্যা-শিল্পানাং কলানাং চোপবন্ধনী। তদ্বশাদভিনিষ্পত্তৌ সর্ব্বং বস্তু বিভজ্যতে ॥"—বাক্যপদীয়)। শিব যদি বেদরূপ আত্মমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক, জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রদান না করিতেন, তাহ হইলে, ত্রিভুবন অন্ধ ও মূকবৎ হইত, তাহা হইলে, কেহ কখন জ্ঞান-বিজ্ঞানবান্ হইতে পারিত না, শিল্পকলার আবিষ্কার ও উন্নতিসাধন করিতে সমর্থ হইত না। * মার্কণ্ডেয় দুর্গাসপ্তশতীতে উক্ত হইয়াছে, চতুঃষষ্টি কলাযুক্ত সমস্ত বিদ্যা জগন্মাতা সর্ব্বেশ্বরী শিবা বা দুর্গারই অংশ, শিবা বা দুর্গাই বুদ্ধি (নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান) রূপে সর্ব্বজনের হৃদয়ে অবস্থান করেন ("বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ * * * সর্ব্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদি সংস্থিতে।"—দুর্গাসপ্তশতী)। অতএব যে বিদ্যা-শিল্পাদিকে, তুমি ধন-

* "সাক্ষাদ্ভবান্ যদি বিধায় মূর্ত্তিমাত্মাং। তত্ত্বং নিজং তদবদিষ্য মতোঽভিগুহ্য। নাজ্ঞাস্যত ত্রিভুবন- ধ্রুবমন্ধমূক কল্পং। সমস্তমনমঙ্গলজাবযাস্যৎ।"—

আগম-রহস্য স্তোত্র

প্রাপ্তির উপায় বলিয়া জান, সেই বিদ্যাশিল্লাদির শিক্ষই মূল কারণ। ব্যবসা দ্বারা ধনলাভ হয় বটে, কিন্তু ব্যবসা যে, সকল হয়, ব্যবসায়ে যে ক্ষতি হয় না, তাহার কারণ কি, তাহা তুমি যথাযথভাবে বিচার কর নাই। সর্ব্ব প্রকার কার্য্য সিদ্ধির সদ্বুদ্ধি, হিতাহিতবিবেকশক্তি, মনের একাগ্রতা, প্রযত্নের অশিথিলতা, অধ্যবসায়ের দৃঢ়তা এবং শুভ প্রারব্ধ, আপাত দৃষ্টিতে ইহারাই কারণ বলিয়া বোধ হয়, সাধারণ সিদ্ধিতত্ত্ব চিন্তকেরা (অশুভ প্রারব্ধ ছাড়া), ইহাদিগকেই সিদ্ধির হেতুরূপে অবধারণ করিয়া থাকেন +। ভাল করে বিচার করিলে অনুভব হইবে, শিব বা শিবার (পরে বুঝাইব 'শিব' এবং 'শিবা' ভিন্ন নাম হইলেও ভিন্ন পদার্থ নহে) অনুগ্রহই সর্ব্বপ্রকার কার্য্য সিদ্ধির মূল কারণ। শিব বা শিবাই বুদ্ধি (নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান)-রূপে সর্ব্বজনের হৃদয়ে বিরাজমান আছেন, বেদে, বেদাঙ্গ নিরুক্তে শ্রদ্ধাকে—ইহা এইরূপ, এতদ্দ্বারা এই কার্য্য অবশ্য সিদ্ধ হইবে, এবম্প্রকার নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে ("শ্রদ্ধা শ্রদ্ধানাৎ"—নিরুক্ত। "এবমেতদিতি বা বুদ্ধিরুৎপদ্যতে, তদধিদেবতা ভাবাখ্যা শ্রদ্ধেত্যুচ্যতে।"—নিরুক্তভাষ্য) সর্ব্বপ্রকার প্রবৃত্তির, সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধির নিদান রূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অতএব ব্যবসাসিদ্ধি যে, শিবের অনুগ্রহাধীন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এ সম্বন্ধে যে সকল সংশয় উঠিয়া থাকে, যথার্থ ভাবে বিচার করিলে, সেই সকল সংশয়ের নিরাস হয়।

+ মনের একাগ্রতা, প্রযত্নের অশিথিলতা, অধ্যবসায়ের দৃঢ়তা, এতদ্দ্বারা আমি নিশ্চয় সিদ্ধমনোরথ হইব, এবম্প্রকার 'ধ্রুব বিশ্বাস ইহারাই সাধারণতঃ সিদ্ধির (Success) কারণ রূপে বিবেচিত হইয়া থাকে। অনুকূল প্রারব্ধের দিকে আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন না, ঈশ্বরের অনুগ্রহকেও ইঁহারা সাধারণতঃ সিদ্ধির কারণ বলিয়া স্বীকার করেন না। দূরদর্শিতাই, বিচার শক্তির সমীচীন বিকাশাভাবই ইহার কারণ।

"This is the threefold key of attainment: (1) Insistent desire; (2) Confident expectation; and (3) Persistent will".—The Psychology of Success, by W. W. Atkinson.

তুমি যে কোন কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হও, শ্রদ্ধা—এই কর্ম্ম করিলে, আমার এই ফললাভ হইবে, এবম্প্রকার দৃঢ় বিশ্বাস, যে, তোমাকে সৎকর্ম্ম করিতে প্রবর্ত্তিত করে, তাহা বোধ হয়, তুমি বুঝিতে পার। 'শিব', শ্রদ্ধারূপে জীবকে কর্ম্ম করিতে প্রেরণ করেন, শিবই শ্রদ্ধার অধিদেবতা, শ্রদ্ধার অন্তর্যামী। চিত্ত বিশুদ্ধ না হইলে, কল্যাণময় শিবের আদেশ মানুষ যথার্থভাবে বুঝিতে পারেনা, 'শিব' কি করিতে বলিতেছেন, অশুভ প্রারব্ধ-বশতঃ মানুষ তাহা বুঝিতে সমর্থ হয় না। চিত্ত বিমল হইলে, অশুভ প্রারব্ধ, সিদ্ধি পথে প্রতিবন্ধকরূপে দণ্ডায়মান না হইলে, মঙ্গলময় শিবের আদেশ ঠিক ভাবে বুঝিতে পারিলে, মানুষের সর্ব্বকার্য্যই সিদ্ধ হইয়া থাকে, তাহাকে কখন বিফলমনোরথ হইতে হয় না। অতএব বলা যাইতে পারে, শিবই ব্যবসাতে কৃতকার্য্য হইবার মূল কারণ, তাঁহার অনুগ্রহ ব্যতিরেকে কেহ কর্ম্মফল লাভে সমর্থ হয় না। সীতা উপনিষদে উক্ত হইয়াছে, সীতাই (সীতা ও গৌরী, বা সীতা ও শিবা এক পদার্থ, ইহা স্মরণ করিও) কল্পবৃক্ষ, সীতাই কামধেনু, সীতাই চিন্তামণি, শঙ্খ-পদ্ম-নিধ্যাদি নববিধি, সীতাদেবীকে আশ্রয় করিয়া আছে, সীতাদেবীর ভোগশক্তি, জীবের ভোগার্থ ভোগরূপ কল্পবৃক্ষাদিরূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন ("ভোগশক্তির্ভোগ রূপা কল্পবৃক্ষকামধেনুচিন্তামণি শঙ্খপদ্মনিধ্যাদি নববিধিসমাশ্রিতা * * *—সীতোপনিষৎ)। "শিব যে, দরিদ্রের অক্ষয় নিত্য কোষাগার" এইবার তোমাকে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

"ধনকে" মানুষ সৃষ্টি করিতে পারে না, বসুন্ধরা যে, বসুন্ধরা হইয়াছেন, শিবের অনুগ্রহই তাহার মূল কারণ। জীব কর্ম্ম করে, ঈশ্বর ফল দান দ্বারা তাহাকে অনুগৃহীত করেন। ন্যায়দর্শনপ্রণেতা মহর্ষি গোতম এই সত্য জানাইবার নিমিত্ত বলিয়াছেন, 'ঈশ্বরই কর্ম্মফল প্রাপ্তির কারণ, ঈশ্বরের অনুগ্রহ ব্যতিরেকে কাহার কর্ম্মফল প্রাপ্তি হয় না, ("ঈশ্বরঃ কারণং পুরুষ কর্ম্মাফল্যদর্শনাৎ ॥"—ন্যায়দর্শন ৪।২)।

জিজ্ঞাসু—আমি যথাশক্তি মন দিয়া, আপনার উপদেশ শুনিতেছি, সব বুঝিতে না পারিলেও, আপনার এই সকল কথা শুনিয়া, আমার অভিমাত্র লাভ ও আনন্দ হইয়েছে। আপনার উপদেশ শুনিতে শুনিতে আমার মনে দুই একটা প্রশ্ন উদিত হইয়াছে, আদেশ পাইলে জিজ্ঞাসা করি।

বক্তা—যাহা জানিবার ইচ্ছা হইয়াছে, নির্ভয়ে তাহা জিজ্ঞাসা কর।

জিজ্ঞাসু—মানুষ কর্ম্ম না করিলে, "শিব" কি তাহাকে ধনাদি দেন ? কর্ম্ম না করিলে কি ফলপ্রাপ্তি হয় ? কর্ম্ম না করিলে, যদি ফলপ্রাপ্তি না হয়, তাহা হইলে, শিবকে কর্ম্মফলপ্রাপ্তির কারণ বলিব কেন ? তাহা হইলে, কর্ম্ম, নিজ স্বভাবেই ফল প্রসব করে, এই কথা না বলিব কেন ? যদি কেহ ধনাদির জন্য কর্ম্ম না করিয়া একান্তমনে কেবল শিবেরই পূজা করেন, তাহা হইলে 'শিব' কি, তাঁহার প্রয়োজনীয় বস্তু, তাঁহার অভীষ্ট সামগ্রী প্রদান করেন ? কোন কৃষক যদি, শিবের শরণাগত হয়, 'ঠাকুর ! যথাসময়ে, যথাপ্রয়োজন বৃষ্টি যেন হয়, যেন ঝড় হয় না, যেন শিলা বৃষ্টি হয় না, ঠাকুর ! পঙ্গপালে যেন আমার শস্য খাইয়া ফেলে না', শিবের কাছে এইপ্রকার প্রার্থনা করে, 'শিব' কি, তাহা হইলে, তাহার প্রার্থনা শ্রবণ করেন ? তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করেন ? শিবের পূজা করিলে তাঁহার শরণাগত হইলে, তিনি কি প্রতিকূল প্রারব্ধকে নষ্ট করেন ?

বক্তা—ন্যায়দর্শন প্রণেতা মহর্ষি গোতম তোমার এই প্রশ্নগুলির মধ্যে কতিপয়ের সমাধান করিয়াছেন। মহর্ষি গোতম বলিয়াছেন, "দেখিতে পাওয়া যায়, মানুষ কর্ম্ম করিয়া, সর্ব্বদা, সর্ব্বত্র কর্ম্মের ফল পায় না; চেষ্টা করিয়াও, মানুষ যখন সর্ব্বদা সর্ব্বত্র চেষ্টার ফল পায় না, তখন বুঝিতে হইবে, মানুষের কর্ম্মফল প্রাপ্তি পরাধীন, যদি তাহা না হইত, তাহা হইলে, মানুষ সর্ব্বদা কর্ম্মফল ভোগে সমর্থ হইত, তাহার ক্রিয়া কখনো নিষ্ফল হইত না। কর্ম্ম করিয়া তাহার ফল প্রাপ্তি হয়, এবং হয় না, এই উভয়ই দৃষ্ট হইয়া থাকে, অতএব কর্ম্মফল প্রাপ্তি পক্ষে "ঈশ্বর"

কারণ। কর্ম্ম না করিলে, ফলপ্রাপ্তি হয় না, ঈশ্বর কর্ম্মসাপেক্ষ, কর্ম্মানুসারে ঈশ্বর ফল দিয়া থাকেন, জীব কর্ম্ম করে,* ঈশ্বর ফল দিয়া তাহাকে অনুগৃহীত করেন।* ইহার পর তুমি প্রশ্ন করিবে, যে ভাবে যে কর্ম্ম করিলে, তাহার ফল প্রাপ্তি হয়, সে ভাবে তৎকর্ম্ম না করিলে, তাহার ফল পাওয়া যায় না, শক্তির অভাব বশতঃ আলস্যাদি দোষ নিবন্ধন, অশুভ প্রারব্ধ বা পূর্ব্ব কর্ম্মের প্রতিবন্ধকতা হেতু, কর্ম্মের ফল প্রাপ্তি হয় না, কৃত কর্ম্মের ফল পাইবার পথে এই সকল প্রতিবন্ধক কারণ না থাকিলে, অবশ্য কর্ম্মের ফল লাভ হইয়া থাকে। অতএব ঈশ্বরের অনুগ্রহকে কর্ম্মফল প্রাপ্তির কারণ বলিয়া মানিবার প্রয়োজন কি?

উত্তর—মানিবার প্রয়োজন আছে। পূর্ণশক্তিমান্, জীবের সদা অনুগ্রহকারী, অশুভ পূর্ব্বকর্ম্মের নাশকর্ত্তা কোন পুরুষবিশেষ যদি না থাকেন, তাহা হইলে, শক্তির অভাব, শক্তির অপূর্ণতা কি করে দূরীভূত হইবে? তাহা হইলে শক্তিহীন কোথা হইতে শক্তি পাইবে? অশুভ প্রারব্ধের প্রতিবন্ধকতা কিরূপে অপসারিত হইবে? পূর্ণ শক্তিমান্ জীবের সদা অনুগ্রহকারী, অশুভ প্রারব্ধের প্রতিবন্ধকতাকে অপসারিত করিতে সমর্থ, এতাদৃশ পুরুষবিশেষ না থাকিলে, তাহার কদাচ শক্তির অভাব দূরীভূত হইত না, আলস্যাদি দোষের নাশ হইত না, অশুভ পূর্ব্ব কর্ম্ম দ্বারা প্রতিহত ব্যক্তির কদাচ কর্ম্মফলপ্রাপ্তি হইত না।

অচেতন বা বুদ্ধিহীন, কদাচ বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম নিষ্পাদন করিতে পারে না। বাষ্পীয় রথ (কলের গাড়ী) বাষ্পের বলে চলে বটে, কিন্তু ইহা আপনা হইতে স্থির হইতে পারে না, চেতন—বুদ্ধিবিশিষ্ট পরিচালক কর্ত্তৃক নিয়মিত না হইলে, বাষ্পীয় রথ কখনো যথাপ্রয়োজন স্থানে স্থির

* 'ন পুরুষকর্ম্মাভাবে ফলানিষ্পত্তেঃ।'—ন্যায়দর্শন ৪।১।২০
'তৎকারিতত্বাদহেতুঃ'—ঐ ৪।১।২১

হইতে পারিত না। অতএব কর্ম্ম বা বুদ্ধিহীন জড়শক্তি, কর্ম্মের ফল দিতে পারে না। জড় বা বুদ্ধিহীন শক্তি, স্বীয় যোগ্যতানুসারে কর্ম্ম করিতে পারে, কিন্তু কখন কোন্ স্থানে কর্ম্ম স্থগিত করিতে হইবে, কখন কোন্ স্থানে কর্ম্ম আরম্ভ করিতে হইবে, বুদ্ধিহীন জড়শক্তি তাহা জানে না, সুতরাং ইহা স্বতন্ত্র নহে, ইহা পরতন্ত্র। যাঁহার কর্ম্মের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি (কর্ম্ম আরম্ভ করা এবং স্থগিত করা) এই উভয়েই প্রভুতা আছে, তিনি স্বতন্ত্র, তাঁহাকেই কর্ত্তা বলা যায়। কুঠার (কুড়ুল) বৃক্ষকে ছেদন করিতে পারে, অগ্নি, অন্নপাক করিতে পারে, কুড়ুলের কাটিবার শক্তি আছে, অগ্নির পাক করিবার যোগ্যতা আছে, কিন্তু ইহারা আপনা হইতে গাছ কাটিতে বা অন্ন পাক করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারে না, তাহা করিবার শক্তি ইহাদের নাই। মহর্ষি গোতম এই নিমিত্ত বলিয়াছেন, স্বতন্ত্র ঈশ্বর কর্ম্মের ফলদাতা, অস্বতন্ত্র কর্ম্ম বা বুদ্ধিহীন জড়শক্তি, কাহার কিরূপ কর্ম্ম, কখন কাহাকে ফল দিতে হইবে, কখন কাহার কর্ম্মের বিপাক কাল উপস্থিত হইয়াছে, তাহা স্থির করিতে পারে না। 'পুরুষের কর্ম্মকে ঈশ্বর ফল দিয়া অনুগৃহীত করেন', এই স্থলে "অনুগ্রহ" শব্দের অর্থ কি, তাহা বুঝাইবার জন্য ন্যায়বার্ত্তিককার, আমি তোমাকে যাহা বলিলাম তাহাই বলিয়াছেন, ("অপি তু পুরুষকর্ম্ম ঈশ্বরোঽনুগৃহ্ণাতি। কোঽনুগ্রহার্থঃ? যত্তথা ভূতং যস্য চ যদা বিপাককালঃ তত্তথা তদা বিনিযুঙ্‌ক্ত ইতি।"—ন্যায়বার্ত্তিক)।

জিজ্ঞাসু—এই সকল দুর্ব্বোধ্য বিষয় বুঝিবার শক্তি আমার নাই। 'শিব' যে, দরিদ্রের অক্ষয় নিত্য কোষাগার, 'শিব' যে, ব্যাধির যাতনা নিবারণ করেন, 'শিব' যে, সর্ব্বদুঃখ হরণ করেন, সর্ব্বসুখ প্রদান করেন, আমি যাহাতে ইহা বুঝিতে পারি, দাদা! দয়া করে, আপনার অল্পবুদ্ধি রমাকে আপনি সেইভাবে তাহা বুঝাইয়া দিন।

বক্তা—তুমি যাহাতে বুঝিতে পার, আমি সেই ভাবেই, তোমাকে

বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি। দেখ রমা! শিব যে দারিদ্রের অক্ষয় নিত্য কোষাগার, 'শিব' যে, সর্ব্বদুঃখ হর্ত্তা, "শিব" যে, সর্ব্বসুখ বিধাতা, তাহা বুঝিতে হইলে, 'শিব' কে, এবং দুঃখ কিরূপে দূরীভূত হয়, কিরূপে সুখ পাওয়া যায়, আগে এই সকল বিষয় যথার্থভাবে বুঝিতে হইবে, দুঃখ ও সুখের স্বরূপ কি, তাহাও ভাবিতে হইবে। যাঁহাতে সকলে শয়ন করে, যিনি সকলের আধার, যাঁহা হইতে সকল বস্তু উৎপন্ন হয়, যাঁহার কোলে ধৃত হইয়া, সকল বস্তু অবস্থান করে, নিদ্রাভিভূত সন্তান যেমন জননীর অঙ্কে শয়ন করিয়া ঘুমাইয়া থাকে, সেইরূপ প্রলয় কালে, মৃত্যু হইলে, সকল বস্তু যাঁহার ক্রোড়ে ঘুমাইয়া থাকে, যিনি সর্ব্বত্র, সকলের অন্তরে, বাহিরে সদা বিরাজমান, অতএব যিনি কল্যাণময় তিনি "শিব"। "শিব" কে, তাহা বুঝাইতে যাইয়া, আমি তোমাকে যাহা বলিয়াছি, ইহাই তাহার নির্গলিত অর্থ, তাহার সার। "শী" ধাতুর উত্তর "বন্" প্রত্যয় করিয়া, "শিব" পদ সিদ্ধ হইয়াছে। যাঁহাতে বা যদ্দ্বারা সকলে শয়ন করে ("শেতে হস্মিন সর্ব্বম্, শেতে হনেন বা"।—শব্দার্থ চিন্তামণি)। উণাদি বৃত্তিতে, যিনি শয়ন করিয়া থাকেন, নিদ্রাকালে সকলে যেমন নিশ্চেষ্ট হইয়া, স্থির হইয়া থাকে, 'শব'বৎ—মড়ার মত হইয়া থাকে, সেইরূপ যিনি সর্ব্বদা নির্ব্বিকার, যিনি নির্গুণ, গুণাবস্থারহিত, যিনি সদা শান্ত, তিনি "শিব", 'শিব' শব্দের এই অর্থ উক্ত হইয়াছে ("শেতে তিষ্ঠতি নন্দরতিভ্যাং ন বিক্রিয়তে, গুণাবস্থারহিতঃ শান্তঃ শিবঃ শম্ভুঃ"—উণাদিবৃত্তি)। যিনি মঙ্গলময়, যিনি সুখস্বরূপ, যিনি সকলকে সুখী করেন, যিনি সকলের কল্যাণ বিধাতা, তিনি "শিব", অভিধানে "শিব" শব্দের এই অর্থও দৃষ্ট হইয়া থাকে (শিবং সুখং তদস্যাস্তি। অর্শাদ্যচ্। শিবয়তীতি বা তৎ করোতীতি ণ্যন্তাৎ পচাদ্যচ্।"—শব্দার্থ চিন্তামণি)।

জিজ্ঞাসু—'শব' হইতে 'শিব' হইয়াছেন, এই কথা শুনিয়াছি, এই কথায় কি অর্থ দাদা?

বক্তা—'শিব', শববৎ নির্ব্বিকার, স্বীয় শক্তিযুক্ত হইলে, সগুণ হইলে, ইনি জগতের সৃষ্টি স্থিত্যাদি কর্ম্ম নিষ্পাদন করিয়া থাকেন, শিবের—অখণ্ড সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মার 'সগুণ' ও 'নির্গুণ', এই দুই অবস্থা। শিবের এই দুই অবস্থাই নিত্য। শক্তিমান্ শিব, কদাচ শক্তি ছাড়া হইয়া থাকেন না।

জিজ্ঞাসু—আমি যে, কিছু বুঝিতে পারিতেছি না দাদা?

বক্তা—ইহাত তোমার শুনিবামাত্র বুঝিতে পারিবার কথা নহে রমা।

জিজ্ঞাসু—আমি কি, ইহা বুঝিতে পারিব?

বক্তা—জগদ্‌গুরুর, বিশ্বের অনুগ্রহ শক্তির কৃপা হইলেই বুঝিতে পারিবে, জ্ঞানময় করুণাবরুণালয় শিবই যে, সকলের অন্ধকার দূর করিয়া, জ্ঞানালোক প্রদান করেন, শিব যে, তোমার অন্তরে, বাহিরে সদা বিরাজমান আছেন রমা। আমার অন্তরে বাহিরে করুণাসাগর, জ্ঞানময়, জ্ঞানদাতা শিব, সর্ব্বদা বিরাজমান আছেন, শিবের কৃপায় তোমার যখন এইরূপ জ্ঞান হইবে, এইরূপ বিশ্বাস সুদৃঢ় হইবে, শিবের কৃপায় তোমার যখন সর্ব্বব্যাপী শিবের সর্ব্বব্যাপি রূপ, দেখিবার দিব্য নেত্র উন্মীলিত হইবে, (ফুটিবে), তখন তুমি, 'আমি কি, ইহা বুঝিতে পারিব'? আর এইরূপ কথা বলিবে না।

জিজ্ঞাসু—আপনার এই প্রকার আশ্বাসবাণী, বস্তুতঃ মৃত সঞ্জীবনী, ইহা শবকেও "সঞ্জীবিত" করিতে পারে। আমি ত 'শব' হইতে ভিন্ন নহি।

বক্তা—রমা! যদি তুমি ঠিক 'শব' হইতে পার, তাহা হইলেই, শিবের কৃপায়, তুমি 'শিব' হইবে, তুমি ঠিক 'শব' হইতে পার নাই।

'আমার কিছুই নাই', হে আমার সর্ব্ব! তুমি ছাড়া আমি 'শব', আমি অসৎ, যখন তুমি এইভাবে আপনাকে 'শব' করিতে পারিবে, তোমার 'আমি', ও 'আমার' ভাবকে সর্ব্বময়ের চরণে, তুমি যখন সর্ব্বতোভাবে ডুবাইয়া দিতে পারিবে, যেদিন তুমি ঠিক নিরভিমান হইতে পারিবে, যে দিন তোমার মন সম্পূর্ণরূপে রাগদ্বেষরহিত হইবে, সেইদিন তুমি যথার্থ

শবত্ব প্রাপ্ত হইবে, সেই দিন 'শিব' ও 'শিবা' যে এক—অভিন্ন, তোমার এই জ্ঞানসূর্য্য, অবিদ্যামেঘমুক্ত হইয়া, উদিত হইবেন। যথার্থ 'শব' হইতে পারিলেই, শিবের কৃপা হয়, শিবের সন্তান, জীব, পাশমুক্ত হইয়া, 'শিব' হইয়া থাকে, অবিরাম কল্যাণময়, জ্ঞানময়, প্রেমময়, শান্তিময়, অপরিচ্ছিন্ন আনন্দময় শিবের সর্ব্বাশ্রয় কোলে শয়ন করিয়া, জীব পরমানন্দে বাস করে, আর তাহার আধি-ব্যাধির ভয় থাকে না, আর সে মৃত্যুভয়ে ভীত হয় না, আর তাহাকে শোকানলে দগ্ধ হইতে হয় না, দুর্ভিক্ষের ঘোরা মূর্ত্তি, মহামারীর হৃদয়প্রকম্পক ভীষণ রূপ, দারিদ্র্যের অদৃষ্ট ছবি, আর তাহাকে উদ্বেলিত করিতে সমর্থ হয় না। রমা! যথার্থ 'শব' হইবার চেষ্টা ও সর্ব্বপ্রকার যোগ সাধনের, সর্ব্বপ্রকার উপাসনা করিবার চেষ্টা, এক সামগ্রী। তুমি যখন তোমার চিত্তবৃত্তিসকলকে একেবারে নিরোধ করিতে পারিবে, তখন তুমি জাগতিক দৃষ্টিতে 'শব' হইবে, পারমার্থিক দৃষ্টিতে 'শিব' হইবে, আত্মার স্বরূপে অবস্থান করিবে।

জিজ্ঞাসু—'শিব ও 'শিবা' যে অভিন্ন, আমাকে তাহা বুঝাইয়া দিন।

বক্তা—'শিবরাত্রি ও 'শিবপূজা' বুঝাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, অতএব 'শিব' ও 'শিবা' যে অভিন্ন, তাহাত বুঝাইতেই হইবে, রমা! যিনি 'শিব', তিনিই 'শিবা', যিনি 'শিব', তিনিই 'রাত্রি', তিনিই ভুবনেশ্বরী'। 'রাত্রি' কাহাকে বলে, আমি যখন তোমাকে তাহা বুঝাইব, তখন তুমি 'শিবরাত্রি' কি পদার্থ, শিবরাত্রির শাস্ত্রে কেন এত প্রশংসা করা হইয়াছে, তাহা অবগত হইয়া, কৃতকৃত্য হইবে, 'শিব'কে, 'রাত্রি' কোন্ পদার্থ, সম্যগ্রূপে তাহা বুঝিয়া, একটী শিবরাত্রিতে শিবের—শিবযুক্ত শিবার—পূজা করিলে, তোমার জন্ম সার্থক হইবে, তুমি কৃতার্থ হইবে। 'শব' হইতে 'শিব, হইয়াছেন, এই কথার অভিপ্রায় কি, সংক্ষেপে যাহা বলিলাম, আশা করি, তাহা হইতে তুমি উহা কিয়ৎ পরিমাণে বুঝিতে পারিবে।

জিজ্ঞাসু—'শিব', কে, আপনার কৃপায় এইবার তাহা ভাল করে,

বুঝিতে পারিব, আমার এইরূপ আশা হইতেছে, মনে হইতেছে যে, শিবই যে, কল্যাণময়, শিবই যে, সর্ব্বদুঃখহর্ত্তা, শিবই যে, সর্ব্বরোগের নিত্য ভিষক্; শিবই যে, ভবরোগবৈদ্য, শিবই যে, দরিদ্রের অক্ষয় নিত্য কোষাগার এইবার এই অমূল্য, এই অমৃতময় উপদেশের হৃদয়কে দেখিতে পাইব। "ঠাকুর! যথাসময়ে, যথাপ্রয়োজন বৃষ্টি যেন হয়, ঝড় হইয়া, শিলাবৃষ্টি হইয়া, আমার শস্য যেন নষ্ট না হয়, পঙ্গপালে যেন আমার শস্য খাইয়া ফেলে না, কৃষক যদি সুদৃঢ়, সরল বিশ্বাসের সহিত এই প্রকার প্রার্থনা করে, তাহা হইলে, ঠাকুর তাহা শ্রবণ করেন, শরণাগত কৃষকের সকল প্রার্থনা পূর্ণ করেন'। যদি কোন ভাগ্যবান্ নিরন্তর শিবের পূজা করেন, শিবের পূজা ছাড়িয়া, অন্য কাজ করিবার যাঁহার অবসর হয় না, যাঁহার হৃদয়ে অসরলতার কালিমা নাই, সর্ব্বশক্তিমান্ শরণাগতপালক, ভক্তপালনতৎপর "শিব," এতাদৃশ ভক্তের সকল ইচ্ছা পূর্ণ করেন, যাহা তাহার নাই, তাহাকে তাহা প্রদান করেন, এবং স্বয়ংই তাহা রক্ষা করেন, এই সমস্ত যে, মনভুলান কথা নহে, আমি একদিন যথার্থ ভাবে তাহা বিশ্বাস করিতে পারিব, আমার এখন এই প্রকার আশা হইতেছে।

শিবের অনুগ্রহেই জীব কৃতকৃত্য হয়, সব ছাড়িয়া সর্ব্বান্তঃকরণে শিবের শরণাগত হইতে পারিলেই, জীবের সর্ব্বদুঃখ দুরীভূত হয়। সর্ব্ব কর্ম্মত্যাগ পূর্ব্বক শিবের (ঈশ্বরের) শরণাগত হওয়াই, প্রকৃত পুরুষকার, ইহা কাপুরুষতা নহে, স্থূল দৃষ্টিতে ন্যায়বিরুদ্ধ হইলেও, সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ইহা সম্পূর্ণ ন্যায় সঙ্গত।

বক্তা—রমা! অন্য কর্ম্ম না করিয়া, অনন্যাসক্ত হইয়া, অবিরাম সর্ব্বান্তঃকরণে শিবের পূজা করিলে, তাঁহার শরণাগত হইলে, তাঁহার চরণে অখিল আত্মভাব সমর্পণ করিলে, "জীব" "শিব" হয়, সর্ব্বশক্তিমান্ হয়, সর্ব্বজ্ঞ হয়, শিবের অনুগ্রহে সে সব পায়, সর্ব্বথা সম্পূর্ণ হয়। শিবের উপাসনা ভিন্ন অন্য কর্ম্ম করিতে অশক্ত হওয়ায়, অন্য সব কর্ম্ম ত্যাগপূর্ব্বক নিরন্তর শিবের ধ্যান করা, তাঁহার উপাসনা করা, কাপুরুষতা নহে, ইহাই বস্তুতঃ শ্রেষ্ঠ পুরুষকার। ভগবান্ বেদব্যাস যোগসূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন, ঈশ্বর, আরাধনাদি সাধন দ্বারা আরাধিত হইলে, 'ইহার এই অভীষ্ট সিদ্ধ হোক্' এই প্রকার অনুগ্রহ করেন, ঈশ্বরের এই প্রকার অনুগ্রহে সমাধি সিদ্ধি হয়, জীবের সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধি হইয়া থাকে। ঈশ্বর ইচ্ছা পূর্ব্বক শরীর ধারণ করিতে পারেন, বেদ-শাস্ত্র দ্বারা জীবকে জ্ঞান দান পূর্ব্বক মুক্ত করিতে পারেন, ভক্তকে দেখা দিতে পারেন, করুণাময় তাহা করিয়া থাকেন।*

* 'ঈশ্বর প্রণিধানাদ্বা।"—যোগসূত্র। 'ঈশ্বরো বক্ষ্যমানলক্ষণঃ। তস্মিন্ পরমগুরৌ প্রণিধানং ভাবনাবিশেষঃ। তস্মাদাসন্নতমঃ সমাধিলাভঃ। ঈশ্বরো হি

শ্রীভগবানের নিত্য শরীর আছে, পরমেশ্বর নিত্য নিরাকার এবং নিত্য সাকার, শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতির শরীর, আপাততঃ পরিচ্ছিন্নরূপে প্রতীয়মান হইলেও, উহা বস্তুতঃ নিত্য, বস্তুতঃ বিভু—জগদ্ব্যাপী। ভগবানের শরীর যদি নিত্য না হইত, বিভু—জগদ্ব্যাপী না হইত, তাহা হইলে, ভগবানের যথার্থ ভক্তগণ সর্ব্বত্র, সর্ব্বদা স্ব স্ব ভাবনার অনুরূপ ভগবানের শরীর প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেন না। শ্রীভগবানের শরীর সকল স্থানে, সর্ব্বদা অবস্থিত আছে, ভক্তদিগের ভাবনার অনুরূপ আবির্ভূত হয় মাত্র।

জিজ্ঞাসু—ভগবানের শরীর সর্ব্বত্র অবস্থিত আছে, যদি এই কথা সত্য হয়, তাহা হইলে, বৈকুণ্ঠাদি স্থানবিশেষকে ভগবানের আবাস স্থান বলা হয় কেন?

বক্তা—বৈকুণ্ঠাদি ভগবানের বাসস্থানরূপে প্রসিদ্ধ, সন্দেহ নাই, বৈকুণ্ঠাদি স্থান যে, আছে, তাহা মিথ্যা নহে, আবার ভগবানের শরীর জগদ্ব্যাপী, একথাও সত্য। সত্ত্বগুণের আধিক্যে বৈকুণ্ঠাদি স্থানের আবির্ভাব হইয়া থাকে। যে হৃদয় বা যে দেশ গুণে অনেকতঃ বৈকুণ্ঠাদির সদৃশ, ভগবান্ সেই হৃদয়ে বা তদ্দেশে বাস করেন, প্রকটিত হইয়া থাকেন। ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদের ভাবনানুসারে ভগবান্ নরসিংহরূপে স্তম্ভ হইতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

জিজ্ঞাসু—ভগবান্ কিরূপে ভক্তের জন্য নানারূপ ধারণ করেন?

বক্তা—তোমার এইরূপ প্রশ্নের অভিপ্রায় কি?

জিজ্ঞাসু—অনেকে বলেন, 'শিব নির্গুণ,' 'শিব পূর্ণ,' 'শিব' নিত্যমুক্ত, শিবের রাগ দ্বেষ নাই, কোনরূপ ক্লেশ নাই, ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই,' তবে 'শিব,'

সমারাধনাদিনা সাধনেন আরাধিতঃ, 'ইদমস্তেষ্টমস্তু,' ইতি সংসারাঙ্গারে তপ্যমানং পুরুষমনুগৃহ্লাতীতিভাবঃ। * * * ইত্থং তপ্যমানং পুরুষং পরমেশ্বরঃ স্বেচ্ছয়া নির্ম্মাণকায় মধিষ্ঠায় লৌকিক বৈদিক সম্প্রদায় প্রদ্যোতকো হনুগৃহ্লাতীত্যনবদ্যম্'।—যোগসূত্র বৃত্তি।

কিরূপে ভক্তের জন্য নানারূপ ধারণ করেন? তবে কেন ভক্তের দুঃখে তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হয়, ভক্তের দুঃখ দেখিয়া, তাঁহার অনুগ্রহ হয়? আমার উক্ত প্রশ্নের ইহাই অভিপ্রায়।

বক্তা—তোমার এই প্রশ্ন অতি সুন্দর, অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, ইহার সমাধান অবশ্য কর্ত্তব্য। কপিলদেব, লোকহিতার্থ. এইরূপ প্রশ্নের উত্থাপন করিয়াছিলেন, মহর্ষি গোতম এইরূপ প্রশ্নের উত্থাপন পূর্ব্বক সমাধান করিয়াছেন, নাস্তিকগণও স্ব-স্ব প্রতিভানুসারে এইরূপ বহু তর্ক করিয়া থাকেন। বেদ-ও-বেদমূলক শাস্ত্র সমূহের উপদেশ—ইন্দ্র—পরমৈশ্বর্য্যবান্ পরমেশ্বর মায়া দ্বারা বহুরূপ ধারণ করেন।*

জিজ্ঞাসু—"মায়া" কোন্ পদার্থ? "মায়া" কি ঈশ্বর হইতে পৃথক্ বস্তু?

বক্তা—তৈত্তিরীয় আরণ্যক মায়াকে ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি বলিয়াছেন, মায়া পরমেশ্বরের শক্তি ভিন্ন আর কিছু নহেন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে উক্ত হইয়াছে, মায়াকে প্রকৃতি এবং মায়ীকে—মায়া যাঁহার শক্তি, তাঁহাকে, "মহেশ্বর" বলিয়া জানিবে ("মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরম্।"—শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ)। 'মায়া' বা 'প্রকৃতি' মহেশ্বর হইতে পৃথক্ বস্তু নহে।

জিজ্ঞাসু—'মায়া' বা 'প্রকৃতি' ঈশ্বর হইতে অভিন্ন, এই কথার অভিপ্রায় কি?

বক্তা - অগ্নি হইতে তাপ যেমন ভিন্ন নহে, চন্দ্রমা হইতে জ্যোৎস্না যেমন অভিন্ন, তেমনি 'শিব' হইতে "শিবা" বা পুরুষ হইতে প্রকৃতি, শক্তিমান্ হইতে শক্তি, বস্তুতঃ অভিন্ন।

জিজ্ঞাসু—"প্রকৃতি" ও "ঈশ্বর" এই উভয়ের কার্য্য কি?

বক্তা—'ঈশ্বর' ও 'প্রকৃতি' এই উভয় হইতে বিশ্বজগতের সৃষ্টি, স্থিতি

* "ইন্দ্রোমায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে।"—ঋগ্বেদসংহিতা।

লয় ইত্যাদি সর্ব্ব কার্য্য নিষ্পাদিত হইয়া থাকে। 'ঈশ্বর' ও 'প্রকৃতি' এই উভয়ই জগৎরূপ কার্য্যের কারণ।

জিজ্ঞাসু—"ঈশ্বর" ও "প্রকৃতি" জগৎ কার্য্যের এই উভয়কেই কারণ বলিবার প্রয়োজন কি?

বক্তা—যাহা কার্য্যরূপে পরিণত হয়, তাহাকে উপাদান বা "সমবায়ী" কারণ বলে। মাটী হইতে ঘট হয়, মৃত্তিকা না থাকিলে, ঘট হয় না, সোণা না থাকিলে, সোণার বালা হয় না, বীজ না থাকিলে, অঙ্কুর হয় না। মৃত্তিকা ঘটাকার ধারণ করে, সোণা বালাদির আকারে আকারিত হইয়া থাকে। যাহা হইতে যাহা হয়, যাহা কার্য্যরূপে উৎপন্ন হয়, তাহাকে উপাদান কারণ বলে। মৃত্তিকা ঘটের, সোণা সোণার বালার, বীজ অঙ্কুরের উপাদান কারণ। কার্য্য, তাহার উপাদান কারণ হইতে ভিন্ন নহে; মৃত্তিকা বাদ দিলে, ঘটের "ঘট" এই নাম মাত্র থাকে, সোণার বালা হইতে সোণাকে পৃথক্ করিলে, বালার "বালা" নাম ছাড়া আর কিছু থাকে না। "ঈশ্বর" জগতের উপাদান কারণ হইতে পারেন না।

জিজ্ঞাসু—ঈশ্বর জগৎ কার্য্যের উপাদান কারণ হইতে পারেন না কেন?

বক্তা—উপাদান কারণের বিকৃতি হয়, উপাদান কারণ নানা আকার ধারণ করে, ঈশ্বরকে জগৎকার্য্যের, ঘটের মৃত্তিকার স্থায় উপাদান কারণ বলিয়া স্বীকার করিলে, ঈশ্বরকে আর নির্ব্বিকার বলা যায় না।

জিজ্ঞাসু—জগৎ কার্য্যের উপাদান কারণ কে?

বক্তা—"প্রকৃতি" বা "মায়া" জগৎকার্য্যের (সোণা যেমন সোণার বালার উপাদান কারণ, সেইরূপ) উপাদান কারণ।

জিজ্ঞাসু—তাহা হইলে "ঈশ্বর" কি করেন? জগৎকার্য্য নিষ্পাদনে ঈশ্বরের কার্য্যকারিতা কি?

বক্তা—প্রকৃতিকে অন্তরালে (মধ্যে) রাখিয়া, ঈশ্বর জগৎ উৎপাদন করেন, জগৎরূপ কার্য্য, প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হয়, বীজশক্তি যেমন অঙ্কুর হয়,

সুবর্ণ হইতে যেমন বালা হয়, প্রকৃতি হইতে সেইরূপ বিবিধ বিচিত্রতাময় জগৎ হয়।

জিজ্ঞাসু—তাহা হইলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকারে লাভ কি?

বক্তা—চৈতন্যময় ঈশ্বর, স্বকীয় প্রকাশ স্বরূপে প্রকৃতির অনুবর্ত্তন করেন, কেবল জড়স্বভাবা প্রকৃতিই যদি জগতের কারণ হইত, তাহা হইলে, জগৎ জড়রূপ হইত, জীবদিগের যে "আমি" "আমার" ইত্যাদিরূপ বুদ্ধির স্ফূর্ত্তি লক্ষিত হয়, তাহা হইলে তাহা হইত না। প্রকৃতি স্বভাবতঃ অচেতন, জড়স্বরূপিণী, সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণবিশিষ্টা এবং ঈশ্বরের শরীরভূতা—শরীরস্বরূপা। এই প্রকৃতিতে যখনি "আমি" "আমার" ইত্যাদি প্রকার বুদ্ধির বিকাশ হয়, তখনি উহা এই জগৎকে প্রসব করিতে সমর্থ হয়, স্বয়ং জগৎরূপে পরিণত হয়। "ঈশ্বর বিশুদ্ধচৈতন্যময়, ঈশ্বর আনন্দস্বরূপ" ঈশ্বরের ইচ্ছামাত্রেই জগৎ উৎপন্ন হয় বলিয়া, তাঁহাকে জগতের কর্ত্তারূপে নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। ঈশ্বর প্রকৃতিরূপ শরীর দ্বারা জগতের উপাদান কারণ, এবং চৈতন্য দ্বারা উহার উৎপাদন কর্ত্তা। প্রশ্ন হইবে, প্রকৃতি যখন জগতের উপাদান কারণ, তখন জগৎ প্রকৃতিস্বরূপই হইল, অতএব ব্রহ্ম হইতে উহা অত্যন্ত ভিন্ন হইয়া পড়িল। উত্তর। না, তাহা হয় না, "প্রকৃতি" ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। জগতের উপাদান কারণ প্রকৃতি হইলেও, জগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, কারণ, 'প্রকৃতি' 'ঈশ্বর' হইতে অভিন্ন; জগৎ আবার প্রকৃতি হইতে অভিন্ন; অতএব জগৎ ঈশ্বর হইতে অভিন্ন।* জগতের সর্ব্বত্র 'ঈশ্বর' বিরাজমান থাকেন। অতএব 'প্রকৃতি' ও 'পুরুষ' এই উভয়েরই অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে, কারণ, ইহারা পরস্পর পরস্পরের অপেক্ষা রাখেন, "প্রকৃতি" চৈতন্যের জন্য পুরুষের, এবং পুরুষ জগতের উপাদান কারণের নিমিত্ত প্রকৃতির অপেক্ষা

* "প্রকৃত্যন্তরালাদবৈকার্য্যং চিৎসত্ত্বেনানুবর্ত্তমানাৎ।"—শাণ্ডিল্যসূত্র।

করেন। তৈত্তিরীয় আরণ্যক শ্রুতি বলিয়াছেন, প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয়ই অনাদি, উভয়ই "অজ"—উভয়েরই জন্ম নাই। অজা—অনাদি মূল-প্রকৃতিরূপা 'মায়া', ত্রিগুণাত্মিকা বলিয়া, একাই দেব, তির্য্যক্, মনুষ্যাদি বিবিধ প্রজা প্রসব করিয়া থাকেন।* বিচিত্র কার্য্যের বৈচিত্র্যের প্রতি বিচিত্র কারণের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই হইবে, কারণের বিচিত্রতা ব্যতিরেকে কার্য্যের বিচিত্রতা হইতে পারে না, কারণে যাহা নাই, কার্য্যে তাহা থাকিতে পারে না, জগতের দিকে তাকাইলে, জগতের প্রত্যেক কার্য্যই যে, বৈচিত্র্যময়, তাহা উপলব্ধি হয়। অতএব বিচিত্র জগৎকার্য্যের কারণ প্রকৃতি বা মায়াও যে, বৈচিত্র্যশালিনী, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। শ্রুতি এই নিমিত্ত বলিয়াছেন, 'অজা'—প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা, অপিচ 'অনাদি-কর্ম্মসংস্কারবতী', এক অজা বা প্রকৃতি হইতে, এই নিমিত্ত, বহুবিধ প্রজার বা বিবিধ, বিচিত্র কার্য্যের উৎপত্তি অসম্ভব নহে। 'প্রকৃতি' ও 'পুরুষ' স্বরূপ-সম্বন্ধে পরস্পর সংযুক্ত, সর্ব্বদা সম্বন্ধ।

জিজ্ঞাসু—"প্রকৃতি" ও "পুরুষ" স্বরূপ-সম্বন্ধে পরস্পর সম্বন্ধ, এই কথার অর্থ কি?

বক্তা—প্রকৃতি ও পুরুষের সম্বন্ধ আগন্তুক নহে। যষ্টিধারী পুরুষের সহিত যষ্টির (লাঠীর) যেমন সম্বন্ধ, প্রকৃতির সহিত পুরুষের সম্বন্ধ তদ্রূপ নহে, এ সম্বন্ধ অনাদি।

জিজ্ঞাসু—"শিবা", "গৌরী" বা "উমা" কি, জড়শক্তি?

বক্তা—"শিবা" পরমাদেবী, "শিবা", সদাকারা, "শিবা" সংসারের সৃষ্টি,

---

*। "অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীং প্রজাঃ জনয়ন্তীং সরূপাং।
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ॥

তৈত্তিরীয় আরণ্যক।

"গুণত্রয়াত্মিকা মায়েত্যুক্তং ভবতি। সা চ দেবতির্য্যঙ্ মনুষ্যাদিরূপাং গুণত্রয়াত্মকত্বেন সরূপাং বহুবিধাং প্রজাং জনয়ন্তী। তৈত্তিরীয় আরণ্যকভাষ্য।

স্থিতি, লয়কারিণী, "শিবা" চৈতন্যময়ী, "শিবা" শিবঙ্করী—সর্ব্বপ্রাণির সুখকারিণী, "শিবা" শিব হইতে অভিন্না ("সদাকারা পরানন্দা সংসারোচ্ছেদকারিণী। সা শিবা পরমাদেবী শিবাভিন্না শিবঙ্করী॥"—সূতসংহিতা)। "শিবা" ছাড়া শিব নিরর্থক। "শিব" যে, জগৎকারণ হন, তাহা শিবার শক্তি বশতঃ, শিবাশক্তিবিহীন 'শিব' নিরর্থক, নিষ্ক্রিয়। জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি, এই উভয়ের সাম্যবতী শিবা, যখন বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধানা হ'ন, জ্ঞানশক্তির যখন আধিক্য হয়, তখন তদুপাধিক শিব, "সর্ব্বজ্ঞ" হইয়া থাকেন। 'শিবা' যখন ক্রিয়াশক্তিপ্রধানা হ'ন, তখন তদুপাধিক শিব (ক্রিয়াশক্তিপ্রধানা শিবা বা প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত চিৎ), স্রষ্টব্য পদার্থ সমূহের পর্য্যালোচনা রূপ ঈক্ষণের কর্ত্তা হ'ন। শিবা ছাড়া 'শিব' নিরর্থক। শিব বিনা শক্তি এবং শক্তিরহিত শিব কখন হইতে পারেন না, গৌরী-শঙ্করের ঐক্যকে যিনি সাক্ষাৎ করিতে পারেন, তিনিই যথার্থজ্ঞানী ("ন শিবেন বিনা শক্তি র্ন শক্তিরহিতঃ শিবঃ। উমাশঙ্করয়োরৈক্যং যঃ পশ্যতি, স পশ্যতি॥"—সূতসংহিতা)। দেব, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, ওষধি, বনস্পতি, অণু, পরমাণু, নদ, নদী, পর্ব্বত, সমুদ্র, বিদ্যুৎ, ভক্ষ্য, ভোজ্য, এক কথায় বিশ্বজগৎ শিব-শক্তিময়।

রুদ্রহৃদয় উপনিষদে উক্ত হইয়াছে, রুদ্র সর্ব্বদেবময়, সর্ব্বদেব শিবাত্মক, রুদ্র ব্রহ্ম-বিষ্ণুময়; সর্ব্ব পুংলিঙ্গ ঈশান, সর্ব্ব স্ত্রীলিঙ্গ ভগবতী উমা, স্থাবর—জঙ্গমাত্মক সর্ব্বপ্রজা উমারুদ্রাত্মিকা; উমাশঙ্করের যে যোগ, সেই যোগ 'বিষ্ণু' নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। * গোপথব্রাহ্মণ ও সাবিত্রী উপনিষৎ; সবিতা কে, এবং সাবিত্রীরই বা স্বরূপ কি, তাহা বুঝাইবার সময়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহার সার হইতেছে, 'বিশ্বজগৎ উমা-শঙ্করের রূপ',

* "ব্রহ্মাবিষ্ণুময়ো রুদ্র অগ্নীষোমাত্মকং জগৎ। পুংলিঙ্গং সর্বমীশানং স্ত্রীলিঙ্গং ভগবত্যুমা। উমারুদ্রাত্মিকাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ স্থাবরজঙ্গমাঃ। ব্যক্তং সর্ব্বমুমারূপং অব্যক্তং তু মহেশ্বরম॥ উমাশঙ্করয়োর্যোগঃ স যোগো বিষ্ণুরুচ্যতে।"—রুদ্রহৃদয় উপনিষৎ।

'বিশ্বজগৎ হর-গৌর্য্যাত্মক'। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে উক্ত হইয়াছে, 'ভৈরব,' যাঁহাকে চিদাকাশ শিব বলিয়া উক্ত করিলাম, তাঁহার যে, মনোময়ী স্পন্দ-শক্তি, তাঁহাকেই তুমি "মায়া" বা 'কালী' বলিয়া জানিবে। এই 'মায়া' শিব হইতে অভিন্ন ; 'পবন' ও পবনস্পন্দ যেমন এক পদার্থ, উষ্ণতা (তাপ) ও অনল যেমন এক পদার্থ, সেইরূপ চিন্ময় শিব ও তদীয় স্পন্দশক্তিও (মায়াও , সর্ব্বদা এক, কদাচ পৃথক্ নহে। "স্পন্দ" দ্বারা যেমন বায়ুর অনুমান হয়, উষ্ণতা দ্বারা যেমন অগ্নির অনুমান হয়, সেইরূপ এই 'শিব' নামক নির্ম্মল শান্ত, চিদাত্মাও যথোক্ত মায়া দ্বারা লক্ষিত হন, অন্য কোন উপায়ে তিনি লক্ষিত হন না। এই শান্ত চিন্ময় শিবকেই তত্ত্বজ্ঞানীরা বাঙ্‌মনের অগোচর "ব্রহ্ম" বলিয়া জানেন। "স্পন্দশক্তি" শিবের ইচ্ছা। এই ইচ্ছারূপিণী স্পন্দন শক্তিই জীবের জীবন রূপে পরিণত হওয়ায়, জীবাত্মা বা জীবচৈতন্য নামে, সৃষ্টির প্রকৃতি (মূল কারণ) বলিয়া, প্রকৃতি নামে, অভিহিত হইয়া থাকে। ইনি প্রণবের সারাংশ শক্তি, এই জন্য ইঁহার নাম "উমা", যাঁহারা ইঁহার গান করেন, ইঁহার জপ করেন, তাঁহারা পরমার্থকে প্রাপ্ত হন, তাঁহারা সর্ব্বথা প্রাণ পান, এই নিমিত্ত ইঁহার নাম "গায়ত্রী", সর্ব্বজগৎকে প্রসব করেন বলিয়া, ইঁহার নাম সাবিত্রী, সর্ব্ব জ্ঞানদৃষ্টি-ধারা ইঁহা হইতেই প্রবাহিত হয় বলিয়া, ইঁহার নাম সরস্বতী। গৌরাঙ্গী বলিয়া ইনি 'গৌরী' নামে অভিহিতা হ'ন, যখন শিবশরীরে অনুষক্তিণী হ'ন, তখন ইনি "গৌরী" হইয়া থাকেন। * শিব ও শিবার স্বরূপ সম্বন্ধে তোমাকে যাহা শুনাইলাম, তাহা বেদ ও বেদমূলক নিগম শাস্ত্রসম্মত। আধুনিক যথার্থ ধীমান্ বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে কেহ কেহ, বিশ্বজগৎকে শিব-শক্তিময় বলিয়াই বুঝিয়াছেন। "ব্যক্ত জগতের পরিণাম চৈতন্যাধিষ্ঠিত অব্যক্ত দ্বারা হইয়া থাকে," বিজ্ঞানকুশল চিন্তাশীল টেট্ ও ষ্টুয়ার্ট্ এই কথা

* "স ভৈরবশ্চিদাকাশঃ শিব ইত্যভিধীয়তে। অনন্যাং তস্য তাং বিদ্ধি স্পন্দশক্তিং মনোময়ীং॥ নির্ব্বাণপ্রকরণ—উত্তরার্দ্ধ।

বলিয়াছেন। 'ঈশ্বরের ইচ্ছাই নিখিল কার্য্যের মূল কারণ, সৃষ্টি ঈশ্বরকৃতি, এই কথা বলাই মানুষোচিত,' ইহা প্রবীণ বৈজ্ঞানিক গ্রোভের উক্তি। "শিব" ও "শিবা" সম্বন্ধে যথাপ্রয়োজন সংক্ষেপে কিছু বলিলাম। এখন শিব বা শিবযুক্ত, শিবঙ্করী শিবাই যে, সর্ব্বদুঃখহর্ত্তা ও সর্ব্বসুখবিধাতা, শিবের অনুগ্রহেই যে, জীব সব পায়, সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক যথার্থভাবে অবিরাম শিবের পূজা করিলে, জীব যে, কৃতকৃত্য হয়, যথার্থভাবে শিবের উপাসনাই, সর্ব্বান্তঃকরণে শিবের শরণাগত হওয়াই যে, শ্রেষ্ঠ পুরুষকার, ইহা যে কাপুরুষতা নহে, শিব জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-ও-লয়-কার্য্য সম্পাদন করেন, বলিয়া, জীবের দুঃখে দয়ার্দ্রচিত্ত হ'ন এই জন্য, তাঁহার শিবত্বের যে কোন হানি হয় না, তিনি যে, সাধারণের ন্যায় রাগ-দ্বেষাদিযুক্ত তাহা সপ্রমাণ হয় না, এইবার তোমাকে সংক্ষেপে এই সকল বিষয় বুঝাইবার অবসর আসিয়াছে।

মহেশ্বর হিরণ্যগর্ভকে বলিয়াছেন, 'যে ব্যক্তি নিরন্তর আমার অনুস্মরণ করে, আমার ধ্যানে যাঁহার চিত্ত সদা নিমগ্ন, সে ব্যক্তি কেবল এতদ্দ্বারাই সর্ব্বজ্ঞ হয়, কেবল এতদ্দ্বারা তাহার পরেশত্ব—সর্ব্বোপরি ঐশ্বর্য্যলাভ হয়, কেবল এতদ্দ্বারা তাহার সর্ব্বসম্পূর্ণশক্তিতা প্রাপ্তি হইয়া থাকে, সে অনন্ত-শক্তিমান্ হয় ("সর্ব্বজ্ঞত্বং পরেশত্বং সর্ব্বসম্পূর্ণশক্তিতা। অনন্তশক্তিমত্ত্বং চ মদনুস্মরণাদ্ভবেৎ॥"—যোগশিখোপনিষৎ)।

জিজ্ঞাসু—নিরন্তর শিবের অনুস্মরণ করিতে কিরূপে পারা যায়, কেবল নিরন্তর শিবের অনুস্মরণ দ্বারা কিরূপে সর্ব্বজ্ঞ হওয়া যায়, সর্ব্বজ্ঞ কাহাকে বলে, তাহা আমি জানি না, আমার জিজ্ঞাস্য হইতেছে, মানুষের মধ্যে যাঁহারা বহুজ্ঞ হইয়াছেন, তাঁহারা কি, বিদ্যার্জ্জনার্থ শিবের অনুস্মরণ করিয়া বহুজ্ঞ, বিবিধবিদ্যাকুশল হইয়াছেন? বহুজ্ঞ হইবার যে সকল কারণ আছে, নিরন্তর শিবের অনুস্মরণ কি, তাহাদের মধ্যে অন্যতম? নিরন্তর শিবের ধ্যান করিলে, মানুষের সর্ব্বসম্পূর্ণশক্তিতা প্রাপ্তি হয়, কেবল

এতদ্দ্বারা মানুষের অনন্তশক্তিমত্তার আবির্ভাব হইয়া থাকে, আমার আপাততঃ ইহা বুঝিবার শক্তি নাই, তবে শিবের অনুগ্রহে যে, সব হইতে পারে, দৃঢ়ভাবে তাহা বিশ্বাস করিবার আমি একান্ত অভিলাষী। শিবকে নিরন্তর অনুস্মরণ করিয়া কেহ কি সর্ব্বজ্ঞ হইয়াছেন? কোন ব্যক্তি কি সর্ব্বসম্পূর্ণশক্তিতা প্রাপ্ত হইয়াছেন? কোন ভাগ্যবানের কি, অনন্ত-শক্তিমত্তার বিকাশ হইয়াছে? নিরন্তর শিবের অনুস্মরণ করিলে, এত লাভ কিরূপে হয়, দাদা!

বক্তা—শিব বলিয়াছেন, "দৃঢ় ভাবনাই," সর্ব্ব সিদ্ধির হেতু, নিরন্তর শিবের অনুস্মরণ দ্বারা যে, সর্ব্বজ্ঞত্বাদি সিদ্ধ হয়, ভাবনার দৃঢ়তা, ভাবনার উপচয়ই—অবাধিত বৃদ্ধি বা উৎকর্ষতাই, তাহার একমাত্র কারণ ("ভাবনামাত্রমেবাত্রকারণং পদ্মসম্ভব।")। সাংখ্যদর্শনে উক্ত হইয়াছে, ভাবনার উপচয় দ্বারা, যাঁহার চিত্ত বিশুদ্ধ হইয়াছে, অশ্রদ্ধাদি মলরহিত হইয়াছে, তিনি প্রকৃতিবৎ সর্ব্বকার্য্য করিতে পারেন।* "যাঁহার যাদৃশী ভাবনা, তিনি তদ্রূপ হইয়া থাকেন", তুমি কি, এই কথা কখনও শ্রবণ কর নাই?

জিজ্ঞাসু—বহুবার আপনার মুখ হইতেই একথা শুনিয়াছি, কিন্তু ইহার অর্থ কি, এতদিন দুর্ভাগ্য বশতঃ আমার তাহা জানিবার চেষ্টা হয় নাই। "ভাবনা কাহাকে বলে?"

বক্তা—ভাবনা মনের স্পন্দনাত্মিকা ক্রিয়া। 'ভাবনা মনের স্পন্দনাত্মিকা ক্রিয়া' এই কথা শুনিয়া, ভাবনা পদার্থ সম্বন্ধে তোমার যে, কোন রূপ ধারণা হয় নাই, তাহা আমি বুঝিতেছি। "কর্ম্ম" কাহাকে বলে, "মন" কাহাকে বলে, তাহা বোধ হয়, তুমি ঠিক জান না; যে বিষয়ের যে ভাবনা করে না, সে তদ্বিষয় সম্বন্ধে কিছু জানিতে পারে না। "স্পন্দন" শব্দ নড়া-চড়া,

* "ভাবনোপচয়াচ্ছুদ্ধস্য সর্ব্বং প্রকৃতিবৎ।"—সাংখ্যদর্শন ৩।৩৯

"গতি" ইত্যাদি অর্থের বাচক। কি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ্য জগৎ, কি আন্তর জগৎ, উভয়েই স্পন্দন বা গতির মূর্ত্তি, উভয়েই কর্ম্মের রূপ। আন্তর জগৎ, আন্তর কর্ম্ম ও মন এক পদার্থ। 'পুষ্প' ও তদন্তর্গত 'সৌরভ' যেমন পরস্পর অভিন্ন, উহাদের যেমন কোন ভেদ নাই, সেইরূপ "কর্ম্ম" ও "মন" এই উভয়ের মধ্যে কোন ভেদ নাই। আন্তর কর্ম্মই, বাহ্যজগদাকার ধারণ করে। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা যাহা জান, যে সকল বস্তুর অস্তিত্ব উপলব্ধি কর, তাহারা আন্তর কর্ম্মের ফল। সাবধানে নিষ্পাদিত ঐহিক বা প্রাক্তন (পূর্ব্বজন্মের) কর্ম্মই পুরুষকার। কজ্জলের (কাজলের) কালিমা নষ্ট হইলে, কজ্জলের যেমন কিছুই থাকে না, সেইরূপ স্পন্দনাত্মক কর্ম্ম নষ্ট হইলে, মনের কিছুই থাকে না। বহ্নি ও উষ্ণতার ন্যায়, চিত্ত ও কর্ম্ম অভিন্নরূপে মিলিত, সুতরাং একের নাশ হইলে, অপরের নাশ অবশ্যম্ভাবী। চিত্ত স্পন্দনাত্মকক্রিয়া প্রাপ্ত হইয়া, 'ধর্ম্ম' ও 'অধর্ম্ম' রূপে পরিণত হয়, আবার কর্ম্মও চিত্তের ফলভোগানুরূপ স্পন্দাত্মক বিলাস প্রাপ্ত হইয়া 'চিত্ত' হয়। অনুভূত অর্থের ভাবনাই, 'মন', এই ভাবনা স্পন্দধর্ম্মিণী হইয়া বিহিত ও নিষিদ্ধ ক্রিয়া হয়। এই ক্রিয়ার জন্মান্তরাদিরূপে ভাবিত রূপ তাদৃশ ফলের অনুবর্ত্তী হইয়া থাকে। সর্ব্বশক্তিমান্ অনন্ত, আত্মতত্ত্বের সংকল্পশক্তি দ্বারা কল্পিত যে রূপ, তাহাই "মন", জগতে যেমন গুণহীন গুণী নাই, সেইরূপ কল্পনাত্মক কর্ম্মশক্তিশূন্য মনও অসম্ভব। বহ্নি ও উষ্ণতার যেমন পৃথক্ সত্তা নাই, সেইরূপ "কর্ম্ম" ও "মনের" পৃথক্ সত্তা নাই। যাঁহার মন যে মাত্রায় বিমল হয়, অর্থাৎ যিনি যে মাত্রায় বিশুদ্ধ কর্ম্ম করেন, তাঁহার সেই মাত্রায় ভাবনাও বিশুদ্ধ হয়। ভাবনার বিশুদ্ধির মাত্রানুসারে কর্ম্মের সিদ্ধি হইয়া থাকে। যাঁহার যাদৃশী ভাবনা, তাঁহার তাদৃশী সিদ্ধি হয়, যিনি যাদৃশ শ্রদ্ধাবান্, তাঁহার তাদৃশ ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে। যিনি নিরন্তর সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বজ্ঞ, করুণাসাগর, ভক্তবৎসল, ভক্তপালনতৎপর শিবকে ধ্যান করেন, শিবের ভাবনা করেন; তিনি শিবের

কৃপায়, শিবের যাহা আছে, শিবা বা প্রকৃতির যাহা আছে, তৎসমুদায়ের অধিকারী হইয়া থাকেন, করুণাময় শিব তাঁহার যথার্থ শরণাগত ভক্তকে (সৎপুত্রকে পিতা যেমন তাঁহার সর্ব্বস্বের অধিকারী করেন, সেইরূপ) তাঁহার সর্ব্বস্ব দিয়া থাকেন. সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বজ্ঞ শিব তাঁহার ভক্তকে সর্ব্বশক্তিমান্ করেন, সর্ব্বজ্ঞ করেন। নিরন্তর শিবের অনুস্মরণ করিলে, কি নিমিত্ত সর্ব্বজ্ঞতা লাভ হয়, কি নিমিত্ত সর্ব্বসম্পূর্ণশক্তিতা প্রাপ্তি হয়, কি নিমিত্ত অনন্তশক্তিমত্তার বিকাশ হয়, তাহা একটু বুঝিতে পারিলে কি রমা?

জিজ্ঞাসু—শিব যদি সর্ব্বশক্তিমান্ হ'ন, যদি অনন্তজ্ঞানময় হ'ন, দয়াময় হ'ন, বিশ্বের পরম পিতা হ'ন, আমি যদি শিবকে সর্ব্বশক্তিমান্, অনন্তজ্ঞানময়, দয়াময় ও আমার পরম পিতা বলিয়া দৃঢ় ভাবনা করিতে পারি, অন্য কোন বিষয়ে মন না দিয়া অবিরাম তাঁহারই অনুস্মরণ করিতে পারি, তাহা হইলে, লৌকিক মাতা পিতার কাছ থেকে সন্তান যেমন তাঁহাদের যাহা আছে, তাহা পাইয়া থাকে, পরম পিতার কাছ থেকে আমি আমার যাহা আবশ্যক, তাহা পাইব না কেন? আমি আপনার সকল কথার অর্থ বুঝিতে না পারিলেও, মোটের উপর আমার মনে হয়েছে, এই কথা তাহাদের সার।

বক্তা—এই কথাই তাহাদের যে, সার, তাহা সম্পূর্ণ সত্য। মানুষ রাজা হয়, ধনবান্ হয়, অন্যের প্রভু হয়, আচার্য্য বা জ্ঞানোপদেষ্টা হয়, তাহা সকলের জানা আছে, কিন্তু কি ক'রে মানুষ রাজা হয় কি ক'রে ধনবান্ হয়, অন্যের প্রভু হয়, অনেকেই তাহা জানেন না, অনেকেই তাহা ভাবেন না। "কর্ম্ম" করিয়া ফল পায়, মানুষ সাধারণতঃ ইহাই অবগত আছে, কিন্তু "কর্ম্ম" কোন্ পদার্থ, কোথা হইতে মানুষ কর্ম্ম করিবার শক্তি পায়, শক্তির মূল প্রসূতি কে, মানুষ সাধারণতঃ তাহা জানে না। শিবা বা শক্তিযুক্ত, শিবই বস্তুতঃ সর্ব্বশক্তির মূল প্রসূতি। শিবই ইচ্ছাশক্তি, শিবই জ্ঞানশক্তি

শিবই ক্রিয়াশক্তি, এই বিশ্বাস যাঁহার সুদৃঢ় হইয়াছে, ভাবনাখ্য উপাসনা দ্বারা যিনি শুদ্ধ হইয়াছেন, নিষ্পাপ হইয়াছেন, তাদৃশ পুরুষের সর্ব্বৈশ্বর্য্যবান্ শিবের ন্যায়, সর্ব্বশক্তিমতী প্রকৃতির ন্যায়, সর্ব্বৈশ্বর্য্য হইয়া থাকে। অল্পবুদ্ধি মানুষ, বুদ্ধিহীনতা নিবন্ধন পূর্ণ শক্তিমান্‌কে ছাড়িয়া, তাঁহার পরিচ্ছিন্ন শক্তির উপাসনা করে, বিশ্বাস করে, আমার দেহ ও মনের বল দ্বারা আমি কৃতকার্য্য হই, আমি পুরুষকার দ্বারা সিদ্ধি লাভ করি। শিবই পুরুষশ্রেষ্ঠ, শিবই সর্ব্বপুরুষের মূল, তাঁহার শরণাগত হওয়া ও পরিচ্ছিন্ন শক্তিকে আশ্রয় করা, এক কথা। অতএব যথার্থ ভাবে অনন্যাসক্ত হইয়া, একাগ্রচিত্তে শিবের ধ্যান করিলে, 'প্রকৃত পুরুষকার' হয়; ইহাই বস্তুতঃ শ্রেষ্ঠ পুরুষকার। তুমি বোধ হয় শুনিয়াছ, যোগিগণ স্বীয় সংকল্প দ্বারা সাধারণের অসাধ্য কর্ম্মও নিষ্পাদন করিতে পারেন। কিরূপে তাহা পারেন? নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিলে, উপলব্ধি হইবে, শিবের বা ঈশ্বরের অনুগ্রহই তাহার কারণ। শিব, ঔষধ সৃষ্টি করিয়াছেন, শিব, যে ঔষধ দ্বারা যে রোগের প্রতীকার হইবে, বেদ দ্বারা, বেদমূলক শাস্ত্র সমূহ দ্বারা তাহা বলিয়া দিয়াছেন, মানুষ, বিশ্বভিষক্, সর্ব্বশক্তিমান্ শিব কর্ত্তৃক সৃষ্ট ঔষধ দ্বারা রোগের প্রতীকার করে, ইহাতে মানুষ-চিকিৎসকের কতটুকু কৃতিত্ব আছে? মানুষ-চিকিৎসকের অভিমানে স্ফীত হইবার কি কারণ আছে? এ ত গেল স্থূল চিকিৎসার কথা, মানুষের অন্তরে যে, সর্ব্বরোগহর চিকিৎসক আছেন, তাঁহাকে কি মানুষমাত্রে দেখিতে পায়? মানস চিকিৎসা দ্বারা স্থূল চিকিৎসকগণ কর্ত্তৃক, অসাধ্যজ্ঞানে পরিত্যক্ত রোগীও নীরোগ হয়। ভক্তের দুঃখ দেখিয়া করুণাময় শিবের স্বভাবতঃ দয়ার্দ্রচিত্তে করুণার উদয় হয় বলিয়া, তিনি প্রাকৃতজনবৎ রাগদ্বেষের বশবর্ত্তী নহেন। বিশ্বাস করিও, রাগ-দ্বেষের বশবর্ত্তী না হইয়া, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বসম্পূর্ণশক্তি, ঈশ্বর (শিব) জীবকে অনুগ্রহ করিতে পারেন।

জিজ্ঞাসু—যাঁহার কোন প্রয়োজন নাই, যিনি পূর্ণ, যিনি নিষ্কাম, তাঁহার

কোন কর্ম্ম করিবার প্রবৃত্তি হইবে কেন, আমাকে তাহা বুঝাইয়া দিন।

বক্তা—পূর্ণের, নিষ্কামের, নিত্যমুক্তের, নিত্যতৃপ্তের নিজ প্রয়োজন না থাকিলেও, ভূতানুগ্রহ প্রয়োজন আছে; অপূর্ণকামের ন্যায় 'রাগ' না থাকিলেও, পরম কারুণিক ঈশ্বরের করুণালক্ষণ রাগ আছে। জীবানুগ্রহ প্রয়োজন থাকিলেও, করুণালক্ষণ রাগযুক্ত হইলেও ঈশ্বর নিত্যমুক্ত; ভগবান্ বেদব্যাস যোগসূত্রের ভাষ্যে যে, এই কথা বলিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে শুনিয়াছ ("তস্যাত্মানুগ্রহপ্রয়োজনাভাবেঽপি ভূতানুগ্রহঃ প্রয়োজনম্।"—যোগসূত্র ভাষ্য)। জীবের 'রাগ,' ক্লেশাত্মক, জীবের 'রাগ' বন্ধনের হেতু, ঈশ্বরের করুণালক্ষণ (করুণাই হইয়াছে লক্ষণ যাহার) 'রাগ' ক্লেশাত্মক নহে, নিত্যমুক্তত্বের ক্ষতিকর নহে। জগতের অধিপতি করুণাদি কল্যাণ গুণগ্রামের আকর, ভগবানের করুণা আগন্তুকী নহে, ইহা তাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ। রাগ-দ্বেষ বিহীনের কর্ম্ম করা সম্ভব নহে, যিনি জন্মগ্রহণ করেন, স্থূলরূপে আবির্ভূত হন, তিনিই আমাদের ন্যায় অপূর্ণ, আমাদের ন্যায় রাগ-দ্বেষাদির অধীন, অল্পজ্ঞ মানবের এবম্প্রকার বিশ্বাস হওয়াই, প্রাকৃতিক। 'ঈশ্বর' হইয়াও, কোনরূপ অভাব বা প্রয়োজন না থাকিলেও দেবতাগণ যে, জন্মগ্রহণ করেন, তাহার কারণ কি, ভগবান্ যাস্ক এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন, দেবতারা কর্ম্মজন্মা—লোকের কর্ম্মফলসিদ্ধির নিমিত্ত, ঈশ্বর হইয়াও—কোন অভাব না থাকিলেও, লোকানুগ্রহার্থ 'ঈশ্বর,' অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য ইত্যাদি দেবতারূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন, অগ্নি-সূর্য্যাদিরূপে আবির্ভূত না হইলে লোকের কর্ম্মসিদ্ধি হয় না।*

জিজ্ঞাসু—ঈশ্বর অগ্নিবায়ুসূর্য্যাদিরূপে আবির্ভূত না হইয়া কি, লোকের কর্ম্ম সাধন করিতে সমর্থ নহেন?

বক্তা—শক্তি ক্রিয়া করিবে, ক্রিয়া করা শক্তির ধর্ম্ম, প্রবলতর বিরুদ্ধ

---

* "কর্ম্মজন্মানঃ"—নিরুক্ত। কর্ম্মফলসিদ্ধয়ে লোকস্য "অগ্নিবায়ুসূর্য্যা জায়ন্তে। ন হ্যেতেভ্য ঋতে লোকস্য কর্ম্মফলসিদ্ধিঃস্যাৎ" নিরুক্ত টীকা)

শক্তি দ্বারা অভিভূত না হইলে, শক্তির প্রকাশ হইবেই। যাহার ক্রিয়া নাই, যদ্দ্বারা কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না, তাহার সত্তা উপলব্ধ হয় না, সে যে আছে, তাহা জানা যায় না। বাধা না পাইলে, শক্তির ক্রিয়োন্মুখ অবস্থা আসে না, যদি কোন অনুগ্রহীতব্য পাত্র না পান, তাহা হইলে, দয়ালুর দয়াবৃত্তির স্ফুরণ হয় না, অর্থী না পাইলে, দাতার দান বৃত্তির বিকাশ হয় না। 'ঈশ্বর' নিত্য অণিমাদি ঐশ্বর্য্যবান্ হইলেও, যদি তিনি ঈশিতব্য (ঐশ্বর্য্য প্রকাশের পাত্র) না পান, তাহা হইলে, তাঁহার ঐশ্বর্য্য অপ্রকটিত—অনভিব্যক্ত থাকে। "ঈশ্বর কেন শরীর গ্রহণ করেন, আত্মপ্রয়োজন না থাকিলেও, কেন বেদাদি দ্বারা লোককে ধর্ম্ম-জ্ঞানের উপদেশ করেন", এই প্রশ্নের উত্তর হইতেছে, ঈশ্বরের লোকানুগ্রহার্থ শরীর ধারণের সামর্থ্য আছে, লোকের প্রতি অনুগ্রহ করিবার সময় উপস্থিত হইলেই, তাঁহার শরীর ধারণ সামর্থ্য, স্বভাবতঃ প্রব্যক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্, তিনি শরীর গ্রহণ না করিয়াও, লোকের কর্ম্ম করিতে পারেন, তথাপি তিনি যে, শরীর ধারণ করেন, তাহার কারণ, ঈশ্বরের শরীর ধারণ করিবার শক্তি আছে, ঈশ্বরত্বকে, নিত্যমুক্তত্বকে অব্যাহত রাখিয়া, ক্ষতিগ্রস্ত না করিয়া, ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থ, তাঁহাকে শরীরী দেখিবার নিমিত্ত ব্যাকুলীভূতহৃদয় ভক্তবৃন্দের উপকারার্থ, তাঁহাদের তীব্র আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে, ঈশ্বর শরীব গ্রহণ করিতে পারেন, তা'ই তিনি শরীর গ্রহণ করিয়া থাকেন।

ভগবান্ বাদরায়ণ স্বপ্রণীত শারীরক সূত্রে বলিয়াছেন, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরই কর্ম্মফলদাতা, অচেতন, ক্ষণবিধ্বংসি-কর্ম্ম যে, কর্ম্মকর্ত্তাকে স্বতন্ত্র ভাবে ফল দিতে পারে না, যুক্তি ও শ্রুতি প্রমাণে তাহা সপ্রমাণ হয় ("ফলমতঃ উপপত্তেঃ।" "শ্রুতত্বাচ্চ"।—বেদান্ত সূত্র ৩।২।৩৭ ও ৩।২।৩৮)। ঈশ্বরের একেবারে যে, কোন ধর্ম্ম বা গুণ নাই, তাহা নহে। জীবের উপকার, স্বীয় আত্মসাক্ষাৎকার করান প্রভৃতি কার্য্য, ঈশ্বর করিয়া থাকেন।

অতএব ঈশ্বর যে, করুণাদি কল্যাণগুণগ্রামের আকর, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। ঈশ্বর যে, কেবল কল্যাণগুণগ্রামের আকর, তাহা নহে, তাঁহার নিত্য শরীর আছে, ঈশ্বর নিত্য নিরাকার এবং নিত্য সাকার। ত্রিপাদ্বিভূতি মহানারায়ণী উপনিষৎ বলিয়াছেন, সর্ব্বপরিপূর্ণ পরব্রহ্মের নিত্যসাকারত্ব স্বীকার না করিয়া যদি তাঁহাকে কেবল নিরাকার বলা হয়, তাহা হইলে, তিনি নিরাকার আকাশবৎ জড় হইয়া থাকেন। অতএব পরব্রহ্মের পরমার্থতঃ সাকার-নিরাকারত্ব উভয়ই স্বভাবসিদ্ধ "সর্ব্বপরিপূর্ণস্য পরব্রহ্মণঃ পরমার্থতঃ সাকারং বিনা কেবলনিরাকারত্বং যদ্যভিমতং তর্হি কেবলনিরাকারস্য গগনস্যেব পরব্রহ্মণোঽপি জড়ত্বমাপদ্যেত। তস্মাৎপরব্রহ্মণঃ পরমার্থতঃ সাকারনিরাকারৌ স্বভাবসিদ্ধৌ।"—ত্রিপাদ্বিভূতিমহানারায়ণ উপনিষৎ)।

মহর্ষি জৈমিনি ধর্ম্মকে ফলের কারণ বলিয়াছেন।* মহর্ষি জৈমিনি যে, ধর্ম্মকে ফলের কারণ বলিয়াছেন, তাহার অভিপ্রায় হইতেছে, কেবল ঈশ্বরকে ফলদাতা বলিলে, সৃষ্টিবৈষম্য হেতু তাঁহার পক্ষপাতিত্ব ও নিষ্ঠুরত্বাদি দোষাপত্তি হয়। সংসারে দেখিতে পাওয়া যায়, কেহ অপেক্ষাকৃত সুখী, কেহ অত্যন্ত দুঃখী, কেহ বিদ্বান্, কেহ মূর্খ, কেহ ধনী, কেহ নির্ধন, কেহ রাজা, কেহ প্রজা, কেহ স্বাস্থ্যসুখ ভোগ করেন, কেহ সর্ব্বদা দুঃসহ রোগের যাতনা ভোগ করিয়া থাকেন, কেহ ধার্ম্মিক, কেহ অধার্ম্মিক, কেহ নাস্তিক, কেহ আস্তিক। ঈশ্বর যদি একমাত্র ফলকারণ হইতেন, ঈশ্বরকে যদি সর্ব্বভূতে সমান করুণাময় বলিয়া নিশ্চয় করা হয়, তাহা হইলে, তাঁহার সৃষ্টি এই প্রকার বিষম হইল কেন, জগৎ দুঃখময় হইল কেন, মানুষের মনে যে স্বতঃই এইরূপ প্রশ্ন উঠিয়া থাকে, তাহার কোনরূপ সমাধান হইতে পারে না। জৈমিনি, গোতম, বাদরায়ণ প্রভৃতি ঋষিগণ, শ্রুতি ও যুক্তি প্রমাণে বুঝাইয়াছেন, ঈশ্বর জীবের অনাদি কর্ম্মাপেক্ষাপূর্ব্বক সৃষ্টি করেন, জীবের কর্ম্মবৈচিত্র্যই সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের কারণ। জীব কর্ম্ম না

* "ধর্ম্মং জৈমিনিরত এব"—বেদান্তসূত্র, ৩।২।৮।৪০

করিলে, ঈশ্বর ফল দেন কি? তুমি আমাকে ইহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে। তোমার এই প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দিতেছি। 'ফল' শব্দ কর্ম্মের নিষ্পন্ন অবস্থার বাচক। 'ফল' যখন কর্ম্মের নিষ্পন্ন অবস্থা, তখন কর্ম্ম ব্যতিরেকে ফলপ্রাপ্তি হইবে কেন?

জিজ্ঞাসু—আমার এইরূপ প্রশ্ন করিবার উদ্দেশ্য হইতেছে, আমি যদি অন্য কোনরূপ কর্ম্ম না করিয়া, কেবল শিবপূজা করি, অনন্য মনে শিবেরই ধ্যান করি, তাহা হইলে, শিব কি, আমার ধনের অভাব দূর করিবেন? পীড়িত হইয়া, আমি যদি ঔষধ না খাই, তাহা হইলে 'শিব' কি, আমাকে রোগ হইতে মুক্ত করিবেন? কুম্ভকার যেমন মৃত্তিকা ও দণ্ডচক্রাদি দ্বারা ঘট প্রস্তুত করে, ঘট নির্ম্মাণ করিতে হইলে, কুম্ভকারকে যেমন বাহিরের জিনিস সংগ্রহ করিতে হয়, ঈশ্বরকে কি, জীবের উপকার করিতে হইলে, জগৎ সৃষ্টি করিতে হইলে, বাহিরের জিনিস সংগ্রহ করিতে হয়?

বক্তা—না, তা হয় না; ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপক, ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্, অতএব তাঁহা হইতে বাহ্যদেশ, বাহ্য সামগ্রী কি থাকিতে পারে? সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বব্যাপক ঈশ্বরকে, কোন বাহ্য সাধনের সংগ্রহ করিতে হইবে কেন? ঈশ্বর অন্য সাধনের অপেক্ষা না করিয়া, আপনা হইতে সব করিতে পারেন। মহাপ্রভাবশালী দেবগণ, পিতৃগণ, ঋষি বা যোগিগণ যে, কিঞ্চিৎ বাহ্য সাধনের অপেক্ষা না করিয়া, স্বতঃ বহুশরীর, প্রাসাদাদি ও রথাদি নির্ম্মাণ করিতে পারেন, মন্ত্র, ইতিহাস, পুরাণ পাঠ করিলে, তাহা উপলব্ধি হয়। ভগবান্ যাস্ক বলিয়াছেন, 'দেবতারা ঈশ্বর—ঐশ্বর্য্যবান্, মহাপ্রভাবশালী', এই নিমিত্ত আত্মাই, আত্মশক্তিই ইহাদের রথ, আয়ুধ, ইষু (বাণ) প্রভৃতি হইয়া থাকে, ইহাঁদের সংকল্প—মানস কর্ম্ম বা ইচ্ছামাত্রে সব হইয়া থাকে, দেবতাদি ঐশ্বর্য্যবান্দিগের আত্মাই সব ("আত্মৈবৈষাং রথোভবত্যাত্মাশ্ব আত্মায়ুধমাত্মৈষব আত্মা সর্ব্বং দেবস্য দেবস্য।"—নিরুক্ত দৈবতকাণ্ড)। "দেবাদিবদপি লোকে", এই বেদান্ত সূত্রের ভাষ্যে

ভাষ্যকার পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, কুম্ভকারাদি ও দেবাদি উভয়ই, চেতন পদার্থ হইলেও, কুম্ভকারাদির ঘটাদি কার্য্যারম্ভে মৃত্তিকা, দণ্ড, চক্র প্রভৃতি বাহ্য সাধন সকলের অপেক্ষা করিতে হয়, কিন্তু দেবাদি বিশিষ্ট ঐশ্বর্য্যবান্‌দিগের, তাহা করিতে হয় না।* অতএব সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর যে, বাহ্য সাধনের অপেক্ষা না করিয়া, আপনা হইতে সব করিতে পারিবেন, তাহা অসম্ভব নহে। পাতঞ্জল দর্শনে যোগিগণের অলৌকিক সামর্থ্য বা ঐশ্বর্য্যের কথা আছে। যথাবিধি যোগাভ্যাস করিলে, অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্যের বিকাশ হইয়া থাকে। যোগীরা যে, স্বসংকল্পমাত্র দ্বারা ভূত ও ভৌতিক বস্তু সকল সৃষ্টি করিতে পারেন, তাহা অনেকেই জানেন, এই বিষয়ের বহু জনশ্রুতি আছে। তুমি ক্রাইষ্টের (Christ) নাম শুনিয়াছ?

জিজ্ঞাসু—শুনিয়াছি, তিনি ক্রীষ্টানদিগের দেবতা, তাঁহারা তাঁহাকে ঈশ্বরপুত্র বলিয়া বিশ্বাস করেন, পূজা করেন।

বক্তা—এই ক্রাইষ্ট্ যে, বিভূতিসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন, প্রতীচ্য সুধীগণের গ্রন্থ পড়িলে, তাহা অবগত হওয়া যায়। ক্রাইষ্ট্ ভূতজয়ী ছিলেন, ভূত ও ভৌতিক বস্তুর উপরি তাঁহার প্রভুত্ব ছিল, সংকল্প দ্বারা বাহ্য সাধনের অপেক্ষা না করিয়া, তিনি ভৌতিক বস্তু সকলের সৃষ্টি করিতে পারিতেন, সুরা ও বিবিধ খাদ্য দ্রব্য সৃষ্টি পূর্ব্বক, অন্যকে খাওয়াইতে পারিতেন।* অবিকৃত বৈদিক আর্য্যগণের কাছে ইহা বিস্ময়জনক, অতিপ্রাকৃতিক বা অদ্ভুত কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

---

* "যথাহি কুলালাদীনাং দেবাদীনাং চ সমানে চেতনত্বে কুলালাদয়ঃ কার্য্যারম্ভে বাহ্যসাধনমপেক্ষন্তে ন দেবাদয়ঃ তথা ব্রহ্ম চেতনমপি ন বাহ্যং সাধনমপেক্ষিষ্যত ইতি।"—শারীরকভাষ্য।

*"He (Christ) could bring to Him and to others wine and food out of the elements through His power of thought or spiritual power. * * * He could overcome the elements or create any material article which He needed."—The Gift of Understanding.

জিজ্ঞাসু—তাহা হইলে, শিবকে বিনা সংশয়ে দরিদ্রের নিত্য, অক্ষয় কোষাগার বলিয়া, বিশ্বাস করিতে পারিব, স্থূল ঔষধ ব্যতিরেকে, তিনি যে, রোগার্ত্তকে নিরাময় করিতে সমর্থ, তাহা বিশ্বাস করিতে পারিব, সব ছাড়িয়া সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার শরণাগত হইতে পারিলে, সব পাইব, সর্ব্বজ্ঞ হইব, এই জ্বালাযন্ত্রণাময় মর্ত্ত্যরাজ্য অতিক্রম করিয়া, চিরশান্তিময় অমৃতধামে যাইয়া চিরদিন নির্ভয়ে পরমানন্দে বাস করিতে সমর্থ হইব, আমার এইরূপ ধারণা অচল হোক্।

বক্তা—"শিব" ও "শিবার" স্বরূপ সম্বন্ধে যথাপ্রয়োজন কিছু বলা হইল, "শিব" যে সর্ব্বদুঃখহর্ত্তা সর্ব্বসুখবিধাতা, সর্ব্বজ্ঞ শিব যে, জ্ঞানদাতা, অজ্ঞানতিমিরের নাশকর্ত্তা, শিব যে, দরিদ্রের নিত্য অক্ষয় কোষাগার, সর্ব্বাধার শিবেই যে, সকলে শয়ন করিয়া থাকে, সংক্ষেপে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম। কর্ম্ম না করিলে, শিব ফল দেন না, এই কথার অভিপ্রায় কি, তাহা তোমাকে জানাইলাম; যিনি সব ছাড়িয়া অবিরাম শিবের অনুস্মরণ করেন, সতত শিবের পূজা করেন, তিনি যে, কাপুরুষ নহেন, পুরুষকারবিহীন নহেন, সর্ব্বান্তঃকরণে যথার্থভাবে শিবপূজা করিতে পারিলে, অন্য কর্ম্ম করিবার যে, কোন প্রয়োজন হয় না, শিবপূজা কাহাকে বলে, বুঝাইবার সময়ে আমি তোমাকে বিশদভাবে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিব। মানুষ 'পুরুষকার' বলিতে সাধারণতঃ যাহা বুঝিয়া থাকে, যথার্থ-ভাবে শিবপূজা করিতে হইলে, সেই স্থূল পরিচ্ছিন্ন পুরুষকারকে সূক্ষ্ম ও ব্যাপকতর পুরুষকারে পরিণত করিতে হইবে, 'শিব', পূর্ণ পুরুষ, তাঁহার যত্নই, তাঁহার ইচ্ছাই, আমার যত্ন, আমার ইচ্ছা, তিনি ছাড়া আমার কিছুই নাই, তিনি ছাড়া আমি কিছুই নহি, তিনি ছাড়া আমি অকিঞ্চন, আমার, 'আমার' বলিবার যাহা কিছু আছে বলিয়া, ভাবিতাম, সে সবই তাঁহার, আমিই তাঁহার, আমার আমিত্ব শিবের অনন্ত অহং সাগরের বুদ্বুদমাত্র, যিনি ঠিক এইরূপ ভাবনা করিতে পারেন, এই ভাবে শিব চরণে আত্মসমর্পণ

করিতে পারেন, তাঁহার পুরুষকারই প্রকৃত পুরুষকার, শ্রেষ্ঠ পুরুষকার, অন্যের পুরুষকার, ক্ষুদ্র পুরুষকার, নগণ্য পুরুষকার, অজ্ঞের বা উন্মত্তের চেষ্টা। অতএব যথার্থভাবে শিবের পূজা, সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বে আত্মনিবেদন কাপুরুষতা নহে।'

জিজ্ঞাসু—এইবার "রাত্রি" কোন পদার্থ, তাহা বলুন।

বক্তা—শিব কে, তাহা শুনিয়া তোমার কি ধারণা হইল, সংক্ষেপে তাহাব মনন কর। "শিবপ্রিয় রাত্রি—শিবরাত্রি", অথবা শিবই রাত্রি, যিনি শিব, তিনিই রাত্রি, তিনিই 'শিবা', বা 'ভুবনেশ্বরী'। তোমার কি মনে হইতেছে, "রাত্রি" মানুষমাত্রের পরিচিত, ইহার অর্থ সকলেই জানেন, অতএব "রাত্রি" শব্দের অর্থ. বিচার করিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই?

জিজ্ঞাসু—না দাদা! আমার তাহা মনে হয় নাই, আমার ক্ষুদ্র মনের, তাহা মনে করিবার যোগ্যতা নাই। আপনি দয়া করে, যাহা বলেন, তাহাকেই আমি পরম উপাদেয়, আমার অবশ্য শ্রোতব্য ও মন্তব্য বলিয়া বুঝিবাব একান্ত অভিলাষী। আমি ত কিছুই জানি না, আমার অভিমান করিবার কি আছে? তথাপি যে, পূর্ণভাবে নিরভিমান হইতে পারি না, ইহাই ক্লেশের কারণ। 'আমার কিছুই নাই, আমি অকিঞ্চন,'—আপনার মুখ হইতে শুনিয়াছি, শিবের কৃপায় যে ভাগ্যবানের এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস হয়, তিনিই শিবকে জানিতে পারেন, তিনিই শিবকে দেখিতে পান; সর্ব্বাধার, সর্ব্বাশ্রয়, জ্ঞানময়, প্রেমময়, করুণাবরুণালয় শিবচরণে তিনিই যথার্থভাবে নমো নমঃ করিতে সমর্থ হ'ন। করুণাময় 'শিব' দয়া করে, অকিঞ্চন করিয়াছেন, কিন্তু অদ্যাপি পূর্ণভাবে নিরভিমান করেন নাই, বিমলচিত্ত করেন নাই, অদ্যাপি 'আমি তোমার' ব'লে শিবচরণে লুণ্ঠিত হইবার শক্তি দেন নাই।

—

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

শিবের স্বরূপ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসুর যেরূপ ধারণা হইয়াছে।

জিজ্ঞাসু—শিবের স্বরূপ দেখাইবার নিমিত্ত আপনি যাহা যাহা বলিয়াছেন, তৎসমুদায় আমি কি মনে রাখিতে পারিয়াছি দাদা! আমি কি, যথার্থ ভাবে তাঁহাদের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিবার যোগ্য? তথাপি আপনার উপদেশ শুনিয়া, যাহা মনে হইয়াছে, তাহা বলিতেছি। আপনার শিবতত্ত্ব বিষয়ক উপদেশ শুনিয়া, আমার ধারণা হইয়াছে, 'শিবই সব', 'আমি শিবের', শিব সুখময়, শিব জ্ঞানবিজ্ঞানময়, শিব দয়াময়, শিব প্রেমপারাবার, শিব মৃত্যুঞ্জয়, শিব অমৃতস্বরূপ, সুখময় শিব সর্ব্বসুখের দাতা, ত্রিবিধ দুঃখের স্পর্শ করিবার অযোগ্য 'শিব' সর্ব্বদুঃখহর্ত্তা, নিষ্পাপ শিব সর্ব্বকলুষহন্তা, সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বজ্ঞ শিব মূর্খেরও জ্ঞানদাতা, শিব ধনহীনের নিত্য অক্ষয় কোষাগার, শিব রোগার্ত্তের অব্যর্থ মহৌষধ, শিব বিশ্বের পিতা, শিব বিশ্বের মাতা, শিব সর্ব্বভাবময়, শিব ভব-রোগবৈদ্য, বিশ্বপ্রাণ শিব, বিশ্বের প্রাণদাতা, যাহা সৎ তাহাই শিব, শিব ছাড়া সকলই অসৎ, বুঝুক না বুঝুক, জীব এই শিবের জন্যই সতত চঞ্চল, আনন্দময়, জ্ঞানময়, অমৃতময় শিবকে পাইবার জন্যই জীব নিয়ত ব্যাকুল। শিব কে, আপনার মুখ হইতে তাহা শুনিয়া, দৃঢ়ভূমিক না হইলেও, আমার এইরূপ ধারণা হইয়াছে। "কর্ম্ম না করিলেও কি, শিব ফল দেন?" আমার এই প্রশ্নের আপনি যে সমাধান করিয়াছেন, আমার তাহা বড় ভাল লাগিয়াছে। যিনি যথার্থভাবে শিবপূজা করেন, তিনি কি, কোন কর্ম্ম করেন না? "কর্ম্ম করা" বলিতে, পূর্ব্বে যাহা বুঝিতাম, কর্ম্ম সম্বন্ধে আপনার উপদেশ শুনিয়া, "কর্ম্ম করা" বলিতে, আমি এখন আর ঠিক তাহা

বুঝিব না। সম্পূর্ণভাবে অনুভব করিতে পারি নাই বটে, তথাপি এখন বুঝিয়াছি, "কর্ম্ম করা" বলিতে, আগে যাহা বুঝিতাম তাহা কর্ম্ম করার স্থূল রূপ। "মন" ও "কর্ম্ম", "অগ্নি" ও "উষ্ণতার" ন্যায় যে, অভিন্ন পদার্থ, তাহার একটু আভাস পাইয়াছি। মানস কর্ম্মও যে কর্ম্ম, মানস কর্ম্ম যে, সর্ব্বপ্রকার শারীর কর্ম্মের সূক্ষ্ম অবস্থা, তাহা একটু বুঝিতে পারিয়াছি। "ভাবনা" কোন্ পদার্থ, তাহাত আগে মোটেই বুঝিতাম না, আপনার কৃপায় এখন "ভাবনা" কাহাকে বলে, তাহার যেন একটু বোধ হইয়াছে।

বক্তা—'মন' কোন্ পদার্থ, আমি তোমাকে ক্রমশঃ ভাল ক'রে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিব। 'মন' হইতেই বাহ্য জগতের পরিণাম হইয়া থাকে, মনের স্পন্দনই, সর্ব্বপ্রকার বাহ্য কর্ম্মের মূল কারণ, ভাবনার মহিমা অপার, তুমি ক্রমশঃ এই সকল তত্ত্ব জানিতে পারিবে। "যাহার যাদৃশী ভাবনা, যাদৃশী শ্রদ্ধা, সে তদ্রূপ হইয়া থাকে" এই কথার গর্ভে যে, কত মহামূল্য তত্ত্বরত্ন আছে, পরে তাহা উপলব্ধি হইবে। স্থূলশরীরের ক্রিয়া ব্যতিরেকে, মানুষ যে, কেবল মানস কর্ম্ম দ্বারা সব করিতে পারে, সব জানিতে ও পাইতে পারে, যখন তুমি ইহা যথার্থভাবে অনুভব করিতে পারিবে, তখনই তোমার যথার্থ শিবপূজা হইবে, তখনই তোমার, শিবই সব, শিবই সর্ব্বসুখদাতা, শিবই ত্রিবিধ দুঃখের হন্তা, এই বিশ্বাস সুদৃঢ় হইবে। মানসশক্তিই যে, সর্ব্ব স্থূল বা ভৌতিক শক্তির মূল, অধুনা পাশ্চাত্য চিন্তাশীল বুধগণের মধ্যে, কেহ কেহ তাহা স্বীকার করিতেছেন। 'মানস শক্তি', 'ভাবনা', 'সংকল্প' ইত্যাদির তত্ত্বানুসন্ধান যে, অতিমাত্র উপকারক, কেহ কেহ তাহা বুঝিয়াছেন।* যাহা বলিতেছিলে, বল।

---

* "There is no study that will so well repay the student for his time and trouble as the study of the workings of this mighty law of the world of thought—the Law of Attraction."

—**Thought Vibration or the Law of Attraction in the Thought World, by W. W. Atkinson, P. 2.**

জিজ্ঞাসু—"শিব" ও "শিবা" এক—অভিন্ন, তাহা শুনিয়া আমার বড় আহ্লাদ হইয়াছে; আমি কৃতার্থ হইয়াছি। 'শব' হইতে শিব হইয়াছেন, এই কথার অভিপ্রায় কি, তাহা একটু বুঝিয়াছি, "শব হইতে না পারিলে, শিব হওয়া যায় না," শিবকে জানা বা পাওয়া যায় না, ইহা অমূল্য কথা বলে আমার বিশ্বাস হইয়াছে। পূর্ণভাবে শব হইতে পারিলে, শিবকে সব দিতে পারিলে, তবে যে যথার্থ শিব পূজা হয়, আমার তাহা ধারণা হইয়াছে। যাঁহাতে সকলে শয়ন করেন, যিনি সকলের আধার, সর্ব্বকার্য্যের পরমকারণ, তিনিই যে, সর্ব্বপ্রকার সুখদাতা, তিনিই যে, সর্ব্বদুঃখহর "হর", তিনিই যে ভবভেষজ, পূর্ণভাবে তাহা অনুভব করিতে পারিলে, কৃতকৃত্য হইব, আমার তাহা দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে। অজ্ঞানের নাশার্থ শিবকেই ডাকিব, ইহাঁরই শরণাগত হইব, ক্ষুৎপিপাসা দ্বারা ক্লিষ্ট হইলে, ইহাঁকেই বলিব, 'বাবা গো! আমার ক্ষুধা হইয়াছে, আমার পিপাসা হইয়াছে'; ধনের অভাব হ'লে, শিবকেই বলিব, 'ঠাকুর! আমার ধনের অভাবে কষ্ট হচ্চে'; ঋণজনিত দুঃখ হইলে, ঋণমোচক শিবের কাছেই প্রার্থনা করিব, 'ঠাকুর! আমাকে ঋণমুক্ত কর'; ব্যাধির যাতনা অসহ্য হ'লে, করুণাময় বিশ্বচিকিৎসক শিবকেই বলিব, 'ঠাকুর! আমাকে ব্যাধিমুক্ত কর, শান্তিময়! আমার হৃদয়ে শান্তি দাও'; দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে, 'শিব' নাম জপ করিব, যথাশক্তি শিবের পূজা করিব, আপনার কাছ থেকে যথার্থভাবে

"Thought is the force underlying all. And what do we mean by this? Simply this: your every act, every conscious act is preceded by a thought. * * * As a man thinketh in his heart so is he."—Character-Building: Thought Power by R. W. Trine P. 2. and P. 15.

কি বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম, কি অবুদ্ধি পূর্ব্বক কর্ম্ম, সংকল্প উভয়েরই মূল। যাহার যেরূপ শ্রদ্ধা সে তদ্রূপ হইয়া থাকে। বিশিষ্ট সংস্কার বা ভাবনাযুক্ত অন্তঃকরণের অনুরূপ সর্ব্বপ্রাণিজাতের শ্রদ্ধা হইয়া থাকে (শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো, যো যৎ শ্রদ্ধঃ স এব সঃ।"—গীতা) এই সকল কথার মূল্য অধিকতর।

শিবপূজা করিতে শিখিব ; সর্ব্বান্তঃকরণে সর্ব্বদা শিবের চরণে নমো নমঃ করিতে অভ্যাস করিব, যে কোন ব্যক্তিকে দুঃখী দেখিব, আপনার উপদেশানুসারে তাহার জন্যই সর্ব্বদুঃখহর, ভক্ততাপনিবারক 'হর'চরণে নমো নমঃ করিব, জগৎকে "শিবময়" কর বলে প্রার্থনা করিব, আপনার আদেশানুসারে শিবের সেবা ছাড়া যেন আর কোন কামনা আমার হৃদয়কে আর কলুষিত করিতে না পারে। এই নিমিত্ত রাত-দিন, দিন-রাত, 'নমঃ শিবায়', 'নমঃ শিবায়' এই মন্ত্রের অর্থ ভাবনা পূর্ব্বক জপ করিব। দাদা! শিবের স্বরূপ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা শুনিয়া আমার এইরূপ জ্ঞান হইয়াছে, এই প্রকার সংকল্প হইয়াছে।

বক্তা—ধনার্থী দরিদ্র সাক্ষাৎ-পরম্পরাভাবে শিবের নিকট হইতে "ধন" প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, বিদ্যার্থী শিবের নিকট হইতেই বিদ্যালাভ করেন, রোগার্ত্ত শিবের সকাশ হইতেই নিরাময় হ'ন, ফলতঃ শিবই যে, জীবের একমাত্র "শিব" বা সুখদাতা, তুমি যে, তাহার একটু আভাস পাইয়াছ, আমি তজ্জন্য অত্যন্ত সুখী হইলাম।

"শিব দরিদ্রের নিত্য, অক্ষয় কোষাগার," সর্ব্বশক্তিমান্, করুণাময়, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বক্লেশনাশক, কল্যাণগুণগ্রামের আকর, বিশ্বপিতা, তাঁহার সন্তানদিগকে তাঁহার সর্ব্বস্বের, তাঁহার যাহা আছে, তৎসমুদায়ের অধিকারী করিয়া, সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি বেদ ও শাস্ত্রের উপদেশানুসারে, সদ্গুরুর কৃপায় ইহা অনুভব করিয়াছেন, বিশ্বাস করিতে পারিয়াছেন, বিশ্বপিতার অনন্ত কোষাগারের দ্বার তাঁহার নিমিত্ত সদা উন্মুক্ত, তিনি ভগবানের সকাশ হইতে প্রার্থনামাত্রে অথবা বিনা প্রার্থনায় সব পাইয়া থাকেন। পূর্ণের সৎ-সন্তান পিতার পূর্ণতাতে পূর্ণ হইবেন, ইহা কি অসম্ভব? ইহা কি অবিশ্বাস্য? শ্রদ্ধাবান্ হইয়া, জগৎ নির্ব্বাহের নিয়মজ্ঞ বা পূর্ণবিজ্ঞানবিৎ হইয়া, একাগ্রচিত্তে যিনি যাহা প্রার্থনা করেন, ভগবান্ তাঁহাকে তাহা দিয়া থাকেন, অভাবের ভয়ে তাঁহাকে আর ভীত হইতে হয় না, কোনরূপ ক্লেশের

আশঙ্কা, আর তাঁহার প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার করিতে সাহসী হয় না। একজন প্রতীচ্য সুবিদ্বান্, ধীমান্, ঈশ্বরানুরাগী অনেকতঃ এইরূপ কথা বলিয়াছেন, সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সমদৃষ্টি, বেদময় শিবের কৃপায়, ইহাঁর চিত্তে অনেক বেদবোধিত সত্যার্থ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। ইনি স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন, 'যিনি যথার্থ জ্ঞানী, যিনি ঈশ্বর প্রদত্ত শক্তিসমূহের যথার্থভাবে ব্যবহার করেন, সর্ব্বশিবঙ্করী শিবা বা প্রকৃতির কোষাগার তাঁহার কাছে সদা উন্মুক্ত দ্বার, এতাদৃশ পুরুষের প্রার্থনামাত্রেই (যথাবিধি প্রার্থনা হওয়া চাই) সকল অভাব পূর্ণ হয়।* এখন "রাত্রি" কোন্ পদার্থ, তাহা শ্রবণ কর।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রাত্রি কোন্ পদার্থ। বেদে রাত্রি শব্দের প্রয়োগ। রাত্রিসূক্ত ব্যাখ্যা।

উণাদি সূত্রকারের মতে দানার্থক (দান করা হইয়াছে অর্থ যাহার) 'রা' ধাতু হইতে "রাত্রি" পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। যাহা কর্ম্ম হইতে অবসর প্রদান করে, অথবা যাহা নিদ্রাদি সুখ প্রদান করে, তাহা "রাত্রি"। নিরুক্তের নৈঘণ্টুক কাণ্ডে উক্ত হইয়াছে, 'যাহা নক্তঞ্চর (যাহারা রাত্রিতে বিচরণ করে, রাত্রি যাহাদের বিহার সময়) ভূত সকলকে প্রকৃষ্টরূপে হর্ষযুক্ত করে (রাত্রি উপস্থিত হইলে, রাত্রিচর প্রাণিরা আমাদের বিহারের সময় আসিয়াছে

---

* The one who is truly wise, and who uses the forces and powers with which he is endowed, to him the great universe always opens her treasure house. The supply is always equal to the demand,—equal to

জানিয়া আনন্দিত হয়) এবং যাহা মনুষ্যাদি দিবাচর প্রাণীবর্গকে ইতি-কর্ত্তব্যতা কর্ম্ম হইতে উপরত করে, স্থির করে, (রাত্রি আসিলেই দিবাচর প্রাণিগণ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া, বিশ্রাম করিয়া থাকে, রাত্রি দিবাচর-দিগের আরামের সময়) তাহা "রাত্রি"। "ক্ষপা" ও "শর্ব্বরী," ইহারা রাত্রির অপর নাম। নিঘণ্টু টীকাতে "দিবসে স্ব-স্ব কর্ম্ম দ্বারা ক্ষীণ—শ্রান্ত প্রাণিদিগকে যাহা স্বাপ দ্বারা (নিদ্রিত করিয়া) রক্ষা করে, তাহা "ক্ষপা", এবং যাহাতে—যে কালে নিদ্রিত হইয়া, প্রাণিরা প্রাতঃকালে পুনর্ন্নবৎ, শ্রান্তিদূর হওয়ায় পুনর্ব্বার যেন নূতনের ন্যায় হইয়া) উত্থিত হয়, নিদ্রার্থ যাহার শরণ গ্রহণ করে, তাহা "শর্ব্বরী", রাত্রির "ক্ষপা" ও "শর্ব্বরী" এই নাম দ্বয়ের এই প্রকার অর্থ উক্ত হইয়াছে। †

বেদে 'রাত্রি' শব্দের প্রয়োগ।

"রাত্রী ব্যখ্যদায়তী পুরুত্রা দেব্য ক্ষভিঃ।
বিশ্বা অধি শ্রিয়োঽধিত ॥"—ঋগ্বেদসংহিতা ৮।৭।১৪।১

বেদে এবং বেদমূলক, বেদরূপান্তর পুরাণাদিতে "জীবরাত্রি" ও "ঈশ্বররাত্রি," রাত্রি দেবতার এই দ্বিবিধরূপ বর্ণিত হইয়াছে। "রাত্রি" শব্দ উচ্চারিত হইলে, সাধারণের মনে যে অর্থের প্রতিবিম্ব পতিত হয়, অর্থাৎ যাহাতে অস্মদাদি জীবগণের দৈনন্দিন (প্রতিদিনের) ব্যবহার

---

the demand when the demand is rightly, wisely made. When one comes into the realization of these higher laws, then the fear of want ceases to tyrannize over him."—In Tune with the Infinite by R. W. Trine, P. 175-176.

† 'রাত্রিঃ কস্মাৎ প্ররময়তি ভূতানি নক্তঞ্চারীণ্যুপরময়তীতরাণি ধ্রুবী করোতি।"—নিরুক্ত, নৈঘণ্টুককাণ্ড।

"স্বৈঃ স্বৈঃ কর্ম্মভিঃ অহনি ক্ষীণান্ প্রাণিনঃ ইয়ং স্বাপেন পাতীতি ক্ষপা;
অস্যাং হি সুপ্তাঃ পুনর্ন্নবা ইব প্রাণিনঃ প্রাতরুত্তিষ্ঠন্তি। শরণমস্যাং স্বাপার্থং শ্রিয়ন্ত ইতি শর্ব্বরী।"—নিঘণ্টু টীকা।

বিলুপ্ত হয়, তাহা "জীবরাত্রি", যে রাত্রিতে ঈশ্বর ব্যবহারও বিলুপ্ত হইয়া থাকে, তাহা "ঈশ্বররাত্রি"।

মহাপ্রলয়কালে অন্য বস্তুর অভাব বশতঃ কেবল সর্ব্বকারণ "অব্যক্ত"-পদবাচ্য ব্রহ্ম-মায়াত্মক বস্তুই বিদ্যমান থাকেন, ইহাঁকেই "ঈশ্বররাত্রি," এই নাম দ্বারা অভিহিত করা হয়। দেবীপুরাণে উক্ত হইয়াছে, "ব্রহ্ম-মায়াত্মিকা রাত্রি" পরমেশ্বরেরও লয়াত্মিকা। পরমেশ্বরেরও লয়াত্মিকা এই রাত্রির অধিষ্ঠাতৃদেবী "ভুবনেশী" নামে প্রকীর্ত্তিতা হইয়া থাকেন ("ব্রহ্মমায়াত্মিকা রাত্রিঃ পরমেশলয়াত্মিকা। তদধিষ্ঠাতৃদেবীতু ভুবনেশী প্রকীর্ত্তিতা॥"—দেবীপুরাণ)।

জিজ্ঞাসু—দাদা! আমি যে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, আমার যেন সব "অন্ধকার" "অন্ধকার" বোধ হচ্ছে। "পরমেশ্বরেরও লয় হয়," এই কথার অভিপ্রায় কি? "পরমেশ্বর" কি, তাহা হইলে, অনিত্য? যে পরমেশ্বরের লয় হয়, তাঁহার স্বরূপ কি? সাংখ্যদর্শন যে, "নিত্য ঈশ্বর" স্বীকার করেন নাই, "নিত্য ঈশ্বর" সিদ্ধ হয় না, এই কথা বলিয়াছেন, দেবীপুরাণ কি, এখানে সেই সাংখ্যের মতই অঙ্গীকার করিয়াছেন? "পরমেশ্বর" কি, ব্রহ্ম-মায়াত্মক নহেন? আপনার মুখ হইতে শুনিয়াছি, 'জীব', মায়া বা অবিদ্যার অধীন, ঈশ্বর মায়ার অধীন নহেন, "মায়া" ঈশ্বরের বশীভূত, ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে "মায়া" ক্রিয়া করেন, "মায়া" ঈশ্বরেরই শক্তি। "শিব" ও "শিবা" যে অভিন্ন, আপনি তাহাও ইতঃপূর্ব্বে বুঝাইয়াছেন। আমি তা'ই বলিলাম, আমার যেন সব "অন্ধকার" "অন্ধকার" বোধ হচ্ছে।

বক্তা—তুমি এই নিমিত্ত হতাশ হইও না, বুঝিতে পারিতেছ না বলিয়া, লজ্জিত হইও না। "রাত্রির" কথা হইতেছে, প্রথমে "অন্ধকার" "অন্ধকার" বোধ ত হবেই। তবে বেদ যে রাত্রির কথা বলিতেছেন, তিনি রাত্রির অধিষ্ঠাতৃদেবী, তাঁহাতে অন্ধকারের লেশ নাই, তিনি প্রকাশময়ী, তিনি

দ্যোতনশীলা, সর্ব্ববস্তুকে তিনি প্রকাশ করিয়া থাকেন। তুমি ধীরভাবে বেদবর্ণিত রাত্রিদেবীর স্বরূপ দেখিবার চেষ্টা কর, তাঁর চরণপানে তাকাইয়া থাক, চিন্ময়ী রাত্রি দেবীর কৃপায়, তোমার সকল অন্ধকার অচিরে দূরীভূত হইবে, ভুবনেশ্বরীর অনুগ্রহে, তুমি তাঁহার জ্যোতির্ম্ময়রূপ অবলোকন করিয়া কৃতার্থ হইবে। পরমেশ্বরেরও লয় হয়, এই কথা শুনিলে, অনেকেরই "অন্ধকার" "অন্ধকার" বোধ হয়, তুমি বালিকা, তোমার ত হবারই কথা। "নিত্য ঈশ্বর প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হন না," সাংখ্যদর্শনের এই কথার প্রকৃত অভিপ্রায় কি, আমি সময়ান্তরে তোমাকে তাহা বুঝাইব। বিজ্ঞানভিক্ষু স্বপ্রণীত "বিজ্ঞানামৃত" নামক ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে বলিয়াছেন, 'কেবল জীবাত্মার স্বরূপ দর্শন হইলেও, মোক্ষ হইয়া থাকে, ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য সাংখ্যদর্শন অনীশ্বর বৌদ্ধমতের অভ্যুপগম (অঙ্গীকার)-বাদ দ্বারা, প্রতিজ্ঞাত আত্ম-অনাত্মবিবেকের প্রতিপাদন করিয়াছেন, স্বশাস্ত্রে (প্রয়োজনাভাব বশতঃ) পরমেশ্বরের ব্যবস্থাপনের চেষ্টা করেন নাই। "ব্রহ্মা", "বিষ্ণু" ও "মহেশ্বর" ব্যতিরিক্ত ঈশ্বরের সাধন, বহু আয়াসসাধ্য, অপিচ ব্রহ্মমীমাংসাতে তাহা করা হইয়াছে, এই নিমিত্ত সাংখ্যদর্শনপ্রণেতা ঈশ্বর-প্রতিপাদন করেন নাই।* বিজ্ঞানভিক্ষুর এই কথা দ্বারা পরমেশ্বরেরও লয় হইয়া থাকে, ইহা শুনিয়া, তোমার যে "অন্ধকার" "অন্ধকার" বোধ হইতেছিল, তাহা বোধ হয় কিয়ৎ পরিমাণে আলোকিত হইবে।

"রাত্রিসূক্ত" অত্যন্ত গম্ভীরার্থক, ইহাতে সংক্ষেপে বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বেদে, উপনিষদে (উপনিষৎ বেদেরই অঙ্গবিশেষ, যেখানে 'বেদ' ও 'উপনিষৎ' এই পদদ্বয়ের পৃথক্ উল্লেখ দৃষ্ট

*"অত্রোচ্যতে কেবলজীবাত্মজ্ঞানাদপি মোক্ষোভবতীতি প্রতিপাদয়িতুঃ সাংখ্যা অনীশ্বরবৌদ্ধমতাভ্যুপগমবাদেন প্রতিজ্ঞাতমাত্মানাত্মবিবেকং প্রতিপাদয়ন্তি, ঈশ্বর-ব্যবস্থাপনন্তু স্বশাস্ত্রেঽনুপযোগাৎ। শ্রুতিভ্যো ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাতিরিক্তেশ্বরসাধনে প্রয়াস-বাহুল্যাৎ। ব্রহ্মমীমাংসয়ৈব তৎসাধনস্য কৃতত্বাচ্চ।"—বিজ্ঞানামৃত।

হইবে, সেখানে "বেদ" শব্দ বেদের মন্ত্রভাগ ও উপনিষৎ ব্যতিরিক্ত ব্রাহ্মণভাগ বুঝাইতে প্রযুক্ত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। 'সোপনিষৎ, সেতিহাস, সপুরাণ বেদ', † এইরূপ প্রয়োগ বহুস্থলে দৃষ্ট হইয়া থাকে), বেদমূলক স্মৃতি, দর্শনাদি শাস্ত্রে, আগমে বিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝাইবার নিমিত্ত, যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহার সারাংশ রাত্রি-সূক্তে বিদ্যমান আছে। অতএব রাত্রিসূক্তের অর্থ যথার্থভাবে উপলব্ধি করিতে হইলে, বিশ্বজগতের বেদ-শাস্ত্রোপদিষ্ট সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়তত্ত্বের সংক্ষিপ্ত সংবাদ অবগত হওয়া আবশ্যক। আমি এই জন্য তোমাকে প্রথমে বিশ্বজগতের বেদ-শাস্ত্রোপদিষ্ট সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়তত্ত্বের সংক্ষিপ্ত সংবাদ জানাইতেছি।

যাহা বস্তুতঃ অসৎ, যাহা বস্তুতঃ নাই, তাহা কখন 'সৎ' হয়না, যাহা বস্তুতঃ নাই, তাহার কদাচ জন্ম হয়না এবং যাহা সৎ, যাহা বস্তুতঃ আছে, তাহার কখনও একেবারে নাশ বা ধ্বংস হয়না। বেদের এবং বেদমূলক শাস্ত্রসমূহের এই উপদেশের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে না পারিলে, বেদ-শাস্ত্রোপদিষ্ট সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়বিষয়ক উপদেশের হৃদয়কে দেখিতে পাইবে না। "নাশ" ও "লয়" এই শব্দদ্বয়ের মূল অর্থ কি, তাহা জানিতে পারিলে, তুমি বুঝিতে পারিবে, যাহা সৎ, যাহা বিদ্যমান, তাহার যে, একেবারে ধ্বংস হয়না, তাহা যে, একেবারে অসৎ হয়না, "নাশ" ও "লয়" এই পদদ্বয়ের মূল অর্থ হইতেই, তাহা অবধারিত হইয়া থাকে। "নশ" ধাতু হইতে "নাশ" পদ এবং "লী" ধাতু হইতে "লয়" পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। "নশ" ধাতুর অর্থ অদর্শন, যাহাকে আমরা আর কোথাও দেখিতে পাই না, তাহাকেই আমরা ইহা একেবারে নষ্ট হইয়াছে, এইরূপ ভাবিয়া থাকি। বস্তুতঃ বিদ্যমান বস্তুর উপলব্ধি না হইবার, সূক্ষ্মত্বপ্রাপ্তি প্রভৃতি বহু কারণ আছে। মানুষ যখন মরিয়া যায়, তখন আমরা মনে

† "চত্বারো বেদাঃ সোপনিষদঃ সেতিহাসাঃ। সর্ব্বেতে গায়ত্র্যাঃ প্রবর্ত্তন্তে।"—গায়ত্রীহৃদয়। অর্থাৎ গায়ত্রী হইতে সোপনিষৎ, সেতিহাস, চার বেদ উৎপন্ন হইয়াছে।

করি, উহার একেবারে নাশ হইল, উহা আর কোন দেশে, কোন অবস্থাতে বিদ্যমান নাই। কিন্তু "নাশ" শব্দের যথার্থ অর্থ জানা থাকিলে, মনে হইবে, মৃত ব্যক্তির একেবারে ধ্বংস হয় না, উহা যে, কোথাও, কোন অবস্থাতে বিদ্যমান নাই, তাহা নহে। আমি এই নিমিত্ত বলিয়াছি, যাহা সৎ, যাহা বস্তুতঃ বিদ্যমান, তাহার কখনও একেবারে নাশ হয় না, এবং যাহা বস্তুতঃ অসৎ, তাহার কখনও জন্ম হয় না", এই সত্য পূর্ণভাবে অনুভূত না হইলে, বেদ-শাস্ত্রোপদিষ্ট সৃষ্টি-স্থিতি-ও-লয়তত্ত্বের যথার্থ বোধ হইবে না। "বিসর্গ" বা ত্যাগার্থক "সৃজ" ধাতুর উত্তর "ক্তিন্" প্রত্যয় করিয়া "সৃষ্টি" পদ এবং "শ্লেষণ" বা আলিঙ্গনার্থক "লী" ধাতুর উত্তর "অচ্" প্রত্যয় করিয়া "লয়" পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। অভিব্যক্ত হওয়াকে, বর্ত্তমান অবস্থায় আগমন করাকে 'উৎপত্তি' এবং কারণে লয় হওয়াকে, অব্যক্তভাব প্রাপ্ত হওয়াকে, "নাশ" বলা হয় ("নাশঃ কারণলয়ঃ।"— সাং দং ১।১২১)।

ঋগ্বেদসংহিতা কারণের সহিত সঙ্গত—কারণে লীন, অবিভাগাপন্ন, একীভূত, অখণ্ড তমোভাবে অবস্থিত জগৎ কিরূপে বিভক্ত হইল, কিরূপে সৃষ্টির আরম্ভ হইল, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত কি বলিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর।

সৃষ্টির পূর্ব্বে—প্রলয়দশাতে বিশ্বজগৎ, নৈশতমঃ যেমন সর্ব্বপদার্থকে আবৃত করিয়া রাখে, সেইরূপ তমঃ (আত্মতত্ত্বের আবরক মায়া নামক ভাবরূপ অজ্ঞান) দ্বারা আবৃত হইয়া বিদ্যমান থাকে ("তম আসীত্তমসা গূঢ়মগ্রে প্রকেতং সলিলং সর্ব্বমাইদম্।"—ঋগ্বেদসংহিতা ৮।১১।১২৯)।

ভগবান্ মনুও ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন।* কারণের সহিত একীভূত—অবিভাগাপন্ন তৎকার্য্যজাত (বিশ্বজগৎ) তপের মাহাত্ম্য দ্বারা

*"আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণং। অপ্রতর্ক্যমনির্দ্দেশ্যং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বত ইতি॥"—মনুসংহিতা।

উৎপন্ন হইয়াছে, ব্যক্ত ভাব প্রাপ্ত বা অভিব্যক্ত হইয়াছে। পরমেশ্বরের পর্য্যালোচনারূপ তপঃ বা ঈক্ষণই লয়প্রাপ্ত জগতের পুনরুৎপত্তির কারণ ("তুচ্ছ্যোনাভ্য পিহিতং যদাসীত্তপসস্তন্মহিনা জায়তৈকম্॥"—ঋগ্বেদসংহিতা ৮।১১।১২৯।) রমা! কিছুই যে বুঝিতে পারিতেছ না, তোমার মুখ দেখিয়া, আমি তাহা বুঝিতে পারিতেছি।

জিজ্ঞাসু—আপনার কৃপায় কিছু বুঝিতে পারিব। "পরমেশ্বরের পর্য্যালোচনারূপ তপঃ বা ঈক্ষণই লয়প্রাপ্ত জগতের পুনরুৎপত্তির কারণ", এই কথার অর্থ কি?

বক্তা—"তপঃ" শব্দ শাস্ত্রে বহু অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। পরমেশ্বরের যে তপকে জগতের পুনরুৎপত্তির কারণ বলা হইয়াছে, তাহা স্রষ্টব্য পদার্থ সমূহের—যাহাদের সৃষ্টি করিতে হইবে তাহাদিগের পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম সকলের পর্য্যালোচনাত্মক, অর্থাৎ কোন্ স্রষ্টব্য পদার্থ কিরূপ কর্ম্ম করিয়া প্রকৃতি গর্ভে নিদ্রিত হইয়াছে, তদ্বিচারমূলক। সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ পরমেশ্বরের তপঃ জ্ঞানময় ("যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্যজ্ঞানময়ং তপঃ।"—মুণ্ডকোপনিষৎ ১।১।৯)। অথর্ব্ববেদসংহিতাতে উক্ত হইয়াছে, সৃষ্টিসময়ে স্রষ্টা পরমেশ্বরের স্রষ্টব্য পর্য্যালোচনাত্মক তপঃ এবং প্রাণিগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত, পুণ্যাপুণ্যাত্মক, সুখদুঃখফলোন্মুখ পরিপক্ক কর্ম্ম, এই দুইটী বিদ্যমান ছিল, ইহারাই সৃষ্টির কারণ ("তপশ্চৈবাস্তাং কর্ম্ম চান্তর্মহত্যর্ণবে।—অথর্ব্ববেদসংহিতা ১১।১০।২)। সৃষ্টির প্রাগবস্থাতে পরমেশ্বরের মনে "কাম"—জগৎ সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা উৎপন্ন হয়।

জিজ্ঞাসু—পরমেশ্বরের জগৎ সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা হয় কেন? করুণাময়ের দুঃখময় জগৎ সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা হইবার কারণ কি দাদা?

বক্তা—জীবগণ যে, জগতে আসিতে চায়, দুঃখময় হইলেও, চিরশান্তি নিকেতন, নিত্যসুখময় অমৃতধাম ছাড়িয়া, জীব যে, সংসারে আসিবার কামনা করে, করুণাময়ের কথা শোনে না। বেদ বলিয়াছেন, প্রলয় কালে

জীবগণের বাসনা বাসিত অন্তঃকরণসমূহ মায়া বা প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া থাকে। প্রাণিদিগের অতীতকল্পকৃত, অন্তঃকরণে সমবেত কর্ম্মসমূহই ভাবিপ্রপঞ্চের রেতঃ (বীজ) স্বরূপ। এই সকল কর্ম্ম যখন ফলোন্মুখ হয়, তখনি সর্ব্বকর্ম্মফলপ্রদ, সর্ব্বকর্ম্মসাক্ষী, কর্ম্মাধ্যক্ষ পরমেশ্বরের মনে জগৎ সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা হয়, কল্পান্তরে জীবসংঘকৃত কর্ম্মই যে, বর্ত্তমান সৃষ্টির কারণ, তাহা শব্দ, শ্রুতি বা অলৌকিক (অবাধিত) প্রত্যক্ষসিদ্ধ, তথাপি শ্রুতি ত্রিকালজ্ঞ বিদ্বজ্জনগণের অনুভবকেও, এই স্থলে ইহার প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ঋগ্বেদ বলিয়াছেন, 'ইদানীং অনুভূয়মান অখিল জগতের হেতুভূত, কল্পান্তরে জীবগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত, কারণলীন কর্ম্মসকলকে অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান এই ত্রিকালদর্শী যোগিরা চিত্তবৃত্তি নিরোধ পূর্ব্বক—সমাধি দ্বারা সম্যগ্‌রূপে জানিতে পারেন ("কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ। সতোবন্ধুমসতি নিরবিন্দন্ হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা॥"—ঋগ্বেদসংহিতা ৮।১১।১২৯)।

কুসূলে (ধান্যাদির বীজ রাখিবার নিমিত্ত মৃত্তিকানির্ম্মিত পাত্রবিশেষকে "কুসূল" বলে) সংস্থাপিত ধান্যাদির বীজে, যেমন শাখা, কাণ্ড, পুষ্প ও ফলযুক্ত বৃক্ষ সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করে, সেইরূপ ব্রহ্ম-মায়াত্মিকা রাত্রিদেবী বা ভুবনেশ্বরীতে বিশ্বজগৎ অব্যক্তভাবে অবস্থিত থাকে। কুসূলে সংস্থাপিত বীজ, ক্ষেত্রে নিক্ষিপ্ত হইলে, ক্রমশঃ অঙ্কুরাবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই অঙ্কুরোন্মুখতারূপ অবস্থাকে মায়া বা প্রকৃতির "জাগ্রৎ" অবস্থা বলা হইয়া থাকে। সাংখ্যদর্শনে ইহা "মহত্তত্ত্ব" এই নামে অভিহিত হইয়াছে। বেদের মন্ত্রভাগে, উপনিষদে, বেদান্তদর্শনে, এই অবস্থা পরমেশ্বরের "তপঃ", জগৎ সৃষ্টি করিবার 'কাম,' "ঈক্ষণ" ইত্যাদি শব্দ দ্বারা লক্ষিত হইয়াছে।* অচেতন প্রধান বা প্রকৃতি জগতের কারণ নহে, কারণ শ্রুতিতে পরমেশ্বরের ঈক্ষণ-

* "তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়"—ছান্দোগ্যোপনিষৎ।
"স ঐক্ষত লোকান্নু সৃজা" * * *—ঐতরেয় আরণ্যক।

পূর্ব্বক সৃষ্টির কথা আছে। অতএব অচেতন জড়শক্তি হইতে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, ইহা "অশব্দ" ইহা শব্দ বা বেদ বিরুদ্ধ ("ঈক্ষতের্নাশব্দম্।"—বেদান্তদর্শন ১।১।৫।৫)।

এইবার রাত্রিসূক্তের আদ্য মন্ত্রটীর ব্যাখ্যানের অবসর হইল। 'যে দেবী সর্ব্বদেশে প্রকাশমান তেজ দ্বারা সর্ব্ববস্তুকে প্রদ্যোতিত করেন—প্রকাশিত করেন, যে দেবী মহত্তত্ত্বাদি দ্বারা প্রলয়কালে অব্যক্ত অবস্থাতে বিদ্যমান বিশ্ব-জগৎকে ব্যক্তাবস্থাতে আনয়ন করেন, ব্রহ্ম—মায়াত্মিকা সেই রাত্রি, সেই ভুবনেশ্বরী, প্রথমে—জগৎ সৃষ্টি করিবার অগ্রে স্বোৎপাদিত (স্ব-আপন হইতে সৃষ্ট) জগতের স্রষ্টব্য অখিল পদার্থের, সদসৎ (শুভাশুভ, পুণ্যাপুণ্যাত্মক) কর্ম্মাদি সম্যগ্রূপে ঈক্ষণ করেন, পর্য্যালোচনা করেন, প্রলয় কালে তাঁহার সর্ব্বাশ্রয় ক্রোড়ে নিদ্রিত—প্রলীন প্রাণিদিগের মধ্যে, কাহার কিরূপ কর্ম্ম, কে কিরূপ কর্ম্ম করিয়া, প্রলীন হইয়াছে, রাত্রি দেবীর সর্ব্বাধার কোলে ঘুমাইয়াছে, বিচার নেত্র দ্বারা তাহা বিশেষতঃ দেখেন। তৎপরে প্রাণিদিগের কর্ম্মানুরূপ ফলস্বরূপ বিশ্বকে প্রদান করেন—সৃষ্টি করেন। ভগবতী রাত্রিদেবী—ভুবনেশ্বরী, পূর্ব্বকল্পীয়, স্বীয় ক্রোড়ে নিদ্রিত অনন্ত জীবগণের অপরিপক্ক, সদসৎ কর্ম্মসমূহের যখন ফল দানের সময় উপস্থিত হয়, তখন মহত্তত্ত্বাদি দ্বারা বিশ্বপ্রপঞ্চ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তত্তৎ প্রাণিদিগের কর্ম্ম পর্য্যালোচনা করেন, কোন্ প্রাণী কিরূপ কর্ম্ম করিয়া প্রলীন হইয়াছে, তাঁহার কোলে ঘুমাইয়াছে, তাহা বিচার করিয়া কর্ম্মফল প্রদান করেন। ভগবতী রাত্রিদেবীর সর্ব্বজ্ঞতা, সর্ব্বশক্তিমত্তা কিরূপ, তাহা বর্ণনীয় নহে। যাহা বলিলাম, তুমি বোধ হয়, তাহার কিছুই বুঝিতে পার নাই।

জিজ্ঞাসু—একেবারে যে, কিছুই বুঝিতে পারি নাই, তাহা নহে, তবে ভাল বুঝিতে পারি নাই। বিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্বের বিবরণ, সুবিদ্বান্ পুরুষদিগেরই দুর্ব্বোধ্য, আমি কি করে সেই দুর্ব্বোধ্য বিষয় শুনিবামাত্র সম্যগ্রূপে বুঝিতে পারিব দাদা? বহুদিন আপনার মুখ হইতে এই

সকল কথা শুনিতেছি, তা'ই ইহারা একেবারে অবোধ্য বলিয়া, মনে হইতেছে না। আমি যদি ঠিক জিজ্ঞাসু হইতাম, তাহা হইলে, আপনার দয়ায় আরো বুঝিতে পারিতাম। আমার মন যে, বড় চঞ্চল, আমি কি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, আপনার কাছে এই সকল অমৃতময়ী কথা শুনিতে আসি? আপনি দয়া করে, ডাকেন, এই সকল কথা শোনান, তাইত আমি এই সকল কথা শুনিতে পাই। আপনার দয়ার অন্ত নাই, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যেরও সীমা নাই। আহা! এ শুভদিন, এ সুযোগ যে, চিরকাল থাকিবে না, তাহা বুঝি, কিন্তু বুঝিয়া কি করিতেছি? সর্ব্বদা না হইলেও, মধ্যে মধ্যে বড় অনুতাপ হয়, আপনার অভাবরূপ ঘোর তামসী নিশা যেন সবেগে অগ্রসর হইতেছে, বলিয়া বোধ হয়, এ বোধ, হৃদয়কে আকুলীভূত করে। যদি একদিনও, যথার্থভাবে শিবরাত্রি করিতে পারি, তাহা হইলে, শিবরাত্রির কৃপায়, আপনার অনুসরণ করিতে সমর্থ হইব, তাহা হইলে, আপনা ছাড়া হইয়া, এই ভীষণ মরুভূমিতে থাকিতে হইবে না। করুণাময় ভৃগুদেব! তোমার কথা যেন মিথ্যা না হয়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রাত্রিসূক্তের অন্যান্য মন্ত্রের ব্যাখ্যা।

"ওর্বপ্রা অমর্ত্যানিবতো দেব্যুদ্বতঃ। জ্যোতিষা বাধতে তমঃ॥"

—ঋগ্বেদসংহিতা।

বক্তা—রাত্রিদেবীর প্রথম কৃত্য—প্রথম কার্য্যের বর্ণন পূর্ব্বক এই মন্ত্র দ্বারা দ্বিতীয় কৃত্যের বর্ণন করা হইয়াছে।

মন্ত্রটীর অর্থ—অমর্ত্ত্যা—মরণরহিতা—নিত্যা দেবী—দেবনশীলা চিৎশক্তি ভুবনেশ্বরী রাত্রি বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষকে—সর্ব্বপ্রপঞ্চকে, প্রপঞ্চগত নীচ তরুগুল্মাদি এবং উচ্চ বৃক্ষাদি সকল পদার্থকে স্ব-স্বরূপ দ্বারা আপূরণ করেন,

বিশ্বপ্রপঞ্চকে স্বীয় অধিষ্ঠানরূপে আপনা হইতে অভিন্নভাবে বিদ্যমান কল্পনা করেন। নৈশতম, যেমন সর্ব্ব পদার্থজাতকে আবৃত—আচ্ছাদিত করিয়া রাখে, রাত্রিতে যেমন পদার্থ সকল বিদ্যমান থাকিলেও, অন্ধকার দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ায় প্রকাশ পায় না, সেইরূপ প্রলয়কালে ভূত-ভৌতিক সর্ব্ব-জগৎ সর্ব্বভূতনিবেশনী বিশ্বজননী রাত্রিদেবী কর্ত্তৃক আচ্ছাদিত হইয়া থাকে, তাঁহার সর্ব্বাধার ক্রোড়ে, তাঁহা হইতে অভিন্নভাবে বিদ্যমান থাকে। তখন কোন জাগতিক পদার্থের প্রকাশ থাকে না ("রাত্রীং প্রপদ্যে জননীং সর্ব্বভূত-নিবেশনীং। ভদ্রাং ভগবতীং কৃষ্ণাং বিশ্বস্য জগতো নিশাং।"—ঋগ্বেদের রাত্রিসূক্ত পরিশিষ্ট)। প্রলয়কালে নিখিল ভূত-ভৌতিক জগৎ তমসাচ্ছন্ন হইয়া থাকে বটে, কিন্তু প্রপঞ্চগত জীবগণের মধ্যে যাঁহারা বেদোক্ত অনুষ্ঠানপর, বেদোক্ত অজ্ঞানান্ধকারনাশক কর্ম্ম দ্বারা যাঁহাদের চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে, চিচ্ছক্তি—ভুবনেশ্বরী—রাত্রিদেবী তাঁহাদিগের তমঃ—মূল অজ্ঞান স্ব-স্বরূপ চৈতন্য দ্বারা নাশ করিয়া থাকেন, বেদোক্ত অনুষ্ঠান দ্বারা শুদ্ধচিত্ত পুরুষগণ প্রলয়কালেও অজ্ঞানাবৃত থাকেন না, তাঁহারা তখনও জাগরিত হইয়া থাকেন। রাত্রিতে সর্ব্বপদার্থজাত অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিলেও, গ্রহ-নক্ষত্রমালিনী রাত্রির কৃপায় যাঁহারা জাগরণশীল, যাঁহাদের চক্ষু একেবারে জ্যোতির্বিহীন নহে, তাঁহারা যেমন জ্যোতিষ্ক গ্রহ-নক্ষত্রাদির আলোক দ্বারা নৈশ অন্ধকারে আচ্ছাদিত বস্তুজাতকেও দেখিতে পান, সেই প্রকার বেদোক্ত কর্ম্ম দ্বারা শুদ্ধচিত্ত পুরুষবৃন্দ প্রলয়কালেও, বিশ্ব জগতের নিশা, সংযমিনী চিন্ময়ী কৃষ্ণা ভগবতী ভুবনেশ্বরীর কৃপায় জ্ঞানহীন হ'ন না, তাঁহাদের চিত্ত প্রকাশশূন্য হয় না। * 'প্রলয়কালে বেদোক্ত অনুষ্ঠানশীল, সুতরাং শুদ্ধচিত্ত

* "যা রাত্রির্ভুবনেশ্বরী সা প্রপঞ্চগতানাং প্রাণিনাং বেদোক্তানুষ্ঠানপরাণাং চিত্তশুদ্ধি-মবলোক্য তেষাং তমো মূলাজ্ঞানং জ্যোতিষা স্বাকারবৃত্তিপ্রতিবিম্বিত স্বস্বরূপচৈতন্য-জ্যোতিষা বাধতে নাশয়তি।"—নাগোজীভট্টকৃতটীকা।

"* * * তদনন্তরং তত্তমোহন্ধকারং জ্যোতিষা গ্রহনক্ষত্রাদিরূপেণ তেজসা বাধতে পীড়য়তি।"—সায়ণভাষ্য।

পুরুষদিগের চিত্ত ভগবতী চিন্ময়ী ভুবনেশ্বরীর অনুগ্রহে প্রকাশশূন্য হয় না', একালে এই কথা যে অনেকের কাছে অর্থশূন্য কথারূপে—উন্মত্তের প্রলাপ রূপে প্রতীয়মান হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বৈদিক আর্য্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া যাঁহারা পূর্ব্বজন্মের বিশিষ্ট সংস্কার বশতঃ অদ্যাপি বেদকে সম্মান করেন, সর্ব্বজ্ঞ ঋষিগণপূজিত বেদের কথা শিরোধার্য্য করেন, তাঁহাদিগকে বলিতেছি, প্রলয়কালেও ঋষিগণ যে, জাগরিত থাকেন, তাঁহাদের বেদলব্ধ জ্ঞানের যে বিলোপ হয় না, বেদে, বেদমূলক ইতিহাসপুরাণাদিতে, বেদের অঙ্গোপাঙ্গে তাহা স্পষ্টভাবে বহুশঃ উক্ত হইয়াছে। প্রলয়কালে বেদ কিরূপ অবস্থায় অবস্থান করেন, অপিচ বেদের প্রচার কিরূপে হয়, উদ্ধৃত বেদমন্ত্র হইতে তাহা অবগত হওয়া যায়, প্রজাপতি হইতে গুরুপরম্পরালব্ধ 'বেদ' বিশ্বজগতের নিত্য ইতিহাস। অনাদিনিধনা বিদ্যারূপা বেদবাণী স্বয়ম্ভূ কর্ত্তৃক শিষ্য-প্রশিষ্যক্রমে প্রবর্ত্তিতা হয়েন।

"যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্তামন্ববিন্দন্নৃষিষু প্রবিষ্টাম্।
তামাভৃত্যা ব্যদধুঃ পুরুত্রা তাং সপ্তরেভা অভিসংনবন্তে ॥"

—ঋগ্বেদসংহিতা ১০।৬।৭১।

অর্থাৎ, যাজ্ঞিকগণ যজ্ঞ বা পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা বেদের পদবীয়—বৈদিক প্রতিভাবিশিষ্ট হইয়া বেদের মার্গযোগ্যতা—বেদগ্রহণসামর্থ্য প্রাপ্ত হইয়া, সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা নিখিলবস্তুতত্ত্বজ্ঞ অতীন্দ্রিয়দর্শী ঋষিদিগের হৃদয়ে প্রবিষ্ট, প্রলয়কালে সূক্ষ্মভাবে ঋষিদিগের হৃদয়ে বিদ্যমান বেদকে প্রাপ্ত হয়েন। এইরূপে বেদকে আহরণপূর্ব্বক তাঁহারা ইহাঁর প্রচার করেন। মহাভারতেও উক্ত হইয়াছে, মহর্ষিগণ যুগান্তে অন্তর্হিত সেতিহাস বেদকে স্বয়ম্ভূ কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত ও উপদিষ্ট হইয়া তপস্যা দ্বারা লাভ করিয়াছেন ("যুগান্তেঽন্তর্হিতান্ বেদান্ সেতিহাসান্ মহর্ষয়ঃ। লেভিরে তপসা পূর্ব্বমনুজ্ঞাতা স্বয়ম্ভুবা ॥"—

৭

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব)। অতএব 'প্রলয়কালে শুদ্ধচিত্ত পুরুষগণের চিত্ত প্রকাশশূন্য হয় না', এই কথা অর্থশূন্য কথা নহে, বিনা বিচারে উন্মত্তের প্রলাপ বোধে হাসিয়া উড়াইয়া দিবার কথা নহে।

"নিরুস্বসারমস্কৃতোষসং দেব্যায়তী অপেদুহাসতে তমঃ॥"

—ঋগ্বেদসংহিতা।

আগমনশীলা দেবী রাত্রা—চিচ্ছক্তি ভুবনেশ্বরী প্রকাশরূপা নিজ ভগিনী উষাদেবী দ্বারা তমঃ—অন্ধকার বা অবিদ্যাকে নাশ করেন।

মন্ত্রটার গর্ভে বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়তত্ত্ব বিদ্যমান আছে, অবিদ্যাচ্ছন্ন জীবের হৃদয়ে কিরূপে জ্ঞানসূর্য্যের আবির্ভাব হইয়া থাকে, মন্ত্রটার তাৎপর্য্য পরিগ্রহ হইলে, তাহা পরিজ্ঞাত হইবে। নিরুক্তে 'উষা' শব্দের 'যাহা তম বা অন্ধকারকে বিবাসিত করে—নাশ করে', এইরূপ নিরুক্তি করা হইয়াছে ("বিবাসয়তি হীয়ং তমাংসি"—নিরুক্ত টীকা)। উষাকে রাত্রির ভগিনী বলা হইয়াছে কেন? উষা রাত্রিরই অপরকাল ('উষাঃ কস্মাদুচ্ছতীতি সত্যা রাত্রেরপরঃ কালঃ।'—নিরুক্ত) ঋগ্বেদের অন্য মন্ত্রে 'রাত্রি' ও 'উষা' এই উভয়ের স্বরূপ প্রদর্শনার্থ উক্ত হইয়াছে, 'উষা' ও 'রাত্রি' সমানবন্ধু, ইঁহাদের বন্ধনস্থান সমান, আদিত্যের অস্তময়ের প্রতি রাত্রি বদ্ধা—সংশ্লিষ্টা এবং ইঁহার উদয়ের প্রতি 'উষা' বদ্ধা—সংশ্লিষ্টা। 'উষা' ও 'রাত্রি' উভয়েই অমৃত—উভয়েই 'অমরণধর্ম্মা', ইঁহারা কখনও মরেন না, ইঁহারা ইতরেতর-সংশ্লিষ্ট—পরস্পর পরস্পরের সহিত সংযুক্ত। উষা স্বীয় প্রকাশ দ্বারা প্রকাশমানা, রাত্রিও স্বীয় তমোবীর্য্য বা শক্তি দ্বারা প্রদ্যোতমানা, 'উষা' রাত্রির এবং 'রাত্রি' উষার আত্মদা (যাহা যাহার পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহা তাহার কারণ)। উষা রাত্রির পূর্ব্ববর্ত্তিনী এবং রাত্রি উষার পূর্ব্ববর্ত্তিনী, উষার পর রাত্রির এবং রাত্রির পর উষার আবির্ভাব হইয়া থাকে, 'উষা' ও 'রাত্রি'

সদা পর্য্যায়ক্রমে আবর্ত্তন করে, ইহাঁদের পর্য্যায়ক্রমে আগমন-প্রত্যাগমনের—আবির্ভাব-তিরোভাবের বিরাম নাই, ইহাঁদের প্রবৃত্তির অন্ত নাই। *

জিজ্ঞাসু—দাদা! আমি যে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

বক্তা—কেন বুঝিতে পারিবে না, হতাশ হইতেছ কেন? ইহারা যে দুর্ব্বোধ্য কথা, তাহাতে সন্দেহ নাই, তবে আমি তোমাকে এই সকল দুর্ব্বোধ্য কথাকে ক্রমশঃ সুখবোধ্য করিয়া দিব। 'মায়া' এই শব্দটী তোমার অশ্রুতপূর্ব্ব নহে।

জিজ্ঞাসু—'মায়া' শব্দটী অশ্রুতপূর্ব্ব নহে বটে, কিন্তু 'মায়া' কোন্ সামগ্রী, তাহাত বুঝি না দাদা। শুনিয়াছি, 'মায়া' মিথ্যা, অসৎ পদার্থ, আবার ইহাও আপনার মুখ হইতেই শুনিয়াছি, 'মায়া' ও 'প্রকৃতি' এক পদার্থ, ইন্দ্র বা পরমাত্মা মায়া দ্বারা বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় সম্পাদন করেন। 'মায়া' কি অজ্ঞান? 'মায়া' যদি অজ্ঞান হন, তাহা হইলে, 'মায়া' কি সামগ্রী তাহা দুর্ব্বোধ্য হইবে না, কারণ আমি যাহাতে আছি, তিনি আমার একেবারে অপরিচিত হইবেন কেন? নিবিড় অজ্ঞানান্ধকারে, ঘোরা তামসী নিশার কোলে দিবা-নিশ বাস করি, কিছুই ত জানি না, কিছুই ত জানিতে পারি না।

বক্তা—সুন্দর কথা বলিলে রমা। কিন্তু একটু চিন্তা করে বল শুনি, 'মায়া' যদি কেবল অজ্ঞান বা অসৎ পদার্থ হইতেন, তাহা হইলে, তুমি যে, নিবিড় অজ্ঞানান্ধকারে, ঘোরা তামসা নিশার কোলে, দিবা-নিশ বাস কর, তাহা তুমি কিরূপে বুঝিতে পার? যে মায়া কেবল 'অজ্ঞান'রূপা, যে 'মায়া'

* "'সমানবন্ধু' এতে রাত্র্যুষসৌ, 'সমানবন্ধনে' সমানমনয়োর্বন্ধনম্। আদিত্যস্যেয়ং হ্যস্তময়ং প্রতি রাত্রির্বদ্ধা সংশ্লিষ্টা, উদয়ং প্রত্যুষাঃ এবং সমানবন্ধু॥ 'অমৃতে' 'অমরণ-ধর্ম্মাণৌ' ন হি রাত্র্যুষসৌ ম্রিয়েতে। * * ইতরেতরং সংশ্লিষ্টে হ্যেতে। * * উষা হি স্বেন প্রকাশেন দ্যোততে। রাত্রিরপি স্বেন তমোবীর্য্যেণ নক্ষত্রগণেন বা স্বমধিকারং প্রতি দ্যোততে। * * উষা অপি রাত্রেরধি আত্মানং নির্মিমীতে, রাত্রিরপি উষসঃ, ইতরেতর-সংশ্লিষ্টে হীমে রাত্র্যুষসৌ।"—নিরুক্তটীকা।

একেবারে অসৎ পদার্থ, সে 'মায়া' কি, জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন ? 'মায়া' কেবল অজ্ঞান নহেন, 'মায়া' সর্ব্বতোভাবে অসৎ পদার্থ নহেন। 'প্রকৃতি', 'মায়া', 'অজ্ঞান' ইত্যাদি শব্দ দ্বারা যৎ পদার্থ অভিহিত হ'ন, তৎপদার্থ অনৃত বা মিথ্যা নহেন, কারণ তৎপদার্থ শক্তি স্বরূপা। এই মায়াই পরমেশ্বরের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারিণী শক্তি ("শক্তিত্বান্নানৃতং বেদ্যং।"—শাণ্ডিল্যভক্তিসূত্র)। মায়া যে মিথ্যা বা সর্ব্বথা অসৎ পদার্থ নহেন, শ্রুতি,স্মৃতি, পুরাণ,তন্ত্র ইত্যাদি নিখিল শাস্ত্রই তাহা বুঝাইয়াছেন। যাহা কিছু সৎ বলিয়া উপলব্ধ হয়, তৎসমস্তই প্রকৃতপক্ষে উভয়াত্মক—শিব-শিবাত্মক। আমি তোমাকে পূর্ব্বে শিব ও শিবার স্বরূপ প্রদর্শন কালে এই কথা বলিয়াছি। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের যে সমাহার—সাম্যাবস্থা, তাহাই 'অব্যক্ত', 'প্রধান', 'প্রকৃতি' ইত্যাদি নাম দ্বারা লক্ষিত হয়েন। গুণত্রয়ের সাম্য বশতঃ অব্যক্ত হয় —অপ্রকাশ বিশেষ বলিয়া প্রকৃতির 'অব্যক্ত' নাম হইয়াছে। মহত্তত্ত্বাদি প্রকৃতির কার্য্য সমূহের আশ্রয় বলিয়া প্রকৃতিকে প্রধান—শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। 'প্রকৃতি' সূক্ষ্ম, নিত্য ও সদসদাত্মক—কার্য্যকারণ শক্তিসম্পন্ন। নিরুক্তে 'মায়া' শব্দ 'প্রজ্ঞা' নামমালাতে ধৃত হইয়াছে। যদ্দ্বারা পদার্থ সকল মিত হয়—পরিচ্ছিন্ন হয়, তাহা 'মায়া' নিঘণ্টুটীকাতে 'মায়া' শব্দের এইরূপ ব্যুৎপত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে ("মীয়ন্তে পরিচ্ছিদ্যন্তেঽনয়া পদার্থাঃ।")। 'মায়া' বিচিত্র কার্য্যকারণশক্তির বাচক, 'মায়া' বস্তুতঃ অলীক পদার্থ নহেন ("মীয়তে বিচিত্রং নির্ম্মীয়তেঽনয়েতি বিচিত্রার্থকরণশক্তিবাচিত্বমেব"—পরমাত্মসন্দর্ভ)। হে মহাদেবি! তুমি কে, তোমার স্বরূপ কি, দেবগণ কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া দেবী বলিয়াছিলেন, 'আমি ব্রহ্মস্বরূপিণী, প্রকৃতি পুরুষাত্মক জগৎ আমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, আমি বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞান স্বরূপিণী ("অহং ব্রহ্মস্বরূপিণী। মত্তঃ প্রকৃতি-পুরুষাত্মকং জগচ্ছূন্যং চাশূন্যং চ অহমানন্দানানন্দা। বিজ্ঞানা-বিজ্ঞানে অহম্।"—দেবী

উপনিষৎ)। ঋগ্বেদের তৃতীয় ও চতুর্থ অষ্টকে 'মায়া' শব্দ জ্ঞান, পরমেশ্বরের সংকল্প শক্তি—অনেকরূপগ্রহণসামর্থ্য এতদর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইন্দ্র—পরমৈশ্বর্য্যবান্ পরমেশ্বর স্বীয় 'মায়া' জ্ঞান বা সংকল্প শক্তি দ্বারা বহুরূপ ধারণ করেন। * বিদ্যা ও অবিদ্যা মায়ার এই দুই বৃত্তি। মায়ার অবিদ্যাখ্য ভাগের আবার 'আবরণাত্মিকা' ও 'বিক্ষেপাত্মিকা' এই দুইটী বৃত্তি। অবিদ্যার আবরণাত্মিকা বৃত্তি জীবের স্বাভাবিক জ্ঞানকে আবরণ করে, এবং বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তি জীবকে অন্যথা জ্ঞান অযথার্থজ্ঞান দ্বারা জয় করিয়া বর্ত্তমান আছে। পরমেশ্বরের মায়া নাম্নী শক্তি 'জ্ঞান', 'ইচ্ছা' ও 'ক্রিয়া' ভেদে ত্রিবিধরূপে দৃশ্য হয়েন। সীতাতত্ত্বে এই কথার বিশদ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে, 'দ্রষ্টা পরমেশ্বরের সদসদাত্মিকা মায়া নাম্নী যে শক্তি, পরমেশ্বর তদ্দ্বারাই এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান বিশ্বের সৃষ্টি করেন ("সা এতস্য সংদ্রষ্টুঃ শক্তিঃ সদসদাত্মিকা। মায়া নাম মহাভাগ যয়েদং নির্ম্মমে বিভুঃ।"—শ্রীমদ্ভাগবত)। অতএব শিবা ও মায়া ভিন্ন পদার্থ নহেন, শিব ও শিবা অভিন্ন সামগ্রী। কালোত্তরে উক্ত হইয়াছে, 'সর্ব্ব জগতের করুণারসসাগরা জননী শিবাকে যে পূজা না করে, তাহার জন্মকে ধিক্ ধিক্ ধিক্ ("ধিগ্ ধিগ্ ধিগ্ ধিক্ চ তজ্জন্ম যো ন পূজয়তে শিবাম্। জননীং সর্বজগতঃ করুণারসসাগরাম্॥")। 'রাত্রি' ও 'উষা' উভয়েই এক মায়া নাম্নী পরমেশশক্তি হইতে আবির্ভূতা হইয়াছেন, এই নিমিত্ত ইহাদিগকে 'বেদ' ভগিনী

* "রূপং রূপং মঘবা বোভবীতি মায়াঃ কৃণ্বানস্তন্বং পরিস্বাম্।"—ঋগ্বেদ সংহিতা ৩।৩.২০।

"* * মায়াঃ অনেকরূপগ্রহণসামর্থ্যোপেতাঃ * *।"—সায়ণভাষ্য।

"রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়। ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে যুক্তাহ্যস্য হরয়ঃ শতাদশ।"—ঋগ্বেদসংহিতা ৪।৭।২৩।

"* * * অপিচায়মিন্দ্রো মায়াভিঃ জ্ঞাননামৈতৎ জ্ঞানৈর্বাত্মীয়ৈঃ সংকল্পৈঃ পুরুরূপোঃবহুবিধশরীরঃ সন্ * *।"—সায়ণভাষ্য।

বলিয়াছেন। 'জীবরাত্রি' ও 'ঈশ্বররাত্রি' এই দ্বিবিধ রাত্রির কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। যে রাত্রিতে আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহার বিলুপ্ত হয়, তাহা 'জীবরাত্রি' এবং মহাপ্রলয়ে, যখন অন্য সর্ব্ববস্তুর তিরোধান হয়, যখন কেবল সর্ব্বকারণ অব্যক্তপদবাচ্য ব্রহ্ম-মায়াত্মক পদার্থই বিদ্যমান থাকেন, তখন ঈশ্বর ব্যবহারেরও বিলোপ হয় বলিয়া, তাহাকে 'ঈশ্বররাত্রি' এই নামে উক্ত করা হইয়াছে। * রাত্রিসূক্তে এই দ্বিবিধ রাত্রিরই স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। চিচ্ছক্তিরূপা রাত্রিদেবী ভুবনেশ্বরী প্রকাশরূপা উষাদ্বারা যখন অবিদ্যার আবরণ শক্তিকে নিরাকৃত করেন, দগ্ধবীজভাব প্রাপ্ত করান, প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় হওয়ায় বিক্ষেপ শক্তিরও যখন নাশ হয়, তখনি অজ্ঞানরূপ তমঃ অপগত হয়। রাত্রিসূক্তের তৃতীয় মন্ত্রটীর ইহাই ভাবার্থ।

"সানো অদ্য যস্যাবয়ং নিতে যামন্নবিক্ষ্মহি বৃক্ষেন বসতিং বয়ঃ॥"

—ঋগ্বেদসংহিতা।

রাত্রি দেবতা অদ্য—এইকালে, প্রসন্না হোন্, আমাদিগের প্রতি কৃপা করুন, তাঁহার প্রসাদ প্রাপ্ত হইলেই, আমরা সুখে—স্ব-স্বরূপে অবস্থান করিতে পারিব, আর যেন আমরা তাঁহার শান্তিময় অঙ্ক হইতে বিচ্যুত না হই, আর যেন এই দুঃখময় সংসার সাগরে পতিত না হই, পক্ষীরা যেমন রাত্রিতে নীড়াশ্রয় (বাসা) বৃক্ষে সুখে নিবাস করে, আমরাও যেন রাত্রিদেবী ভুবনেশ্বরীর সর্ব্বসুখময় কোলে সুখে নিবাস করি।

"নিগ্রামাসো অবিক্ষত নিষদ্বন্তো নিপক্ষিণঃ। নিশ্যে-নাসশ্চিদর্থিনঃ।"—ঋগ্বেদসংহিতা।

" * * * সা রাত্রিদেবতা দ্বেধা জীবরাত্রিরীশ্বররাত্রিশ্চ। তত্রাদ্যা প্রসিদ্ধা। যস্যামস্মদাদীনাং জীবানা' প্রতিদিনং ব্যবহারো লুপ্যতে। দ্বিতীয়া তু যস্যামীশ্বরব্যবহার-

মা! তুমি সর্ব্বভূতনিবেশনী, তুমি করুণাময়ী বিশ্বজননী, তুমি বিশ্ব জগতের নিশা, তুমি শ্রান্ত জীবমাত্রকেই, স্বয়ং আগমন পূর্ব্বক সুখী কর, তোমার অনন্ত সর্ব্বাধার ক্রোড়ে লইয়া ঘুম পাড়াও। গ্রামবাসী পামর, অপামর সকলেই নির্ব্বিশেষে তোমার কোলে সুখে শয়ন করিয়া থাকে, তুমি কাহাকেও কোলে লইতে বিমুখ হও না, পাপীরাও তোমার করুণা লাভে বঞ্চিত হয়না। রাত্রি সমাগতা হইলে, পাদযুক্ত-গবাশ্বাদি, তোমার কোলে আশ্রয় লয়, পক্ষবিশিষ্ট পক্ষিগণ তোমার কোলে আশ্রয় লয়, কামার্থি-পথিকগণ তোমার কোলে আশ্রয় লয়, শীঘ্র গমনযুক্ত শ্যেন পক্ষীরাও তোমার আশ্রয় লয়, আহা! যে সকল জীব পরমেশ্বরীর নাম পর্য্যন্ত জানে না, তোমার এমনি করুণা, তাহারাও তোমার কোলে শয়ন করে, তোমার কোলে সুখে নিবাস করে। অতি মূঢ় বালক সন্তানগণ যেমন করুণা-বিগলিতহৃদয় মাতার কোলে সুখে নিবাস করে, পরম করুণাময়ী বিশ্বজননী রাত্রিদেবী সেইরূপ সকলকে সুখে স্বীয় সর্ব্বাশ্রয় কোলে আশ্রয় প্রদান করিয়া থাকেন।

"যাবয়া বৃক্যং বৃকং যবয় স্তেনমূর্ম্যে। অথানঃ সুতরাভব॥"—
ঋগ্বেদসংহিতা।

হে রাত্রে! তুমি যে অতি দয়াবতী, তাই মাগো! প্রার্থনা করিতেছি, নতুবা আমাদিগকে তোমার চির শান্তিময় কোলে স্থান দেও, আমাদিগকে সংসারার্ণব হইতে উদ্ধার কর, এই প্রকার প্রার্থনা কি করিতে পারিতাম মা! আমরা তোমার পামর সন্তান, আমাদের কোন সুকৃতি আছে কি না, তাহা তুমি দেখিও না, আমরা

লোপো ভবতি। মহাপ্রলয়কালে তদানীমন্যবস্তুভাবাৎ কেবলং ব্রহ্মমায়াত্মকমেব বস্তু সর্বকারণমব্যক্তপদবাচ্যং তিষ্ঠতি সা দ্বিতীয়া রাত্রিঃ।"—নাগোজীভট্টকৃতটীকা।

পাপমলীমস, আমরা অপরাধের আলয়, আমাদের দুর্বাসনারূপ বৃক (আরণ্য কুক্কুর) এবং বৃকবৎ মারক পাপরাশিকে তুমি আমাদিগহইতে পৃথক্ কর, চিত্তাপহারক কামাদি তস্করগণকে আমাদিগহইতে বিযুক্ত —দূরীভূত কর, এবং তাহা করিয়া আমাদিগের সুখে ভবার্ণবতারিণী হও, আমাদের ক্ষেমঙ্করী হও, মোক্ষদাত্রী হও।

"উপমা পেপিশত্তমঃ কৃষ্ণং, ব্যক্তমস্থিত। উষঋণেব যাতয়॥"

—ঋগ্বেদসংহিতা।

হে রাত্রে! হে চিচ্ছক্তে, ভুবনেশ্বরি! আমাদের সর্ব্ববস্তুতে আক্লিষ্ট তমঃ—অজ্ঞান, তমঃপ্রাধান্য বশতঃ কৃষ্ণবর্ণ, সর্ব্ব পদার্থের স্বরূপাবরক—সর্ব্বপদার্থের স্বরূপকে যাহা ঢাকিয়া রাখে তাহা যেন আমাদের সমীপে আর না উপস্থিত হয়. হে উষঃ—উষদেবতে, ধন প্রদান করিলেই, যেমন ঋণমুক্ত হওয়া যায়, আর উত্তমর্ণের করুণাশূন্য দৃষ্টিগত হইতে হয় না, সেইরূপ তুমি আমাদের অজ্ঞানকে অপসারিত কর, যাহাতে আমরা আর অজ্ঞানের ক্রীড়াভূমি না হই, তাহা কর।

"উপতেগা ইবাকরং বৃণীষ্ব দুহিতর্দিবঃ। রাত্রি স্তোমং ন জিগ্যুষে॥"—ঋগ্বেদসংহিতা।

হে রাত্রে—হে ভুবনেশ্বরি! আমি পয়স্বিনী ধেনুর ন্যায় স্তুতি-জপাদি দ্বারা তোমাকে অভিমুখিনী করিব, হে পরমাকাশরূপ পরমাত্মার পুত্রি! (সায়ণাচার্য্যের মতে দ্যোতমান্ সূর্য্যের পুত্রী) তোমার প্রসাদে আমি কামাদি শত্রুগণকে জয় করিব, আমার স্তোম—স্তোত্র এবং যথাশক্তি-দত্ত হবিঃ তুমি স্বীকার কর।

ঋগ্বেদের অষ্টমাষ্টকের সপ্তমাধ্যায়ের চতুর্দ্দশ বর্গানন্তর পঞ্চবিংশতি ঋগাত্মক রাত্রিসূক্তের পরিশিষ্টে 'রাত্রি' পদের যদর্থে প্রয়োগ হইয়াছে।

বক্তা—'শিবরাত্রি' কোন্ পদার্থ, তাহা বুঝাইবার জন্য আমি তোমাকে 'রাত্রি' শব্দের মূল অর্থ কি, বেদে কোন্ কোন্ অর্থে ইহার ব্যবহার হইয়াছে, তাহা জানাইতেছি। রাত্রিসূক্তে যদর্থে 'রাত্রি' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, তাহা তোমার কিঞ্চিন্মাত্রায় উপলব্ধি হইয়াছে, সন্দেহ নাই। রাত্রিসূক্তে যদর্থে 'রাত্রি' পদের প্রয়োগ হইয়াছে, তাহা অবগত হইয়া তোমার কি ধারণা হইয়াছে, তাহা বল, শুনি।

জিজ্ঞাসু—বিশ্বের সৃষ্টি ও প্রলয় সম্বন্ধে আপনার মুখ হইতে পূর্ব্বে যাহা শুনিয়াছি, এবং এখন যাহা শুনিলাম, তাহা হইতে আমার যে ধারণা হইয়াছে (এ ধারণাকে আমি দৃঢ়ভূমিক, যথার্থ ধারণা বলিতে পারি না, কারণ অদ্যাপি আমার আপনার মুখ হইতে শ্রুত বিশ্বের সৃষ্টি ও প্রলয় বিষয়ক উপদেশ সমূহের যথার্থ অনুভূতি হয় নাই, আমি যাহা বলিতেছি, আমার বিশ্বাস, তাহা আপনার ধ্বনির প্রতিধ্বনি মাত্র, এ প্রতিধ্বনিও ঠিক প্রতিধ্বনি কি না, তাহা বলিতে পারি না) তাহা বলিতেছি। বিশ্বের সৃষ্টি ও প্রলয় প্রবাহরূপে নিত্য, ইহা অনাদিকাল হইতে হইতেছে, ইহার আদি নাই, অন্ত নাই। অসৎ—যাহা বস্তুতঃ নাই, তাহার জন্ম হয় না, এবং যাহা সৎ—যাহা বস্তুতঃ আছে, তাহার একেবারে নাশ হয় না। জগৎ পর্য্যায়ক্রমে অব্যক্ত অবস্থা হইতে ব্যক্ত অবস্থায় আগমন করে, এবং ব্যক্ত অবস্থা হইতে অব্যক্ত অবস্থায় গমন করে। সৃষ্টি ও প্রলয়কে দিন ও রাত্রির সহিত তুলিত করিতে পারা যায়, জাগরণ ও নিদ্রাকে যথাক্রমে সৃষ্টি ও লয়ের দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে; শাস্ত্রে

নাকি জাগরণ ও নিদ্রাকে দৈনন্দিন সৃষ্টি ও লয় বলিয়াই বুঝাইয়াছেন। রাত্রিসূক্তের ব্যাখ্যা শ্রবণ পূর্ব্বক আমার ধারণা হইয়াছে, রাত্রিসূক্ত বিশ্বের সৃষ্টি ও লয়তত্ত্বকেই আমাদের পরিচিত দিন ও রাত্রিকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণপূর্ব্বক বিশদীকৃত করিয়াছেন।

বক্তা—রাত্রিসূক্তের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া তোমার যেরূপ ধারণা হইয়াছে, তোমার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট, রাত্রিসূক্ত পাঠ পূর্ব্বক সাধারণের যে, রাত্রিসূক্তের তত্ত্ব সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞান হয়, আমি তাহা মনে করি না। এখন 'রাত্রি' শব্দের বেদ হইতে আরো দুই একটী প্রয়োগ উদ্ধৃত ও সংক্ষেপে উহার ব্যাখ্যা করিতেছি, শ্রবণ কর।

"আরাত্রি পার্থিবং রজঃ পিতরঃ প্রায়ুধামভিঃ।
দিবঃ সদাংসি বৃহতী বিতিষ্ঠস আত্বেষং বর্ত্ততে তমঃ॥"—
রাত্রিসূক্ত পরিশিষ্ট।

হে রাত্রি! তুমি পৃথিবীলোককে স্বীয় তমঃ (সংহারিণী—প্রলয়-কারিণী শক্তি) দ্বারা আপূরণ—আচ্ছাদন কর। কেবল পৃথিবী-লোক কেন, তুমি অন্তরিক্ষকেও তমঃ দ্বারা আবৃত কর। কেবল ইহাই নহে, তুমি দ্যুলোকস্থিত সদন সমূহ (যাহাতে দ্যুলোকবাসীরা বাস করেন, সেই সকল স্থানকেও) তমঃ দ্বারা আচ্ছাদিত কর। তুমি ত্রিলোকের লয়কারিণী, তুমি ত্রিলোকের সৃষ্টিকর্ত্রী, তুমি পর্য্যায়ক্রমে ত্রিলোকের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় বিধাত্রী। হে বিশ্বজননি! হে সচ্চিদানন্দময়ি! হে কল্যাণময়ি! হে মহাভয়বিনাশিনি! হে মহাকারুণ্যময়ি! হে দুর্গে! আমি তোমার শরণাগত হইতেছি, তুমি আমাকে সর্ব্বথা রক্ষা কর, হে সংসারার্ণবতারিণি! তুমি আমাকে এই ভবসাগর হইতে উদ্ধার কর, মাগো! ভবভীত তোমার প্রপন্ন সন্তানদিগকে এই ভীমভবার্ণব হইতে উদ্ধার কর, ভদ্রে! তোমার শান্তিময় ক্রোড় হইতে আর আমাদিগকে দূরীকৃত করো না।

যিনি অগ্নিসমানবর্ণা (প্রদীপ্ত অগ্নির বর্ণের সমান যাঁহার বর্ণ, যাঁহার রূপ) যিনি স্বকীয় প্রজ্বলিত তপঃ—সন্তাপ দ্বারা আমার শত্রুগণকে দগ্ধ করেন, যিনি বিশেষতঃ রোচনশীল—স্বয়ং প্রকাশমান পরমাত্মা কর্ত্তৃক দৃষ্ট বলিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী, যিনি উপাস্যদিগদ্বারা সদা জুষ্টা—সেবিতা, স্বর্গাদিলাভার্থ ভক্তোপাসকেরা নিয়ত যাঁহার সেবা করেন, যিনি সংসারার্ণবতারিণী, আমরা তাঁহার শরণাগত হইতেছি। মাগো! তুমি আমার তমঃ বা অজ্ঞানরাশিকে প্রোৎসারিত করিয়া দেও ("রাত্রীং প্রপদ্যে জননীং সর্ব্বভূত-নিবেশনীং। ভদ্রাং ভগবতীং কৃষ্ণাং বিশ্বস্য জগতো নিশাম্॥" "সংবেশিনীং সংযমিনীং গ্রহনক্ষত্রমালিনীং।" "তামগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং বৈরোচনীং কর্ম্মফলেষু জুষ্টাং। দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে সুতরসি তরসে নমঃ। সুতরসি তরসে নমঃ॥"—রাত্রিসূক্ত পরিশিষ্ট)।

দেবীউপনিষদে যে দেবীর স্তুতি আছে, সেই দুর্গাদেবীই যে, রাত্রিদেবী, রাত্রিসূক্তে যে সেই দুর্গাদেবীই স্তুতা হইয়াছেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

সামবিধান ব্রাহ্মণে 'রাত্রি' শব্দের প্রয়োগ—

যিনি কামনা করিবেন, পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিব না, এই ভবপারাবারে আগমনের বাসনা যাঁহার মিটিয়াছে, তিনি পুনর্জ্জননশীলা, সর্ব্বপ্রাণীর কল্যাণকারিণী প্রশান্তকেশকলাপান্বিতা পাশহস্তা, যুবতী কুমারী, কন্যারূপিণী রাত্রিদেবীর শরণাপন্ন হইবেন। রাত্রিদেবীর প্রসাদে চক্ষুরিন্দ্রিয়াভিমানী আদিত্য দেবতা আমার চক্ষুরিন্দ্রিয়ের ঔৎকর্ষ বিধায়ক হোন্; বায়ুদেবতা মদীয় দেহান্তর্বর্ত্তী পঞ্চপ্রাণের ঔৎকর্ষ বিধায়ক হোন্; সোমদেবতা গন্ধ-প্রাপক ইন্দ্রিয়ের ঔৎকর্ষ বিধায়ক হোন্; জলদেবতা আমার ত্বগিন্দ্রিয়ের চাকচিক্য বিধায়ক হোন্; মদীয় মানস, বহুজ্ঞতা লাভ করুক; পৃথিবীদেবতা

মদীয় শরীরের দৃঢ়তা বিধায়ক হোন্। পুনর্জ্জন্মের নিরোধের অভিলাষী এইরূপে রাত্রিদেবীর উপাসনা করিবেন, তাঁহার কাছে এইরূপ প্রার্থনা করিবেন। শ্রদ্ধাযুক্ত সরলহৃদয়ে এইরূপ প্রার্থনা করিতে করিতে মহাকারুণ্যময়ী রাত্রিদেবী প্রসন্না হইয়া বলিবেন—'অমুক বৎসরে, অমুক অয়নে, অমুক ঋতুতে, অমুক মাসে, অমুক পক্ষে, অমুক দ্বাদশাহে, অমুক ষড়হে, অমুক ত্রিরাত্রে, অমুক অহোরাত্রে, অমুক দিনে, অমুক রাত্রে, অমুক বেলায়, অমুক মুহূর্ত্তে তোমার মৃত্যু হইবে; স্বর্গে গমন কর, দেবলোকে বা ব্রহ্মলোকে অথবা ক্ষত্রলোকে, যথায় রুচি তথায় গিয়া অবস্থান কর; ভোগাবসান হইলে, পুনর্ব্বার আগমন করিবে, যথেচ্ছ যোনিতে প্রবেশ করিবে'। তখন তাঁহাকে বলিও (দয়াবতী শ্রুতির উপদেশ), "মা! জন্মিলেই ত মরিতে হইবে, মরিলেই ত পুনর্ব্বার দেহান্তরের সহিত সম্বন্ধ হইবে, অতএব আমি আর ঋতুমতী সর্ব্বভূতোত্তম ব্রাহ্মণ কন্যার যোনিতেও প্রবেশ করিব না; রাত্রিদেবি! বিশ্বজননি! আমাকে পবিত্র করুন; মাগো! যদি আমার হৃদয়ের কোন স্থানে কোন কামনা লুক্কায়িত হইয়া থাকে, তুমি তাহাকে নষ্ট কর, যাহাতে আমি সর্ব্বথা নিষ্কাম হইতে পারি, আপ্তকাম ও আত্মকাম হইতে পারি, তাহা কর; জননি! এই দুঃখময় সংসারে কোন অবস্থাতেই আর আসিবার ইচ্ছা নাই; মাগো! দুঃখানলে পুনঃ পুনঃ দগ্ধ-বিদগ্ধ হইয়াছি, একবার করুণাপূর্ণ নয়নে শরণাগত সন্তানের দিকে তাকাও মা! সংসারদাবানলে ইহার হৃদয় কিরূপ জ্বলিয়াছে, পুড়িয়াছে, একবার তাহা দেখ মা! আর আমাকে প্রলোভিত করোনা মা! আর আমাকে পরীক্ষা করোনা জননি! হে রাত্রে! এই যে পুষ্পান্ত, পুরাতন (নিত্য) আকাশ—পরমব্যোম, ইহাতেই আমার স্থান কর, আর যেন আমাকে জন্মাইতে না হয়; মা গো! সব সাধ মিটিয়াছে, তোমার পরম শান্তিময় কোল ছেড়ে আর কোথাও যাইবার অভিলাষ নাই, আর কোন অবস্থার প্রতি লোভ নাই, ব্রহ্মার পদও চাই না, ইন্দ্রত্ব, বরুণত্ব

ও চাই না, পৃথিবীর সম্রাট্ হইবারও ইচ্ছা নাই, যে স্থানে যাইলে, আর এই উত্তুঙ্গ ক্লেশতরঙ্গময় সংসারে ফিরিয়া আসিতে না হয়, মাগো! আমাকে সেই স্থানে লইয়া চল।" * সরল প্রাণে, সর্ব্বান্তঃকরণে মার কাছে এইরূপ প্রার্থনা করিলে পুনর্জ্জন্ম নিরোধ হয়, এইরূপ প্রার্থনাই করুণাময়ী রাত্রিদেবীর উপাসনা, এ উপাসনাতে উপবাসাদির আবশ্যকতা নাই, কোনরূপ উপকরণের প্রয়োজন নাই, এ উপাসনার নিষ্কপট হৃদয়ের প্রার্থনাই একমাত্র উপকরণ।

জিজ্ঞাসু—যিনি পুনর্জ্জন্মভীরু হইয়াছেন, আর জন্মাইতে না হয়, যাঁহার এইরূপ প্রবল কামনা হইয়াছে, তিনি 'রাত্রি দেবীর প্রসাদে চক্ষুরিন্দ্রিয়াভিমানী দেব আদিত্য আমার সম্যগ্ দর্শনার্থ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের ঔৎকর্ষ বিধায়ক হোন্, বায়ু দেবতা মদীয় দেহান্তর্ব্বর্ত্তী পঞ্চপ্রাণের ঔৎকর্ষ বিধায়ক হোন্, সোম দেবতা গন্ধপ্রাপক ইন্দ্রিয়ের ঔৎকর্ষ বিধায়ক হোন্, জলদেবতা ত্বগিন্দ্রিয়ের রুক্ষতা নাশ পূর্ব্বক শরীরকে স্নিগ্ধ করুন, রাত্রি-দেবীর অনুগ্রহে আমার মন, জ্ঞানবিশিষ্ট হোক্—বহুজ্ঞতা লাভ করুক, পৃথিবী দেবতা আমার শরীরের দৃঢ়তা সম্পাদন করুন', এই প্রকার প্রার্থনা করিবেন কেন, আমাকে তাহা বুঝাইয়া দিন।

---

*"অথ যঃ কাময়েত পুনর্ন প্রত্যাজায়েয়মিতি রাত্রিং প্রপদ্যে পুনর্ভূ ময়োভুং কন্যাং শিখণ্ডিনীং পাশহস্তাং যুবতিং কুমারিণীমাদিত্যশ্চক্ষুষে বাতঃ প্রাণায় সোমোগন্ধায়াপঃ স্নেহায় মনোঽনুজ্ঞায় পৃথিব্যৈ শরীরং সা হৈন মুবাচাস্মিন্‌ৎসংবৎসরে মরিষ্যস্যস্মিন্নয়নেঽ-স্মিন্‌তাবস্মিন্ মাসেঽস্মিন্নর্দ্ধমাসে ঽস্মিন্ দ্বাদশরাত্রেঽস্মিন্ ষড়্‌রাত্রেঽস্মিংস্ত্রিরাত্রেঽস্মিন্ দ্বিরাত্রেঽস্মিন্নহোরাত্রেঽস্মিন্নহন্যস্যাং রাত্রাবস্যাং বেলায়ামস্মিন্ মুহূর্ত্তেমরিষ্যসোহি স্বর্গং লোকং গচ্ছ দেবলোকং বা ব্রহ্মলোকং বা ক্ষত্রলোকং বা বিরোচমানস্তিষ্ঠ বিরোচমানা-মেহি যোনিং প্রবিশ নাহং যোনিং প্রবেক্ষ্যামি ভূতোত্তমায়াং ব্রহ্মণো দুহিতুঃ সংরাগবস্ত্রায়া জায়তে ম্রিয়তে সঞ্জীয়তে চ রাত্রিস্তু মা পুনাতু রাত্রিঃ পমেতৎ পুষ্পান্তং যৎপুরাণমাকাশং তত্র মে স্থানং কুরু পুনর্ভবায়াপুনর্জ্জন্মন এতাবদেবরাত্রৌ রাত্রের্ভক্ত রাত্রের্ভক্ত।"—সামবিধান ব্রাহ্মণ।

বক্তা—ভাল ক'রে পরে বুঝাইব, এখন এ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিতেছি। শরীর, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও মন ইহারা যদি স্বচ্ছন্দ না হয়, ইহাদের যদি যথোচিত উৎকর্ষতা না হয়, তাহা হইলে, মানুষ কখন অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সহেতু যথোচিত কর্ম্ম করিতে পারে না, বৈদিক ছান্দস কর্ম্ম যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত না হইলে, কাহারও কোনরূপ উন্নতি হইতে পারে না, কেহ ঐহিক ও পারত্রিক সুখভাজন হইতে পারে না, কেহ স্থির ও পূর্ণ কল্যাণ বা মুক্তি লাভে সমর্থ হয় না। বর্ত্তমান কালে যাঁহারা উন্নতি, উন্নতি (Progress), সভ্যতা, সভ্যতা (Civilization), ক্রমবিকাশ, ক্রমবিকাশ (Evolution) বলিয়া চীৎকার করেন, তাঁহারা যদি যথার্থ মননশীল হ'ন, তাহা হইলে, বুঝিতে পারিবেন, বৈদিক বা ছান্দস কর্ম্ম স্বনুষ্ঠিত—অবিকলভাবে কৃত না হইলে, মানুষ ইহলোকেও স্বাস্থ্যসুখ লাভে সমর্থ হয় না, দীর্ঘজীবী হইতে পারে না, সমাজের কোন উপকার করিতে ক্ষমবান্ হয় না। মুক্তির কথা, পুনর্জ্জন্ম নিরোধের কথা ত দূরের, একালে অত্যল্প ব্যক্তিরই তাহার প্রয়োজন উপলব্ধ হইয়া থাকে। কি শারীর বিজ্ঞান, কি সমাজবিজ্ঞান, কি রাজনীতি, কি কর্ত্তব্যনীতি, বুদ্ধিপূর্ব্বক হোক্ অবুদ্ধিপূর্ব্বক হোক্ ইহাঁরা ছান্দস কর্ম্মতত্ত্বেরই অনুসন্ধান করেন, আত্মকল্যাণপ্রার্থী প্রেক্ষাবান্ ছান্দস কর্ম্ম করিবারই চেষ্টা করিয়া থাকেন। ছান্দস কর্ম্মই বস্তুতঃ 'ধর্ম্ম', ইহাই সর্ব্বপ্রকার উন্নতির মূল, প্রকৃত সুখের নিদান। শরীর যদি দৃঢ় না হয়, প্রাণন ব্যাপার (Metabolism) যদি যথার্থভাবে নিষ্পন্ন না হয়, মন যদি বহুজ্ঞ না হয়, ইন্দ্রিয়গণের শক্তি যদি যথাপ্রয়োজন সংরক্ষিত ও প্রবর্দ্ধিত না হয়, তাহা হইলে কাহারও কি, উন্নতি হইতে পারে? কাহারও সুখী হওয়া সম্ভবপর হয়? কেহ কি আত্মপরের কোনরূপ কল্যাণ সাধন করিতে সমর্থ হয়েন? শারীর, ঐন্দ্রিয়ক, প্রাণন ও মানসকর্ম্ম ছন্দোঽনুসারে না হইলে, মানুষের জীবন বস্তুতঃ অনর্থক হইয়া থাকে। মানুষ যে, রোগপ্রবণ হয়, দুর্ব্বলশরীর হয়, মানবোচিত চিত্তবিহীন হয়, অকৃতজ্ঞ হয়,

পরপীড়ক হয়, ঈশ্বরবিমুখ হয়, নাস্তিক হয়, যথাযথভাবে ছান্দসকর্ম্ম না করাই তাহার কারণ।

জিজ্ঞাসু—'ছান্দস' কর্ম্ম কাহাকে বলে ?

বক্তা—ছন্দঃ শব্দ বেদের একটী নাম, কিন্তু আমি এখন 'ছান্দস কর্ম্ম বলিতে বেদোপদিষ্ট কর্ম্ম বুঝিতে হইবে', এই কথা বলিব না, এই কথা বলিলে লোকের উপহাসাস্পদ হইব, অনেকে বিকৃতমস্তিষ্ক বলিয়া, অসভ্য বলিয়া আমাকে উপেক্ষা বা ঘৃণা করিবে। যাহা পাপ হইতে আচ্ছাদন করিয়া রাখে, যাহা প্রাকৃতিক নিয়মানুমোদিত কর্ম্ম, আপাততঃ তাহাকেই ছান্দস কর্ম্ম বলে, বুঝিয়া থাক। প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে কর্ম্ম করাই ছান্দস কর্ম্ম করা, এই কথা যথার্থভাবে বুঝিতে পারিলে, এবং 'বেদ' কোন্ পদার্থ, তাহা বিশুদ্ধ ও পূর্ণভাবে অবগত হইলে, বেদের অবিরুদ্ধ কর্ম্মই যে "ছান্দস কর্ম্ম" চিন্তাশীলের তাহা প্রতীতি হইবে। ইতঃপর জিজ্ঞাস্য হইবে, আদিত্যাদি দেবতাগণের কাছে ঐরূপ প্রার্থনা করিতে বলা হইয়াছে কেন ? আলেন্, ডারুবিন্, হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার্ প্রভৃতি সুধীগণ অর্দ্ধসভ্য বৈদিক আর্য্যদিগের অধিষ্ঠাত্রীদেবতাবাদ অবলম্বন পূর্ব্বক অনেক নিন্দা করিয়াছেন, উপহাস বিদ্রূপ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে কিছু বলিবার ইহা উপযুক্ত অবসর নহে। রমা ! আমি তোমাকে রাত্রিদেবীর স্বরূপ প্রদর্শনার্থ এই সকল কথা বলিলাম, তোমার যদি এই সকল বিষয়ের যথার্থ জিজ্ঞাসা হয়, তাহা হইলে, আমি তোমাকে এ সম্বন্ধে যথাপ্রয়োজন কিছু উপদেশ প্রদান করিব। আদিত্যাদি দেবতা বস্তুতঃ আছেন, দেবতার সাক্ষাৎকারলাভের সাধনা আছে, বেদ-শাস্ত্রোপদিষ্ট কর্ম্ম করিলে, দেবতার সাক্ষাৎকার লাভ হয়। বেদে, পাতঞ্জলদর্শনে, পুরাণে, তন্ত্রে, যে উপায় দ্বারা দেবতার সাক্ষাৎকার লাভ হয়, বিশদভাবে তাহা বর্ণিত হইয়াছে, যে উপায়ে দেবতার সাক্ষাৎকার লাভ হয়, সেই উপায়ের আশ্রয় করিয়া অনেকে দেবদর্শন লাভ করিয়াছেন, ভাগ্যবান্ আস্তিক এখনও করিয়া থাকেন।

অতএব দেবতা আছেন কি না, শুষ্ক তর্কদ্বারা তাহার মীমাংসা হইতে পারে কি ?

জিজ্ঞাসু—দাদা! আপনার কত দয়া; আহা এত দয়া আর কেহ করিতে পারেন বলিয়া আমার বিশ্বাস হইতেছে না। কৃতজ্ঞতাপ্রেরিত অজস্র নয়নজলে আপনার চরণযুগল ধুইয়া দিতে একান্ত ইচ্ছা হইতেছে, আহা! এ দানের কি পর্য্যাপ্ত প্রতিদান আছে? আপনার মুখ হইতে শুনিয়াছি, "বিত্তপূর্ণ সসাগরা পৃথিবীর সাম্রাজ্যও ব্রহ্মজ্ঞানদাতা গুরুদেবের পর্য্যাপ্ত নিষ্ক্রয় নহে," আপনার এই কথার মূল্য কত, আজ যেন, তাহার কিয়ৎ পরিমাণে উপলব্ধি হইতেছে। ধন্য হইলাম, কৃতকৃত্য হইবার পথ দেখিলাম, এখন 'শিবরাত্রি' যে বস্তুতঃ 'শিবরাত্রি' তাহা বুঝিতে পারিতেছি; পরম কারুণিক শাস্ত্রকারগণ কি নিমিত্ত শিবরাত্রি ব্রতানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিয়াছেন, এতদিন কি তাহা বুঝিতাম দাদা! আর যেন কোন কামনা না থাকে, আর যেন রাত্রিতে জ্ঞানহীনের মত ঘুমাই না, আর যেন রাত্রিকে অন্ধকারময়ী বলে, কৃষ্ণা বলে, মনে করি না, আর যেন রাত্রিকে ভয় না করি, মাগো! তুমি যে সর্ব্বভূত নিবেশনী, তুমি যে সকলের আশ্রয়, তুমি অন্তর্যামিনী, তুমি সংসারাসক্ত তোমা-বিমুখ সন্তানগণকে কৃপা ক'রে সংহার কর, শ্রান্ত সন্তানদিগকে স্নেহ বশে কোলে টানিয়া লও, তাহাদের ইন্দ্রিয়াদিকে নিরোধ কর, জাগতিক দৃষ্টিতে তাহাদিগকে মারিয়া ফেল, নিশ্চেষ্ট কর, সংসার-সংজ্ঞাশূন্য কর। আমি পূর্ব্বে মৃত্যুকে বড় ভয় করিতাম, কিন্তু এখন আর আমি মৃত্যুকে ভয় করিব না, এখন বিশ্বজননী ভগবতী রাত্রিদেবী কে, তাহা একটু বুঝিয়াছি, আবার বলিতেছি, ধন্য হইয়াছি, কৃতকৃত্য হইবার, অভয় পদে প্রতিষ্ঠিত হইবার উপায় কি, তাহা কিঞ্চিন্মাত্রায় হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। দাদা! 'পুষ্পান্ত' শব্দের অর্থ কি ?

বক্তা—রমা! তোমার যাহা বক্তব্য, তাহা তুমি বলিলে, কিন্তু আমার

যাহা বক্তব্য, যাহা মন্তব্য, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমার কাছে তোমার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু রমা! একবার ভাবিয়া দেখ, বস্তুতঃ কাঁহার অনন্ত কৃপাসাগরের, অসীম জ্ঞানপারাবারের, অপরিচ্ছিন্ন প্রেমসিন্ধুর করুণাবিন্দু, জ্ঞানকণা, প্রেমশীকর আজ তোমার হৃদয়কে আপ্যায়িত করিতেছে, আলোকিত করিতেছে, শীতল করিতেছে? ইহার উত্তরে—'বেদময় শিব-শিবার, সীতা-রামের, ভৃগুদেবের' এই কথাই কি তোমার মুখ হইতে বাহির হইবে না?

জিজ্ঞাসু—আমি, দাদা, তোমাকে জিজ্ঞাসা করিব, 'ভার্গব শিবরাম-কিঙ্করের' এই কথা বাহির না হইবে কেন? আমি ত' শিব-শিবাকে দেখি নাই, আমি ত' সীতা-রামকে দেখি নাই, আমি ত' ভৃগুদেবকে দেখি নাই, ইহাঁরা ত অদ্যাপি আমার পরোক্ষ, দাদাগো! আপনি যে, আমার প্রত্যক্ষ দেবতা, প্রত্যক্ষ জ্ঞানদাতা।

বক্তা—তোমার উত্তরকে কাটিবার শক্তি আমার নাই, রমা। এই দৃশ্যমান জগৎকে 'পুষ্প' বলা হয়; এই দৃশ্যমান জগতের যেখানে অন্ত হয়, যে স্থান সংসারের ঊর্দ্ধে, তাহা 'পুষ্পান্ত'।

জিজ্ঞাসু—দৃশ্যমান জগৎকে পুষ্প বলিবার হেতু কি?

বক্তা—পুষ্প হইতে ফল হয়, ফল হইতে বৃক্ষ হয়, বৃক্ষ হইতে আবার পুষ্প হয়। সংসার বা জগৎ এইরূপে প্রবাহরূপে নিত্য, জন্ম, স্থিতি, বিপরিণাম, বৃদ্ধি, অপক্ষয় ও নাশ, সংসার এই ছয় প্রকার ভাববিকারে নিয়ত বিক্রিয়মাণ, জন্মের পর স্থিতি, তৎপরে বিপরিণাম ও বৃদ্ধি, তৎপরে অপক্ষয় ও বিনাশ, তৎপরে আবার জন্ম, আবার স্থিতি, আবার বিপরিণাম ও বৃদ্ধি, আবার অপক্ষয় ও বিনাশ, সংসারচক্রের এইরূপ আবর্ত্তন নিয়ত হইতেছে। যাঁহারা যথার্থভাবে রাত্রিদেবীর যথোক্ত উপাসনা করিতে পারেন, তাঁহাদেরই সংসারভ্রমণের নিবৃত্তি হয়, পুনর্জ্জন্মগ্রহণ নিরুদ্ধ হয়, পরিণামক্রমের পরিসমাপ্তি হইয়া থাকে, তাঁহারাই

চিরশান্তিময়, চিরস্থির সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন।

জিজ্ঞাসু—দাদা! এইবার যে 'শিবরাত্রি' প্রতিবৎসর করিয়া থাকি, যে শিবরাত্রি ব্রত করিবার দিন নিকটবর্ত্তী হইতেছে ভাবিলে, হৃদয় অনির্ব্বচনীয় আনন্দ ও উৎসাহে পূর্ণ হয়, যে শিবরাত্রির তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া, নষ্টকপর্দ্দক, তাহার হারাণ কপর্দ্দকের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া যেরূপ স্পর্শমণি প্রাপ্ত হয়, আমি সেই প্রকার অমূল্য জ্ঞানস্পর্শমণি লাভ করিতেছি, সেই 'শিবরাত্রি' কোন্ পদার্থ, কি জন্য নির্দ্দিষ্ট কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে এই ব্রতানুষ্ঠানের ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহা বুঝাইয়া দিন। শিবরাত্রিতে রাত্রিজাগরণ ও উপবাস করিবার বিধি হইয়াছে কেন, তাহা বলিয়া দিন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

শিবরাত্রিকে কেন "শিবরাত্রি" এই নামে অভিহিত করা হইয়াছে? 'শিবরাত্রি' এই শব্দের অর্থ বিচার।

বক্তা—শিবরাত্রিকে 'শিবরাত্রি' এই নামে অভিহিত করিবার কারণ কি? কি নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট কৃষ্ণচতুর্দ্দশী তিথিতে 'শিবরাত্রি' ব্রত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে, এথন তোমার ইত্যাদি প্রশ্ন সমূহের উত্তর দিতে প্রবৃত্ত হইব।

আমি তোমাকে পূর্ব্বে বলিয়াছি, " 'যিনি শিব, তিনিই শিবা' 'যিনি শিব

তিনিই রাত্রি, তিনিই ভুবনেশ্বরী'। 'রাত্রি' কাহাকে বলে, আমি যখন তোমাকে তাহা বুঝাইব, তখন তুমি 'শিবরাত্রি' কি পদার্থ, শিবরাত্রির শাস্ত্রে কেন এত প্রশংসা করা হইয়াছে, তাহা অবগত হইয়া, কৃতকৃত্য হইবে, 'শিব' কে, 'রাত্রি' কোন্ পদার্থ, সম্যগ্‌রূপে তাহা বুঝিয়া একটী শিবরাত্রিতে শিবের—শিবযুক্ত শিবার পূজা করিলে তোমার জন্ম সার্থক হইবে, তুমি কৃতার্থ হইবে।" আমার এই সকল কথা শুনিয়া, তুমি কত আশান্বিত হইয়া, 'শিবরাত্রির' স্বরূপ কি, তাহা জানিবার নিমিত্ত কাল প্রতীক্ষা করিতেছ, যাহার হৃদয়ে বিন্দুমাত্র আস্তিকতা আছে, সে এইরূপ কথা শ্রবণ করিলে 'শিবরাত্রি' কোন্ পদার্থ, তাহা জানিবার নিমিত্ত কৌতূহলী না হইয়া থাকিতে পারে কি ? আশাকে তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে সত্যা ও অনৃতা এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।* যে আশা কখন ফলবতী হয় না, যে আশা, আশারূপেই থাকে, তাহা অনৃতা বা মিথ্যা আশা, যে আশা ফলবতী হয়, তাহা সত্যা। আজ না হয়, কালান্তরে আমি ইহা নিশ্চয় পাইব, আমার ইহা নিশ্চয় সিদ্ধ হইবে, এই প্রকার দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত যাঁহারা কাল প্রতীক্ষা করেন, তাঁহাদের হৃদয়ে, সত্য আশা স্থান পাইয়াছে, বুঝিতে হইবে। রমা ! 'শিব' কে, 'রাত্রি' কোন্ পদার্থ, সম্যগ্‌রূপে তাহা বুঝিয়া একটী শিবরাত্রিতে শিবের—শিবযুক্ত শিবার পূজা করিলে তোমার জন্ম সার্থক হইবে, তুমি কৃতার্থ হইবে, আমার এই কথা শুনিয়া, তুমি কিরূপ আশান্বিত হইয়া, কালপ্রতীক্ষা করিতেছ, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি। আমি তোমাকে মিথ্যা আশা দিয়া প্রবঞ্চিত করিবার চেষ্টা করি নাই, আমার যেরূপ বিশ্বাস, আমি তদনুরূপ কথাই তোমাকে বলিয়াছি। আমি

---

* "তমাশাব্রবীৎ। প্রজাপত আশয়া বৈ শ্রাম্যসি। অহমুবা আশাস্মি। মাং নু যজস্ব। অথ তে সত্যাশা ভবিষ্যতি।"—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ৩।১২।২।

"নিশ্চিতস্য লাভস্য প্রতীক্ষণং আশা। অনিশ্চিতস্যাপেক্ষা কামঃ।" "* * * সা দ্বিবিধা হ্যাশা, অনৃতা, সত্যা চ॥ ফলরহিতা আশা অনৃতা।"—তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণভাষ্য।

তোমাকে যাহা বলিয়াছি, তাহা যে, মিথ্যা নহে, তাহা যে অতিশয়োক্তি নহে, তাহা যে প্ররোচন কথা নহে, আমার তাহাই দৃঢ়প্রত্যয়। আমার যে এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে, তাহার কারণ কি? শাস্ত্র ও গুরুদেবের অনুগ্রহই তাহার প্রধান কারণ। প্রশ্ন হইতে পারে, অনেকেই ত শাস্ত্র পড়িয়াছেন, পড়িতেছেন, অনেকে শাস্ত্র পড়াইয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে সকলেরই কি, এইরূপ বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে হৃদয়ে স্থান পাইয়াছে? উত্তরে বলিতে হইবে, 'না'। শাস্ত্র পড়িলে কি হইবে? শাস্ত্রসংস্কৃতমতি না হইলে, শাস্ত্রপাঠ ঈপ্সিত-ফলদানে সমর্থ হয় না। আর এক কথা, সিদ্ধ গুরুদেবের সকাশ হইতে প্রাপ্ত না হইলে, বিদ্যা অভীষ্ট ফল দান করিতে পারে না। আমি বহু পূর্ব্বসুকৃতি বশতঃ সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা, নররূপে বিরূপাক্ষ গুরুদেবের কৃপা পাইয়াছিলাম, তাঁহার অমোঘ আশীর্বচন আমার হৃদয়ে বেদ-শাস্ত্রে শ্রদ্ধা উৎপাদন করিয়াছে। সেই শ্রদ্ধার প্রেরণায় আমি তোমাকে ঐরূপ আশা-প্রদ কথা শুনাইয়াছি। বিশ্বাস করিও, শ্রদ্ধাই সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধির হেতু, এবং যথার্থ শ্রদ্ধার উদয় হইলেই মানুষ কৃতকৃত্য হইয়া থাকে। তুমি যদি আমার বাক্যে শ্রদ্ধাবতী হইতে পার, তাহা হইলে, পরে অনুভব করিতে পারিবে, আমি তোমাকে মিথ্যা আশা দিই নাই। বেদ বলিয়াছেন, প্রজাপতি সত্যে শ্রদ্ধার এবং অনৃত বা মিথ্যাতে অশ্রদ্ধার আসন দিয়াছেন। যাক্ এ সকল কথা, এখন প্রস্তাবিত বিষয়ের অনুসরণ কর, আমি তোমার সরল ও কোমল হৃদয়ে যে আশাকে সঞ্চারিত করিয়াছি, তাহা যেন মিথ্যা না হয়, শিবযুক্ত শিবার কাছে সর্ব্বান্তঃকরণে এইরূপ প্রার্থনা করিয়া 'শিবরাত্রির' স্বরূপ প্রদর্শনের চেষ্টা করিতেছি।

পঙ্ক হইতে পদ্ম ছাড়া অন্যান্য বস্তু জন্মিলেও, যে কারণে (অর্থাৎ রূঢ়ি শক্তি দ্বারা) উহা পদ্মের বোধক হয়, সেই কারণে 'শিবরাত্রি' মাঘ-ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণচতুর্দ্দশী তিথিতে অনুষ্ঠেয় ব্রতের বোধক হইয়া থাকে। রমা! তুমি বোধ হয় এই সকল কথার অভিপ্রায় কি, তাহা ভাল বুঝিতে

পারিতেছ না। ইহারা দুর্ব্বোধ্য কথা নহে। শব্দ উচ্চারিত হইলে, যদ্দ্বারা উহার অর্থবোধ হয়, তাহাকে শব্দের শক্তি বলে। শব্দের অর্থবোধক শক্তিকে 'যোগ', 'রূঢ়ি' ও 'যোগরূঢ়ি' এই তিনভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। শব্দের অর্থবোধক শক্তি ত্রিবিধ বলিয়া শব্দসমূহকেও 'যৌগিক', 'রূঢ়', ও 'যোগরূঢ়' এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়া থাকে। যিনি পাক করেন, তাঁহাকে 'পাচক' বলা হয়। 'পাচক' শব্দ কি জন্য, 'যিনি পাক করেন,' তাঁহার বোধক হয়, তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু 'যাহা পঙ্ক হইতে জন্মায়', এই অর্থ হইতে, কি কারণে, পঙ্ক হইতে জন্মায় এমন অন্যান্য বস্তুকে না বুঝাইয়া 'পঙ্কজ' শব্দ পদ্মকেই বুঝাইয়া থাকে, তাহা জানিতে যাইলে, প্রতীতি হইবে, 'যাহা পঙ্ক হইতে জন্মায়' এই অর্থ অন্য কোন শক্তি দ্বারা নিয়ামিত হয়, তা'ই 'পঙ্কজ' শব্দ পঙ্ক হইতে জাত অন্যান্য বস্তুকে না বুঝাইয়া পদ্মেরই বোধক হয়। শব্দের যে শক্তি যৌগিক অর্থকে নিয়ামিত করে, বিশেষিত করে, শব্দের সেই শক্তিকে 'যোগরূঢ়ি' এই নামে অভিহিত করা হয়। 'শিবের রাত্রি' = 'শিবরাত্রি' অথবা 'শিবপ্রিয় রাত্রি' = 'শিবরাত্রি', 'শিবরাত্রি' শব্দের ইহাই 'যোগ'শক্তি বোধ্য অর্থ, রূঢ়ি শক্তি এই অর্থকে বিশেষিত করিতেছে। রূঢ়ি শক্তি বুঝাইতেছে, মাঘ-ফাল্গুনের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে উপবাস, রাত্রিজাগরণ প্রভৃতি নিয়ম পালনপূর্ব্বক যে শিবের পূজন হয়, সেই 'ব্রত' 'শিবরাত্রি' শব্দের অর্থ। 'শিবের রাত্রি,' = 'শিবরাত্রি,' 'যোগ' শক্তি দ্বারা এই অর্থ অবগত হওয়া যায়, ইহা 'রূঢ়ি' শক্তি দ্বারা মাঘকৃষ্ণচতুর্দ্দশীরূপ কালবিশেষে নিয়ামিত হইয়া থাকে ("তত্র শিবস্য রাত্রিরিতি তৎপুরুষ সমাসেন যোগেন বর্ত্তমানশব্দো রূঢ্যা মাঘকৃষ্ণচতুর্দ্দশীরূপে কালবিশেষে নিয়ম্যতে।"—কালমাধব)। মাধবাচার্য্য স্বপ্রণীত কালমাধব নামক গ্রন্থে বহু বিচারপূর্ব্বক পরিশেষে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, 'শিবরাত্রি' শব্দ যোগরূঢ়, শিবের প্রিয়া রাত্রি যে ব্রতে অঙ্গরূপে বিহিত হয়, সেই ব্রত 'শিবরাত্রি' এই নামে উক্ত হইয়া থাকে,

("শিবস্য প্রিয়া রাত্রির্যস্মিন্ ব্রতেঽঙ্গত্বেন বিহিতা, তদ্‌ব্রতং শিবরাত্র্যাখ্যম্। তস্মাৎ নির্মন্থ্য-ন্যায়েনাত্র যোগরূঢ়ঃ শিবরাত্রিশব্দঃ।"—কালমাধব)।

শিবরাত্রি-ব্রতের প্রশংসা।

শিবরাত্রি-ব্রতের পুরাণাদি শাস্ত্রে অত্যন্ত প্রশংসা আছে। স্কন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে, 'পর হইতে পরতর থাকিতে পারে না, শিবরাত্রি পরাৎপর, যে জীব এই শিবরাত্রিতে ত্রিভুবনেশ্বর রুদ্রদেবকে ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করে না, সে নিশ্চয় সহস্র জন্ম পরিভ্রমণ করে' ("পরাৎপরতরং নাস্তি, শিবরাত্রি পরাৎপরম্। ন পূজয়তি ভক্ত্যেশং রুদ্রং ত্রিভুবনেশ্বরম্। জন্তুর্জন্ম সহস্রেষু, ভ্রমতে নাত্র সংশয়ঃ॥"—স্কন্দপুরাণ)। সাগর যদি শুষ্ক হয়, হিমালয় যদি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, মেরু-মন্দরাদি পর্ব্বত যদি বিচলিত হয় (অর্থাৎ সাগরের শুষ্ক হওয়া সম্ভব হইতে পারে, হিমগিরির ক্ষয়ও সম্ভব হইতে পারে, মেরু প্রভৃতির বিচলিত হওয়াও সম্ভব হইতে পারে) কিন্তু নিশ্চল শিবব্রত কদাচিৎ বিচলিত হয় না ("সাগরো যদি শুষ্যেত, ক্ষীয়েত হিমবানপি। মেরুমন্দর শৈলাশ্চ শ্রীশৈলো বিন্ধ্য এবচ। চলন্ত্যেতে কদাচিদ্বৈ নিশ্চলং হি শিবব্রতম্॥"—স্কন্দপুরাণ)। শিবচতুর্দ্দশীতে শিবের পূজা করিয়া, যে জাগিয়া থাকে, তাহাকে আর মাতার স্তন্যপান করিতে হয় না ("শিবং পূজয়িত্বা যো জাগর্ত্তি চ চতুর্দ্দশীম্। মাতুঃ পয়োধররসং ন পিবেৎ স কদাচন॥"—স্কন্দপুরাণ)। যিনি মুমুক্ষু—অতএব যাঁহার অন্য কোন কামনা নাই, শিবরাত্রি ব্রত করিলে তিনি তাঁহার ঈপ্সিত মোক্ষলাভ করেন, যিনি কোনরূপ কামনাপূর্ব্বক এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিবেন, তাঁহারও এতদ্দ্বারা কামনা চরিতার্থ হইয়া থাকে। শিবরাত্রি ব্রত সর্ব্বপাপের প্রণাশক, ইহা আচণ্ডাল মনুষ্যের ভুক্তি ও

মুক্তির প্রদায়ক, এই ব্রতে সকলেরই অধিকার আছে, বৈষ্ণব, শাক্ত, গাণপত্য, সৌর সকলেরই এই ব্রত কর্ত্তব্য। যিনি শিবরাত্রি-ব্রত-বহির্মুখ—যিনি এই ব্রত করেন না, তিনি অন্য দেবতার পূজা করিয়া কোন ফল পান না ("শিবরাত্রি ব্রতং নাম সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্। আচণ্ডালমনুষ্যাণাং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কম্॥"—ঈশানসংহিতা। "সৌরো বা বৈষ্ণবো বান্যো দেবতান্তরপূজকঃ। ন পূজাফলমাপ্নোতি শিবরাত্রি-বহির্মুখঃ॥"—নৃসিংহপরিচর্য্যা ও পদ্মপুরাণ)।

শিবরাত্রি ব্রতের এইরূপ প্রশংসা শুনিয়া, তোমার কি কিছু জিজ্ঞাসা হইতেছে, রমা?

জিজ্ঞাসু—অনেক কথাই জানিবার ইচ্ছা হইতেছে দাদা!

বক্তা—কি, কি বিষয় জানিতে ইচ্ছা হইতেছে তাহা বল।

জিজ্ঞাসু—'শিব' ও 'রাত্রি' এই শব্দদ্বয়ের স্বরূপ সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছি, তাহা শুনিয়া 'শিবরাত্রি' ব্রতের এইরূপ প্রশংসাতে যে বিন্দুমাত্র অতিশয়োক্তি নাই, আমার তাহা বোধ হইয়াছে, যে শিব, বিশ্বের ঈশ্বর, যে শিব সর্ব্বকার্য্যের পরম কারণ, যে শিবই যথার্থ মাতা-পিতা, যে শিবই সর্ব্বভাবময়, যে প্রেমময় শিবের প্রেমকণা পাইয়া জগৎ কিঞ্চিৎ পরিমাণে প্রেমবিশিষ্ট হইয়াছে, এককথায় যিনিই জগতের সব, তাঁহাকে পূজা করিলে, যথার্থ-ভাবে তাঁহাকে ভক্তি করিলে, তাঁহার প্রপন্ন হইলে, নিরন্তর তাঁহার ধ্যান করিলে, এমন কি আছে, যাহা মানুষ পাইতে পারে না? আর রাত্রি বা শিবা, ভুবনেশ্বরী—তাঁহার স্বরূপের যে আভাস পাইয়াছি, রাত্রিসূক্তে তাঁহার যে রূপ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা হইতে আমারও হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইয়াছে, আমিও নির্ভয় হইয়াছি, আমার এখন মনে হইতেছে, মা যেন তাঁহার সকল সন্তানকে সর্ব্বদা কোলে করিয়া আছেন, মা যেন আমার সকল দিকে সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছেন, আমি যেন মা'র করুণাপূর্ণ সহাস্যবদন সর্ব্বদা দেখিতে পাইতেছি,

যেদিকে তাকাই, সেদিকেই যেন আমার পরম করুণাময়ী, সর্ব্বদুঃখনিবারিণী মাকে আমি দেখিতে পাই। আহা, এ মাকে পূজা না করিয়া, এ মাকে নিয়ত ধ্যান না করিয়া, এ মায়ের চরণে প্রপন্ন না হইয়া থাকা যায় কি ?

বক্তা—তোমার কথা যথার্থ, এখন 'শিবরাত্রি' ব্রতের প্রশংসা শুনিয়া তোমার যে যে বিষয়ের জিজ্ঞাসা হইয়াছে, তাহা বল।

জিজ্ঞাসু—আমার জানিবার ইচ্ছা হইয়াছে, 'শিবের রাত্রি' 'শিবরাত্রি', অথবা 'শিবপ্রিয়া রাত্রি' শিবরাত্রি', শিবরাত্রির এইরূপ অর্থ হইতে কি নিমিত্ত তাহা মাঘ-ফাল্গুনের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী তিথিতে অনুষ্ঠেয় ব্রতবিশেষের বাচক হয় ? মাঘ-ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী তিথিতে উপবাস, জাগরণ ও শিবপূজন করিলে কি জন্য সর্ব্বকামনা চরিতার্থ হয় ? কি জন্য মুমুক্ষু মুক্তিলাভ করেন ? শুনিয়াছি, না জানিয়া উক্ত শিবচতুর্দ্দশীতে বাধ্য হইয়া রাত্রি জাগরণ ও উপবাস করিয়াছিল বলিয়া, এক ব্যাধ নিষ্পাপ হইয়াছিল, গণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল ; ইহা শুনিয়া প্রবল জিজ্ঞাসা হইয়াছে, উক্ত তিথির এতাদৃশ মাহাত্ম্য হইবার কারণ কি ? মাঘ-ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী তিথির রাত্রি শিবের বিশেষতঃ প্রিয় হইবার কারণ কি ? শিবরাত্রির স্বরূপ প্রদর্শনার্থ আপনি ঋগ্বেদ ও সামবিধান-ব্রাহ্মণ হইতে 'রাত্রি' শব্দের যে অর্থ জানাইলেন, শিবপ্রিয়া রাত্রি= 'শিবরাত্রি', এই স্থলে তদর্থে 'রাত্রি' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে বলিয়া আমি বুঝিতে পারি নাই ; 'শিবপ্রিয়া রাত্রি'='শিবরাত্রি' এখানে সাধারণের পরিচিত 'রাত্রি' শব্দ গৃহীত হইয়াছে বলিয়া, আমার বোধ হইয়াছে, এখানে 'রাত্রি' শব্দ চিৎশক্তির, সর্ব্বাধারভূতা শিবা বা ভুবনেশ্বরীর বাচক-রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে কি ? রাত্রিসূক্তের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া 'রাত্রি' বলিতে যাঁহাকে বুঝিয়াছিলাম, 'শিবপ্রিয়া রাত্রি'='শিবরাত্রি' এখানে তদর্থে 'রাত্রি' শব্দের ব্যবহার হয় নাই, আমার ইহাই মনে হইয়াছে। রাত্রিসূক্তে রাত্রিদেবীর যে রূপ বর্ণিত

হইয়াছে, সে রূপ কত মনোহর, কত আশাপ্রদ, সে রূপের ধ্যান করিলে, মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয়গণ আপনা হইতে সব ভুলিয়া, কোন দিকে না তাকাইয়া, তাঁহাতেই নিমগ্ন হইয়া যায়। কিন্তু শিবপ্রিয়া রাত্রি = শিবরাত্রি, 'রাত্রি' শব্দের এই অর্থ আমার পরমকরুণাময়ী সংসারার্ণবতারিণী, অগ্নিবর্ণা দুর্গাদেবীকে মনে পাড়াইয়া দেয় না, যার শান্তিময়ী অভয়া মূর্ত্তি হৃদয়ে প্রতিফলিত করে না। আমি স্বল্পমতি, আমাকে বুঝাইয়া দিন, ঋগ্বেদ যে রাত্রিকে সর্ব্বভূতনিবেশনী বলিয়াছেন, বিশ্বজননী বলিয়াছেন, মঙ্গলময়ী বলিয়াছেন, যাঁহাকে একমাত্র শরণ্যা বলিয়াছেন, সর্ব্বপ্রকার ভয়-নিবারিণী বলিয়া বুঝাইয়াছেন, যাঁহার শরণাগত হইলে, অপরাধের আলয়ও নিষ্পাপ হয়, মুক্তি পায় এই কথা বলিয়াছেন, 'শিবপ্রিয়া রাত্রি' = 'শিবরাত্রি' শিবরাত্রির এইরূপ অর্থ শুনিয়া আমি যে, আমার সে মাকে দেখিতে পাইতেছি না। রাত্রিসূক্তে বর্ণিত মা'র রূপ আমারও মৃত্যুভয় কমাইয়াছিল, কিন্তু এ রাত্রির রূপ পরিচিত অন্ধকারময়ী রজনীর ভীষণ রূপই নয়ন সমক্ষে ধরিতেছে। 'শিবরাত্রি' যদি সাধারণের পরিচিতা রাত্রি হন, তাহা হইলে আপনি বেদ হইতে রাত্রির সেই পরম কমনীয় রূপ দেখাইবার জন্য এত পরিশ্রম করিলেন কেন? পুনর্জ্জন্মভীরুদিগকে সামবিধান ব্রাহ্মণ যে রাত্রিদেবীর উপাসনা করিতে বলিয়াছেন, সে রাত্রি কি সাধারণতঃ পরিচিত রাত্রি? সাধারণতঃ পরিচিত রাত্রি কি, জন্ম-নিরোধ করিতে পারেন? ভক্তকে দেখা দিতে পারেন, কথা বলিতে পারেন?

বক্তা—রাত্রিসূক্তের পরিশিষ্টে রাত্রির যে রূপ বর্ণিত হইয়াছে, পূর্ণভাবে তাহা অবগত হইলে, উপলব্ধি হয়, রাত্রিকে নবসংখ্যক নবতি (৯×৯০) আবরক অসুর বা রাক্ষসযুক্তাও বলা হইয়াছে ("যে তে রাত্রী নৃচক্ষসো যুক্তাসো নবতির্নব।"—রাত্রিসূক্ত পরিশিষ্ট)। ইন্দ্র দধীচ মুনির অস্থিনির্ম্মিত অস্ত্র দ্বারা বৃত্রাসুরকে—নবসংখ্যক নবতি (৯×৯০) আবরক অসুরদিগকে

বিনাশ করিয়াছিলেন, ঋগ্বেদ ও সামবেদে ইহা উক্ত হইয়াছে (দুর্গা ও দুর্গার্চ্চনতত্ত্বে আমি ইহা জানাইয়াছি)। রাত্রিসূক্তের পরিশিষ্টেও রাত্রিদেবীকে নবসংখ্যক নবতি নরভক্ষক, জীবের জ্ঞানাবরক রাক্ষস বা অসুরযুক্তা বলা হইয়াছে। যে রাত্রিসূক্তে রাত্রিদেবীকে জীবের একমাত্র শরণ্যা বলা হইয়াছে, সর্ব্বদুর্গতিনাশিনী দুর্গা বলা হইয়াছে. মহাকারুণ্যময়ী চিন্ময়ী, ভীমভবার্ণবতারিণী বলা হইয়াছে, সেই রাত্রিকেই নবসংখ্যক নব রাক্ষসযুক্তাও বলা হইয়াছে। ষড়্‌বিংশব্রাহ্মণ পাঠ করিলে, অবগত হওয়া যায়, রাত্রিতে অসুরদিগের প্রবলতা হইয়া থাকে, রাত্রি অজ্ঞানান্ধকারের—আবরণাত্মিকা শক্তির বাচক। * মহানিশান্বিতা মাঘমাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে শিবরাত্রি ব্রত করিবে ('মহানিশান্বিতায়াং তু তত্র কুর্য্যাদিদং ব্রতম্'), পুরাণে এই কথা আছে। যথোক্ত কৃষ্ণচতুর্দ্দশীর রাত্রিতে এই ব্রত কর্ত্তব্য কেন, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত স্কন্দপুরাণ বলিয়াছেন, রাত্রিতে (বিশেষতঃ কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশীর রাত্রিতে) ভূত (পিশাচাদি)-সকল, দেবীগণ এবং শূলভৃৎ শঙ্কর, ইহাঁরা বিচরণ করেন, অতএব চতুর্দ্দশী থাকিতে রাত্রিতে শিবরাত্রি ব্রত কর্ত্তব্য ("নিশি ভ্রমন্তি ভূতানি শক্তয়ঃ শূলভৃদ্যতঃ। অতস্তস্যাং চতুর্দ্দশ্যাং সত্যাং তৎপূজনং ভবেৎ।"—স্কন্দপুরাণ)। শঙ্কর স্বয়ংই বলিয়াছেন, কলিতে আমি মাঘ মাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর রাত্রিতে ভূপৃষ্ঠে গমন করিব, দিবসে যাইব না ("মাঘমাসস্য কৃষ্ণায়াং চতুর্দ্দশ্যাং সুরেশ্বর। অহং যাস্যামি ভূপৃষ্ঠে রাত্রৌ নৈব দিবা কলৌ॥"—নাগরখণ্ড, স্কন্দপুরাণ)। এই তিথির রাত্রিতে এক বৎসরের সঞ্চিত পাপ সমূহের বিশুদ্ধির নিমিত্ত স্থাবর, জঙ্গম সমস্ত লিঙ্গে আমি সংক্রমণ করি, জঙ্গম-স্থাবর অখিল লিঙ্গে আমার শক্তির আবেশ হইয়া থাকে। অতএব মানব এই রাত্রিতে আমার পূজা করিবে, চতুর্দ্দশীরাত্রিতে যে মানব আমার পূজা করিবে সে নিশ্চয় নিষ্পাপ

---

* * *"* যদ্দিবা দেবানসৃজত তদ্দেবানাং দেবত্বং যদসূর্য্যাং তদসুরাণামসুরত্বং * * *।"—ষড়্‌বিংশব্রাহ্মণ।

হইবে ("লিঙ্গেষু চ সমস্তেষু চলেষু স্থাবরেষু চ। সংক্রমিষ্যাম্যসন্দিগ্ধং বর্ষপাপবিশুদ্ধয়ে। তস্যাস্রাত্রৌ হি লিঙ্গে মে পূজাং যঃ করিষ্যতি মানবঃ। মন্ত্রৈরেতৈঃ সুরশ্রেষ্ঠ বিপাপ্মা স ভবিষ্যতি ॥"—নাগরখণ্ড, স্কন্দপুরাণ)।

কি নিমিত্ত মাঘ-ফাল্গুনের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী রাত্রিতে শিবপূজা করিলে, বিশেষ ফল লাভ হয়, স্কন্দপুরাণ হইতে তোমাকে তাহা শুনাইলাম। রাত্রিতে ভূতাদির আবির্ভাব হয়, রাত্রি অসুরদিগের প্রবল হইবার সময়, বেদেও যে, এই কথা আছে, তাহাও তুমি শ্রবণ করিলে। এখন তোমার কি জিজ্ঞাসা হইতেছে, তাহা বল।

জিজ্ঞাসু—স্কন্দপুরাণের এই কথা শুনিয়া, শাস্ত্র-শ্রদ্ধাবানের, অতএব ভাগ্যবানের শিবরাত্রি ব্রত কেন মাঘ-ফাল্গুনের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর রাত্রিতে করিতে হয়, এইরূপ জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হইবে, সন্দেহ নাই।

বক্তা—তোমার এতদ্বিষয়ক জিজ্ঞাসা নিবৃত্ত হইয়াছে কি না, তাহা বল।

জিজ্ঞাসু—আমি ত কিছুই জানিনা, আমি আর কি বলিব। তবে আমার জিজ্ঞাসা যে, ইহা শুনিয়াও পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হয় নাই, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। অল্পমতিকে বুঝাইতে হইলে, উপদেষ্টার বেশী শ্রম হইয়া থাকে।

বক্তা—যাবৎ তোমার সংশয় বিদূরিত না হইবে, তাবৎ তুমি জিজ্ঞাসা করিতে সঙ্কুচিত হইও না, আমি যথাশক্তি তোমার সংশয় দূর করিবার চেষ্টা করিব। তুমি যে শিবের তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়াছ, যথার্থভাবে যে শিবের পূজা করিতে অভিলাষিণী হইয়াছ, তিনিই সকলের সকল সংশয় দূর করেন, তিনি ভিন্ন আর কে, অজ্ঞানান্ধকারকে অপসারিত করিতে পারেন রমা! আমাদের তিনি ছাড়া আর কে আছেন? বুঝিতে না পারিলে, তাঁহাকে ডাকিবে, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবে, 'আমার সংশয় ছেদন করে দেও' ব'লে, সরল হৃদয়ে তাঁহার কাছে প্রার্থনা করিবে। তোমার কোন্ বিষয়ের সংশয় এখনও নিরস্ত হয় নাই, তাহা বল।

জিজ্ঞাসু—কলিতে মাঘ-ফাল্গুনের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর রাত্রিতে শিব, পৃথিবীতে বিচরণ করেন, ঐ সময়ে স্থাবর-জঙ্গম সর্ব্বলিঙ্গে শিবের আবেশ হয়, রাত্রি নবসংখ্যক নবতি (৯ × ৯০) অক্ষরযুক্তা, এই সকল কথার আশয় কি? শিবরাত্রিতে উপবাস ও জাগরণের এত প্রভাব হইয়াছে কেন, 'রাত্রি', তাহা হইলে, বস্তুতঃ কোন্ পদার্থ? আমার এই সকল প্রশ্নের এখনও সমীচীন সমাধান হয় নাই। 'ব্রত' কোন্ পদার্থ, আমার তাহা জানিতে ইচ্ছা হইয়াছে।

বক্তা—এই সকল প্রশ্নের সমীচীন সমাধান করিতে হইলে, কাল এবং কালের অবয়ব ক্ষণ, মুহূর্ত্ত, তিথি, পক্ষ, অয়ন, সম্বৎসর এই সকলের তত্ত্ব জানিতে হইবে। শুভ, অশুভ যে কোন কর্ম্ম হোক্, তাহাতে যে, কালের কর্ত্তৃত্ব আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। জ্যোতিষ-শাস্ত্রকে বেদের নয়ন বলা হইয়াছে। জ্যোতিষ 'গণিত' ও 'ফলিত' ভেদে দ্বিবিধ। ফলিত জ্যোতিষের সম্মান, এখন খুব কমিয়াছে, আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের দৃষ্টিতে স্থূল প্রত্যক্ষ প্রমাণের অগম্য পদার্থ সকল অসৎরূপেই পতিত হইয়া থাকে। ফলিত জ্যোতিষ বস্তুতঃ বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের সারতম প্রসব। ক্ষণ ও তৎক্রমে সংযম করিলে বিবেকজ জ্ঞানের আবির্ভাব হয়। জ্ঞাননিধি, যোগিশ্রেষ্ঠ ভগবান্ পতঞ্জলিদেবের এই কথার মূল্য কত, তদবধারণের শক্তি আমাদের আছে কি? অবনতির দিন যখন প্রবল হয়, তখন মানুষ অনেক বিষয়ই ভাঙ্গিতে পারে, কিন্তু একটী বিষয়ও গড়িতে পারে না। বিশুদ্ধ ফলিত জ্যোতিষ যোগেরই স্থূলরূপ। গণিতজ্যোতিষের যাঁহারা ফলবিজ্ঞান জানেন না, জানিবার চেষ্টা করেন না, তাঁহাদের গণিতের জ্ঞান নিষ্ফল। যে কোন বিজ্ঞান হোক্, তাহার ফলবিজ্ঞানের প্রয়োজন যিনি উপলব্ধি করেন না, তাঁহার বিজ্ঞানানুশীলন অনর্থক, সন্দেহ নাই। পূজ্যপাদ ভৃগুদেব যোগ ও জ্যোতিষের অপূর্ব্ব সম্মিলন দেখাইবার জন্য এই অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন ভারতগগনে সমুজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় দেদীপ্যমান রহিয়াছেন, কিন্তু কে তাঁহার

যথার্থভাবে অনুসন্ধান করেন? জ্যোতিষই বস্তুতঃ বেদের নয়ন। যথাস্থানে এই বিষয়ের আলোচনা করিব। কালতত্ত্ব অবগত হইলে, তুমি বুঝিতে পারিবে, কিজন্য মাঘ-ফাল্গুনের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর রাত্রি শিবপ্রিয় হইয়াছেন, তাহা হইলে তোমার উপলব্ধি হইবে, কিজন্য উক্ত চতুর্দ্দশীর রাত্রিতে শিবপূজা করিলে, বিশেষ ফলপ্রাপ্তি হয়, তাহা হইলে 'রাত্রি' বস্তুতঃ কোন্ পদার্থ, এবং বেদের, শাস্ত্রের ও বেদশাস্ত্রজ্ঞ ঋষি এবং আচার্য্যদিগের, জীবের প্রতি কিরূপ কৃপা, তোমার কিঞ্চিন্মাত্রায় তাহা অনুভব হইবে, তাহা হইলে, 'অহো বেদ'! 'অহো বেদ'! 'অহো শাস্ত্র'! 'অহো শাস্ত্র'! 'অহো গুরো'! 'অহো গুরো'! অবশভাবে তোমার মুখ হইতে এই সকল কথা উচ্চারিত হইবে। কাল কোন্ পদার্থ, ক্ষণ, মুহূর্ত্ত, দিবস, তিথি, পক্ষ, অয়ন, সম্বৎসর এই সকল শব্দের অর্থ কি, সংক্ষেপে তাহা বলিতেছি, সাবধান হইয়া শ্রবণ কর।

আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপাদি গ্রন্থপ্রণেতা

পরমারাধ্যপদ শ্রীশ্রীভার্গব শিবরামকিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দের

শিবরাত্রি ও শিবপূজা

বিষয়ক উপদেশ।

প্রথম ভাগ।

শিবরাত্রি।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রকাশক

শ্রীনন্দকিশোর মুখোপাধ্যায়, বিদ্যানন্দ, বি,এল্,

উত্তরপাড়া (হুগলী)।

সন ১৩৩৪ সাল] [মূল্য ৮০ আনা।

ভূমিকা।

—:০:—

জিজ্ঞাসু রমা শিবরাত্রি ও শিবপূজা বিষয়ক যে যে জিজ্ঞাসা নিবেদন করিয়াছে, তাহার মধ্যে কতিপয় সম্বন্ধে উপদেশ প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে, অবশিষ্ট প্রশ্নগুলির মধ্যে কতিপয়ের সমাধান এই খণ্ডে প্রকাশিত হইল।

"শিবচতুর্দ্দশীতে উপবাস করিলে ও রাত জাগিলে আশুতোষের সন্তোষ হয় কেন?" "শিবচতুর্দ্দশী-ব্রত করিলে শিব কেন বিশেষতঃ সন্তুষ্ট হ'ন?" (২৩ পৃঃ) "যথার্থভাবে ধ্যান করিতে পারিলে কি শিবকে দেখিতে পাওয়া যায়? 'শিব' শব্দের অর্থের ঠিক ভাবে ভাবনা করিতে করিতে জপ করিলে কি শিব দেখা দেন?" (২৫ পৃঃ) "মাঘ-ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী-তিথির রাত্রি শিবের বিশেষতঃ প্রিয় হইবার কারণ কি?" (১২০ পৃঃ) "ব্রত কোন্ পদার্থ?" (১২৪ পৃঃ)—রমার ইত্যাদি প্রশ্নের সমাধানার্থ কালতত্ত্ব, দেবতাতত্ত্ব, দেবতার স্বরূপ (ভক্তের আকর্ষণে দেবতাগণ কিরূপে বিগ্রহবান্ হ'ন, দেবতাগণের স্থূলরূপে অবতারতত্ত্ব ইত্যাদি), পরমাণুতত্ত্ব, অধিষ্ঠাতৃদেবতাতত্ত্ব, দেবযোনি ভূত-পিশাচাদির তত্ত্ব, ব্রত, উপবাস ও জাগরণতত্ত্বের অনুসন্ধান আবশ্যক হইয়াছে। প্রথমে এই সকল বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান না করিলে প্রাগুক্ত

প্রশ্নগুলির পূর্ণ সমাধান হইতে পারে না, কিন্তু সাধারণ পাঠকবর্গ পাছে দেবতা, পরমাণু, অধিষ্ঠাতৃদেবতা প্রভৃতির তত্ত্ববিষয়ক উপদেশ পূর্ণভাবে শ্রবণ পর্য্যন্ত ধৈর্য্যধারণে অসমর্থ হয়েন এই আশঙ্কায় এই খণ্ডের শেষভাগে শিবরাত্রি বিষয়ক মুখ্য প্রশ্নগুলির সমাধানবিষয়ক উপদেশ সন্নিবিষ্ট করিয়া দেওয়া হইল। তৃতীয় খণ্ড ('দেবতাতত্ত্ব') ইহার সহিতই প্রকাশিত হইল।

পাঠকগণের নিকট আমার সবিনয় অনুরোধ—যেন তাঁহারা কোন উপযুক্ত সময়ে যথাসম্ভব সংযতচিত্ত হইয়া অষ্টম পরিচ্ছেদটী (মাঘ-ফাল্গুনের কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে কেন শিবরাত্রি বিহিত হইয়াছে ইত্যাদি বিষয়ক) পাঠ করেন, কারণ, আমার মনে হয়, ইহা 'শিবরাত্রি'র হৃদয়। যদি কেহ শ্রদ্ধাপূত হৃদয়ে, একাগ্রচিত্ত হইয়া এই পরিচ্ছেদোক্ত উপদেশগুলি পাঠ করেন এবং তাহাদিগকে যত্নতঃ হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখেন, তাহা হইলে যথার্থ মুমুক্ষুর যে যে বিষয় জ্ঞাতব্য, তাহাদের সারাংশের জ্ঞান তাঁহার অধিগত হইবে, তিনি আপনাকে অনেকতঃ কৃতার্থ জ্ঞান করিতে পারিবেন।

নবম পরিচ্ছেদে ব্রত ও উপবাসতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে, বেদ-শাস্ত্র হইতে ব্রতের স্বরূপ বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ধীরভাবে এতদ্বিষয়ক উপদেশগুলি পাঠ করিলে পাঠক জানিতে পারিবেন যে, সাধারণ ও অসাধারণ, ব্রত এই উভয়বিধ ধর্ম্মেরই বাচক; 'উপবাস' শব্দের নিরুক্তিবিষয়ক উপদেশগুলি হৃদয়ঙ্গত হইলে পাঠকের উপলব্ধি হইবে যে, উপবাসও ব্রতবিশেষ, উপবাস ও ব্রত এক সামগ্রী, উপলব্ধি হইবে যে, 'উপবাস' শব্দের সাধারণতঃ পরিজ্ঞাত অর্থও ইহার ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থগর্ভেই বিরাজ করিতেছে। সাধু শব্দ মাত্রেই বেদ, এক একটী সাধু শব্দ এক একটী বিজ্ঞান বিশেষ, 'একটী শব্দ শাস্ত্রান্বিত; সম্যগ্‌জ্ঞাত ও সুপ্রযুক্ত হইলে স্বর্গলোকে কামধুক্ হইয়া থাকে'

এই সকল বেদশাস্ত্রের উক্তির সত্যতা সত্যসন্ধ পাঠক পূজ্যপাদ গ্রন্থকার-কৃত 'ব্রত' শব্দের ব্যাখ্যা হইতেই বুঝিতে পারিবেন, একটু নিবিষ্টচিত্তে উপদেশগুলির মনন করিলে পাঠক দেখিতে পাইবেন, ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যনীতির (Religion and Morality) মধ্যে অথবা ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের (Religion and Science) মধ্যে যে বিরোধ সাধারণতঃ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, যথাযথ-ভাবে 'ব্রত' শব্দের তত্ত্বচিন্তা হইতেই তাহার সমন্বয় হইয়া থাকে। আমার বিশ্বাস, এই পরিচ্ছেদের শেষভাগোক্ত রমার শ্রুতিসম্মত অপূর্ব্বভাবযুক্ত উক্তি-গুলি বহু ব্যক্তির (যাঁহাদের বেদে অধিকার নাই বলিয়া যাঁহারা দুঃখিত, তাঁহাদের এবং যাঁহাদের বেদে অধিকার থাকিয়াও নাই, অর্থাৎ অস্মদাদিবৎ দ্বিজবন্ধুগণের) হৃদয়কে আশ্বস্ত করিবে, তাঁহাদিগের হৃদয়ে আশা ও শান্তির আবির্ভাব করিয়া দিবে।

পূজ্যপাদ গ্রন্থকারের উপদেশ পাঠপূর্ব্বক কেহ কেহ 'উপদেশগুলি সর্ব্বত্র আমাদের সুবোধ্য নহে' এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের সমীপে আমার বিনীত নিবেদন—কোন স্থান একটু দুর্ব্বোধ্য মনে হইলে তাঁহারা যেন পাঠ না ত্যাগ করেন, একটু ক্লেশ স্বীকার করিয়া যেন পড়িয়া যান, একটু পরে হয়ত তাঁহাদেরই চিত্তের অনুকূল, হৃদয়তৃপ্তিকর, সুগম এবং মধুর সামগ্রী প্রাপ্ত হইবেন। পূজ্যপাদ গ্রন্থকারের সকাশ হইতে সকল প্রকার অধিকারিগণই তাঁহাদের স্ব-স্ব জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে উপদেশ আশা করেন, অধিকারিবিশেষে তাঁহার সকল উপদেশই উপাদেয় ও মধুর। পূজ্যপাদ গ্রন্থকার যথাসম্ভব সকল অধিকারীর জন্যই উপদেশ দিয়াছেন। কোন প্রশ্নের পূর্ণরূপে সমাধান করিতে হইলে কেবল একটা শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত-সমূহের উপরি নির্ভর করিলে চলে না, তাহাতে সকল বোদ্ধব্যগণের তৃপ্তি হয় না, বুঝিবার সুবিধা হয় না, তাই একাধিক শাস্ত্রের সিদ্ধান্তের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, এই নিমিত্ত উপদেশগুলি কাহারও কাহারও সমীপে একটু দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়ে। যাঁহার যে বিষয়ের পূর্ব্বসংস্কার নাই, তিনি সে বিষয়ে

রসাস্বাদন করিতে পারেন না, তা'ই তাঁহার তাহা নীরস বা কঠিন বোধ হয়। ক্রমে একটু একটু করিয়া সংস্কার পড়িলে তাহাই আবার সরস ও পরম উপাদেয় বোধ হইবে। নূতন জিনিস শিখিতে হইলে প্রথমে একটু কষ্ট হইবেই; আমি হয়ত গণিতের গুণন-প্রক্রিয়া পর্য্যন্ত শিখিয়াছি; যোগ; বিয়োগ ও গুণন করিতে আমার কোন কষ্ট হয় না; ভাগ-প্রক্রিয়া শিখিবার সময় আমার একটু ক্লেশ বোধ হইবেই, যদি এ কষ্ট সহন করিতে প্রস্তুত না হই তাহা হইলে আমি কখনও ভাগ-প্রক্রিয়া শিখিতে পারিব না, যেটুকু শিখিয়াছি, তাহা লইয়াই চিরদিন সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। যাহা প্রথমে কঠিন বোধ হয়, অভ্যাস দ্বারা তাহাই পরে সুগম হইয়া থাকে, ইহা সকলেরই প্রত্যক্ষসিদ্ধ। এ সম্বন্ধে আমরা পূজ্যপাদ গ্রন্থকারের শিবরাত্রি ও শিবপূজার উপক্রমণিকাতে অভ্যাসতত্ত্ববিষয়ক উপদেশগুলি (৫১ পৃষ্ঠা), প্রথম খণ্ডের ১২৮ পৃষ্ঠাতে " 'জন্মাদিময়ী শক্তিসমূহ' এই কথার অর্থ কি তাহা বুঝিতে পারি নাই" জিজ্ঞাসুর এই প্রশ্নের উত্তরে বক্তা যাহা বলিয়াছেন, ১৬০-৬১ পৃষ্ঠাস্থ বক্তার রমার প্রতি উক্তিগুলি এবং ১৪০ পৃষ্ঠাতে "রমা! আমি তোমার প্রতি একটু নিষ্ঠুর হইতেছি, না?" বক্তার এই প্রশ্নের উত্তরে তাঁহার প্রতি রমার উক্তিগুলির প্রতি পাঠক-বর্গের দৃষ্টি বিশেষতঃ আকর্ষণ করিতেছি। দুঃখ হয়, তত্ত্বজ্ঞান যাঁহাদের একমাত্র লব্ধব্য পদার্থ ছিল, তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য যাঁহারা সর্ব্বস্ব, এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না, একটী নূতন জ্ঞানকণা পাইলে যাঁহারা আপনাদিগকে সর্ব্বতোভাবে কৃতার্থ জ্ঞান করিতেন, তত্ত্বচিন্তা যাঁহাদের সহজপ্রীতিকর ছিল, যাঁহারা ক্ষণকালও তত্ত্বচিন্তাবিরহিত হইয়া থাকিতে পারিতেন না, সেই বৈদিক আর্য্যগণের বংশধরগণ আজকাল তত্ত্বচিন্তা-বিমুখ হইয়াছেন, তত্ত্বোপদেশশ্রবণে বীতরাগ হইয়াছেন, যথাসম্ভব সুগম তত্ত্বব্যাখ্যাও ইঁহাদের মধ্যে অনেকের সমীপে দুর্গম বলিয়া প্রতীত হইতেছে।

অনবধানাদি দোষবশতঃ মুদ্রণকালে এই খণ্ডে যে সকল অশুদ্ধি সন্নিবিষ্ট হইয়া গিয়াছে, আশা করি, সহৃদয় পাঠক কৃপাপূর্ব্বক তাহা ক্ষমা করিবেন। নিম্নে মুখ্য অশুদ্ধিগুলির নির্দ্দেশ করিয়া দিলাম :—

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৪৮	অধষ্টিপ্পনী	মূর্ত্তত্রট্যাণ্তোঃমূর্ত্তসংজ্ঞকঃ	মূর্ত্তত্র্ট্যাণ্তোঃমূর্ত্তসংজ্ঞকঃ
১৫২		তিথি ভাগ	তিথিভোগ
১৬৮		সুখনাশকত্ব	সুখনাশক

বিনীত

প্রকাশকস্য।

শিবরাত্রি ও শিবপূজা।

দ্বিতীয় খণ্ড।

বিষয়ানুক্রমণিকা।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

(উত্তরার্দ্ধ)

মাঘ-ফাল্গুনের কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে কেন শিবরাত্রি-ব্রত করিতে হয়। কালতত্ত্ব ; 'কাল' ও 'তিথি' এই শব্দদ্বয়ের অর্থবিচার।

বিবরণ; কলনাত্মক কাল মূর্ত্ত ও অমূর্ত্তভেদে দ্বিবিধ; অহোরাত্র সম্বৎসরের দুইটী চক্র স্বরূপ; বেদ-শাস্ত্রমতে 'ক্ষণ', 'মুহূর্ত্ত', 'দিবস', 'পক্ষ', 'ঋতু', 'অয়ন' ইত্যাদি ইহারা কলনাত্মক কালের বিশেষ বিশেষ অবস্থা বা পর্ব্ব; 'তিথি' শব্দের নিরুক্তি; তিথিভোগ; অমাবস্যা বা পূর্ণিমা; এখানে 'কাল' সম্বন্ধে এত কথা কেন বলা হইল; বক্তার সকল কথা বুঝিতে না পারিলেও যে মৃতসঞ্জীবনী আশা রমাকে শান্তি দিতেছে, রমার উৎসাহ ও ধৈর্য্যকে বিচলিত হইতে দিতেছে না; মাঘ-ফাল্গুনের কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে কেন শিবরাত্রি-ব্রত বিহিত হইয়াছে তাহা জানিতে হইলে কি কি জানা আবশ্যক; ব্যাধ যে কিছু না জানিয়া বাধ্য হইয়া শিব-চতুর্দ্দশীর রাত্রিতে উপবাস ও জাগরণ করাতে শিবরাত্রি-ব্রতের ফল পাইয়াছিল, তাহার কারণ। প্রকৃতি, পুরুষ ও কাল ইঁহারা ব্রহ্মেরই রূপ; বিষ্ণুপুরাণ ও অথর্ব্ববেদাদিতে বর্ণিত কালের স্বরূপ; গ্রহগণ জীববৃন্দের কর্ম্মফলপ্রদ জনার্দ্দনেরই রূপবিশেষ; গ্রহগণ চৈতন্যবিশিষ্ট, গ্রহগণের কারকতা শক্তি আছে, গ্রহগণের অধিষ্ঠাতৃদেবতা আছেন, গ্রহগণ স্ব-স্ব অধিষ্ঠাতৃদেবতার আদেশানুসারে কর্ম্ম করে, জীব-বৃন্দের পাপপুণ্যের ফল প্রদান করে; অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা কাহাকে বলে? অথর্ব্ববেদে ও তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে নক্ষত্রদিগের ও অধিষ্ঠাতৃ-দেবতার এবং ইহাদের কার্য্যকারিতাবিষয়ক সংবাদ। ১২৫—১৭০ অ

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

মাঘ-ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণচতুর্দ্দশী তিথিতে যে নিমিত্ত শিবরাত্রি ব্রতানুষ্ঠানের ব্যবস্থা হইয়াছে।

জাগরণ ও নিদ্রা সৃষ্টি ও লয় পরিণামেরই বাচক; জগতের স্বরূপ; জগৎ যেন কি হারাইয়াছে, যেন কোন প্রিয়বস্তুর বিরহানলে দগ্ধ হইতেছে,

সেই ঈপ্সিততম পদার্থকে পাইবার নিমিত্ত জগৎ নিরন্তর চেষ্টা করিতেছে; জগৎ যখন শ্রান্ত হয়, তখন বিশ্বজননী 'রাত্রি' দেবী তাহাকে কোলে করিয়া ঘুম পাড়ান; শিব ও শিবা এক সামগ্রী; জগৎ শিবযুক্ত শিবাকে পাইবার জন্যই নিয়ত গতিশীল, সতত চঞ্চল; উপাসকের উপাস্যের সমীপবর্ত্তী হইবার চেষ্টাই জগতের জগত্ব; সর্ব্বব্যাপক বিশ্বসবিতা পরমাত্মাই অখিল জাগতিক পদার্থের কেন্দ্র, তিনিই সর্ব্বপদার্থকে আকর্ষণ করিয়া আছেন; কখন মানবের হৃদয়ে সর্ব্বসন্তাপনাশিনী ভক্তিদেবী প্রকটিত হইয়া থাকেন; কখন মানবের যথার্থভাবে উপাসনা করিবার প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, সকল কর্ম্ম ব্রত হইয়া থাকে, সকল কর্ম্ম উপাসনা হইয়া থাকে। ১৭০আ—১৭০উ

চক্রাকার পথে ভ্রমণশীল বস্তুতে কেন্দ্রাভিকর্ষণী (Centripetal) ও কেন্দ্রাপসারণী (Centrifugal) এই দ্বিবিধ শক্তি ক্রিয়া করে। চক্রাকার গতির স্বরূপ। বেদ জগতের গতিকে চক্রগতির সহিত তুলিত করিয়াছেন।

ঈপ্সিততমকে পাইবার জন্যই সকলে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়; কঠোপনিষদ্-বর্ণিত পরম গতির স্বরূপ; সর্ব্বভূতের দিবা ও রাত্রি এবং যোগীর দিবা ও রাত্রির স্বরূপ; বাহ্যবিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণের প্রত্যাহার করিলে যোগীর চিত্ত জ্ঞানশূন্য হয় না; সমাধি দ্বারা যোগী সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিয়া থাকেন; শিবের—পরমেশ্বর-বা-পরমাত্মার উপাসনা ও চিত্তবৃত্তিনিরোধরূপ যোগ এক সামগ্রী। ১৭০উ—১৭০ঐ

ইন্দ্রিয়গণের প্রত্যাহার, চিত্তবৃত্তির নিরোধ এবং শিবরাত্রি-ব্রত এক সামগ্রী।

কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীর রাত্রিই শিবকে দেখিবার উপযুক্ত কাল। ১৭০ও

মাঘ-ফাল্গুনের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে শিবরাত্রি-ব্রত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে কেন ?

ক্ষণচক্র হইতে মহাপ্রলয়-চক্র পর্য্যন্ত প্রত্যেক চক্রই অহোরাত্র-চক্র; প্রলয়ের পর সৃষ্টি এবং মাঘ-ফাল্গুনের পর নব বর্ষ-চক্রের প্রবৃত্তি একই কথা; সেই সময়ে রাত্রি দেবীর নিকটে কিরূপ প্রার্থনা কর্ত্তব্য। শিবরাত্রি নিত্য-শিবরাত্রি না হইবে কেন ? করুণাময়ী রাত্রিদেবী কাহাদের অজ্ঞানের নাশ করেন না; সুষুপ্তিকালে সকলেই পরমাত্মার কাছে যায় বটে, কিন্তু সকলে তাহা জানিতে পারে না। ১৭০ঙ—১৭০থ

শিবরাত্রি-ব্রতানুষ্ঠানে রাত্রিজাগরণকে প্রধান কর্ত্তব্য বলা হইয়াছে কেন ? জাগরণ শব্দের অর্থ কি ?

শিবরাত্রিতে কি ভাবে জাগিয়া থাকিতে হয়; মাঘ-ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি-ব্রত করিবার নিয়ম হইয়াছে কেন তাহার স্পষ্টীকরণ; অহো-রাত্রের সন্ধিতে সন্ধ্যা করিবার—ঈশ্বরোপাসনা বা যোগ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে কেন; এতদ্বিষয়ে বহুবিংশ ব্রাহ্মণের উপদেশ; 'আদিত্য অসুরভয়ে ভীত হইবেন কেন ? তাঁহার রক্ষার নিমিত্ত প্রজাপতি ঋত, সত্য, বেদোক্ত কর্ম্ম, প্রণব ও গায়ত্রী এই পাঁচটীকে ভেষজ বলিয়া অবধারণ করিয়াছিলেন কেন ?' ইত্যাদি প্রশ্নের সমাধান; আদিত্য অসুরভয়ে ভীত হ'ন না, জীবাত্মাই অসুরভয়ে ভীত হইয়া থাকেন; প্রকৃত 'সন্ধি' কাহাকে বলে; অহোরাত্রের সন্ধিতে সন্ধ্যা কর্ত্তব্য এই শ্রৌত উপদেশের তাৎপর্য্য; 'শিবরাত্রি' পদের 'শিবপ্রিয়া রাত্রি' এইরূপ অর্থ শিবরাত্রি-ব্রতের হৃদয়-রমণ রূপ দেখাইতে সমর্থ নহে; 'উপবাস' 'জাগরণ' ও 'শিবপূজন' ইহারা অষ্টাঙ্গ-যোগসাধনেরই স্বরূপ। ব্রহ্মের উপাসনাতে কেবল ব্রহ্মই গৃহীত হ'ন না, শক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্মই—শিবাযুক্ত শিবই গৃহীত হইয়া থাকেন; শিবরাত্রি শিবযুক্ত-শিবার সহিত জীবাত্মার সংযোগ বা সমাধি।

১৭০দ—১৭০ঞ

নবম পরিচ্ছেদ।

ব্রত-ও-উপবাসতত্ত্ব।

'ব্রত' শব্দের অর্থ হইতে শিবরাত্রি-ব্রতে কি কর্ত্তব্য, কি জন্য কর্ত্তব্য, 'উপবাস' ও 'জাগরণের' প্রয়োজন কি ইত্যাদি প্রশ্ন সমূহের সমীচীন সমাধান হইয়া থাকে; 'ব্রত' শব্দের অর্থ; অমরকোষে 'ব্রত' মাত্রের 'নিয়ম' এই অর্থ উক্ত হইয়াছে; নিরুক্তে 'ব্রত' শব্দের 'কর্ম্ম' এই অর্থ গৃহীত হইয়াছে; বেদবোধিত, ইষ্টপ্রাপক ও অনিষ্টনাশক কর্ম্মসমূহই 'ব্রত' শব্দের ব্যাবহারিক অর্থ; বরুণকে কেন 'ধৃতব্রত' বলা হইয়াছে; বরুণের স্বরূপ; 'ব্রত' সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তব্যনীতির, সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মের বাচক; সুবোধিনী-কারোক্ত 'ব্রত' শব্দের অর্থ; উপবাসকে কেন ব্রতবিশেষ বলা হইয়াছে; অষ্টাঙ্গযোগের 'যম' ও 'নিয়ম' নামক অঙ্গদ্বয়কে ব্রত-বিশেষ বলা হয়।

১৭০৮—১৭০৭

'ব্রত' শব্দের বেদ ও শাস্ত্রে কোন্ কোন্ অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকে—'নিয়ম'; শুক্লযজুর্ব্বেদসংহিতাতে—(১) 'বেদ-বোধিত ইষ্টপ্রাপক ও অনিষ্টহারক কর্ম্ম'—(২) 'যাহা মিথ্যা হইতে সত্যকে, অসৎ হইতে সৎকে প্রাপ্ত করায় তাদৃশ কর্ম্ম',—(৩) শাস্ত্রবিহিত নিয়মাদি; ঋগ্বেদসংহিতাতে—বেদবোধিত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম।

১৭০৭—১৭০৯

ভবিষ্যপুরাণে—'ক্ষমা' 'সত্য' 'দয়া', 'আন্তর ও বাহ্য শৌচ', 'ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ', 'দেবপূজা', 'হোম', 'সন্তোষ' 'স্তেয়বর্জ্জন' এই দশটী—ব্রতের সামান্য ধর্ম্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছে; মহাভারতে—শ্রাদ্ধকর্ম্ম, তপঃ, সত্য,

অক্রোধ, নিজ পত্নীতেই সন্তুষ্ট থাকা—পরদারবিমুখতা, শৌচ, নিত্য অসূয়া-শূন্যতা, আত্মজ্ঞান, তিতিক্ষা এই সকল চাতুর্ব্বর্ণ্যের সাধারণ ধর্ম্মরূপে অভি-হিত হইয়াছে। বেদ শাস্ত্রে বহু অর্থে 'তপঃ' শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়; 'ব্রত' শব্দ সাধারণ ও অসাধারণ ধর্ম্মের বাচক; বেদই ধর্ম্ম কি, অধর্ম্ম কি, তাহা জানিবার উপায়; বেদের প্রশংসা শুনিয়া রমার একবার খুব আনন্দ অন্যবার বড় দুঃখ হয় কেন; যিনি বেদ, তিনিই শিব, তিনিই শিবা, তিনিই রাম, তিনিই সীতা। ১৭০থ—১৭০ব

'উপবাস' শব্দের অর্থ।

'উপবাস' শব্দের নিরুক্তি; বরাহোপনিষদোক্ত উপবাসের লক্ষণ; ভবিষ্যপুরাণোক্ত উপবাসের লক্ষণ; পাপ সকল হইতে নিবৃত্ত হইয়া (সর্ব্বভূতে দয়া, ক্ষান্তি, অনসূয়া, শৌচ, অনায়াস, মঙ্গল, অকার্পণ্য ও অস্পৃহা এই সকল) গুণের সহিত যে বাস সেই সর্ব্বভোগবর্জ্জিত কর্ম্মকে উপবাস বলে; যথোক্ত দয়াদি গুণসমূহের লক্ষণ; 'উপবাস' শব্দের 'অনশন'রূপ সাধারণতঃ জ্ঞাত অর্থের যাথার্থ্যবিচার; শিবরাত্রিতত্ত্ব শ্রবণ করিবার পর জিজ্ঞাসু রমার প্রার্থনা। ১৭০ভ—১৭০র

শ্রীশ্রীসদাশিব শরণং।

শিবরাত্রি ও শিবপুজা

—•—

দ্বিতীয় খণ্ড।

—:•:—

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

(উত্তরার্দ্ধ)

'কাল' ও 'তিথি' এই শব্দদ্বয়ের অর্থবিচার।

বক্তা—রমা! কোন শুভকর্ম্ম করিতে হইলে, শুভদিন, শুভমুহূর্ত্ত দেখা যে, বৈদিক আর্য্যজাতির স্বাভাবিক নিয়ম, তাহা তুমি অবগত আছ, সন্দেহ নাই। কোথাও যাইতে হইলে, আমরা পাঁজী দেখি, বিবাহ, উপনয়ন, প্রভৃতি যে কোন কর্ম্ম হোক্, শুভদিন না পাইলে, তাহারা অনুষ্ঠিত হয় না। এই দেখ, শিবরাত্রি-ব্রত মাঘ-ফাল্গুনের কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে করিতে হয়, অন্ত মাসে বা অন্ত তিথিতে কখন শিবরাত্রি-ব্রত অনুষ্ঠিত হয় না।

জিজ্ঞাসু—আমরা যে, কোন শুভকর্ম্ম করিতে হইলে, শুভদিন, শুভমুহূর্ত্ত দেখি, শুভকর্ম্ম মাত্রেই যে, নির্দ্দিষ্ট কালে করা হয়, তাহা জানি। কিন্তু ইহার কারণ কি, তাহা জানি না। 'শিবরাত্রি-ব্রত' মাঘ-ফাল্গুনের কৃষ্ণপক্ষের

চতুর্দ্দশীতেই করিতে হইবে, এইরূপ নিয়ম থাকিবার হেতু কি, তাহা জানিবার ইচ্ছা হয়।

বক্তা—পূজ্যপাদ লগধপ্রোক্ত বেদাঙ্গ জ্যোতিষে উক্ত হইয়াছে, বেদসকল যজ্ঞার্থ অভিপ্রবৃত্ত হইয়াছে, যজ্ঞসকল কালানুসারে বিহিত হইয়া থাকে; অতএব যিনি এই বেদাঙ্গ কালবিধান—জ্যোতিষ শাস্ত্র জানেন, তিনিই যজ্ঞতত্ত্ব বিদিত আছেন ("বেদাহি যজ্ঞার্থমভিপ্রবৃত্তাঃ কালানুপূর্ব্যা বিহিতাশ্চ যজ্ঞাঃ। তস্মাদিদং কালবিধানশাস্ত্রং যো জ্যোতিষং বেদ স বেদ যজ্ঞান্ যো জ্যোতিষং বেদ স বেদ যজ্ঞানিতি।"—বেদাঙ্গ জ্যোতিষ)।

জিজ্ঞাসু—বেদ কোন্ পদার্থ, জ্যোতিষ কি সামগ্রী, যজ্ঞ কাহাকে বলে, তাহা ত জানি না, তাহা জানিবার উপযোগি জন্ম হয় নাই, তাহা জানিবার উপযুক্ত কালেও জন্মগ্রহণ করিতে পারি নাই। তবে ভাগ্যবশতঃ আপনার সঙ্গ পাইয়া, এই সকল বিষয় জানিবার ইচ্ছা হয়, এই সকল জানিতে পারিলাম না বলিয়া বড় ক্লেশ হইয়া থাকে। দাদা! যজ্ঞ কাহাকে বলে? জ্যোতিষ কি? জ্যোতিষকে বেদাঙ্গ বলা হয় কেন? 'বেদের অঙ্গ' এই কথারই বা অভিপ্রায় কি, বেদ কি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গবিশিষ্ট? বেদ কি শরীরী? যথাকালে যজ্ঞ না করিলে যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল পাওয়া যায় না, এই শাস্ত্রোপদেশের তাৎপর্য্য কি? যথাকালে সন্ধ্যাপূজাদি শুভকর্ম্ম-সমূহের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য, এই প্রকার বিধি কেন হইল, তাহা জানিতে পারিলেই, মাঘ-ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে 'শিবরাত্রি-ব্রত' করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে কেন, বোধ হয় তাহা বুঝিতে পারিব।

বক্তা—বেদ কোন্ পদার্থ, তাহা পরে জানিতে পারিবে, সীতাতত্ত্বে বেদের স্বরূপ দেখাইবার যত্ন করিব। বেদ কি, যজ্ঞ কোন্ পদার্থ, যথাকালে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবার বিধি হইয়াছে কেন, যথার্থ আত্মকল্যাণার্থীর তাহা অবশ্য শ্রোতব্য, অবশ্য মন্তব্য। ঐহিক, পারত্রিক কল্যাণহেতু কর্ম্মমাত্রেই 'যজ্ঞ', এক কথায় ছান্দস বা বেদোপদিষ্ট ইষ্টজনক কর্ম্মসমূহকেই 'যজ্ঞ', এই

নাম দ্বারা অভিহিত করা হইয়াছে। শতপথব্রাহ্মণে, গোপথব্রাহ্মণে, ছান্দোগ্যোপনিষদে উক্ত হইয়াছে, যাহা পবিত্র করে, দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন প্রভৃতিকে নির্ম্মল করে, তাদৃশ কর্ম্ম, 'যজ্ঞ'। * 'যজ্ঞ' শব্দ বেদে বিষ্ণুর বাচকরূপেও ব্যবহৃত হইয়াছে ("যজ্ঞোবৈ বিষ্ণুঃ"—কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ ৩।৫।২)। ঋগ্বেদ পাঠ করিলে, জানিতে পারা যায়, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ করিলেও উপলব্ধি হয়, 'যজ্ঞ' হইতেই বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে। যাহা হোক্, ঐহিক, পারত্রিক শুভকর্ম্ম মাত্রেই 'যজ্ঞ', আপাততঃ 'যজ্ঞ' শব্দের এই অর্থই শুনিয়া রাখ। 'যজ্ঞ' কাহাকে বলে, তাহা যথার্থভাবে অবগত হইলে, এবং কালের স্বরূপ কি, সম্যগ্‌রূপে তাহা বিদিত হইলে, তুমি অনায়াসে বুঝিতে পারিবে, 'নির্দ্দিষ্টকালে নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম করিবার বিধি হইয়াছে কেন, 'নির্দ্দিষ্ট কালে নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম অনুষ্ঠিত না হইলে, তাহা অভীষ্ট ফলদানে সমর্থ হয় না', এই কথা কিরূপ সারবতী। 'শক্তি' কর্ম্ম করে, শক্তি কারণের আত্মভূত, এবং কার্য্য শক্তির আত্মভূত, 'কর্ম্ম' ও 'শক্তি' বস্তুতঃ ভিন্ন পদার্থ নহে, শক্তিকে আমরা দেখিতে পাই না, কর্ম্ম দ্বারাই আমরা শক্তি পদার্থের অস্তিত্বকে অনুমান করিয়া থাকি, শক্তির ব্যক্ত অবস্থাই কর্ম্ম নামে প্রসিদ্ধ পদার্থ। নিরুক্তে এই নিমিত্ত 'শক্তি'কে 'কর্ম্ম'নামমালাতে ধৃত করা হইয়াছে। শক্তি বা যোগ্যতা আছে, কিন্তু সকল সময়ে সর্ব্বত্র শক্তি ক্রিয়া করিতে পারে না। আমগাছের আম প্রসব করিবার শক্তি আছে, সন্দেহ নাই, কিন্তু আম্র বৃক্ষের আম্রফল প্রসব করিবার শক্তিকে কাহারও আজ্ঞা ও নিষেধের বশবর্ত্তিনী হইয়া থাকিতে হয়। শক্তি বা যোগ্যতা সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান থাকিলেও, যে কারণবশতঃ উহা যদৃচ্ছাক্রমে কর্ম্ম করিতে পারে না, তাহার নাম 'কালশক্তি'। এই কথার প্রকৃত অভিপ্রায় কি, তাহার যথার্থভাবে

* "এষ হ বৈ যজ্ঞো যোঽয়ং পবতে"—ছান্দোগ্য উপনিষৎ, গোপথব্রাহ্মণ ও শতপথব্রাহ্মণ।

অনুভব করিতে হইলে, প্রথমে বহু কথা শুনিতে হইবে, বিজ্ঞানের হৃদয়কে দেখিতে হইবে, নিয়তির রূপ পূর্ণভাবে অবলোকন করিতে হইবে।

জন্মাদিময়ী শক্তিসমূহ স্বতন্ত্রা নহে, এই কথার ব্যাখ্যা।

কার্য্যমাত্রেই যে, কারণগর্ভে সূক্ষ্মভাবে—যোগ্যতারূপে বিদ্যমান থাকে, তাহা অনেকেই স্বীকার করেন। সৎকার্য্যবাদি-সাংখ্যদর্শন বলিয়াছেন, কার্য্যশক্তিমত্ত্বই উপাদানকারণত্ব—কার্য্যের অনাগত অবস্থাই—যাহা কারণগর্ভে যোগ্যতারূপে অবস্থান করে, তাহাই 'কার্য্য শক্তি' ("শক্যস্য শক্যকরণাৎ।"—সাং দং ১।১।১৭)। "কার্য্যশক্তিমত্ত্বমেবোপাদানকারণত্বম্। সা শক্তিঃ কার্য্যস্যানাগতাবস্থৈব।"—সাংখ্যপ্রবচন-ভাষ্য)। শারীরক ভাষ্যেও কার্য্যকে শক্তির আত্মভূত বলা হইয়াছে ("শক্তেশ্চাত্মভূতং কার্য্যম্"—শারীরক ভাষ্য)। শ্রীমান্ দুর্গাচার্য্য নিরুক্ত-টীকাতে বলিয়াছেন,—সকল ভাববিকারই সর্ব্বার্থপ্রসবশক্তিত্বনিবন্ধন কারণাত্মভাবে সূক্ষ্মাবস্থায়—শক্তিরূপে অবস্থান করে। এইরূপ সিদ্ধান্তের যুক্তি হইতেছে, অবিদ্যমানের—যাহা বস্তুতঃ নাই, যাহা বস্তুতঃ অসৎ, তাহার জন্ম হয় না, অসতের সদ্ভাব অসম্ভব; অতএব স্বীকার করিতেই হইবে, কার্য্যমাত্রেই, যাহা সংঘটিত হয়, তৎসমস্তই কারণগর্ভে শক্তি বা যোগ্যতারূপে অবস্থান করে। জন্মাদিময়ী শক্তিসমূহ স্বতন্ত্রা নহে।

জিজ্ঞাসু—'জন্মাদিময়ী শক্তি সমূহ' এই কথার অর্থ কি, তাহা বুঝিতে পারি নাই।

বক্তা—তোমার মুখ দেখিয়া আমি তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। তোমাকে শিখাইবার জন্য আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক এই সকল কথার (তোমার দুর্ব্বোধ্য হইবে জানিয়াই) ব্যবহার করি। যাহা জান না, তাহা জানিতে হইলে, প্রথমে একটু বাধা বোধ না হইয়া থাকিতে পারে কি? যাঁহার যথার্থ জ্ঞানপিপাসা হইয়াছে, তিনি যাহা জানেন না তাহা

জানিবারই ত চেষ্টা করিবেন। জ্ঞান দ্বারা অর্থোপার্জ্জন তোমার উদ্দেশ্য নহে, জ্ঞানার্জ্জন—(যে জ্ঞান মোক্ষোপযোগী সেই জ্ঞান লাভ) উদ্দেশ্য, অতএব যাহা জান না, তাহা তোমাকে জানিবার চেষ্টা করিতে হইবে, অজ্ঞানজনিত দুঃখ ভোগ করিতেই হইবে। তবে পরে নিরতিশয় সুখে সুখী হইবে, শ্রম অনর্থক হইবে না, কষ্টভোগ সার হইবে না। যাহারা জন্মগ্রহণ করে, সূক্ষ্ম অবস্থা হইতে স্থূল অবস্থায় আগমন করে, এবং স্থূল অবস্থা হইতে আবার সূক্ষ্ম বা অব্যক্ত অবস্থাতে গমন করে, তাহারা জন্মাদিময়ীশক্তি—তাহারা জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ এই ছয়টী বিকারাত্মক। তুমি তোমার পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহাদের অস্তিত্ব উপলব্ধি কর, তাহারা যে জন্মাদি ছয়টী ভাববিকার, তাহা কি তুমি বুঝিতে পার না? তুমি যাহাদের অস্তিত্ব উপলব্ধি কর, তাহারা জন্মায়, আবির্ভূত হয়, সূক্ষ্ম অবস্থা হইতে স্থূল অবস্থাতে আগমন করে, কিছু কাল অবস্থান করে, বৃদ্ধি ও বিপরিণাম প্রাপ্ত হয়, তৎপরে অপক্ষয় ও বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জগতের বা সকল জাগতিক পদার্থের ইহাই কি স্বরূপ নহে?

পূজ্যপাদ ভর্ত্তৃহরি বলিয়াছেন, কার্য্যপদার্থমাত্রেই স্ব-স্ব কারণগর্ভে বিদ্যমান থাকিলেও, যদৃচ্ছাক্রমে—সর্ব্বদা অভিব্যক্ত হইতে পারে না, ইহাদিগকে কালের মুখাপেক্ষা করিতে হয়, জন্মাদিময়ী শক্তিসমূহকে কোন স্বতন্ত্র শক্তির প্রতিবন্ধ (নিষেধ) ও অভ্যনুজ্ঞার (আজ্ঞা—আদেশ) বশবর্ত্তিনী হইয়া কার্য্য করিতে হয়। যে স্বতন্ত্র শক্তির বশে ইহাদিগকে কর্ম্ম করিতে হয়, তাহার নাম 'কালশক্তি'। নাগেশভট্ট স্বপ্রণীত মঞ্জুষা নামক গ্রন্থে এই কথা স্পষ্টতরভাবে বুঝাইবার নিমিত্ত বলিয়াছেন, কাল ভাবমাত্রের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশহেতু; কাল শরদাদিরূপে আম্রাদি বৃক্ষের পুষ্পফলপ্রসবশক্তিকে রোধ করে, কালই আবার বসন্তাদিরূপে উহাকে অবাধে ক্রিয়া করিতে দেয়, উহার পুষ্পফলপ্রসবশক্তিকে নিরর্গল

করে। জন্মাদিময়ী শক্তিসমূহ যে পরতন্ত্র, কারণগর্ভে সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান শক্তিসমূহ যে যদৃচ্ছাক্রমে অভিব্যক্ত হইতে পারে না, ইহাদিগকে যে, কোন স্বতন্ত্র শক্তির মুখাপেক্ষা করিতে হয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, যাহার বশে ইহাদিগকে কর্ম্ম করিতে হয়, তাহা 'কালশক্তি'।

'কাল' কোন্ পদার্থ?

এখন জানিতে হইবে, যে শক্তির বশে জন্মাদিভাবময়ী শক্তিসমূহ ক্রিয়া করে, সেই কালশক্তির স্বরূপ কি? 'কাল' কোন্ পদার্থ, পরে যথা-প্রয়োজন বিস্তারপূর্ব্বক তাহা বলিব, আপাততঃ শিবরাত্রি প্রভৃতি ব্রত বা যজ্ঞ কেন নির্দ্দিষ্ট কালে অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত, বেদশাস্ত্রে এইরূপ উপদেশ আছে, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত যাহা অবশ্য বক্তব্য, কালপদার্থ সম্বন্ধে এই স্থলে তাহাই বলিব। অথর্ব্ববেদসংহিতা বলিয়াছেন, "কাল স্বর্গের উৎপাদক, কাল পৃথিবীর জনক, কালই ভোক্তৃ ও ভোগ্য (Subject and Object) এই দ্বিবিধভাবে অবস্থান করিতেছেন, ভূতজাত কালে প্রতিষ্ঠিত, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় শক্তিসমূহ কালাশ্রিত, মন, প্রাণ, সকলেই কালাধিষ্ঠিত, কাল সর্ব্বেশ্বর, কাল প্রজাপতিরও পিতা, কাল হইতে বিশ্ব-জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, কালেই বিশ্বজগৎ প্রতিষ্ঠিত আছে, কাল নিখিল ভুবনের পোষণ ও ধারণ কর্ত্তা, কাল সমগ্র ভুবন ব্যাপিয়া বিদ্যমান আছেন, কাল সকলের ঈশ্বর, কালই পিতৃরূপে, এবং কালই পুত্ররূপে, অর্থাৎ কালই বিশ্বকারণ এবং কালই বিশ্বকার্য্য।" অথর্ব্ববেদসংহিতা 'কাল' শব্দ দ্বারা যে, শিবযুক্ত শিবা বা মায়াযুক্ত মায়ী বা ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। * বেদ ও বেদমূলক

* "কালোমূং দিবমজনয়ৎ কাল ইমাঃ পৃথিবীরুত। কালে হ ভূতং ভব্যং চেষিতং হ বিতিষ্ঠতে॥" " * * কালে হ বিশ্বা ভূতানি কালে চক্ষুর্বিপশ্যতি॥"

অন্যান্য শাস্ত্র পাঠ করিলে কালের দ্বিবিধ রূপের সন্ধান পাওয়া যায়। তৈত্তিরীয় আরণ্যক শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, অক্ষয্য—ক্ষয় রহিত প্রভব (উৎপত্তি স্থান) হইতে সমুৎপন্ন নদীর ন্যায় কালনদী নিরন্তর প্রবাহিত হইতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীর মিলন বশতঃ মহানদী যেরূপ বিস্তীর্ণা হয়, কদাচ শুষ্ক হয় না, নিরন্তর প্রবাহিত হইয়া থাকে, সেইরূপ ক্ষণ-মুহূর্ত্তাদি ক্ষুদ্র, এবং দিবস-পক্ষাদি বৃহৎ কালনদী সমূহ সম্বৎসরকে প্রহর, ক্ষণ-মুহূর্ত্তাদি স্বল্প এবং দিবস-পক্ষাদি বৃহৎ কালাবয়ব সমূহ দ্বারা সমারূঢ় হওয়াতে সম্বৎসর প্রত্যক্ষগোচর হইয়া থাকে, মূর্ত্তক্রিয়া বা কালের অস্তিত্ব জ্ঞানগোচর হয়। কিন্তু 'অধিসত্ত্ব' অর্থাৎ মূর্ত্ত বা ব্যাবহারিক কালের যিনি উৎপাদক, অন্যান্য শ্রুতিতে যিনি 'কাল-কাল' (কালের কাল) এই নামে অভিহিত হইয়াছেন, সেই 'অখণ্ডদণ্ডায়মান কাল', বেদ ও শাস্ত্র-দৃষ্টি ভিন্ন অন্য দৃষ্টি দ্বারা পরিদৃষ্ট হন না। * এক অখণ্ডিত সত্তাই মায়া-পরিচ্ছিন্ন হইয়া বহুরূপে প্রতীত হইয়া থাকেন। বিশ্বভুবন, অখণ্ড-সচ্চিদানন্দময় পরব্রহ্মের মায়াখণ্ডিত, বিশেষ বিশেষ অবস্থা ভিন্ন অন্য কিছু নহে। পরব্রহ্মই পূর্ণকুম্ভস্বরূপ, তিনিই 'অধিকাল', অর্থাৎ খণ্ডিত কাল-সকলের আধার, তিনিই প্রত্যঙ্‌কাল বা পরম ব্যোম ("পূর্ণঃ কুম্ভোঽধিকাল আহিতস্তং বৈ পশ্যামো বহুধা নু সন্তঃ। স ইমা বিশ্বাভুবনানি প্রত্যঙ্‌-কালং তমাহুঃ পরমে ব্যোমন্॥"—অথর্ব্ববেদসংহিতা, ১৯।৬।৫৩।৩)।

সূর্য্যসিদ্ধান্ত নামক জ্যোতিষগ্রন্থেও অখণ্ডদণ্ডায়মান ও কলনাত্মক

"কালে মনঃ কালে প্রাণঃ কালে নাম সমাহিতম্। * * *" "* * কালো হ সর্ব্বস্যেশ্বরো যঃ পিতাসীৎ প্রজাপতেঃ।" "তেনেষিতং তেন জাতং তদু তস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতম্।"—অথর্ব্ববেদসংহিতা, ১৯।৬।৫৩।৫—৯।

* "নদীব প্রভবাৎ কাচিৎ। অক্ষয্যাৎ স্যন্দতে যথা। তাং নদ্যোঽভিসমায়ন্তি। সোরুঃ সতী ন নিবর্ত্ততে॥ এবং নানাসমুত্থানাঃ। কালাঃ সম্বৎসরং শ্রিতাঃ। অণুশশ্চ মহশশ্চ। সর্বে সমবযন্ত্রিতম্॥ স তৈঃ সর্বৈঃ সমাবিষ্টঃ। উরুঃ সন্ন নিবর্ত্ততে।"—তৈত্তিরীয় আরণ্যক। ১।২।৩—৫।

ভেদে কালকে দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। যে কাল স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগতের উৎপত্তি-স্থিতি-নাশহেতু, যে কাল অক্ষয্য (ক্ষয়রহিত) তাহা অখণ্ড-দণ্ডায়মান কাল, এবং যে কাল নির্দ্দেশ্য—যে কাল জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়, তাহা 'কলনাত্মক কাল'। কলনাত্মক কালও আবার স্থূল-সূক্ষ্মত্ববশতঃ মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত ভেদে দ্বিবিধ। * শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বিশ্বকৃৎ, বিশ্ববিৎ, সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বযোনি, গুণী, প্রধান ও ক্ষেত্রজ্ঞের (বিজ্ঞানাত্মার) পতি, গুণেশ (সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের ঈশ্বর—প্রভু—নিয়ামক), সংসার-মোক্ষ, স্থিতি ও বন্ধনহেতু পরমাত্মাকে 'কাল-কাল', এই নামে অভিহিত করা হইয়াছে। † সুশ্রুত সংহিতা বলিয়াছেন, কাল স্বয়ম্ভূ—ইনি কাহারও দ্বারা উৎপাদিত পদার্থ নহেন, ইনি অনাদি-মধ্য-নিধন (ইঁহার আদি নাই, মধ্য নাই, অন্ত নাই, অর্থাৎ ইনি অপরিণামী), দ্রব্য সমূহের বিপন্নতা-সম্পন্নতা, জীবের জীবিত-মরণ কালাধীন ("কালো হি নাম ভগবান্ স্বয়ম্ভুরনাদিমধ্যনিধনোঽত্র রস-ব্যাপৎসম্পত্তী জীবিতমরণে চ মনুষ্যাণামায়ত্তি।"—সুশ্রুতসংহিতা, সূত্রস্থান)। কালমাধব কলয়িতব্য ভেদে কালদ্বৈবিধ্যের কথা বলিয়াছেন। যদ্দ্বারা প্রাণিদেহাদি অতীত-বর্ত্তমানাদিরূপে কলয়িতব্য—সংখ্যেয়—জ্ঞেয় হয়, তাহার নাম 'কেবল কাল', এবং এই কেবল কাল যে উৎপত্তি-স্থিতি-ও-বিনাশকারি দ্বারা কলয়িতব্য, জ্ঞেয় (Measurable), তিনি 'কাল-কাল'। সাংখ্যদর্শনেও নিত্য ও খণ্ড ভেদে কালকে দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। সাংখ্যদর্শনে খণ্ড দিক্-কালকে আকাশ পদার্থের অন্তর্গণিত করা হইয়াছে। রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতি তার্কিকগণ দিক্-কালকে ঈশ্বরাত্মক বলিয়াছেন, ইঁহাদের মতে দিক্-কাল ঈশ্বরাতিরিক্ত পদার্থ নহে। কাল সম্বন্ধে যাহা

* "লোকানামন্তকৃৎ কালঃ কালোঽন্যঃ কলনাত্মকঃ। স দ্বিধা স্থূলসূক্ষ্মত্বান্মূর্ত্তশ্চামূর্ত্ত উচ্যতে॥"—সূর্য্যসিদ্ধান্ত।

† "স বিশ্বকৃদ্বিশ্ববিদাত্মযোনির্জ্ঞঃ কালকারো গুণী সর্ব্ববিদ্যঃ। প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ॥"—শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

বলা হইল, তাহা হইতে তুমি বুঝিতে পারিবে, কাল অখণ্ড-ও-খণ্ড ভেদে দ্বিবিধ। পূজ্যপাদ ভর্ত্তৃহরি তা'ই বলিয়াছেন, সর্ব্বশক্তিমান্, সচ্চিদানন্দময় পরব্রহ্মের অব্যাহত কলা (অপরিচ্ছিন্না নিত্যশক্তি) কালশক্তির আশ্রয়ে, কালশক্তির নিমিত্ততাপ্রযুক্ত ভাবভেদযোনি জন্মাদি ছয়টী (জন্ম, স্থিতি, বিপরিণাম, বৃদ্ধি, অপক্ষয় ও বিনাশ) ভাববিকারে বিকৃতবৎ উপলব্ধ হইয়া থাকে, জন্মাদিভাববিকার এক অপরিচ্ছিন্ন পরমেশ-শক্তির কালাবচ্ছিন্ন বিশেষ বিশেষ অবস্থা ("অব্যাহতাঃ কলা যস্য কালশক্তিমুপাশ্রিতাঃ। জন্মাদয়ো বিকারাঃ ষট্ভাবভেদস্য যোনয়ঃ ॥"—বাক্যপদীয়)।

কার্য্য-কারণসম্বন্ধ বিষয়ক বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, আধুনিক প্রতীচ্য দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক সুধীগণ শক্তিসাতত্যকে (Conservation of Energy কিম্বা Persistence of force) প্রধানতঃ লক্ষ্য করিয়াছেন। অধ্যাপক বেন্ (Prof. Bain) কারণতত্ত্বের স্বরূপাবধারণার্থ যাহা বলিয়াছেন, তাহার সার হইতেছে, বস্তুমাত্রেই নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম, শক্তি বা যোগ্যতাবিশিষ্ট। শক্তিসমূহ এক অবস্থা ত্যাগপূর্ব্বক অবস্থান্তর গ্রহণ করে, একভাব ত্যাগ পূর্ব্বক ভাবান্তর প্রাপ্ত হয়। শক্তিসমূহ একভাব বা একরূপ অবস্থা ত্যাগ পূর্ব্বক অন্যভাব বা অন্যরূপ অবস্থা গ্রহণ করে বটে, কিন্তু ইহারা তত্ত্বতঃ অপেত (হ্রাসপ্রাপ্ত) বা বর্দ্ধিত হয় না, সমষ্টিভূত শক্তির মানের হ্রাস-বৃদ্ধি নাই, ইহা সর্ব্বদা সমান থাকে। কি যান্ত্রিক শক্তি (Mechanical force), কি রাসায়নিক শক্তি (Chemical force), কি তাড়িতশক্তি (Electric force), কি জীবনীশক্তি (Vital force) সকলেই পরস্পর সম্বদ্ধ, সকলেই সকলের আকার গ্রহণ করিতে পারে, সকলেই সকলের ভাবে ভাবিত হইতে পারে। শক্তিসমূহ এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে গমন করিতে পারে, ইহাদের রূপান্তরগ্রহণযোগ্যতা আছে, ইহারা ইতরেতরসম্বদ্ধ, শক্তি সকলের তত্ত্বতঃ ধ্বংস হয় না, এই নিমিত্ত জগতে বিবিধ, বিচিত্র পরিণাম সংঘটিত হয়।

জিজ্ঞাস্য হইবে, বস্তুনিষ্ঠ শক্তিসমূহ নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম বা শক্তিবিশিষ্ট, অপিচ একটী বস্তুনিষ্ঠ শক্তি অন্য একটী বস্তুতে গমন করিতে পারে, শক্তিসমূহের ভাবান্তরপ্রাপ্তিযোগ্যত্ব আছে, শক্তিসমূহের তত্ত্বতঃ হ্রাস বা বৃদ্ধি হয় না, এই সকল জানিলেই কি, আমরা বিবিধ বিচিত্র কার্য্যজগতের স্বরূপ নিরূপণে সমর্থ হই? বৈচিত্র্যময় সংসারের বৈচিত্র্যের কারণানুসন্ধিৎসু মানব কারণতত্ত্বের এই কয়েকটী সাধারণ সূত্র পাইয়াই কি, চরিতার্থ হইলাম মনে করিতে পারেন? কারণতত্ত্বের এই সাধারণ সূত্রগুলি অবগত হইলেই কারণতত্ত্বের পূর্ণরূপের স্বরূপাবগতি হয় না, বৈচিত্র্যময় সংসারের বৈচিত্র্যের কারণজিজ্ঞাসু মানব এতদ্দ্বারা চরিতার্থ হইলাম, কারণতত্ত্বের রহস্য সম্পূর্ণভাবে উদ্ভিন্ন হইল, ইহা মনে করিতে পারেন না, বেন্ (Prof. Bain), মিল্ (J. S. Mill) প্রভৃতি সুধীগণও তাহা মনে করিতে পারেন নাই। অধ্যাপক বেন্ বলিয়াছেন, "প্রাকৃতিক পরিণামের মূল কারণ কি, তাহা আর আমাদের সমীপে অজ্ঞেয় নহে, তবে তাপ, তড়িৎ, আলোক প্রভৃতি প্রাকৃতিক পরিণামের কারণ ক্রিয়াশীল শক্তিসমূহের কিরূপ অবস্থা বা সন্নিবেশভেদ বশতঃ জগতে বিবিধ বিচিত্র কার্য্য সকলের উৎপত্তি, স্থিতি, ও লয় পরিণাম সংঘটিত হইয়া থাকে, কিরূপ সহকারী-বা-নিমিত্ত কারণ কর্ত্তৃক প্রণোদিত হইয়া ইহারা ভূধরশ্রেণী প্রসব করিয়াছে, করিতেছে, দেশ, সাগর, উপসাগর, নদ, নদী ইত্যাদি সৃষ্টি করিয়াছে, করিতেছে, কিরূপ সহকারি-বা-নিমিত্ত কারণভেদ নিবন্ধন সাগর দেশে, দেশ সাগরে পরিণত হয়, দেশের অভ্যুদয় ও পতন হয়, দেশের জল-বায়ু-সম্বন্ধীয় পরিবর্ত্তন হয়, মহামারী, দুর্ভিক্ষ, জলপ্লাবন, ভূকম্প প্রভৃতি দৈবী-ব্যাপদের আবির্ভাব হইয়া থাকে, তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই, এ রহস্য অদ্যাপি দুর্ভেদ্য রূপেই আছে।"*

* "Yet the circumstances, arrangements or collocations, whereby the power operated to produce our existing mountain

ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন, ক্ষণ ও তৎক্রমে সংযম করিলে, বিবেকজজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া থাকে ("ক্ষণতৎক্রময়োঃ সংযমাদ্বিবেকজং জ্ঞানম্।"—পাং,দং, বি, পা, ৫২ সূত্র)।

জিজ্ঞাসু—বিবেকজজ্ঞান কাহাকে বলে ?

বক্তা—যে জ্ঞানে সর্ব্ববস্তুর ক্ষণপরিণাম হইতে সর্ব্বপ্রকার পরিণামের তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়, অতএব যে জ্ঞান দ্বারা সর্ব্বপদার্থের কি হইয়াছে, কি হইতে পারে, কি হইতেছে, তৎসমুদায় নিশ্চয়পূর্ব্বক জানিতে পারা যায়, যে জ্ঞানের উদয় হইলে, কোন বিষয় অজ্ঞাত থাকে না, আপাততঃ শুনিয়া রাখ, তাহাই 'বিবেকজজ্ঞান'।

জিজ্ঞাসু—কিরূপে বিবেকজজ্ঞানের উদয় হয়, তাহা জানিলেই ত মানুষ কৃতার্থ হইবে, মানুষের সকল অজ্ঞান দূরে পলায়ন করিবে। কিরূপ সাধনা করিলে এই বিবেকজজ্ঞানের উদয় হয়, দাদা ?

বক্তা—তাহাত তোমাকে এখনি বুঝাইতে পারিব না, রমা ! ক্রমশঃ বুঝাইব।

জিজ্ঞাসু—আচ্ছা দাদা ! যথার্থভাবে শঙ্করের পূজা করিলে কি, যথোক্ত বিবেকজজ্ঞানের আবির্ভাব হইতে পারে ?

বক্তা—তাহাতে কি কোন সন্দেহ আছে ? করুণাময় ভগবান্ শঙ্কর স্বয়ং বলিয়াছেন, পরতত্ত্ব, অন্তর্লীনচিত্তের (যাঁহার চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইয়াছে, কেন্দ্রাভিমুখ হইয়াছে, একাগ্র হইয়াছে, তাদৃশ পুরুষের) ভক্তিগম্য, অন্তর্মুখচিত্তবৃত্তির ভক্তি দ্বারাই পরতত্ত্বের জ্ঞান হইয়া থাকে, কেবল আমার (শঙ্করের উক্তি) অনুস্মরণ দ্বারা অবিচ্ছিন্নপ্রবাহে আমার ভাবনা বা ধ্যান দ্বারা আমাতে আত্মাকে বিলীন করিয়া মানুষ

chains, the rise and fall of continents, the fluctuations of climate and all the other phenomena revealed by a geological examination of the earth, are as yet in uncertainty."—Logic, Part II, P. 34.

সর্ব্বজ্ঞত্ব, পরেশত্ব, সর্ব্বসম্পূর্ণশক্তিতা, অনন্তশক্তিমত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে (ভক্তিগম্যং পরং তত্ত্বমন্তর্লীনেন চেতসা। ভাবনামাত্রমেবাত্র কারণং পদ্মসম্ভব॥ মামনুস্মরতশ্চিত্তং ময্যেবাত্র বিলীয়তে। সর্ব্বজ্ঞত্বং পরেশত্বং সর্ব্বসম্পূর্ণশক্তিতা। অনন্তশক্তিমত্ত্বং চ মদনুস্মরণাদ্ভবেৎ॥"—যোগশিখোপনিষৎ)।

জিজ্ঞাসু—'ক্ষণ' কাহাকে বলে, এবং 'ক্ষণ' ও তাহার ক্রমে 'ধারণা', 'ধ্যান' ও 'সমাধি' (সংযম) করিলে, বিবেকজজ্ঞান হয়, এই কথার অর্থ কি, যথাসম্ভব সংক্ষেপে তাহা বুঝাইয়া দিন। শঙ্করের সতত ধ্যান করিলে, কি, ক্ষণ ও তৎক্রমে সংযম করা হয়?

যিনি শঙ্করের—সর্ব্বশক্তিমান্ যোগীশ্বর ভগবানের তৈলধারার ন্যায় অনবচ্ছিন্নভাবে ধ্যান করিতে পারেন, তাঁহার যে, 'ক্ষণ' ও 'তৎক্রমে' ধারণা, ধ্যান ও সমাধির ফলপ্রাপ্তি হইবে, তাহাতে কি কোন সংশয় হইতে পারে?

বক্তা—পূজার তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিবার সময়ে, আমি তোমার এই প্রশ্নের উত্তর দিব। 'ক্ষণ' ও 'ক্রম' কোন্ পদার্থ তাহা শ্রবণ কর। 'ক্ষণ' ও তাহার 'ক্রম' এই পদদ্বয়ের অর্থ কি, তাহা বুঝাইতে হইলে, খণ্ডকালের স্বরূপ কি, প্রথমে তাহা বুঝাইতে হইবে। অখণ্ডদণ্ডায়মান এবং খণ্ড কাল এই দ্বিবিধকালের কথা তুমি শুনিয়াছ। 'ক্ষণ', মুহূর্ত্ত', 'দিবস', 'পক্ষ', ইত্যাদি ইহারা খণ্ডকালেরই বিশেষ বিশেষ অবস্থা। খণ্ডকালের—(যে কালকে আমরা সাধারণতঃ কাল বলিয়া বুঝিয়া থাকি, তাহার) স্বরূপপ্রদর্শনার্থ তৈত্তিরীয় আরণ্যক শ্রুতি বলিয়াছেন,—

"সূর্য্যোমরীচিমাদত্তে সর্বস্মাদ্ভুবনাদধি।
তস্যাঃ পাকবিশেষেণ। স্মৃতং কালবিশেষণম্॥"

—তৈত্তিরীয় আরণ্যক।

এই শ্রুতির ভাবার্থ—

বীজ হইতে অঙ্কুর হইতেছে, অঙ্কুর হইতে কাণ্ড জন্মিতেছে, কাণ্ড, পত্রপুষ্পাদি উৎপাদন করিতেছে, পুষ্প ফলরূপে পরিণত হইতেছে, ফল হইতে আবার বীজ হইতেছে ; মানুষ যেদিকে দৃষ্টিপাত করে, সেই দিকেই এইরূপ পরিণাম প্রবাহের আবর্ত্ত সন্দর্শন করিয়া থাকে। প্রত্যেক জাগতিক বস্তুই প্রতিক্ষণ পরিবর্ত্তিত হইতেছে বটে, কিন্তু জিজ্ঞাস্য হইবে, কেন এইরূপ হয় ? জাগতিক বস্তু সমূহের এই প্রকার নিয়ত পরিণাম হইবার কারণ কি ? উদ্ধৃত তৈত্তিরীয় আরণ্যক শ্রুতি এইরূপ জিজ্ঞাসা বিনিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত বুঝাইয়াছেন,—"সূর্য্যরশ্মি—সূর্য্যের সন্তাপনী শক্তি, এই প্রকার সতত পরিণামের কারণ। সূর্য্যদেব স্বীয় সন্তাপনী শক্তি দ্বারা জগৎকে নিরন্তর সন্তপ্ত করিতেছেন, জগৎ যে নিরন্তর পরিবর্ত্তিত হইতেছে, সূর্য্যদেবের এই পাকক্রিয়াই তাহার কারণ। তণ্ডুলাদি দ্রব্য সকল, অগ্নিসন্তাপে পক্ক হইয়া, অন্নাদিরূপে পরিণত হয়, জল সন্তপ্ত হইলে, বাষ্পাকার ধারণ করে। প্রত্যেক জাগতিক ক্রিয়া বা পরিবর্ত্তনই এই প্রকার সূর্য্যমরীচি বা তাপকৃত পাকবিশেষ। যেখানে পরিবর্ত্তনের ছবি নয়নে পতিত হইবে, সেইখানেই সূর্য্যের সন্তাপনী শক্তি বা তাপকে তাহার হেতুরূপে নির্দ্দেশ করিতে হইবে।

জিজ্ঞাসু—'পাক' শব্দের অর্থ কি ?

বক্তা—তুমি ত এখন পাক করিতে শিখিয়াছ, তুমি ত প্রতিদিন 'পাক' শব্দটীর ব্যবহার করিয়া থাক। যখন কোন দ্রব্যকে উত্তাপিত করা হয়, তখন ঐ উত্তাপবিশিষ্ট দ্রব্যে তাপের তারতম্যানুসারে দ্বিবিধ ক্রিয়া হইয়া থাকে। ১ম, উত্তপ্ত দ্রব্যের অণুপুঞ্জের মধ্যে রজোগুণের বা গতির বৃদ্ধি হয়, ২য়, সন্তাপবিশিষ্ট দ্রব্যের আণবিক বিশ্লেষণক্রিয়া সংঘটিত হয়, দ্রব্যের আণবিক আকর্ষণশক্তি শিথিল হয়, দ্রব্যের ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থাগত

পরিণাম হয়। ইহাকেই 'পাক' ক্রিয়া বলে। উদ্ধৃত আরণ্যক শ্রুতি এই কথা বুঝাইবার জন্য বলিয়াছেন, সূর্য্যমণ্ডল ভুবনস্থ ভূতজাতোপরি তাপ প্রদান করাতে যে 'পাকক্রিয়া' হইতেছে, সেই পাকক্রিয়ার তারতম্যানুসারে ক্ষণমুহূর্ত্তাদি কালবিশেষ নিশ্চিত হইয়া থাকে, এতদ্দ্বারাই নিমেষাদি পরার্দ্ধ পর্য্যন্ত কালবিভেদ পরিজ্ঞাত হয়। মহাভাষ্যকার ভগবান্ পতঞ্জলিদেব, ("কালাঃ পরিমাণিনা"—পা, ২।২৫) পাণিনির এই সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন, যদ্দ্বারা তরু, তৃণ, লতা প্রভৃতি মূর্ত্তিমৎ দ্রব্যজাতের কদাচিৎ উপচয়, কদাচিৎ অপচয় (হ্রাস-বৃদ্ধি) লক্ষিত হয়, তাহাকে 'কাল' বলে। মূর্ত্তিমৎ দ্রব্যসমূহের উপচয় ও অপচয় উভয়ই যদি অবিশেষ কালকৃত হয়, তাহা হইলে দিবস, রজনী, পক্ষ, মাস, অয়ন, বৎসর, যুগ ইত্যাদি বিভাগ হইল কেন? দিবস, রজনী, পক্ষ, মাস, অয়ন, বৎসর ও যুগাদিকে আমরা ভিন্ন ভিন্ন কালাবয়ব বলিয়াই জানি; কিন্তু জিজ্ঞাস্য হইতেছে, নিরবয়ব কালের অবয়ব বিভাগ কিরূপে সম্ভব হইয়া থাকে?

পতঞ্জলিদেব এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন, 'কাল' যদিও নিত্য, যদিও এক, অখণ্ড, বিভু পদার্থ, কালের যদিও বাস্তব ভেদ নাই, তথাপি ঔপাধিক ভেদ নিবন্ধন সর্ব্বগত আকাশবৎ ইহার ভেদ কল্পিত হইয়া থাকে। অখণ্ডদণ্ডায়মান কাল, ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়ার উপাধিযুক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হয়েন, কাল একরূপ ক্রিয়াযুক্ত হইলে, দিবসরূপে, একরূপ ক্রিয়াযুক্ত হইলে, রাত্রি রূপে, একরূপ ক্রিয়াযুক্ত হইলে, মাসরূপে, একরূপ ক্রিয়াযুক্ত হইলে, বৎসররূপে, একরূপ ক্রিয়াযুক্ত হইলে, যুগরূপে বিশেষিত হইয়া থাকেন। কাল কিরূপ ক্রিয়াযুক্ত হওয়াতে দিবসাদিরূপে বিভক্ত হন? পতঞ্জলিদেবের উত্তর—আদিত্যের গতিবিশেষরূপ ক্রিয়াযুক্ত হইয়া ইনি (কাল) দিবসাদি ভেদে উপলব্ধ হইয়া থাকেন।*

*"যেন মূর্ত্তীনামুপচয়াশ্চাপচয়াশ্চ লক্ষ্যন্তে তং কালমিত্যাহুঃ। তস্যৈব কয়াচিৎ ক্রিয়য়া

সুশ্রুত সংহিতাতেও উক্ত হইয়াছে, সম্বৎসরস্বরূপ ভগবান্ আদিত্য গতি-বিশেষ দ্বারা নিমেষ, কাষ্ঠা, কলা, মুহূর্ত্ত, অহোরাত্র, পক্ষ, মাস, ঋতু, অয়ন, সম্বৎসর ও যুগ প্রবিভাগ করিয়া থাকেন। নিমেষাদি যুগ পর্য্যন্ত কলনাত্মক কাল, চক্রবৎ পরিবর্ত্তমান হয়েন, বলিয়া 'কালচক্র' এই নামে উক্ত হইয়া থাকেন ("সংবৎসরাত্মকো ভগবানাদিত্যো গতি-বিশেষেণ নিমেষকাষ্ঠাকলামুহূর্ত্তাহোরাত্রপক্ষমাসর্ত্ত্বয়নসম্বৎসরযুগপ্রবিভাগং করোতি। * * * স এব নিমেষাদিযুগপর্য্যন্তকালচক্রবৎ পরিবর্ত্তমানঃ কালচক্রমুচ্যত ইতি"—সুশ্রুতসংহিতা, সূত্রস্থান)। সূর্য্যোপনিষদে উক্ত হইয়াছে, সূর্য্যনারায়ণই কালচক্রপ্রণেতা, আদিত্য হইতেই সর্ব্বপদার্থের উৎপত্তি হইয়া থাকে ("কালচক্রপ্রণেতারম্ শ্রীসূর্য্যনারায়ণং য এবং বেদ স বৈ ব্রাহ্মণঃ।"—সূর্য্যোপনিষৎ)।

গ্রীস্‌দেশীয় প্রসিদ্ধ দার্শনিক আরিস্ততাল্ (Aristotle) গতির পৌর্ব্বাপর্য্য সম্বন্ধাত্মক মান বা সংখ্যাকে 'কাল' (Time) বলিয়াছেন। তাঁহার মতে গ্রহদিগের গতি দ্বারা কলনাত্মক কাল সংখ্যাত হইয়া থাকে, গ্রহগণের সমচক্রাবর্ত্ত—চক্রগতিই, (Uniform circular motion) কালের পরিমাণাবধারণের উপযুক্ত প্রমাণ—মাননিরূপক। লীব্‌নিজ্ (Leibnitz) পরিণাম ও ঘটনাপুঞ্জের ক্রমপারম্পর্য্যকে 'কাল' (Time) বলিয়াছেন। ক্যাণ্ট্ বলিয়াছেন, ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞান যখন কাল ও দিকের জ্ঞানকে অপেক্ষা করে, কাল ও দিকের জ্ঞান যখন প্রাত্যক্ষিক প্রত্যয়ের কারণ—পূর্ব্বভাব, তখন কাল ও দিকের জ্ঞানকে ঐন্দ্রিয়ক বলা যাইতে পারে না, কার্য্য, কারণের প্রবর্ত্তক, কারণের পূর্ব্ববর্ত্তী হইবে কিরূপে? সর্ব্ব-প্রকার আন্তর জ্ঞানের—সহজবুদ্ধির (Intuitions) কালই অভিব্যক্তিহেতু, কালই আশ্রয়, জন্যপদার্থজ্ঞানের কালই জনক, কাল জন্য—উৎপত্তিশীল

যুক্তস্যাহরিতি চ ভবতি রাত্রিরিতি চ। কয়া ক্রিয়য়া? আদিত্যগত্যা। তয়ৈবাসকৃদাবৃত্তয়া মাস ইতি ভবতি সংবৎসর ইতি চ ভবতি।"—মহাভাষ্য।

পদার্থসমূহের জনক, কাল জগতের আশ্রয় ("জন্যানাং জনকঃ কালো জগতামাশ্রয়ো মতঃ।"—ভাষাপরিচ্ছেদ)। ক্যাণ্ট্‌ও এই কথাই বলিয়াছেন। রমা! আমি তোমার প্রতি একটু নিষ্ঠুর হইতেছি, না?

জিজ্ঞাসু—কেন দাদা! এই সকল কথা আমার দুর্ব্বোধ্য, তাই কি এইরূপ কথা বলিলেন? আপনার কৃপায় আমার এখন আশা হইতেছে, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, করুণাসাগর শঙ্করকে যথার্থভাবে পূজা করিতে পারিলে, আমার কোন বিষয়ই দুর্ব্বোধ্য থাকিবে না।

বক্তা—আমি যার পর নাই সুখী হইলাম, তোমার হৃদয় হইতে যেন কখনও এই বিশ্বাস বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়। এখন 'ক্ষণ' কাহাকে বলে, তাহা বলিতেছি। দ্রব্যের অবিভাজ্য অংশকে (যাহাকে আর ভাগ করা যায় না তাহাকে) যেমন 'পরমাণু'রূপে কল্পনা করা হয়, সেইরূপ অপকর্ষকাষ্ঠাপ্রাপ্ত কালকে 'ক্ষণ'রূপে কল্পনা করা হইয়া থাকে।

জিজ্ঞাসু—'অপকর্ষকাষ্ঠাপ্রাপ্ত' এই কথার অর্থ কি?

বক্তা—'অপকর্ষ' শব্দের অর্থ, ন্যূন করা, লঘু করা, কমান। 'কাষ্ঠা' শব্দ 'অতিশয়' এই অর্থের বাচক। 'অপকর্ষকাষ্ঠাপ্রাপ্ত' এই পদের সুতরাং অর্থ হইতেছে, কালকে ভাগ করিতে করিতে, কমাইতে কমাইতে যখন আর ভাগ করা যায় না, আর কমান যায় না, কালের তাদৃশ অবস্থাকে পরমাণুর ন্যায় অপকর্ষকাষ্ঠাপ্রাপ্ত বলা হইয়াছে; 'ক্ষণ' কালের পরমাণুর ন্যায় অবিভাজ্য অংশ। অথবা যে সময়ে চলিত পরমাণু, পূর্ব্বদেশ ত্যাগপূর্ব্বক পরবর্ত্তী দেশ প্রাপ্ত হয়, সেই সময় 'ক্ষণ' নামক পদার্থ। এই ক্ষণের প্রবাহের অবিচ্ছেদই—তৈলধারাবৎ একতান—অবিরাম প্রবৃত্তিই 'ক্রম'। জগৎ ক্ষণকালও পরিণামশূন্য হইয়া, পরিবর্ত্তিত না হইয়া, থাকিতে পারে না, পরিণামই জগতের জগত্ত্ব—জগতের স্বরূপ। একটী ক্ষণের পর অন্য এক ক্ষণ আসিতেছে, তৎপরে আবার অন্য এক ক্ষণ, তৎপরে অন্য এক ক্ষণ, এইরূপে অনন্ত কালপ্রবাহ চলিতেছে। আমরা যাহা অনুভব

করি, তাহা পরিণাম, তাহা পরিবর্ত্তন বা ক্রিয়া। একভাব হইতে ভাবান্তরে সংক্রমণ বা পাদবিক্ষেপই (পা ফেলা) 'পরিণাম' বা 'পরিবর্ত্তন'। 'ক্রম' ধাতু হইতে 'ক্রম' পদ সিদ্ধ হইয়াছে। 'ক্রম' ধাতুর অর্থ পাদবিক্ষেপ (পা ফেলা)। 'এক' ও আর 'এক' এই বাক্য পৌর্ব্বাপর্য্যভাবের (একভাব যুক্ত অপর ভাবের) ব্যঞ্জক—প্রকাশক। অতএব বলিতে পারা যায়, 'ক্রম' পরিণামের অপরান্ত—পরিণামের অবসান বা চরম অবয়ব (End) দ্বারা গৃহীত বা জ্ঞাত হইয়া থাকে। কল্পনাত্মক বা খণ্ড কালের জ্ঞান ক্রিয়া বা পরিণামের জ্ঞান। * পরিণাম মাত্রেই ক্রমোৎপন্ন ব্যাপার সমূহ, পরিণামের অপরান্ত—অবসান দ্বারা ক্রমের

* "যথাপকর্ষপর্য্যন্তং দ্রব্যং পরমাণুরেবম্পরমাপকর্ষপর্য্যন্তঃ কালঃ ক্ষণঃ, যাবতা বা সময়েন চলিতঃ পরমাণুঃ পূর্ব্বদেশং জহ্যাদুত্তরদেশমুপসম্পদ্যেত স কালঃ ক্ষণঃ। তৎপ্রবাহাবিচ্ছেদস্তু ক্রমঃ।"—পাতঞ্জলদর্শনের (বিঃ পাঃ ৫২ সূত্রের) ব্যাসদেবকৃত-ভাষ্য।

"ক্ষণানন্তর্য্যাত্মা পরিণামস্যাপরান্তেন—অবসানেন গৃহ্যতে ক্রমঃ।"—পাতঞ্জল দর্শনের (কৈঃ পাঃ ৩৩ সূত্রের) ব্যাসদেবকৃতভাষ্য।

কালের (Time) লক্ষণ বলিবার সময়ে প্রতীচ্য দার্শনিক সালী(Sully) যাহা বলিয়াছেন, যাঁহারা সালীর সাইকোলজী (Psychology) পড়িয়াছেন, তাঁহারা তাহা স্মরণ করিবেন। 'খণ্ডকালের জ্ঞান ক্রিয়া বা পরিণামের জ্ঞান, ক্রমের জ্ঞান', এবং 'ক্রম পরিণামের অপরান্ত দ্বারা গ্রাহ্য হইয়া থাকে' এই কথার সহিত 'কাল' (Time) কোন্ পদার্থ, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত ধীমান্ সালী যাহা বলিয়াছেন, তাহার সাদৃশ্য চিন্তনীয়। সালীর উক্তি :—

"The perfect representation of time involves a combination of the two kinds of representation just described. Time is for us a succession of events having individually and collectively a certain duration. Just as we only clearly intuit a certain length of space, or distance, when this is marked off or defined by two tangible or visible objects; so the distinct representation of any duration involves that of two defining points, a beginning and an end. And the representation of a time-series is incomplete without that of the time-intervals between the successive members of the series."——*Outlines of Psychology, 6th Ed. P. 262.*

পৌর্ব্বাপর্য্য অনুমিত হইয়া থাকে, সংকলনাত্মিকা বুদ্ধি দ্বারা অন্তিম ক্ষণে অনুভূয়মান পরিণামই ক্রমপদবাচ্য অর্থ। পূজ্যপাদ ভর্ত্তৃহরি 'ক্রিয়া' কোন্ পদার্থ, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত যাহা বলিয়াছেন, তাহা বিদিত হইলে, বুঝিতে পারিবে, ক্রিয়াজ্ঞানই ক্ষণ, মুহূর্ত্তাদি খণ্ড কালজ্ঞান। ভর্ত্তৃহরি বলিয়াছেন—"গুণভূত (তত্তৎরূপে ভাসমান) অবয়ব সমূহ দ্বারা উপলক্ষিত, সঙ্কলনাত্মক একত্ববুদ্ধি প্রকল্পিত—অভেদরূপে উপলব্ধ ক্রমোৎপন্ন ব্যাপার সমূহের নাম 'ক্রিয়া'।" † এক বৎসর ধরে আমি একখানা কাপড় পরিতেছি, এক বৎসরের পরে, একদিন হঠাৎ হস্তস্পর্শ মাত্রেই আমার পরিধেয় বস্ত্রখানির কিয়দংশ গলিয়া গেল। আমি তখন বুঝিলাম, কাপড়খানা জীর্ণ হইয়াছে। অত্যল্প চিন্তা করিলেই, বুঝিতে পারিবে, বস্ত্রখানির এই জীর্ণতা একদিনেই হয় নাই; বস্ত্রখানি যে ক্ষণে বস্ত্ররূপে পরিণত হইয়াছে, সেই ক্ষণ হইতেই, ইহার জীর্ণ পরিণাম সংঘটিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, সেই ক্ষণ হইতেই ইহার পাক ক্রিয়া প্রবৃত্ত হইয়াছে। বস্ত্রখানির জীর্ণতা সূক্ষ্মতম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্ম ইত্যাদি অবস্থা অতিক্রম পূর্ব্বক যখন স্থূলদশায় সমুপস্থিত হইল, তখনি আমি বুঝিতে পারিলাম, ইহা জীর্ণ হইয়াছে। অতএব ক্রমোৎপন্ন ব্যাপারসমূহ, পরিণামের অপরান্ত—অবসান দ্বারা অনুমিত হইয়া থাকে, সঙ্কলনাত্মিকা বুদ্ধি দ্বারা অন্তিমক্ষণে অনুভূয়মান পরিণামই 'ক্রম' শব্দের অর্থ। পতঞ্জলিদেব ও যোগসূত্রের ভাষ্যকর্ত্তা বেদব্যাস 'ক্রম' অর্থাৎ ক্ষণের তৈল ধারাবৎ—অবিচ্ছিন্নত্বই—অন্তররাহিত্যই (Absence of interval) ক্রমের আত্মা—ক্রমের স্বরূপ, পরিণামের অবসান বা চরম অবয়ব দ্বারাই 'ক্রম' গৃহীত—জ্ঞাত হইয়া থাকে (অর্থাৎ পরিণামাপরান্তনির্গ্রাহ্য),

---

† "গুণভূতৈরবয়বৈঃ সমূহঃ ক্রমজন্মনাম্। বুদ্ধ্যা প্রকল্পিতাভেদঃ ক্রিয়েতি ব্যপদিশ্যতে॥"—বাক্যপদীয়।

এই কথা বলিয়াছেন। বিবেকজ জ্ঞান কাহাকে বলে, তাহা জানিবার জন্য তোমার কৌতূহল দেখিয়া আমি অতি সংক্ষেপে কিছু বলিতেছি। 'বিবেকজ জ্ঞান' কাহাকে বলে, তাহা বুঝিতে হইলে, 'ক্ষণ' ও 'তৎক্রমের' অবিচ্ছিন্ন প্রবাহের স্বরূপ অবগত হইতে হইবে, কারণ 'ক্ষণ' ও 'তৎক্রমের' অবিচ্ছিন্ন প্রবাহের উপরি ধারণা, ধ্যান ও সমাধি করিলে বিবেকজ জ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে। এই বিবেকজ জ্ঞান 'সর্ব্ববিষয়' 'সর্ব্বথাবিষয়' এবং 'অক্রম,' অর্থাৎ বিবেকজ জ্ঞান স্বীয় প্রতিভা হইতে উৎপন্ন হয়, ইহা অনৌপদেশিক, ইহা বিনা উপদেশে আবির্ভূত হইয়া থাকে। এ জ্ঞানের কিছুমাত্র অবিষয়ীভূত নাই, এমন কিছু নাই, যাহা এই জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয় না, এতদ্দ্বারা জানা যায় না। এই বিবেকজ জ্ঞান 'সর্ব্বথা বিষয়' অর্থাৎ অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান, সমস্ত বিষয়ই এই জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইয়া থাকে, অতীত এবং অনাগতও (ভবিষ্যৎও) এই জ্ঞানে বর্ত্তমান থাকে। এই জ্ঞান অক্রম, অর্থাৎ, কোন বস্তুর এক ক্ষণের পরিণামে সংযম করিলেই এই জ্ঞান প্রভাবে উহার সর্ব্বপরিণামের জ্ঞান যুগপৎ হইয়া থাকে। বিবেকজ জ্ঞানকে এই নিমিত্ত 'তারক জ্ঞান' বলা হইয়াছে ("তারকং সর্ববিষয়ং সর্ব্বথাবিষয়মক্রমং চেতি বিবেকজং জ্ঞানম্।"—পাং দং, বি, পা, ৫৪ সূত্র) আমি যে উদ্দেশ্যে এই সকল কথা বলিতেছি, তাহা বোধ হয়, তোমার মনে আছে।

জিজ্ঞাসু—'শিবরাত্রি ব্রত' কি জন্য মাঘ-ফাল্গুনের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী তিথির রাত্রিতে করিতে হয়, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত 'কাল' পদার্থের স্বরূপ প্রদর্শন আবশ্যক হইয়াছে। কাল 'অখণ্ডদণ্ডায়মান' ও 'খণ্ড' বা কলনাত্মক ভেদে দ্বিবিধ। অথর্ব্ববেদ, তৈত্তিরীয় আরণ্যক, সূর্য্যসিদ্ধান্ত, মহাভাষ্য, সুশ্রুত সংহিতা প্রভৃতি হইতে অখণ্ডদণ্ডায়মান কাল ও পরমাত্মা যে এক পদার্থ, আপনি তাহা বুঝাইয়াছেন। খণ্ডকাল সম্বন্ধে তৈত্তিরীয় আরণ্যক, মহাভাষ্যকার ভগবান্ পতঞ্জলিদেব, সূর্য্যসিদ্ধান্ত, সুশ্রুত সংহিতা

প্রভৃতি যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে 'ক্রিয়া' 'পরিণাম' বা ক্রমোৎপন্ন ব্যাপার সমস্তই যে ক্ষুদ্র, বৃহৎ কালপদার্থ, তাহা অবগত হইয়াছি। 'ক্ষণ ও তাহার অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ বা ক্রমে সংযম করিলে বিবেকজ জ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে,' ভগবান্ পতঞ্জলিদেবের এই কথার তাৎপর্য্য কি, তাহা জানিবার নিমিত্ত আমার কৌতূহল হওয়ায়, আপনি অতি সংক্ষেপে 'ক্ষণ' ও ক্রমের স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছেন। যোগ ও জ্যোতিষ দ্বারা যে অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই ত্রিবিধ পরিণাম সম্যগ্‌রূপে জানিতে পারা যায় তাহা জানান, আমার বোধ হয়, বিবেকজ জ্ঞান সম্বন্ধে কিছু বলিবার অন্য কারণ। এখন যাহা বলিতে হইবে, তাহা বলুন।

বক্তা—জ্যোতির্ব্বিৎ বা কালবিধানশাস্ত্রজ্ঞ, গণনা দ্বারা অতীত ও ভবিষ্যৎ ঘটনাসমূহ বলিতে পারেন, কোন্ বৎসরে, কোন্ মাসে, কোন্ পক্ষে, কোন্ তিথিতে, কোন্ মুহূর্ত্তে কোন্ ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে বা হইবে, কোন্ সময়ে কোন্ কোন্ গ্রহ কোন্ কোন্ গ্রহের সহিত কোন্ কোন্ রাশিতে সম্মিলিত হইবেন এবং তন্নিবন্ধন কিরূপ প্রাকৃতিক পরিণাম হইবে, জাতকের ভাবিজীবন কিরূপ হইবে, কোন্ সময়ে কোন্ কর্ম্ম করিলে, তাহা সফল হইবে, কোন্ কালে, কোন্ কোন্ কর্ম্ম করা উচিত বা উচিত নহে, জ্যোতির্ব্বিদ্ ইত্যাদি পূর্ব্ব হইতেই জানিতে পারেন, গণনায় যদি ভ্রান্তি না থাকে, তাহা হইলে, অগ্রনিরূপকের ভবিষ্যদ্‌বাণী কখনও মিথ্যা হয় না। গণিততন্ত্রকুশল, জ্যোতির্ব্বিৎ সুধীবর্গ বা অন্যান্য বৈজ্ঞানিকগণ যে ভাবি-ঘটনা সকল বলিতে পারেন, তাহার কারণ কি ?

পরিণামমাত্রেই নির্দ্দিষ্ট নিয়মাধীন, সকল পরিণামই নির্দ্দিষ্ট ক্রমানুসারে হইয়া থাকে, সকল কার্য্যের কারণ স্থির আছে, যে যে কারণসমবায়ে যে যে কার্য্য সংঘটিত হইয়াছে, সেই সেই কারণসমবায়ে চিরদিনই সেই সেই কার্য্যের উৎপত্তি হইবে। বৈজ্ঞানিকগণ যে, ভবিষ্যতের দর্শন করিতে পারেন, ইহাই তাহার একমাত্র কারণ, একটী পতনশীল বস্তু

তিন সেকেণ্ডে কতদূর পতিত হয়, গণিতকুশল গণনা দ্বারা তাহা বলিতে পারেন।

জিজ্ঞাসু—কিরূপে তাহা বলিতে পারেন ?

বক্তা—পরীক্ষা দ্বারা নিরূপিত হইয়াছে, পতনশীল কোন বস্তু এক সেকেণ্ডে যতদূর পড়ে, দুই সেকেণ্ডে তাহার চতুর্গুণ, তিন সেকেণ্ডে তাহার নবগুণ দূরে পতিত হইয়া থাকে। এইরূপ নিয়ম হইবার কারণ কি, তাহা আমি তোমাকে পরে বুঝাইয়া দিব।

শাস্ত্রকারেরা যে ভবিষ্যৎ ঘটনাসমূহ বহুপূর্ব্বে নিরূপণ করিয়াছিলেন, তাহাও সূক্ষ্ম গণিতমূলক, তাঁহারা গণনা দ্বারাই অনাগত ঘটনা সকল জানিতে পারিতেন।

জিজ্ঞাসু—আপনি যে পূর্ব্বে বলিলেন, বিবেকজজ্ঞান সর্ব্ববিষয়, সর্ব্বথাবিষয় এবং অক্রম, বিবেকজজ্ঞানের কোন কিছু অবিষয়ীভূত থাকে না, যাঁহার বিবেকজজ্ঞানের আবির্ভাব হইয়াছে, তাঁহার অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান হইয়া থাকে, বিবেকজজ্ঞানে একক্ষণে সর্ব্ববিষয়ের সর্ব্বথা গ্রহণ হয়, বিবেকজজ্ঞানকে এই নিমিত্ত 'অক্রম' বলা হইয়াছে। আমার এই নিমিত্ত জানিতে ইচ্ছা হইতেছে, শাস্ত্রকারেরা কি বিবেকজজ্ঞানবান্ ছিলেন না ? বিবেকজজ্ঞানবান্‌কে গণনা করিয়া ভবিষ্যৎ ঘটনা বলিতে হইবে কেন ?

বক্তা—তোমার এইরূপ জিজ্ঞাসা বালিকোচিত নহে, ইহা প্রকৃত তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু ধীমানের জিজ্ঞাসা, ইহা শাস্ত্রীয় প্রতিভাবিশিষ্টের জিজ্ঞাসা। আমার এখন বিশ্বাস দৃঢ় হইল, করুণাময় শঙ্করের কৃপায়, তুমি যথার্থভাবে তাঁহার পূজা করিতে পারিবে, তাঁহার কৃপায় তোমার বিশুদ্ধ জ্ঞানের উদয় হইবে, সর্ব্বসন্তাপনাশিনী ভক্তিদেবী তোমার হৃদয়কে কৃতার্থ করিবেন। যোগাভ্যাস দ্বারা বশীকৃতমানস যুক্তযোগীর সর্ব্বদা সর্ব্ববিষয়ের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। 'যুক্ত' ও 'যুঞ্জান' ভেদে যোগী দ্বিবিধ। 'যুক্তযোগী' বিনা ধ্যানে,

চিন্তা না করিয়াই সর্ব্ববিষয় প্রত্যক্ষ করিতে পারেন ; যুঞ্জানযোগী বিষয়ান্তর হইতে চিত্তকে প্রত্যাহার করিয়া ধ্যেয় বিষয়ে চিত্তকে সন্ধারণপূর্ব্বক ধ্যেয় বিষয়ে একাগ্রচিত্ত হইয়া, স্থূল, সূক্ষ্ম, ব্যবহিত ও বিপ্রকৃষ্ট (দূরস্থিত) পদার্থ-সমূহ প্রত্যক্ষ করিতে ক্ষমবান্ হইয়া থাকেন ("যুক্তস্য সর্ব্বদা ভানং চিন্তাসহকৃতোঽপরঃ।"—ভাষাপরিচ্ছেদ)। পূজ্যপাদ ভর্ত্তৃহরি বলিয়াছেন, আবির্ভূতপ্রকাশ (আবির্ভূত হইয়াছে—চিত্ত সর্ব্বথা মলবিরহিত হওয়াতে যাঁহার জ্ঞান পূর্ণভাবে বিকাশিত হইয়াছে) অনুপক্রুতচিত্ত (যাঁহার চিত্ত কোন কারণে উপক্রুত হয় না—বিক্ষিপ্ত হয় না) পুরুষের অতীত ও অনাগত জ্ঞান প্রত্যক্ষ হইতে বিশিষ্ট নহে, অতীত এবং অনাগতও তাঁহার সমীপে বর্ত্তমানবৎ। অতএব সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা নিখিল বস্তুতত্ত্বজ্ঞ ঋষিদিগের জ্ঞান যে, সর্ব্ববিষয় ও সর্ব্বথাবিষয়, ঋষিদিগের জ্ঞান যে, অক্রম, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বর্ত্তমানকালের জড়বিজ্ঞানসর্ব্বস্ব পরিচ্ছিন্নদৃষ্টি স্বদেশীয়-বিদেশীয় পুরুষগণের কাছে এ সকল কথা অযৌক্তিক বোধে অবজ্ঞাত হইলেও, অবিকৃত আর্য্যসন্তানগণ আপ্তোপদেশ বলিয়া ইহাদিগকে সমাদর করিবেন। আর্য্যশাস্ত্রপ্রভাকর হইতে আলোক প্রাপ্ত হইয়া প্রতীচ্য সাধুগণের মধ্যে কেহ কেহ প্রাগুক্ত যোগবিভূতির প্রতি যে আস্থাবান্ ছিলেন, এবং এখনও আছেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। লর্ড্ লিটন্ কৃত 'জেনোনী' (Zanoni) নামক 'নভেল' পাঠ করিলে, আমি যাহা বলিলাম তাহা যে মিথ্যা নহে, তাহা প্রমাণীকৃত হইবে। লর্ড্ লিটন্ স্পষ্টভাবে বুঝাইয়াছেন, চিত্ত শুদ্ধ হইলে, হৃদয় জাগতিক কামনাবিরহিত হইলে, ইন্দ্রিয়শক্তি সমধিক সুতীক্ষ্ণ হয়, দিব্যদৃষ্টি লাভ হয়। ইহা ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার নহে, অতিপ্রাকৃতিক নহে, ইহা বিশুদ্ধ বিজ্ঞান। *

* "But first, to penetrate this barrier, the soul with which you listen must be sharpened by intense enthusiasm, purified from all earthlier desires. * * * , when thus prepared, science can be brought to aid it ; the sight itself may be rendered more subtle,

শাস্ত্রকারদিগের ভবিষ্যৎ ঘটনা সমূহের পূর্ব্বেক্ষণও সূক্ষ্মগণিতমূলক আমার এইরূপ কথা বলিবার উদ্দেশ্য হইতেছে, শাস্ত্রকারেরা যে ভবিষ্যৎ ঘটনাসকলের বহুপূর্ব্বে নিরূপণ করিয়াছিলেন, তাহা বুজ্‌রুকী নহে, অতি-প্রাকৃতিক নহে, ইহা জানান।

কলনাত্মক কাল মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত ভেদে দ্বিবিধ। সূর্য্যসিদ্ধান্ত প্রাণকে মূর্ত্তকালের আদিভূত—একক (Unit) রূপে অবধারণ করিয়াছেন। সুস্থশরীরে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের যে সময়, তাহার নাম 'প্রাণ'। ইংরাজী চার (৪) সেকেণ্ডে এক প্রাণ। 'ত্রুটি' অমূর্ত্তকালের আদি। এক সেকেণ্ডের ৩৩৭৫০ ভাগের এক ভাগে এক 'ত্রুটি' হয়। ছয় প্রাণে এক পল এবং ৬০ পলে এক নাড়ী (দণ্ড বা ঘটিকা) হয়। ষষ্ঠি (৬০) নাড়ীতে এক নাক্ষত্র অহোরাত্র (A sidereal day and night) হয়; ত্রিংশৎ (৩০) অহোরাত্রে এক নাক্ষত্র মাস (A sidereal month) হইয়া থাকে। এক সূর্য্যোদয় হইতে পুনঃ সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত যে সময়, তাহার নাম সাবন অহোরাত্র (Terrestrial day)। ত্রিংশৎ সাবন অহোরাত্রে এক সাবন মাস হইয়া থাকে। এক তিথির আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত যে কাল, তাহার নাম চান্দ্র অহোরাত্র (Lunar day)। ত্রিংশৎ তিথিতে এক চান্দ্র মাস হয়। সূর্য্যের এক রাশি হইতে অন্য রাশিতে সংক্রমণ পর্য্যন্ত যে সময়, তাহার নাম সৌর মাস (The time which the Sun requires to move from one sign of the Zodiac to the next)। † ঐরূপ

---

the nerves more acute, the spirit more alive and outward, and the element itself —— the air, the space may be made, by certain secrets of the higher chemistry, more palpable and clear. And this, too, is not magic, as the credulous call it, as I have so often said before, magic (or science that violates nature) exists not ; it is but the science by which nature can be controlled."——*Zanoni, Book IV, Chap. IV.*

† "ভদ্বাদশ সহস্রাণি চতুর্যুগমুদাহৃতম্। সূর্য্যাব্দসংখ্যয়া দ্বিত্রিসাগরৈরযুতাহতৈঃ ॥

দ্বাদশ সৌর মাসে এক সৌর বৎসর হইয়া থাকে। সৌর এক বৎসরে দেবতাদিগের এক অহোরাত্র।

সূর্য্যসিদ্ধান্ত বলিয়াছেন, ধর্ম্মপাদ ব্যবস্থানুসারে চারিযুগের পরিমাণ অবধারিত হইয়া থাকে। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন, অক্ষিপক্ষ্মের স্বাভাবিক উন্মেষসঙ্কোচকে 'নিমেষ' বলে; অষ্টাদশ 'নিমেষে' এক 'কাষ্ঠা' হয়, ত্রিংশৎ 'কাষ্ঠায়' এক 'কলা' হয়, ত্রিংশৎ 'কলায়' এক 'মুহূর্ত্ত' এবং ত্রিংশৎ 'মুহূর্ত্তে' এক 'অহোরাত্র' হইয়া থাকে। মনুষ্যদিগের এক মাসে পিতৃলোকের এক দিবারাত্রি, এবং মনুষ্যদিগের এক বৎসরে দেবতাদিগের এক অহোরাত্র হয়। উত্তরায়ণ দেবতাদিগের 'দিন,' এবং দক্ষিণায়ন তাঁহাদিগের 'রাত্রি'।

আমি তোমাকে বেদনয়ন জ্যোতিষশাস্ত্র হইতে যাহা যাহা বলিলাম বা পরে বলিব, তৎসমস্তই যে বেদমূলক, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ধর্ম্মপাদ ব্যবস্থানুসারে চারিযুগের পরিমাণ অবধারিত হইয়াছে, সূর্য্যসিদ্ধান্তের এই কথা যে অথর্ব্ববেদমূলক, উদ্ধৃত মন্ত্র হইতে তাহা সপ্রমাণ হইবে।

"শতং তে যুক্তং হায়নান্ দ্বে যুগে ত্রীণি চত্বারি কৃণ্মঃ।"

—অথর্ব্ববেদসংহিতা ৮।২।২১

ইহা কুমারের দীর্ঘায়ুপ্রাপ্তির নিমিত্ত আশীর্ব্বাদমন্ত্র। মন্ত্রটীর অভিপ্রায় হইতেছে, ১২০০০ দিব্য বর্ষরূপ যুগকে ৪+৩+২+১ অর্থাৎ দশভাগ করিলে যে ভাগফল লব্ধ হইবে, তাহাকে যথাক্রমে ৪, ৩, ২, ১ দিয়া গুণ করিলে, সত্যাদি যুগচতুষ্টয়ের প্রত্যেকের মান জানা যাইবে, যুগত্রয়ের দিব্য

সন্ধ্যাসন্ধ্যাংশসহিতং বিজ্ঞেয়ং তচ্চতুর্যুগম্। কৃতাদীনাং ব্যবস্থেয়ং ধর্ম্মপাদব্যবস্থয়া॥ প্রাণাদিঃ কথিতো মূর্ত্তস্ত্রট্যাদ্যোঽমূর্ত্তসংজ্ঞকঃ। ষড়্‌ভিঃ প্রাণৈর্বিনাড়ী স্যাত্তৎষষ্ঠ্যা নাড়িকা স্মৃতা॥ নাড়ীষষ্ঠ্যা তু নাক্ষত্রমহোরাত্রং প্রকীর্ত্তিতং। তত্রিংশতা ভবেন্মাসঃ সাবনোঽর্কোদয়ৈস্তথা॥ ঐন্দবস্তিথিভিস্তদ্বৎ সংক্রান্ত্যা সৌর উচ্যতে। মাসৈর্দ্বাদশভির্বর্ষং দিব্যং তদহ উচ্যতে॥"—সূর্য্যসিদ্ধান্ত।

বর্ষসংখ্যা নিরূপিত হইবে। হে কুমার! আমি প্রথমে ক্রিয়মাণ সংস্কার-বিশেষ দ্বারা সর্ব্বমনুষ্যসাধারণ শত সম্বৎসর তোমার আয়ুষ্য বিধান করিব, যাহাতে তুমি এক শত বৎসর জীবিত থাক, তাহা করিব। তাহাকেই আবার অযুত সংখ্যাতে বর্দ্ধিত করিব। এইরূপে ক্রমশঃ তোমার জীবিত-কালকে যুগচতুষ্টয়ব্যাপী করিব।*

আমাদের একবর্ষে যে দেবতাদিগের একদিন হয়, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে তাহা উক্ত হইয়াছে (একং এতদ্দেবানামহঃ যৎ সংবৎসরঃ ॥"—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ৩।৯।২২)।

'অহোরাত্র' সম্বৎসরের দুইটী চক্র স্বরূপ। এই চক্রদ্বয়ের আবর্ত্তনেই সম্বৎসর পূর্ণ হয়। (এতে হ বৈ সম্বৎসরস্য চক্রে যদহোরাত্রে তাভ্যামেব তং সম্বৎসরমেতি।"—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৫।৫।৩০)। ঘটিকা যন্ত্রের সেকেণ্ডের শঙ্কু (কাঁটা) ষাটবার আবর্ত্তিত হইয়া যেরূপ মিনিটের শঙ্কুকে একবার আবর্ত্তিত করে, অহোরাত্রচক্র সেইরূপ ত্রিংশৎবার ঘূর্ণিত হইয়া মাসচক্র সংঘটিত করে। মাসচক্রও অহোরাত্রের ন্যায় 'শুক্ল' ও 'কৃষ্ণ' এই দুই ভাগে বিভক্ত। ঘটিকা যন্ত্রের মিনিটের শঙ্কু ষাটবার ঘুরিয়া যে রূপ ঘণ্টার শঙ্কুকে আবর্ত্তিত করে, সেইরূপ মাসচক্র দ্বাদশবার ঘুরিয়া সংবৎসর চক্রকে ঘুরাইয়া থাকে। সংবৎসর চক্রই বৃহত্তম চক্র নহে; শাস্ত্রে সংবৎসর চক্রের পর 'যুগচক্র', 'মন্বন্তর চক্র', 'কল্পচক্র', ও 'মহাপ্রলয়চক্র', এই চতুর্ব্বিধ চক্রের অস্তিত্ব ও ইহাদের গতি বা আবর্ত্তনতত্ত্ব বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। 'ক্ষণ', 'মুহূর্ত্ত', 'দিবস', 'পক্ষ', 'ঋতু', 'অয়ন', 'বৎসর', 'যুগ', 'মন্বন্তর', 'কল্প' ও 'মহাপ্রলয়', বেদ-শাস্ত্র মতে কলনাত্মক কালের ইহারা বিশেষ বিশেষ অবস্থা ও বিশেষ বিশেষ পর্ব্ব। জগতের ইতিহাস জানিতে হইলে, এই কলনাত্মক কালের আদ্যন্ত, অপিচ ভূলোকাদি লোকত্রয়ের তত্ত্ব সম্যগ্‌রূপে বিদিত হইতে

* "হে বালক! তে শত হায়নান্ কৃণ্মঃ। তানেব অযুতং চ হায়নান্ কৃণ্মঃ। তানেব দ্বে যুগে কৃণ্মঃ। ত্রীণি যুগানি কৃণ্মঃ। চত্বারি যুগানি কৃণ্ম ইতি।"—সায়ণভাষ্য।

হইবে। যাহাতে ক্ষণচক্র হইতে মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত প্রত্যেক চক্রের আবর্ত্তন এবং কোন্ চক্রের আবর্ত্তনে কিরূপ প্রাকৃতিক পরিণাম সংঘটিত হইয়া থাকে, তদুপদেশ আছে, তাহাই প্রকৃত ও পূর্ণ ইতিহাস। এই অবিকলাঙ্গ ইতিহাস কি অন্য কোন দেশে আছে? থাকাত দূরের কথা, ইতিহাসের এইরূপ পূর্ণচিত্র কল্পনা তূলিকা দ্বারা অঙ্কিত করিতে পারেন, ভারতবর্ষ ভিন্ন এ পর্য্যন্ত অন্য কোন দেশে তাদৃশ কল্পনাশক্তিবিশিষ্ট চিত্রকরও জন্মগ্রহণ করেন নাই। অণুবীক্ষণ, দূরবীক্ষণ প্রভৃতি যন্ত্র সমূহ যে সকলপদার্থের অস্তিত্বের সাক্ষ্য প্রদান করে না, পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ সাধারণতঃ সেই সকল পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, সেই সকল পদার্থ ইহাঁদের সমীপে আকাশকুসুমবৎ অলীক পদার্থ। যাঁহারা অণুবীক্ষণ, দূরবীক্ষণাদি যন্ত্র সমূহের অনধিগম্য, যোগনেত্র-দ্রষ্টব্য, বেদাদিশাস্ত্রসিদ্ধ পদার্থ সকলের অস্তিত্বে আস্থাবান্, পাশ্চাত্য সুধীগণের দৃষ্টিতে, বর্ত্তমান সময়ের অধিকাংশ শিক্ষিতম্মন্য বৈদিক আর্য্য-বংশধরের নয়নে, তাঁহারা অসভ্য, তাঁহারা বর্ব্বর। এই রূপ অবস্থাতে যুগ-চক্রাদির কথা বলা, স্বর্গাদি লোকের সংবাদ দেওয়া, সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ দেহের স্বরূপ বর্ণন করা, দেবতাদিগের অধিষ্ঠাতৃত্ব ও ক্রিয়াকারিত্বের বিবরণ করা, দেবযোনি ভূত-পিশাচাদির কথা বলা, শিবের মাঘ-ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী রাত্রিতে ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করার কথা বলা, ভিন্ন, ভিন্ন তিথি-নক্ষত্রে, ভিন্ন, ভিন্ন দেবতার পূজাদি করিলে, তাঁহাদের বিশেষ তৃপ্তি হয়, তুষ্টি হয়, এইরূপ বাক্য উচ্চারণ ও তাহার সমর্থনের চেষ্টা করা দুঃসাহস ও বৃথা শ্রম, সন্দেহ নাই। তবে যাঁহাদের শাস্ত্রশ্রদ্ধা একেবারে বিনষ্ট হয় নাই, তাঁহাদের উপকারার্থ যথোক্ত বিষয় সম্বন্ধে বেদ-শাস্ত্র হইতে যাহা শ্রবণ করা যায়, তাহার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যানের চেষ্টা অবশ্য কর্ত্তব্য, সন্দেহ নাই। মাঘ-ফাল্গুনের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীর রাত্রিতে 'শিবরাত্রি-ব্রত' করা হয় কেন, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত আমি 'কাল' সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে যথাপ্রয়োজন কিছু বলিয়াছি, বলিতেছি। 'শিবরাত্রি ব্রত' কি নিমিত্ত

মাঘ-ফাল্গুনের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীতে অনুষ্ঠিত হইবার বিধি হইয়াছে, তাহা জানিতে হইলে, তিথি ও পক্ষ সম্বন্ধে, পূর্ব্বে কিছু শুনিতে হইবে।

'তিথি' শব্দের নিরুক্তি।

'তিথি' শব্দ বিস্তারার্থক 'তন' (তনু বিস্তারে) ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। যে কালবিশেষ বর্দ্ধমানা কিংবা ক্ষীয়মানা এক চন্দ্রকলাকে বিস্তার করে, তাহাকে 'তিথি' বলে। অথবা, যথোক্ত কলা দ্বারা যাহা বিস্তারিত হয়, তাহা 'তিথি' ("তত্র, তিথি-শব্দস্তনোতের্থাতোর্নিষ্পন্নঃ। তনোতি বিস্তারয়তি বর্দ্ধমানাং ক্ষীয়মানাং বা চন্দ্রকলামেকাং যঃ কালবিশেষঃ সা তিথিঃ। যদ্বা যথোক্তকলয়া তন্যতে ইতি তিথিঃ।"—কালমাধব)। সিদ্ধান্ত শিরোমণি নামক জ্যোতিষগ্রন্থেও উক্ত হইয়াছে, "কলা দ্বারা বিস্তারিত হয় বলিয়া প্রতিপদাদি তিথি সমূহের 'তিথি' এই নাম হইয়াছে" ("তন্যন্তে কলয়া যস্মাৎ তস্মাত্তাস্তিথয়ঃ স্মৃতাঃ"—সিদ্ধান্ত শিরোমণি)। স্কন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে, "আধারশক্তিরূপা যে মহামায়া দেহীদিগের দেহধারিণীরূপে সংস্থিতা আছেন, তিনি চন্দ্রমণ্ডলের ষোড়শ ভাগ দ্বারা পরিচিতা চন্দ্র দেহধারিণী অমা নাম্নী 'মহাকলা' নামে প্রোক্তা হইয়া থাকেন; ইনি ক্ষয়োদয়রহিতা—ইহঁার ক্ষয় বা উদয় নাই; ইনি নিত্যা তিথি। অন্য ক্ষয়োদয়বতী দিবসব্যবহারোপযোগিনী,—প্রতিপদাদি তিথি-বিশেষরূপা পঞ্চদশকলা পঞ্চদশ 'তিথি' নামে সমাখ্যাতা" ("অমা ষোড়শ-ভাগেন দেবি! প্রোক্তা মহাকলা। সংস্থিতা পরমামায়া দেহিনাং দেহধারিণী॥ অমাদি-পৌর্ণমাস্যন্তা যা এব শশিনঃ কলাঃ। তিথয়স্তাঃ সমাখ্যাতাঃ ষোড়শৈব বরাননে॥"—স্কন্দপুরাণ)। ঐতরেয় ও তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে, চন্দ্রমার এক উদয় হইতে দ্বিতীয় উদয় পর্য্যন্ত

কালের নাম তিথি। * প্রথম কলা ক্রিয়ারূপা 'প্রতিপৎ' এবং দ্বিতীয়াদি কলা ক্রিয়ারূপা দ্বিতীয়াদি। "অত্র প্রথম কলা ক্রিয়ারূপা প্রতিপৎ এবং দ্বিতীয়াদি কলা ক্রিয়ারূপা দ্বিতীয়াদি।"—তিথিতত্ত্ব)। 'ক্রিয়াই কাল'—'ক্রিয়াজ্ঞানই কালজ্ঞান' পূর্ব্বোক্ত এই কথা স্মরণ করিবে।

তিথি ভাগ।

দ্বাদশ সংখ্যক মাসাত্মক বা মেষাদি রাশ্যাত্মক অর—রথাঙ্গের অবয়বযুক্ত সত্যস্বরূপ সনাতন অবিচল আদিত্যের চক্র পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তন করিতেছে, ইহাতে স্ত্রী-পুরুষরূপে পরস্পর মিথুনীভূতা বিংশতি উত্তর সপ্তশত সংখ্যক সূর্য্যের পুত্রস্বরূপ (সূর্য্য হইতে উৎপন্ন) ৭২০ (৩৬০ দিন এবং ৩৬০ রাত্রি) অহোরাত্র অর্থাৎ তিথি ভোগ হইয়া থাকে। "দ্বাদশারং নহি তজ্জরায় বর্বর্ত্তি চক্রং পরিদ্যামৃতস্য। আপুত্রা অগ্নে মিথুনাসো অত্র সপ্তশতানি বিংশতিশ্চ তস্থুঃ॥"—ঋগ্বেদসংহিতা ২।৩।১৬)।

অমাবস্যা ও পূর্ণিমা।

'অমা' শব্দের অর্থ 'সহিত'; যে তিথিতে চন্দ্রমা সূর্য্যের সহিত সঙ্গত হন, সেই তিথির নাম 'অমাবস্যা'। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে, অমাবস্যাতে চন্দ্রমা আদিত্যে অনুপ্রবেশ করেন; এবং আদিত্য হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন ("চন্দ্রমা অমাবস্যায়ামাদিত্যমনুপ্রবিশতি। আদিত্যাদ্বৈ চন্দ্রমা জায়তে।"—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ)। গোভিলগৃহ্যসূত্রে উক্ত হইয়াছে, সূর্য্য ও চন্দ্রমার যে পরসন্নিকর্ষ (উপরি—অধোভাবাপন্ন সমসূত্রপাত ন্যায়ে রাশির একাংশের অবচ্ছেদে সহ অবস্থানরূপ) তাহা 'অমাবস্যা'। সূর্য্য

---

* "যাং পর্য্যস্তমিয়াদভ্যুদিয়াদিতি সা তিথিঃ।"—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ।

"চন্দ্রমা বৈ পঞ্চদশঃ। এষ হি পঞ্চদশ্যামপক্ষীয়তে। পঞ্চদশ্যামাপূর্য্যতে॥"—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ১।৫।১০।

ও চন্দ্রমার যে পরবিপ্রকর্ষ—সূর্য্য হইতে চন্দ্রমার সপ্তম রাশিতে অবস্থানরূপ যে অত্যন্ত দূরস্থিতি, তাহা পৌর্ণমাসী ("সূর্য্যাচন্দ্রমসোর্যঃ পরঃ সন্নিকর্ষঃ সাঽমাবস্যা। সূর্য্যাচন্দ্রমসোর্যঃ পরো বিপ্রকর্ষঃ সা পৌর্ণমাসী।"—গোভিলগৃহ্যসূত্র)।

"শিবরাত্রি ব্রত" মাঘ-ফাল্গুনের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী রাত্রিতে করিতে হয় কেন, তাহা বুঝাইতে প্রবৃত্ত হইয়া, তোমাকে কাল সম্বন্ধে এত কথা (যে সকল কথার মধ্যে বহু কথাই তোমার দুর্ব্বোধ্য) বলিয়েছি কেন, তোমার কি তাহা জানিবার ইচ্ছা হইতেছে না ? তোমার কি এই সকল কথা শুনিতে ভাল লাগিতেছে ? আমি তোমাকে যে সকল কথা শুনাইতেছি, তাহারা কি, তোমার একেবারে অবোধ্যরূপে প্রতীয়মান হইতেছে রমা ! তোমার মুখখানির দিকে তাকাইলে আমার মনে হয়, তুমি আমার এই সকল কথার অর্থ গ্রহণ করিতে পারিতেছ না, এবং বুঝিতে পারিতেছ না বলিয়া তোমার কষ্ট হইতেছে।

জিজ্ঞাসু—আপনার এই মহামূল্য উপদেশ সমূহের যোগ্য শ্রোত্রী হইতে পারিতেছি না বলিয়া আমার অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে, সন্দেহ নাই। পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক হইতেছে, বুক ফাটিয়া যাইতেছে, সম্মুখে সুবাসিত সুশীতল জল রহিয়াছে, কিন্তু গিলিবার শক্তি নাই, এইরূপ অবস্থায় যেরূপ কষ্ট হয়, আমার সেইরূপ কষ্ট হইতেছে। তথাপি স্বীকার করিতেছি, এক মৃতসঞ্জীবনী আশা আমাকে বড় শান্তি দিতেছে, আমার সকল কষ্ট হরণ করিতেছে, আমার ধৈর্য্যকে বিচলিত হইতে দিতেছে না, আমার উৎসাহকে কমিতে দিতেছে না।

বক্তা—সে কিসের আশা রমা ? কিসের আশা তোমাকে কাল প্রতীক্ষা করিবার বল দিতেছে ?

জিজ্ঞাসু—আপনি বুঝাইয়াছেন, কাল পরমাত্মা, কাল আমার পরমারাধ্য দেবতা, কাল আমার শিবযুক্ত শিবা, আপনি বুঝাইয়াছেন,

কাল বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কারণ, কাল মন, কাল প্রাণ, কালই সকলের সব। আপনি সেই কালের স্বরূপ বর্ণন করিতেছেন, আমার প্রাণের প্রাণ যিনি, আমার মনের মন যিনি, আমার সকলের সব যিনি, আপনি তাঁহাকে দেখিবার চোক্ ফুটাইবার চেষ্টা করিতেছেন, আহা! ইহা ভাবিয়া আমার কত আনন্দ হইতেছে? আমি যাঁহাকে দেখিবার জন্য, যাঁহার স্বরূপ জানিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়াছি, আপনি তাঁহাকে দেখিবার, তাঁহার স্বরূপ জানিবার উপায় বলিয়া দিতেছেন, আহা! ইহাতে আমার হৃদয়ে কিরূপ আশার সঞ্চার হইতেছে? আপনার সকল কথার অর্থ এখন বুঝিতে পারিতেছি না বটে, কিন্তু যাঁহার কৃপায় কুঞ্জরমূর্খও প্রাজ্ঞ হয়, আমি একদিন নিশ্চয় তাঁহার কৃপায় এই সকল কথার যথার্থ অর্থ বুঝিতে পারিব, এই আশাই আমার মৃত সঞ্জীবনী, এই আশাই আমার ধৈর্য্যকে বিচলিত হইতে দিতেছে না, এই আশাই আমার উৎসাহকে কমিতে দিতেছে না। আমি আর কিছু নাই বুঝিতে পারি, আপনি শিব-শিবারই স্তব করিতেছেন, আমার আরাধ্য দেবতারই নাম কীর্ত্তন করিতেছেন, আমিত তাহা বুঝিতে পারিতেছি দাদা! সকল কথার অর্থ না বুঝিলেও, পরমাত্মা বা শিব-শিবা হইতে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়, অথবা জন্ম, স্থিতি, বিপরিণাম, বৃদ্ধি, অপক্ষয় ও নাশ হইয়া থাকে, বিশ্বের শুভাশুভ মহাকাল ও মহাকালী হইতে হইয়া থাকে, ক্ষণ হইতে মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত যে যে রূপ পরিণাম হয়, তৎসমস্তই শিব-শিবা হইতেই হইয়া থাকে, ক্ষণাদি প্রত্যেক কালাবয়ব কাল-কাল বা শিব-শিবার আশ্রিত, শিব-শিবার ভিন্ন, ভিন্ন শক্তিই ক্ষণাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তাঁহারাই শুভ বা অশুভ কর্ম্মফলদাতা, আপনি সামান্যতঃ যে, এই কথাই বলিতেছেন, আমিত তাহা একটু বুঝিতে পারিতেছি, আমার পক্ষে ইহাই কি, আশাতিরিক্ত লাভ নহে দাদা! আপনার সকল কথা বুঝিতে পারিতেছি না বলিয়া আমার কষ্ট হয় সত্য, কিন্তু আমার হৃদয় আশাহীন হয় না, আমার

ধৈর্য্যের হানি হয় না, আমার উৎসাহের হ্রাস হয় না। সব বুঝিতে না পারিলেও, আমি ভগবানের নাম শুনিতেছি, এই ধারণা আমাকে বড় আনন্দ দেয় দাদা! আমি করুণাময় শিবাযুক্ত শিবের শিবপ্রিয় রাত্রিতে একদিন যথার্থভাবে পূজা করিব, তাঁহার চরণে পূর্ণভাবে আত্মভার ন্যস্ত করিব, তাঁহার 'রমা' সম্পূর্ণভাবে আবার তাঁহার হইবে এই আশাই মৃত সঞ্জীবনী, এই আশাই আমার একমাত্র আশ্রয়।

বক্তা—তুমি যে, আমার উপদেশের সারাংশ গ্রহণ করিতেছ, তাহা অবগত হইয়া, আমি যে কত আশ্বস্ত হইলাম, কত সুখী হইলাম, তাহা বাক্য দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। আমি তোমাকে পূর্ব্বে লগধের বচনানুসারে জানাইয়াছি, বেদসকল যজ্ঞার্থ প্রবৃত্ত হইয়াছে, যজ্ঞ যথাকালে অনুষ্ঠিত না হইলে, অভীষ্টফলদানে সমর্থ হয় না। জ্যোতিষ বেদের নয়ন, জ্যোতিষ কালবিধান শাস্ত্র, কোন্ কালে কোন্ কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে, উহা অভীষ্টফলদানে সমর্থ হয়, কালবিধান শাস্ত্র তাহা বলিয়া দিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছেন, অতএব যিনি এই কালবিধান শাস্ত্র বা জ্যোতিষ জানেন, তিনি সব জানেন। 'পৈতামহ সিদ্ধান্ত' নামক জ্যোতিষেও অবিকল এই কথা উক্ত হইয়াছে ("বেদাস্ত যজ্ঞার্থমভিপ্রবৃত্তাঃ কালানুপূর্ব্ব্যা বিহিতাশ্চ যজ্ঞাঃ। তস্মাদিদং কালবিধানশাস্ত্রং যো জ্যোতিষং বেদ স বেদ সর্ব্বম্ ॥"—পৈতামহ সিদ্ধান্ত)। পৈতামহ সিদ্ধান্তে জ্যোতিষের ভূয়সী প্রশংসা আছে। পরমপূজ্যপাদ জগদ্গুরু, জগদ্বন্ধু, করুণামূর্ত্তি ভৃগুদেব ত্রিভুবনের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহারকারক ভগবান্‌কে (ব্রহ্মাকে) বলিয়াছিলেন, ভগবন্! গণিত বিনা জ্যোতিষ শাস্ত্র দুরবগাহ—গণিতের সমীচীন জ্ঞান না থাকিলে, জ্যোতিষের (জ্যোতিষ শাস্ত্রের ক্রিয়া ও ফল বিজ্ঞানের) তত্ত্ব অবগত হওয়া যায় না, অতএব আমাকে গণিত বিধির উপদেশ প্রদান করুন। পিতামহ ব্রহ্মা যোগ্য পুত্রের এই কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, কল্পাদিতে তুমি আমার হৃদয় হইতে

উৎপন্ন হইয়াছিলে, আমি সেই সময়ে তোমাকে চতুর্বিংশতি লক্ষ শ্লোক দ্বারা জ্যোতিষশাস্ত্রের উপদেশ প্রদান করিয়াছিলাম। তৎপরে বারুণ যজ্ঞে মহাদেবের শাপে জ্বালা (অগ্নি শিখা) ভেদ পূর্ব্বক বিনির্গত—পুনর্জ্জাত তোমাকে অতি সংক্ষেপে জ্যোতিষশাস্ত্র সমস্ত উপদেশ দিতেছি, (ভৃগুদেবের অগ্নিজ্বালা ভেদ পূর্ব্বক আবির্ভাবের কথা ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ও নিরুক্তেও আছে), এই সংক্ষিপ্ত উপদেশ শ্রবণ করিলে, তোমার পূর্ব্ব জন্মাভিহিত অখিল জ্যোতিষ শাস্ত্রের জ্ঞান আবির্ভূত হইবে। বৎস! অনাদি নিধন, প্রজাপতি বিষ্ণুই কালস্বরূপ, ইহাঁর গ্রহগতি অনুসারে যে জ্ঞান, তাহাই গণিত ("সর্ব্বজগৎপালনসংহারকরং শ্রীব্রহ্মাণং ভৃগুর্বিজ্ঞাপয়ামাস। ভগবঞ্ জ্যোতিষাময়নং শ্রোতুমিচ্ছামি তমুবাচ ভগবান্ পিতামহঃ। যদা মে ত্বং কল্পাদৌ হৃদয়াজ্জাতস্তদা ময়া তে শ্লোকানাং চতুর্বিংশতিলক্ষং জ্যোতিরয়নমুক্তং তদেবাস্মিন্ বারুণে যজ্ঞে মহাদেবশাপেন জ্বালাং ভিত্ত্বা বিনির্গতস্য জন্মান্তরোৎপন্নস্যাভিসংভিহিতং জ্যোতির্জ্ঞানমাবির্ভবিষ্যতি॥ * * * অথ ভগবন্তং ভুবনোৎপত্তিস্থিতিসংহারকারকং চরাচরগুরুমতি-যশসমভিগম্য ভৃগুর্বিজ্ঞাপয়ামাস। ভগবঞ্ জ্যোতিঃশাস্ত্রং বিনা গণিতেন দুঃখগাহমতো গণিত বিধিমাচক্ষ্ব। তমুবাচ শ্রীভগবাঞ্ছৃণু বৎস গণিতজ্ঞানং॥ অনাদিনিধনঃ কালঃ প্রজাপতিবিষ্ণুস্তস্য গ্রহগত্যনুসারেণ জ্ঞানং গণিতম্॥"—পৈতামহ সিদ্ধান্ত—বিষ্ণুধর্মোত্তর)। এই গ্রহগণিত সর্ব্বকামপ্রদ, মঙ্গলময়, সুসমাহিত হইয়া একটী গ্রহের গতিজ্ঞান লাভ হইলে, সেই গ্রহের লোক প্রাপ্তি হইয়া থাকে, ইহাতে বিচারণা কর্ত্তব্য নহে। যিনি সর্ব্বগ্রহগতি জানিবেন, তিনি ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইবেন। গ্রহগতি জ্ঞান লাভ করিলে ধর্ম্মার্থী ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইবেন, অর্থার্থী অর্থ প্রাপ্ত হইবেন। কামীর কাম চরিতার্থ হইবে, মোক্ষার্থী পরম পদ পাইবেন। সম্যগ্ গ্রহগতি জানিলে, দ্বিজ,পাত্রতা প্রাপ্ত হন। যে ব্যক্তি গ্রহগতিজ্ঞানকে বৃত্তি—জীবনোপায় করিবে না, যে ব্যক্তি বৃত্তি ত্যাগ করিবে, সে পাত্র সকলের মধ্যে পাত্র

(পাত্রতম) হইবে। * সম্যগ্রূপে গ্রহগতি জ্ঞান অর্জ্জিত হইলে, মানুষ কোন্ কর্ম্ম, কিরূপে, কোন্ সময়ে করিলে, শুভ ফল প্রাপ্তি হইবে, কোন্ ক্ষণ-মুহূর্ত্তাদি শুভফল প্রদ হয়, কোন্ ক্ষণ-মুহূর্ত্তাদি অশুভ ফলের উৎপাদক হয়, কোন্ তিথি, কোন্ বার, কোন্ যোগ, কোন্ নক্ষত্র, কোন্ মাস, কোন্ অয়ন, কোন্ সংবৎসর শুভ বা অশুভ ফল প্রাপ্তির কারণ হয়, কোন্ কোন্ গ্রহ সাধারণতঃ শুভ, কোন্ কোন্ গ্রহ সাধারণতঃ অশুভ, কোন্ কোন্ গ্রহের সমাবেশে দেশের শুভাশুভ হইয়া থাকে, অনাবৃষ্টি, জলপ্লাবন, আগ্নেয়-গিরির অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিকম্প, দাবানল, প্রবল বাত্যা, মহামারী, যুদ্ধ ইত্যাদি আধিদৈবিক বিপদ্ হইয়া থাকে, কালবিধান শাস্ত্র বা জ্যোতিষ দ্বারা তাহা জানিতে পারা যায়। পৃথিবী ও গ্রহ-নক্ষত্রাদির কতিপয় যৌগিক ক্রিয়া পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, উহাদের ফলও দীর্ঘব্যাপী, বহুলোকেরই অনুভূত বিষয়। মঙ্গল ও শনিগ্রহ যখন পৃথিবীর নিকটকক্ষায় আগমন করেন—পৃথিবীর সমীপস্থ হন, তখন যে যে দেশ ও জাতির উপরি উহাঁদের আধিপত্য স্থিরীকৃত আছে, সেই সেই দেশ বা জাতির মধ্যে রাজবিপ্লব, তুমুল সংগ্রাম, ও অন্যান্য উপদ্রব ঘটিয়া থাকে। যখন কোন স্থানে মারীভয় উপস্থিত হইয়া সহস্র সহস্র লোক অকালে কালকবলে পতিত হয়, তখন সকলেই যে গ্রহ-নক্ষত্রের প্রতিকূলতা বশতঃ অকালে মৃত্যু লাভ করে, তাহা হইতে পারে না। বহুসংখ্যক-লোকের তাদৃশ যুগপৎ মৃত্যু, পৃথিবীর অসাধারণ ক্রিয়াহেতু সংঘটিত হয়। জ্যোতিষ শাস্ত্রের বিরুদ্ধবাদিরা বলিয়া থাকেন, মানব প্রকৃতি সম্বন্ধে

* ইদং গ্রহাণাং গণিতং সর্ব্বকামপ্রদং শিবম। গতিমেকস্য বিজ্ঞায় গ্রহস্য সুসমাহিতঃ॥ তস্য লোকমবাপ্নোতি নাত্র কার্য্যা বিচারণা। সর্বগ্রহগতিং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকঃ প্রপদ্যতে॥ ধর্ম্মার্থী প্রাপ্নুয়াদ্ধর্ম্মমর্থার্থী চার্থমাপ্নুয়াৎ। কামানবাপ্নুয়াৎ কামী মোক্ষার্থী পরমং পদম্॥ সম্যগ্‌গ্রহগতিং জ্ঞাত্বা পাত্রতাং যাতি বৈ দ্বিজঃ। ন চেৎ বৃত্তিং তথা কুর্য্যাৎ তথা বৃত্তিং বিবর্জয়েৎ। পাত্রানামপি তৎপাত্রং গ্রহাণাং বেত্তি যো গতিং॥"—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর পুরাণ।

গ্রহগণের যদি এতাদৃশী প্রভুতা থাকিবে, তাহা হইলে, জাতসংখ্যাবিৎ পুরুষদিগের (যাঁহারা জন্ম-মৃত্যু সংখ্যার তত্ত্বানুসন্ধান করেন) মতানুসারে এক মিনিটে (আড়াই পল) যে যাট্, পঁয়ষষ্টি শিশু জন্ম গ্রহণ করে, তাহাদের সকলের আকার, প্রকার, স্বভাব, ভাগ্য, আয়ুঃ সমান হয় না কেন ? অযোধ্যাপতি ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, মহাবীর অর্জ্জুন এবং আলেক্‌জেণ্ডার্, আকবর্, নেপোলিয়ন্ বোনাপার্ট্ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ যে যে লগ্নে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই মুহূর্ত্তে বা লগ্নে কোন্ না অনেক শিশু ভূমিষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু তাহাদের সকলেই কেন না উক্ত মহাত্মাগণের ন্যায় শৌর্য্য, বীর্য্য ও পরাক্রমশালী হইল ? দেশভেদে, জাতিভেদে, মাতৃ-পিতৃ-যোগভেদে ফলের ভিন্নতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। কলিকাতাতে যে সময়ে একটী লগ্নের উদয় হয়, সেই সময়ে অক্ষাংশের দূরতা প্রযুক্ত লণ্ডনে সেই লগ্নের কথনও উদয় হইতে পারে না। কাফ্রিজাতির সন্তান কৃষ্ণবর্ণই হইবে, কদাচ য়ুরোপবাসীদিগের ন্যায় শ্বেতবর্ণ হইতে পারে না। যে লগ্নেই জন্ম-গ্রহণ করুক না কেন, পশু শাবক পশুই হইবে, কথনও মানব শিশু হইতে পারে না। বর্ত্তমান কালমাহাত্ম্যে এই সামান্য মীমাংসা আধুনিক লোকদিগের মনোমধ্যে উদিত হয় না। একটু নিবিষ্ট চিত্তে, সত্যের অনুসন্ধান করিবার উদ্দেশ্যে যদি গবেষণা করা হয়, তাহা হইলে উপলব্ধি হইয়া থাকে, তিন-চারি শত বৎসর অন্তর পর্য্যায়ক্রমে মানুষের শাস্ত্র সম্বন্ধে বিশ্বাসের হ্রাস-বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বসন্তাদি-রোগের প্রাদুর্ভাব যে, নির্দ্দিষ্ট কালান্তরে হয়, তাহা বোধ হয় অনেকেই অনুভব করিয়াছেন, করিয়া থাকেন। যাহা হয়, তাহা কেন হয়, যদি তাহার যথার্থ জিজ্ঞাসা হয়, তাহা হইলে, বেদ-শাস্ত্রের পরমহিতকর উপদেশ সমূহে শ্রদ্ধা না হইয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু কর্ম্মানুসারে ফলদাতা গ্রহগণ তাদৃশ জিজ্ঞাসার উদয় পথে প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে। জগতে যত প্রকার কার্য্য হয়, তত প্রকার কার্য্যসাধিকা শক্তি বা কারণ যে আছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বেদ-শাস্ত্র পাঠ

করিলে অবগতি হয়, বিশ্বজগতে যত প্রকার কার্য্য সংঘটিত হয়, তাহারা জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ সামান্যতঃ এই ছয়টী ভাববিকার। এই ছয়টী ভাববিকার সাধারণতঃ প্রথম, উৎপাদিকা বা সৃষ্টিশক্তি, দ্বিতীয়, পালন বা অনুকূল শক্তি, এবং তৃতীয়, প্রতিকূল শক্তি এই ত্রিবিধ শক্তি দ্বারাই নিষ্পাদিত হয়। যে শক্তি দ্বারা অপক্ষয়, বিনাশ বা লয় কার্য্য সম্পাদিত হয়, তাহা প্রতিকূল শক্তি, যে শক্তি দ্বারা সমস্ত পদার্থের বৃদ্ধি, বিপরিণাম, পোষণ, রক্ষাণাবেক্ষণকার্য্য নির্ব্বাহিত হয়, তাহা অনুকূল শক্তি। রমা! এইবার আমি দেবতা এবং দেবযোনি ভূত, পিশাচ প্রভৃতি সম্বন্ধে কিছু বলিব। তুমি কি ভূত, পিশাচ, রাক্ষস প্রভৃতির অস্তিত্ব বিশ্বাস কর?

জিজ্ঞাসু—বিশ্বাস করি বই কি, আমার ছেলে বেলা থেকে ভূতের ভয় প্রবল। আপনি এখন দেবতা ও ভূতাদির কথা বলিবেন কেন? দেবতার কথা শুনিতে সর্ব্বদা ইচ্ছা হয়, কিন্তু ভূতের কথা শুনিতে ইচ্ছা হয় না, ভয় হইয়া থাকে। শিবচতুর্দ্দশী রাত্রিতে ভূতের প্রাদুর্ভাব হয়, এই নিমিত্ত কি এখন ভূতের কথা বলিবার প্রয়োজন হইয়াছে? আচ্ছা দাদা! শিবকে ভূতনাথ বলা হয় কেন?

বক্তা—রমা! তুমি বালিকা, তুমি বৈদিক আর্য্যজাতির, বৈদিক কালের উন্নতির, তোমার পূর্ব্বপুরুষদিগের, যাঁহারা জগতের আদিগুরু, জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধর্ম্ম, শিল্প, কলা প্রভৃতি সর্ব্ববিষয়ের আদি জ্ঞানদাতা ছিলেন, যাঁহারাই বস্তুতঃ মানুষকে যথার্থ মানুষ করিয়াছিলেন, পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভের পথ দেখাইয়া গিয়াছিলেন, মনুষ্যত্বের কিরূপে দেবত্বপরিণাম হয়, তাহা বলিয়া দিয়াছেন, কিরূপে ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তিরূপ অত্যন্ত-পুরুষার্থসিদ্ধি হইতে পারে, কিরূপে মানুষ পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়া পূর্ণ সুখে সুখী হইতে সমর্থ হয়, পৃথিবীতে যাঁহারাই সেই জ্ঞানের, সেই বিজ্ঞানের, সেই শিল্পের, সেই ধর্ম্মের উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, তুমি ত তাঁহাদের কোন

বিশেষ সংবাদ জান না, সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা নিখিলবস্তুতত্ত্বজ্ঞ, সাধারণ ও অসাধারণ এই দ্বিবিধ ধর্ম্মেরই সদুপদেষ্টা, ক্ষুদ্রকামনাশূন্য, বিশ্বজনীনপ্রেমপূর্ণ পূর্ব্বপুরুষদিগের বেদমূলক প্রত্যেক উপদেশই যে, মানবের পরম হিতকর, তাহাত অদ্যাপি বুঝিতে পার নাই, সে বিশ্বাস ত তোমার কোমল হৃদয়ে অদ্যাপি স্থান পায় নাই, তাই আমি কি উদ্দেশ্যে কোন্ কথা বলি, তাহা তুমি সম্যগ্ রূপে বুঝিতে পার না, তাই তোমার আমার সকল কথা ভাল লাগে না। এই যে শিবরাত্রির তুমি তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়াছ, নিত্য জগদ্গুরু, সর্ব্ববিষয়ের নিত্য উপদেষ্টা যে শিবের স্বরূপ ও যথার্থ পূজনতত্ত্ব সম্বন্ধে যথাজ্ঞান আমি তোমাকে কিছু উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, সে 'শিবরাত্রি'র, সে শিবের স্বরূপ যে কিরূপ দুরবগাহ, কিরূপ প্রমেয়বহুল, (তাহার প্রমেয়—জ্ঞেয়—প্রতিপাদ্যবিষয় যে, কত গহন, কত বিস্তীর্ণ) তাহা ত তুমি অদ্যাপি জানিতে পার নাই, যে 'শিবরাত্রি' সম্বন্ধে আমি তোমাকে কিছু বলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, সে 'শিবরাত্রি' সাধারণতঃ পরিচিত 'শিবরাত্রি' নহেন। আমি বেদময় শিব-শিবার কৃপায় 'শিব' ও 'রাত্রি' এই শব্দদ্বয়ের যে অর্থ বুঝিয়াছি, আমি তোমাকে তাহা জানাইবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু 'শিব' ও 'রাত্রি' এই শব্দদ্বয়ের বেদের কৃপায় আমি যে অর্থ বুঝিয়াছি, 'শিবরাত্রি' ব্রত করিলে, কি লাভ হয়, আমি বেদ-শাস্ত্র মুখ হইতে এতৎসম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছি, এবং যাহা শুনিয়াছি, আমার প্রতিভানুসারে তাহার যে অর্থ বুঝিয়াছি, 'শিবরাত্রি' ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে, কি নিমিত্ত শাস্ত্রবর্ণিত ফল-প্রাপ্তি হইবে, আমার এই প্রশ্নের যেরূপ সমাধান হইয়াছে, আমি তোমাকে তাহা জানাইবার চেষ্টা করিতেছি। আমি তোমাকে যে সকল কথা শুনাইতেছি, তুমি সেই সকল কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য পরিগ্রহের যোগ্য কিনা, তাহা বিচারপূর্ব্বক তোমাকে উপদেশ দেওয়া উচিত, ইহা জানিয়াও, আমি সর্ব্বদা তদনুরূপ কার্য্য করিতে পারি না, তুমি যে, 'রমা', আমার সকল সময়ে তাহা মনে থাকে না, যাহা জানিতে না পারিলে শিবরাত্রির

. যথার্থ রূপ জ্ঞাননেত্রে পতিত হইতে পারে না বলিয়া আমার বিশ্বাস হইয়াছে, আমি স্বয়ং তাহা জানিবার চেষ্টা করি, এবং তোমাকেও তাহা জানাইবার নিমিত্ত উৎসুক হই। যে যাহাকে হিতকর বলিয়া মনে করে, যাহাকে সে ভালবাসে, যাহার ভাল (ভদ্র) সে ইচ্ছা করে, ('ভাল' শব্দটী সম্ভবতঃ সংস্কৃত 'ভদ্র' শব্দ হইতে এবং 'বাসা' শব্দ 'বশ' ধাতু হইতে —যাহার অর্থ 'কামনা করা', 'ইচ্ছা করা'—উৎপন্ন হইয়াছে; অতএব 'ভালবাসা' শব্দটীর 'ভাল' হোক্ এইরূপ ইচ্ছা করা, ইহাই মূল অর্থ), ভালবাসার—প্রীতির নিয়মানুসারে, তাহাকে সে তাহা দিতে অভিলাষী হইয়া থাকে। আমি এই প্রাকৃতিক নিয়মের প্রেরণায় তোমাকে অনেক কথা (তোমার সুখবোধ্য হইবে, কি দুর্ব্বোধ্য হইবে, তাহা বিচার না করিয়া) শুনাইয়া থাকি। আমার ধারণা, আজ না পারিলেও, কোন দিন শিবের কৃপায়, তুমি সেই সকল কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণে সমর্থ হইবে। আমি যদি তোমাকে সেই সকল কথা না বলিয়া যাই, তাহা হইলে, আমার বিশ্বাস, তুমি সেই সকল কথা এ জীবনে আর শুনিতে পাইবে না, আর কেহ এইভাবে তোমাকে শিবরাত্রির স্বরূপ এবং যথার্থভাবে শিবরাত্রি ব্রতের অনুষ্ঠান করিবার প্রয়োজন বুঝাইবেন না। আমি যে ভাবে শিবরাত্রির স্বরূপ প্রদর্শনের চেষ্টা করিতেছি, সেই ভাবে শিবরাত্রির স্বরূপ না দেখিলে যথার্থভাবে এই ব্রতের অনুষ্ঠান করা হইবে না, সুতরাং শিবরাত্রি ব্রত করিলে যাদৃশ ফলপ্রাপ্তির কথা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, তুমি তাদৃশ ফললাভে সমর্থ হইবে না।

'জ্যোতিষ বেদের নয়ন', জ্যোতিষ কালবিধান শাস্ত্র, কোন্ কালে, কোন্ কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে, উহা অভীষ্ট ফলদানে সমর্থ হয়, কালবিধান শাস্ত্র বা জ্যোতিষ তাহা বলিয়া দিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছেন, লগধ এই কথা বলিয়াছেন, পৈতামহ সিদ্ধান্তে এই কথা উক্ত হইয়াছে, যথার্থ বিচারশীল শুভ প্রতিভাবিশিষ্ট পুরুষ অত্যল্প চিন্তাতেই এই কথা যে, সম্পূর্ণ

যুক্তিসঙ্গত, তাহা অনুভব করিতে পারেন; তথাপি বৈদিক আর্য্যজাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, জ্যোতিষাদি শাস্ত্রে সুনিপুণ, খ্যাতনামা শাস্ত্রীদিগের মধ্যে অনেকে ফলিত জ্যোতিষকে অসত্যভূমিক, বৃত্তির জন্য প্রবঞ্চকদিগদ্বারা রচিত গ্রন্থ বলিয়া নিন্দা করেন, এমন বহু পুরুষ ছিলেন, এখনও আছেন। তাই বলি, বড় দুর্দ্দিন আসিয়াছে, ভারতগগন, বৈদিক আর্য্যজাতির চিন্তাকাশ ক্রমশঃ ঘন মেঘে আবৃত হইতেছে। জ্যোতিষকে কি নিমিত্ত বেদের নয়ন বলা হইয়াছে, আমার বিশ্বাস, অনেকে তাহা জানেন না, অনেকে তাহা জানিবার প্রয়োজনই বুঝেন না। 'শিবরাত্রি ব্রত' কি নিমিত্ত মাঘ-ফাল্গুনের কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশীতে করিবার নিয়ম হইয়াছে, কি নিমিত্ত দিনে না করিয়া এই ব্রত রাত্রিতে করিতে হয়, তাহা জানিতে হইলে, কালতত্ত্বের অনুসন্ধান করিতে হইবে, দেবতাতত্ত্বের অনুসন্ধান করিতে হইবে, 'অধিষ্ঠাত্রী দেবতা' এই কথার অর্থ কি, তাহা অবগত হইতে হইবে, ভূত-পিশাচাদির স্বরূপ কি, তাহা জানিতে হইবে, 'ব্রত' কোন্ পদার্থ, উপবাস কাহাকে বলে, শিবরাত্রিতে জাগরণ করিতে হয় কেন, তাহা বিদিত হইতে হইবে।

জিজ্ঞাসু—এই সকল না জানিলে কি 'শিবরাত্রি' ব্রত করিয়া কোন ফল পাওয়া যায় না? ব্যাধ যে, কিছু না জানিয়া, বাধ্য হইয়া ঐ তিথিতে উপবাস ও জাগরণ করাতে শিবরাত্রি ব্রতের ফল পাইয়াছিল, তাহার কারণ কি?

বক্তা—যদি এই প্রবাদকে মিথ্যা ব'লে উড়াইয়া দেওয়া না হয়, তাহা হইলে, স্বীকার করিতে হইবে, উক্ত ব্যাধের পূর্ব্বসুকৃতি ছিল, অপিচ মানিতে হইবে, মাস, পক্ষ, অয়ন, তিথি, নক্ষত্র, মুহূর্ত্ত, ক্ষণ ইত্যাদি কালাবয়ব সকলের বিশেষ, বিশেষ কার্য্যকারিতা আছে, প্রত্যেক গ্রহের ভিন্ন ভিন্ন শুভাশুভ কারকতা আছে। যথোক্ত ব্যাধের পূর্ব্বসুকৃতি, যাহা বিরুদ্ধ কর্ম্মাশয় দ্বারা অবরুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা ঐ তিথিমাহাত্ম্য নিবন্ধন ফল প্রসবে সমর্থ হইয়াছিল।

জিজ্ঞাসু—মাস, পক্ষ, অয়ন, তিথি, নক্ষত্র, গ্রহ ইহারা কি চেতন পদার্থ? ইহাদের কি চেতনের মত বুঝিয়া কর্ম্ম করিবার শক্তি আছে? ইহারা যে মানুষের শুভাশুভের নিমিত্ত হয়, তাহার কারণ কি?

বক্তা—আমি তোমাকে পরে ভাল ক'রে এই বিষয় বুঝাইবার চেষ্টা করিব; ইহা অতিমাত্র প্রয়োজনীয় বিষয়। তোমার মনে যে সকল বিষয়ের জিজ্ঞাসা হইয়াছে, শাস্ত্রসংস্কৃতমতির, শাস্ত্রীয়প্রতিভাবিশিষ্ট পুরুষের সেই সকল বিষয়ের জিজ্ঞাসা না হইয়া থাকিতে পারে না।

যদ্দ্বারা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অবিষয় (প্রত্যক্ষ বা অনুমান প্রমাণদ্বারা যাহা জানা যায় না, তদ্বিষয়) পদার্থ জানা যায়, তাহা বেদ (প্রত্যক্ষেণানুমিত্যা বা যস্তূপায়ো ন বুধ্যতে। এতং বিদন্তি বেদেন তস্মাৎ বেদস্য বেদতা)। তুমি যে সকল বিষয়ের তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়াছ, বেদ ও বেদমূলক শাস্ত্রসমূহ ব্যতিরেকে সেই সকল বিষয়ের জিজ্ঞাসা বিনিবৃত্ত করিবার শক্তি অন্য কাহারও নাই। বেদ বলিয়াছেন, কাল হইতে বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় হইয়া থাকে। বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে, 'পুরুষোত্তম বিষ্ণুই ক্ষোভক এবং রূপান্তরে তিনিই ক্ষোভ্য'। সঙ্কোচ—গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা এবং বিকাশ—গুণক্ষোভ, বিষ্ণুই এই অবস্থাদ্বয়োপেত প্রধান বা প্রকৃতিরূপে বিদ্যমান আছেন। * বিষ্ণুপুরাণের এই সারতম উপদেশের তাৎপর্য্য হইতেছে, বিশ্বজগৎ চৈতন্যাধিষ্ঠিতা ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির পরিণাম, প্রকৃতি বিষ্ণুর—সর্ব্বব্যাপক সর্ব্বকারণ পরমাত্মার শক্তি, শক্তিমান্ হইতে শক্তি ভিন্ন পদার্থ নহেন, পরমাত্মার প্রকৃতি বা শক্তি সঙ্কোচ-বিকাশশীলা। শ্রীমদ্ভাগবতেও উক্ত হইয়াছে, 'প্রকৃতি', 'পুরুষ', ও 'কাল' ইহাঁরা ব্রহ্মেরই রূপ, ইহাঁরা

* "স এব ক্ষোভকো ব্রহ্মন্ ক্ষোভ্যশ্চ পুরুষোত্তমঃ। স সঙ্কোচবিকাশাভ্যাং প্রধানত্বেঽপি চ স্থিতঃ।"—বিষ্ণুপুরাণ, ১ম অংশ, ২য় অধ্যায়।

"সঙ্কোচঃ সাম্যং বিকাশো গুণক্ষোভঃ তাভ্যামুপলক্ষিতঃ। প্রধানত্বেঽপি স এব স্থিতঃ। তদবস্থাদ্বয়োপেতং প্রধানমপি বিষ্ণুরেবেত্যর্থঃ।।"—শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা।

ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ পদার্থ নহেন। প্রকৃতি অখণ্ডৈকরস পরব্রহ্মেরই শক্তি, এবং পুরুষ ও কাল তাঁহারই অবস্থাবিশেষ ("প্রকৃতির্হ্যস্যোপাদানমাধারঃ পুরুষঃ পরঃ। সতোঽভিব্যঞ্জকঃ কালো ব্রহ্ম তৎ ত্রিতয়ন্ত্বহম্॥"—শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২৪।১৯)। বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে, কাল অনাদি ও অনন্ত, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাপন্ন প্রকৃতি এবং পুরুষ মহাপ্রলয় কালে পৃথগ্ভাবে অবস্থান করেন; তৎকালে পরস্পর বিযুক্ত প্রকৃতি-পুরুষের ধারণার্থ পরব্রহ্মের 'কাল' নামক রূপ বিদ্যমান থাকে। পরব্রহ্মের যে রূপ সৃষ্টিকালে প্রকৃতি-পুরুষের সংযোজন, এবং প্রলয়কালে উহাঁদের বিযোজন করেন, যাঁহাতে বিশ্বজগতের সৃষ্টি-স্থিতি-ও-লয় অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে প্রবাহিত হইতেছে, তাহা পরব্রহ্মের 'কাল'সংজ্ঞক রূপ। 'স্বভাব', 'ঈশ্বর', 'কাল', 'নিয়তি', 'প্রকৃতি' ইত্যাদি স্বরূপতঃ এক পদার্থ। এই সকল কথা অথর্ববেদে আছে। কাল দ্বারা সর্ব্বদ্রষ্টব্য জগৎ ঈষিত—কামিত হয়, অর্থাৎ কালের ইচ্ছাই বিশ্বজগতের ইচ্ছা, কালদ্বারাই বিশ্ব-জগৎ জাত—উৎপাদিত হয়, কালেই বিশ্বজগৎ প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে, কালই ব্রহ্ম, অনন্ত সচ্চিৎসুখস্বরূপ পরমার্থতত্ত্ব, কালই পরমেষ্ঠীকে (পরম স্থানে, সত্যলোকে বিদ্যমান) চতুর্মুখ ব্রহ্মাকে ধারণ করিয়া আছেন ("তেনেষিতং তেনজাতং তদুতস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতম্। কালোঽব্রহ্ম ভূত্বা বিভর্ত্তি পরমেষ্ঠিনম্॥"—অথর্ব্ববেদসংহিতা ১৯।৫৪।৯)। অতএব অণু, পরমাণু, তাপ, তড়িৎ, পৃথিবী, জল, বায়ু, আকাশ, গ্রহ, নক্ষত্র, পক্ষ, অয়ন, সম্বৎসর, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, জীব, দেবতা, দেবযোনি ভূতাদি এ সকলেই যে, কালেরই বিশেষ বিশেষ অবস্থা, এ সকলেই যে কালাখ্য পরমাত্মারই মায়াপরিচ্ছিন্ন বিশেষ বিশেষ সত্তা, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 'বৃহৎ পারাশর হোরা' গ্রন্থে এই কথা স্পষ্টভাবে বুঝান হইয়াছে। সর্ব্বব্যাপক বিষ্ণু শ্রীশক্তিযুক্ত হইয়া সদা জগত্রয়কে পালন করেন, ভূশক্তিযুক্ত হইয়া জগত্রয়কে সৃষ্টি করেন, এবং নীলশক্তিযুক্ত হইয়া জগত্রয়কে সংহার করিয়া

থাকেন। সকল জীবেই পরমাত্মা বিরাজমান আছেন এবং সকলই তাঁহাতে স্থিত হইয়া আছে, সর্ব্বপদার্থেই পরমাত্মা বিদ্যমান আছেন সত্য, তবে গুণ-কর্ম্মভেদে কোন কোন পদার্থে পরমাত্মার অংশ অধিক এবং কোন কোন পদার্থে জীবাংশের আধিক্য আছে। অজ পরমাত্মার অনেক অবতার, তন্মধ্যে রাম, কৃষ্ণ, নৃসিংহ, বরাহ ইহাঁরা পূর্ণ অবতার, এতদ্ভিন্ন অবতার সকল জীবাংশান্বিত। গ্রহগণ জীববৃন্দের কর্ম্মফলপ্রদ জনার্দ্দনেরই রূপ বিশেষ, দৈত্যদিগের বল নাশার্থ এবং দেবগণের বলবৃদ্ধির নিমিত্ত কর্ম্মসংস্থাপনহেতু শুভাশুভ গ্রহ সমূহের উৎপত্তি হইয়াছে। শ্রীরামচন্দ্র সূর্য্যের অবতার, যদুনায়ক চন্দ্রের অবতার, নৃসিংহ মঙ্গলের—ভূমিপুত্রের অবতার। যাহাদিগের মধ্যে পরমাত্মার অংশ অধিক, তাহারা 'খেচর' নামে এবং যাহাদিগের মধ্যে জীবাংশ অধিক তাহারা 'জীব' নামে প্রকীর্ত্তিত হইয়া থাকে। * অতএব গ্রহগণ চৈতন্যবিশিষ্ট, গ্রহগণের কারকতা-শক্তি আছে, গ্রহগণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন, গ্রহগণ স্ব-স্ব অধিষ্ঠাত্রী দেবতার আদেশানুসারে কর্ম্ম করে, জীববৃন্দের পাপ-পুণ্যের ফল প্রদান করে। দিবানাথ কালাত্মা, কুমুদবান্ধব (চন্দ্রমা) মন, কুজ (মঙ্গল) সত্ত্ব—বল, বুধ বাক্‌শক্তি—বাণীপ্রদায়ক, বৃহস্পতি জ্ঞান ও সুখপ্রদ, ভৃগু বীর্য্যপ্রদায়ক ("কালাত্মা চ দিবানাথো মনঃ কুমুদবান্ধবঃ সত্ত্বং কুজো

* "শ্রীশক্ত্যা সহিতো বিষ্ণুঃ সদা পাতি জগত্রয়ং। ভূশক্ত্যা সৃজতে বিষ্ণুর্নীলশক্ত্যা যুতোঽত্তিহি॥ সর্ব্বেষু চৈব জীবেষু পরমাত্মা বিরাজতে। সর্ব্বং হি তদিদং ব্রহ্মন্ স্থিতং হি পরমাত্মনি॥ সর্ব্বেষু চৈব জীবেষু স্থিতং হ্যংশদ্বয়ং ক্বচিৎ। জীবাংশমধিকং তদ্বৎ পরমাত্মাংশকঃ কিল॥ * * * রামঃ কৃষ্ণশ্চ ভো বিপ্র নৃসিংহ শূকরস্তথা। এতে পূর্ণাবতারাশ্চ হ্যন্যে জীবাংশকান্বিতাঃ॥ অবতারাণ্যনেকানি হ্যজস্য পরমাত্মনঃ। জীবানাং কর্ম্মফলদো গ্রহরূপী জনার্দ্দনঃ॥ দৈত্যানাং বলনাশায় দেবানাং বলবৃদ্ধয়ে। কর্ম্মসংস্থাপনার্থায় গ্রহাজ্জাতাঃ শুভাঃ ক্রমাৎ॥ রামোঽবতারঃ সূর্য্যস্য চন্দ্রস্য যদুনায়কঃ। নৃসিংহো ভূমিপুত্রস্য বুধঃ সোমসুতস্য চ॥ * * * পরমাত্মাংশমধিকং যেষু তে খেচরাভিধাঃ। জীবাংশমধিকং যেষু জীবাস্তেবৈ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"—বৃহৎ পারাশরহোরা।

বিজ্ঞানীরাদ্ধ্যো বাণীপ্রদায়কঃ। দেবেজ্যো জ্ঞানসুখদো ভৃগুর্বীর্য্যপ্রদায়কঃ॥”
—বৃহৎ পারাশর হোরা)।

জিজ্ঞাসু—অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কাহাকে বলে ?

বক্তা—অচেতন স্বতন্ত্রভাবে—স্বয়ং প্রেরিত হইয়া চেতনের অধিষ্ঠান বিনা, কোন কর্ম্ম করিতে পারে না। বেদান্ত দর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে অচেতন বা জড় যে, চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে স্বয়ং প্রেরিত হইয়া কোন কর্ম্ম করিতে পারে না, শ্রুতি ও যুক্তিদ্বারা তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। কেবল স্থূল প্রত্যক্ষ ও তন্মূলক অনুমান প্রমাণের শরণ গ্রহণ করিলে অচেতন বা জড়ের স্বাতন্ত্র্য আছে কিনা, এই প্রশ্নের সংশয় বিরহিত সমাধান হয় না। বাহ্য প্রকৃতির দিকে দৃষ্টি প্রেরণ করিলে, অচেতন, চেতনের প্রবর্ত্তনা ব্যতিরেকে, স্বয়ংপ্রেরিত হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত বা তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে পারে না, এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার বহু অনুকূল দৃষ্টান্ত নয়নে পতিত হয়। প্রসিদ্ধ চেতনকর্ত্তৃক কার্য্যের দৃষ্টান্ত দ্বারা সন্দিগ্ধ-চেতনকর্ত্তৃক কার্য্যের চেতনকর্ত্তৃকত্ব অনুমান করা হইয়া থাকে। তরু-লতার উৎপত্তি, পর্ব্বতের অভ্যুত্থান, বাষ্পের মেঘাকার ধারণ ও জলরূপে পৃথিবীতে অবতরণ, রাসায়নিক ও ভৌতিক শক্তির বিবিধ লীলা, জীবনী-শক্তির বিচিত্র ব্যাপার, ভূকম্প ইত্যাদি সন্দিগ্ধচেতনকর্ত্তৃক কার্য্য। এই সকল কার্য্য চেতনের প্রেরণাপেক্ষ কিনা, স্থূল প্রত্যক্ষপ্রমাণ দ্বারা তাহা বিনিশ্চিত হয় না, স্থূলপ্রত্যক্ষবাদিগণ, প্রত্যক্ষপ্রমাণ দ্বারা যে বিষয়ের সত্যতা প্রতিপন্ন হয় না, তদ্বিষয়কে সত্যরূপে গ্রহণ করেন না। আস্তিক-দিগের মতে, প্রত্যক্ষের অনুপলব্ধ পদার্থমাত্রকে অসৎ বলা যুক্তিসিদ্ধ নহে, স্থূল প্রত্যক্ষের অবিষয় পদার্থ যে, বিদ্যমান আছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। পরমাণু অপ্রত্যক্ষ পদার্থ হইলেও, তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। কার্য্যমাত্রেই চেতনকর্ত্তৃক, বেদান্তদর্শন ইহা স্বীকার করিয়াছেন, ন্যায়দর্শনও কার্য্যমাত্রেই যে চেতনকর্ত্তৃক, তাহা মানিয়াছেন। অচেতন

চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে স্বতন্ত্রভাবে কোন কর্ম্ম করিতে পারে না, আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যেও কেহ কেহ তাহা স্বীকার করিয়া থাকেন। 'ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা স্বীকার করিতে যাই কেন ?' বাচস্পতিমিশ্র ভামতীতে এই প্রশ্নের উত্থাপন এবং দুই এক কথায় উহার সমাধান করিয়াছেন। বাচস্পতিমিশ্র ইহার যেরূপ সমাধান করিয়াছেন, তাহার ভাবার্থ হইতেছে, অধিষ্ঠেয়ের স্বরূপ ও তৎসাধ্য প্রয়োজন জ্ঞানপূর্ব্বক প্রেরকত্বই অধিষ্ঠাতৃত্ব। সারথি রথের অধিষ্ঠাতা, রথ অধিষ্ঠেয়। রথে অধিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে সারথির রথের স্বরূপ ও তৎসাধ্য প্রয়োজনের জ্ঞান যে থাকে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অতএব অধিষ্ঠেয়ের স্বরূপ ও তৎসাধ্য প্রয়োজন জ্ঞানপূর্ব্বক প্রেরকত্বই যে, অধিষ্ঠাতৃত্ব তাহা স্বীকার্য্য। কথা হইতেছে, চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে জড় যে স্বয়ং কোনরূপ বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম করিতে পারে না, তাহা নিঃসন্দেহ। ইহাকে যদি নিঃসন্দেহ বলিয়া মানা যায়, তাহা হইলে, মানিতে হইবে, যেখানে বুদ্ধিপূর্ব্বক, নিয়মিত কর্ম্ম-নিষ্পত্তি জ্ঞানগোচর হয়, সেখানে চেতনের অধিষ্ঠাতৃত্ব স্বীকার করিতে হইবে, অথবা জড়ের যে, বুদ্ধিপূর্ব্বক নিয়মিত কর্ম্ম করিবার শক্তি আছে, জড়ের যে, কি ত্যাজ্য, কি গ্রাহ্য, তদবধারণের যোগ্যতা আছে, জড়ের যে, দিক ও কালের জ্ঞান আছে, তাহা অঙ্গীকার করিতে হইবে, জড়কে চৈতন্য-বিশিষ্ট বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

বেদে গ্রহ-নক্ষত্রাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং শুভাশুভ কার্য্যকারিতা স্বীকৃত হইয়াছে। যে কালনামক পদার্থকে বেদ বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-ও-লয়কারণ বলিয়াছেন, সে কাল যে, কেবল জড়শক্তি, তাহা মনে হইতে পারে কি ? শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি বুঝাইয়াছেন, পরমাত্মার আত্মভূতা—পরমাত্মা হইতে অপৃথগ্‌ভূতা ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি বা মায়াই বিশ্বজগতের কারণ ; কাল, স্বভাব ও আকাশাদি-ভূত সমূহের পরমেশ্বরই অধিষ্ঠাতা, তিনিই ইহাদের নিয়ামক, ইহারা তাঁহার নির্দেশবর্ত্তী, তাঁহার আজ্ঞানুসারে ইহারা কার্য্য করিয়া থাকে।

শ্রীমদ্বৃহৎপারাশর হোরাতে এই কথাই উক্ত হইয়াছে। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ও পরমেশ্বরকে সর্ব্বপদার্থের অন্তর্যামী বলিয়াছেন।

অথর্ব্ববেদ পাঠ করিলে, অবগত হওয়া যায়, নক্ষত্রগণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন, এবং উহাঁদিগের দুঃখনিবারক অনুকূল-অনুগ্রহশক্তিমত্তা আছে, এবং সুখনাশকত্ব প্রতিকূল শক্তিমত্তাও আছে।

অথর্ব্ববেদে ও তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে নক্ষত্রদিগের ও অধিষ্ঠাত্রী দেবতার কথা এবং ইহাদের কার্য্যকারিতা বিষয়ক সংবাদ।

জিজ্ঞাসু—শুভকালে, শুভকর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহা শুনিয়াছি, জানিতে ইচ্ছা হইয়াছে, কি কারণ বশতঃ বার, তিথি, নক্ষত্র ইত্যাদি কালাবয়ব সমূহকে শুভ ও অশুভ রূপে নির্ব্বাচন করা হইয়াছে?

বক্তা—যাঁহারা বেদ-শাস্ত্রের কথাকে বিজ্ঞানবিহীন, অসভ্যের কথা বলিয়া উপেক্ষা করেন না, যাঁহারা, আমরা যাহা বুঝিতে পারিনা, আমরা যাহা বুঝিবার প্রয়োজন বুঝিনা, তাহা অন্য কেহই বুঝিতে সমর্থ নহে, অন্য কাহারও তাহা বুঝিবার প্রয়োজন বোধ হওয়া সভ্যোচিত নহে, যাঁহারা এই প্রকার দৃঢ় মতাবলম্বী নহেন, যাঁহারা যথার্থ সত্যানুসন্ধিৎসু, যাঁহারা ঝটিতি সিদ্ধান্ত (Hasty conclusion) করিতে অনিচ্ছুক, যাঁহারা সত্যকে জানিবার জন্য শ্রম ও ত্যাগস্বীকার করিতে অনিচ্ছুক নহেন, শুভকালে, শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবার বিধি হইয়াছে কেন, বার, তিথি, নক্ষত্র, পক্ষ, অয়ন, বৎসর ইত্যাদি কালাবয়ব সমূহের শুভাশুভত্ব নিরূপণের হেতু কি, তাঁহাদের তাহা জিজ্ঞাসা হওয়া প্রাকৃতিক। বেদে এবং বেদমূলক সর্ব্বশাস্ত্রে শুভ ক্ষণের, শুভ মুহূর্ত্তের, শুভ বারের, শুভ নক্ষত্রের, শুভ পক্ষের, শুভ মাসের, শুভ ঋতুর, শুভ অয়নের, শুভ সংবৎসরের যে শুভকার্য্যকারিতা আছে, এবং অশুভ

ক্ষণাদির যে, অশুভ ফল প্রসব করিবার শক্তি আছে, তাহা স্বীকৃত হইয়াছে। যাঁহারা যথার্থভাবে সত্যের অনুসন্ধান করেন, সত্যজ্ঞানার্জ্জনের চেষ্টা উন্নতিপ্রার্থী, আত্ম-পরের হিতাকাঙ্ক্ষী মানব মাত্রের কর্ত্তব্য, যাঁহাদের এইরূপ ধারণা, তাঁহারা পরীক্ষা করিলেও বুঝিতে পারিবেন, শুভাশুভ কালের শুভাশুভ কার্য্যকারিতা আছে, ইহা সম্পূর্ণ সত্য, আমরা সর্ব্বত্র বুঝিতে না পারিলেও, ইহা অসত্যোচিত ধারণা নহে। বরাহ সংহিতাতে উক্ত হইয়াছে, তিথি-নক্ষত্রাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন; এই অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদিগের শুভাশুভ কারকতা আছে। যে সকল তিথিনক্ষত্রাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা শুভ, যে সকল দেবতার যে যে রূপ কার্য্য কারিতা, সেই সেই দেবতার অধিষ্ঠেয় তিথ্যাদিতে সেই সেই কার্য্য করিলে শুভফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে ("যৎকার্য্যং নক্ষত্রে তদ্দৈবত্যাসু তিথিষু তৎকার্য্যম্। করণ মুহূর্ত্তেষপি তৎসিদ্ধিকরং দেবতানাঞ্চ ॥"—বরাহসংহিতা)। মহর্ষি নারদ বলিয়াছেন, যে দেবতার যে দিন, তদ্দিনে তাঁহার সংস্থিতি (যদ্দিনং যস্য দেবস্য তদ্দিনে তস্য সংস্থিতিঃ।) হয়। অগ্নি পুরাণে উক্ত হইয়াছে, প্রতিপৎ তিথিতে অগ্নির, দ্বিতীয়া তিথিতে ব্রহ্মার, দশমী তিথিতে যমের, চতুর্থীতে গণেশের, অষ্টমী, চতুর্দ্দশী ও একাদশী তিথিতে শিবের, দ্বাদশী ও ত্রয়োদশীতে বিষ্ণুর পূজা করিলে, বিশেষ ফলপ্রাপ্তি হয়। 'শিবস্বরোদয়' নামক গ্রন্থে মানুষের অবশ্য জ্ঞাতব্য বহু বিষয় জ্ঞাত হইবার উপায় উপদিষ্ট হইয়াছে। 'স্বরোদয় গ্রন্থ' যোগশাস্ত্রের অঙ্গ, ইহা জ্যোতিষশাস্ত্র দ্বারা জ্ঞেয় বহুবিষয় জানিবার সহায়তা করে। স্বরোদয় গ্রন্থে কোন্ কার্য্যে কোন্ স্বর বর্জ্জিত, অর্থাৎ কোন্ কার্য্য কোন্ স্বরপ্রবাহকালে করা উচিত নহে, কোন্ স্বর (চন্দ্র বা সূর্য্য)-প্রবাহকালে কোন্ কার্য্য করিলে কার্য্য সিদ্ধি হইবে ইত্যাদি বহু বিষয় স্বরোদয়-শাস্ত্রোপদিষ্ট ক্রিয়া দ্বারা নিশ্চয়রূপে অবগত হওয়া যায়। স্বরোদয় শাস্ত্রের উপদেশানুসারে (বলা বাহুল্য, পূর্ব্বে যথাবিধি অভ্যাস-

না করিলে কোন ফলপ্রাপ্তি হইবে না) ক্রিয়া করিলে বহু (সুবিজ্ঞ-চিকিৎসকদিগের জ্ঞানে যাহারা অসাধ্য ও দুঃসাধ্য বলিয়া অবধারিত হইয়া থাকে) রোগের প্রতীকার হয়। রমা! আমি তিথি-নক্ষত্রাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও উহাদের শুভাশুভ কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে কিছু বলিতে প্রবৃত্ত হইয়া, স্বরোদয় শাস্ত্র সম্বন্ধে এই সকল কথা বলিতেছি কেন, বোধ হয়, তাহা তুমি বুঝিতে পারিতেছ না। তোমার কি মনে হইতেছে-আমি অপ্রাসঙ্গিক কথা বলিতেছি?

জিজ্ঞাসু—আমি যে, আপনার বোধহীনা, বোধপ্রার্থিনী, করুণা-যোগ্যা অল্পমতি রমা, আমার হৃদয় ত জ্ঞানাভিমান রাহু দ্বারা আক্রান্ত হয় নাই, দাদা! আপনি দয়া ক'রে যাহা বলেন, আমি বুঝি না বুঝি, তাহাকে অমূল্যোপদেশ, আমার পরম হিতকর উপদেশ বলিয়াই মনে করি, কৃতার্থম্মন্যা হই। আমার বিশ্বাস, স্বরোদয় শাস্ত্র সম্বন্ধে যাহা বলিতেছেন, তাহা উপাদেয়, এ সম্বন্ধে যাহা শুনিলাম, তাহা আমার বড় ভাল লাগিতেছে, মনে হইতেছে, সর্ব্বজ্ঞ করুণাময় ঋষিরা আমাদের জন্য কত কষ্টই না স্বীকার করিয়াছেন।

বক্তা—যোগ ও জ্যোতিষ স্থূলদৃষ্টিতে ভিন্নরূপে পতিত হইলেও, সূক্ষ্মদৃষ্টিতে স্বরূপতঃ অভিন্ন। স্বরোদয়ে 'যোগ' ও 'জ্যোতিষ' এই উভয়ের অপূর্ব্ব সম্মিলন প্রদর্শিত হইয়াছে, ইহা উপাদেয় শাস্ত্র। বৃষ, কর্কট, কন্যা, বৃশ্চিক, মকর ও মীন এই ছয়টী চন্দ্রমার রাশি; এবং মেষ, সিংহ, কুম্ভ, তুলা, মিথুন ও ধনু এই ছয়টী সূর্য্যের রাশি; এই জ্ঞানের যথার্থভাবে উদয় হইলে, শুভাশুভ নির্ণয় হইয়া থাকে। যে কারণে বিশেষ বিশেষ তিথি-নক্ষত্রাদি শুভাশুভ ফলপ্রদ হয়, সেই কারণেই সূর্য্য ও চন্দ্র এই স্বরদ্বয়ের উদয় বশতঃ শুভাশুভ ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে, কৃত্তিকা নক্ষত্রের অগ্নি দেবতা, রোহিণী নক্ষত্রের প্রজাপতি, মৃগশীর্ষের সোম, আর্দ্রার রুদ্র,

পুনর্ব্বসুর অদিতি, পুষ্যার বৃহস্পতি, অশ্লেষার সর্প, মঘার পিতৃগণ ইত্যাদি ("কৃত্তিকা নক্ষত্রমথগ্নির্দেবতাগ্নে রুচস্থ প্রজাপতের্ধাতুঃ সোমস্তর্চে * * *"—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ৪।৪।১০)। অথর্ব্ববেদ সংহিতাতেও নক্ষত্রগণের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতার কথা আছে; কেবল ইহাই নহে, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ও অথর্ব্ববেদ কোন্ নক্ষত্র শুভ ফলপ্রদ, কোন্ নক্ষত্র অশুভ ফলপ্রদ, কোন্ নক্ষত্রে কোন্ কার্য্য কর্ত্তব্য, কোন্ নক্ষত্রে কোন্ কার্য্য করিলে, কিরূপ ফলসিদ্ধি হইবে, তাহা উক্ত হইয়াছে ("চিত্রাণি সাকং দিবি রোচনানি সরীসৃপাণি ভুবনে জবানি। * * *॥ সুহবমগ্নে কৃত্তিকা রোহিণী চাস্ত ভদ্রং মৃগশিরঃ শমার্দ্রা। পুনর্বসূ সূনৃতা চারু পুষ্যো ভানুরাশ্লেষা অয়নং মঘা মে। পুণ্যং পূর্ব্বাফল্গুন্যৌ চাত্র হস্তশ্চিত্রা শিবা স্বাতি সুখো মে অস্তু॥ * * *"—অথর্ব্ববেদসংহিতা ১৯।১।৮)। নক্ষত্রগণের নাম হইতেই উহাদের আকারের বোধ হইয়া থাকে। মহাকবি কালিদাসের জ্যোতির্ব্বিদাভরণ নামক গ্রন্থে নক্ষত্রদিগের আকৃতির কথা বিশদভাবে উক্ত হইয়াছে। ঋগ্বেদে নক্ষত্র ভোগ প্রমাণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ৪৮০০০ বিকলা যাহাকে ৬০ দিয়া ভাগ করিলে ৮০০ কলা হয় ("শিক্ষা বিভিন্দো অস্মৈ চত্বার্যযুতাদদৎ। অষ্টাপরঃ সহস্রা।"—ঋগ্বেদসংহিতা ৮।২।৪১)।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

মাঘ-ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণচতুর্দ্দশী তিথিতে যে নিমিত্ত শিবরাত্রি ব্রতানুষ্ঠানের ব্যবস্থা হইয়াছে।

জিজ্ঞাসু—মাঘ-ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে কি নিমিত্ত 'শিবরাত্রি' ব্রতানুষ্ঠানের ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহা বুঝাইবার জন্যই কালের তত্ত্বানুসন্ধান করিলেন, এখন কি নিমিত্ত মাঘ-ফাল্গুনের কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে শিবরাত্রি-ব্রতের অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহা বুঝাইয়া দিন। মাঘ-ফাল্গুন মাস ও কৃষ্ণচতুর্দ্দশী তিথির সহিত শিবরাত্রি-ব্রতের কি সম্বন্ধ তাহা শুনিবার ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল হইয়াছে।

বক্তা—'কাল' পদার্থ সম্বন্ধে আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা হইতে তুমি বুঝিতে পারিয়াছ (ঠিক বুঝিতে পারিয়াছ আমি তাহা মনে করি নাই), 'কাল' পরমাত্মা এবং 'কাল' বিশ্বজগৎ, 'কাল' শক্তিমান্, 'কাল' শিব, এবং কালই শক্তি—কালই প্রকৃতি বা চিন্ময়ী 'রাত্রি'—ভুবনেশ্বরী। রাত্রিসূক্তের ব্যাখ্যা শ্রবণপূর্ব্বক আমি এখন যাহা বলিতেছি, তাহাই যে রাত্রিসূক্তের তাৎপর্য্য তাহা বোধ হয় তোমার অনুভব হইতেছে। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ বুঝাইয়াছেন, 'স্পন্দ' (vibration) ও 'পবন', ইহারা দুইটী নাম, 'স্পন্দ' ও 'পবন' দুইটী নাম বটে, কিন্তু ইহারা বস্তুতঃ দুইটী ভিন্ন সামগ্রী নহে। 'আত্মা' ও 'প্রকৃতি' ইহারাও সেইরূপ দুইটী ভিন্ন নাম বটে, কিন্তু বস্তুতঃ দুইটী ভিন্ন সামগ্রী নহে। 'কাল', 'ক্রিয়া', 'করণ', 'কর্ত্তৃত্ব-শক্তি', 'কারণ', 'কার্য্য', 'জন্ম', 'স্থিতি', 'প্রলয়' প্রভৃতি নিখিল পদার্থকে যিনি ব্রহ্মদৃষ্টিতে দেখিতে পারেন, তাঁহাকে আর সংসারভ্রমণ-ক্লেশ সহ্য করিতে হয় না ("কালক্রিয়াকরণকর্ত্তৃনিদানকার্য্যজন্মস্থিতিসংসরণাদি সর্ব্বম্। ব্রহ্মেতি দৃষ্টবত এব তবাত্মবৃত্ত্যা ভূয়োঽপি কিং।"—যোগবাশিষ্ঠরামায়ণ)। 'শিব'

ও 'শিবার' স্বরূপ প্রদর্শনকালে এই কথা তুমি শুনিয়াছ। 'রাত্রি' শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ কি, তাহা তোমাকে বলিয়াছি। 'রাত্রি' শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতে তুমি বুঝিতে পারিয়াছ, 'রাত্রি' প্রলয়ের রূপ। জাগরণ ও নিদ্রা যথাক্রমে সৃষ্টি-ও-লয়পরিণামেরই বাচক। জগতের রূপ স্থিরচিত্তে নিরীক্ষণ করিলে, বুঝিতে পারা যায়, দিন ও রাত্রি, জাগরণ ও নিদ্রা, সৃষ্টি ও লয়, অব্যক্ত অবস্থা হইতে ব্যক্ত অবস্থাতে আগমন, এবং ব্যক্ত অবস্থা হইতে পুনর্ব্বার অব্যক্ত অবস্থাতে গমন ইহারাই জগতের স্বরূপ। জগৎ যেন কি হারাইয়াছে, জগৎ যেন কোন প্রিয়বস্তুর বিরহানলে দগ্ধ হইতেছে, সেই ঈপ্সিততম পদার্থকে পাইবার নিমিত্ত জগৎ নিরন্তর চেষ্টা করিতেছে, শ্রান্ত হইলে জগৎ ঘুমাইয়া থাকে, বিশ্রাম করে, আবার জাগিয়া উঠে, আবার প্রিয়তমকে খুঁজিতে প্রবৃত্ত হয়। জগৎ যখন শ্রান্ত হয়, বিশ্রামপ্রার্থী হয়, যখন ঢুলিয়া পড়ে, তখন নিদ্রালু শিশুকে স্নেহময়ী জননী যেমন কোলে করিয়া ঘুম পাড়ান, তেমনি বিশ্রামপ্রার্থী নিদ্রালু জগৎকে কেহ কোলে লইয়া ঘুম পাড়ান, যিনি জগৎকে কোলে করিয়া ঘুম পাড়ান, তিনি বিশ্বজননী, ঋগ্বেদ তাঁহাকে 'রাত্রি' বলিয়াছেন (রাত্রিসূক্ত স্মরণ কর)। 'শিব' শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতে তুমি অবগত হইয়াছ, যাঁহাতে সকলে শয়ন করে, তিনি সকলের আধার, তিনি 'শিব'। যিনি সকলের আধার, শ্রান্ত হইলে, যাঁহাতে সকলে শয়ন করে, তিনি শিব, এবং নিদ্রালু সন্তানগণকে যিনি ঘুম পাড়ান, তিনি 'রাত্রি', তিনি চিন্ময়ী ভুবনেশ্বরী, অতএব 'শিব' ও 'শিবা' এক সামগ্রী। জগৎ কাহাকে অন্বেষণ করে? কাহাকে পাইবার জন্য জগৎ নিয়ত গতিশীল, সতত চঞ্চল? জগৎ শিবযুক্ত শিবাকে পাইবার জন্যই নিয়ত গতিশীল, সতত চঞ্চল, আমি এই কথা বুঝাইবার জন্য তোমাকে বহুবার বলিয়াছি, উপাসকের উপাস্যের সমীপবর্ত্তী হইবার চেষ্টাই জগতের স্বরূপ। চলিবার জন্য জগৎ চলে না, স্থির হইবার জন্যই জগৎ চলিয়া থাকে, প্রবৃত্তিই প্রবৃত্তির চরম লক্ষ্য নহে, নিবৃত্তিই প্রবৃত্তির চরম লক্ষ্য। জ্যোতিষ

বেদের নয়ন, জ্যোতিষ মানুষকে বুঝাইয়া দেয়, দেখাইয়া দেয়, সর্ব্বব্যাপক বিশ্বসবিতা পরমাত্মা অখিল জাগতিক পদার্থের কেন্দ্র, তিনিই সর্ব্ব পদার্থকে আকর্ষণ করিয়া আছেন, বিশ্বসবিতার সঙ্কর্ষণশক্তিতেই জগৎ ধৃত হইয়া আছে, সূর্য্যের আকর্ষণে যেমন পৃথিব্যাদি লোক সকল ধৃত হইয়া আছে, বিশ্বসবিতা পরমেশ্বরের আকর্ষণে সেইরূপ সূর্য্যাদি যাবতীয় লোকই নিয়মিত হইয়া আছে। 'পারমাণবিক আকর্ষণ', 'আণবিক আকর্ষণ', 'মাধ্যাকর্ষণ' ইত্যাদি এক মহাকর্ষণশক্তিরই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, তাহারই অবান্তর ভেদ। পিতামহ ব্রহ্মা স্বীয় হৃদয়জাত জ্বালাবিনির্গত ভৃগুদেবকে গণিত জ্যোতিষ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা তোমাকে আমি বলিয়াছি। মানব যখন জ্যোতিষরূপ নয়ন দ্বারা জানিতে পারে, সর্ব্বব্যাপক, পরমপ্রেমময় পরমেশ্বরের আকর্ষণই সর্ব্বপ্রকার আকর্ষণের মূলতত্ত্ব, তখন মানবের হৃদয়ে সর্ব্বসন্তাপ-নাশিনী ভক্তিদেবী প্রকটিত হইয়া থাকেন। গ্রহদিগের গতিজ্ঞান পরমেশ্বরকে দেখাইয়া দেয়। ঋগ্বেদে উক্ত হইয়াছে, হে সূর্য্যদেব! তুমি আকাশচারী মরুৎ দেবতাগণের সম্মুখে, তুমি পৃথিবীস্থ মনুষ্যগণের সম্মুখে, তুমি সমস্ত স্বর্গবাসীর সম্মুখে উদিত হইতেছ, তোমার এমনি মহিমা যে, ত্রিলোকের সকল প্রাণীই তোমাকে স্ব-স্ব সম্মুখে উদিত হইতে দেখিতেছে, তোমার সকলের প্রতি সমান আকর্ষণ, সমদৃষ্টি ("প্রত্যঙ্ দেবানাং বিশঃ প্রত্যঙ্ঙুদেষি মানুষান্। প্রত্যঙ্ বিশ্বং স্বর্দৃশে।"—ঋগ্বেদসংহিতা ১।৫০।৫)। বেদ-নয়ন দ্বারা মানব যখন দেখিতে পায়, কাঁহার আকর্ষণে সে আকৃষ্ট, কে তাহার প্রাণবন্ধন, তখন তাহার বহির্ম্মুখ চিত্ত, অন্তর্ম্মুখ হয়, তখনি তাহার ব্যুত্থানশক্তির অভিভব ও নিরোধশক্তির আবির্ভাব হয়, তখনি মানবের যথার্থভাবে উপাসনা করিবার প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, তখনি মানবের সকল কর্ম্ম 'ব্রত' হইয়া থাকে, সকল কর্ম্মই উপাসনা হইয়া থাকে। চন্দ্র, সূর্য্য হইতে আলোক প্রাপ্ত হ'ন, কৃষ্ণযজুর্ব্বেদে উক্ত হইয়াছে, "সূর্য্য রশ্মি, চন্দ্রমা গন্ধর্ব্ব" অর্থাৎ চন্দ্রমা সূর্য্যের কিরণে প্রকাশিত হইয়া থাকেন, ("সূর্য্য-

রশ্মিশ্চন্দ্রমা গন্ধর্ব্বঃ।"—তৈত্তিরীয়সংহিতা ৩।৪।৭।১)। চন্দ্রমাকে মনের দেবতা বলা হইয়াছে। চন্দ্রমা একবার সূর্য্যের সমীপে আগমন করেন, অন্যবার সূর্য্য হইতে দূরে চলিয়া যান। চন্দ্রমা যখন এক এক কলা করিয়া সূর্য্যের সন্নিকৃষ্ট হ'ন, তখন তাঁহার এক এক কলা করিয়া ক্ষয় হইয়া থাকে। ইহার নাম কৃষ্ণপক্ষ। অমাবস্যার দিন (পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে) সূর্য্য ও চন্দ্রমার পর সন্নিকর্ষ হইয়া থাকে। অমরকোষ এই নিমিত্ত অমাবস্যাকে "সূর্য্যেন্দুসঙ্গম" বলিয়াছেন।

চক্রাকার পথে ভ্রমণশীল বস্তুতে কেন্দ্রাভিকর্ষণী (Centripetal) ও কেন্দ্রাপসারণী (Centrifugal) এই দ্বিবিধ শক্তি ক্রিয়া করে।

কোন বস্তু যখন চক্রাকার বা তদনুরূপ পথে ভ্রমণ করে, তখন তাহাতে 'কেন্দ্রাভিকর্ষণী' ও 'কেন্দ্রাপসারণী' এই দ্বিবিধ শক্তি ক্রিয়া করিয়া থাকে। এই দ্বিবিধ শক্তির পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ক্রিয়া বিনা চক্রাকার গতি হইতে পারে না। চক্রাকারে ভ্রমণশীল বস্তুর কেন্দ্রস্থান ত্যাগপূর্ব্বক দূরে পলায়নের প্রবৃত্তিকে নিবারিত করিতে না পারিলে উহা কেন্দ্রস্থান ত্যাগ-পূর্ব্বক দূরে চলিয়া যায়, চক্রাকারে ভ্রমণ করে না। চক্রাকারে ভ্রমণশীল বস্তুর যে শক্তি দ্বারা দূরে পলায়ন প্রবৃত্তি সমীকৃত হয়, যে শক্তি উহাকে প্রতিনিয়ত কেন্দ্রাভিমুখে আকর্ষণ করে, তাহার নাম কেন্দ্রাভিকর্ষণীশক্তি। চক্রাকার পথে পরিভ্রমণশীল বস্তু, কেন্দ্রস্থান ত্যাগপূর্ব্বক দূরে পলায়ন করিবার চেষ্টা করে, আমার বিশ্বাস, ইহা সৎসিদ্ধান্ত নহে। চক্রাকার পথে পরিভ্রমণশীল বস্তুসমূহ, কেন্দ্রস্থান ত্যাগপূর্ব্বক দূরে পলায়নের চেষ্টা করে না। শাস্ত্র বুঝাইয়াছেন, যে শক্তি দ্বারা বস্তু সকল পরিচালিত হয়, তাহা প্রবৃত্ত্যাত্মিকা 'রজঃ শক্তি' এবং যে শক্তি গতিকে বাধা দেয়, গতি

প্রতিবন্ধক হয় তাহা সংস্ত্যানাত্মিকা 'তমঃ শক্তি'। 'প্রবৃত্তি' ও 'সংস্ত্যান' এই শক্তিদ্বয়ের বলের তারতম্যানুসারে গতির দিক্, পরিমাণ ও প্রয়োগবিন্দুর ভেদ হইয়া থাকে।

বেদ জগতের গতিকে চক্রগতির সহিত তুলিত করিয়াছেন।

বিশ্বজগৎ যে চক্রাবর্ত্তে আবর্ত্তিত হয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। শ্রুতি জগতের গতিকে চক্রগতির সহিত তুলিত করিয়াছেন। সূর্য্যসোমযজ্ঞ চক্রে বর্ত্তমান গ্রহাদি উক্ত চক্রের পরিভ্রমণবশতঃ প্রতিনিয়ত চক্রাকারে পরিভ্রমণ করিতেছে, একবার কেন্দ্রের সমীপে আসিতেছে, অন্যবার বহির্মুখ হইতেছে। ঋগ্বেদ বলিয়াছেন, ইন্দ্রের—বিশ্বনিয়ামক পরমেশ্বরের সূর্য্য ও সোম এই শক্তিদ্বয় জগৎকে চক্রাবর্ত্তে আবর্ত্তিত করিতেছে, সূর্য্য ও সোম ইহারাই শকটের ধুরসম্বদ্ধ অশ্বাদি যেরূপ ধুরকে বহন করে, সেইরূপ বিশ্বজগৎকে বহন করিতেছে, অগ্নি ও সোম বা 'রজঃ' ও 'তমঃ' বা 'প্রবৃত্তি' ও 'সংস্ত্যানশক্তি' ইহারাই বিশ্বের গতিহেতু, ইহারাই বিশ্বকে চক্রাকার পথে আবর্ত্তন করে। যখন কোন বস্তুকে চক্রাকার পথে ভ্রমণ করিতে দেখা যায়, তখন নিশ্চয় করিতে হইবে যে, উক্ত বস্তুর উপরি অবিরাম দুইটী বল ক্রিয়া করিতেছে। যদি কোন প্রস্তরখণ্ডকে রজ্জু দ্বারা বন্ধনপূর্ব্বক বিঘূর্ণিত করা যায়, তাহা হইলে, আমাদিগের হস্ত উহাকে নিরত প্রক্ষেপ করিতে থাকে, এবং রজ্জুটী উহাকে চক্রাকার পথের মধ্যস্থানে আকর্ষণ করিয়া রাখে। গ্রহগণ এই দ্বিবিধ শক্তির প্রভাবেই স্ব-স্ব কক্ষে নিয়ত ভ্রমণ করে। কেন্দ্রাভিকর্ষণী ও কেন্দ্রাপসারণী এই শক্তিদ্বয় পরস্পর সমান না থাকিলে, কোন বস্তুর চক্রগতি হইতে পারে না ("যে অর্বাঞ্চস্তা উপরাচ-

আহুর্যে পরাকন্তাঁ উ অর্বাচ আহুঃ। ইন্দ্রশ্চ যা চক্রথুঃ সোম তানি ধুরানযুক্তা রজসো বহন্তি॥"—ঋগ্বেদসংহিতা ২।১।২২।১৬৪)। বিশ্বজগতের ক্ষুদ্র বৃহৎ, সর্ব্বপ্রকার পরিবর্ত্তনই নির্দ্দিষ্ট নিয়মাধীন। দিবস, রজনী, পক্ষ, মাস, ঋতু, অয়ন, বর্ষ এবং যুগ-যুগান্তরের ন্যায় নিখিল প্রাকৃতিক পরিণামই চক্রবৎ আবর্ত্তন করে। কালের ভিন্ন ভিন্ন চক্রাবর্ত্তই ক্ষণ, মুহূর্ত্ত, দণ্ড, দিবস, রজনী, পক্ষ, মাস, ঋতু, অয়ন, বৎসর, যুগ ইত্যাদি নামে উক্ত হইয়া থাকে। 'কাল' বলিতে আমরা সাধারণতঃ জগতের ক্রিয়া, পরিবর্ত্তন বা গতিকেই বুঝিয়া থাকি।

ঈপ্সিততমকে পাইবার নিমিত্ত সকলে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, যতদিন না ঈপ্সিততমের সমাগম হয় ততদিন কর্ম্ম নিবৃত্তি হইতে পারে না। যাহা যাহার কারণ, তাহা তাহার আত্মা, তাহা তাহার ঈশ্বর, তাহা তাহার নিয়ামক, এবং আত্মাই সকলের প্রিয়তম। ছান্দোগ্যোপনিষৎ বলিয়াছেন—শকুনি (পক্ষী) ব্যাধের হস্তগত সূত্র দ্বারা প্রবদ্ধ হইয়া প্রথমে বন্ধনমোচনপূর্ব্বক পলাইবার চেষ্টা করে, কিন্তু যখন কোথাও স্থির হইতে পারে না, কোথাও বিশ্রাম স্থান পায় না, তখন শ্রান্ত হইয়া অনন্যগতি পক্ষী বন্ধন স্থানেরই আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়, ব্যাধের হাতেই আত্মসমর্পণ করে। মায়ামুগ্ধ, লক্ষ্যভ্রষ্ট, দিঙ্মূঢ় জীবগণও সেইরূপ বিশ্রামস্থানের অন্বেষণার্থী হইয়া প্রথমে দিকে দিকে পতিত হয়, বিবিধ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, অবিদ্যার আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া বিবিধ পরিণাম প্রাপ্ত হয়, স্বগৃহস্থিত চিন্তামণিকে খুঁজিতে গিয়া বাহিরে গমন করে, কিন্তু যখন কোথাও আরাম-স্থান, আনন্দভবন দেখিতে পায় না, যেখানে বিশ্রাম করিতে যায়, যাহাকে ঈপ্সিততম বলিয়া ধরিতে যায়, তাহাই তাহা নহে, বলিয়া যখন বুঝিতে পারে, তখন বিশ্বের মহাকর্ষণ শক্তি দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া শ্রান্ত জীব, অনন্যগতি জীব কেন্দ্রাভিমুখে ধাবিত হইয়া থাকে, সর্ব্বসন্তাপহর হর-চরণে নিপতিত

হয়, তুমিই আমার প্রাণের প্রাণ, তুমিই আমার প্রিয়তম, আমি তোমাকে পাইবার জন্যই সদা চঞ্চল, এই বলিয়া জগৎপ্রাণের প্রপন্ন হয়। *

কঠোপনিষদে উক্ত হইয়াছে, চক্ষুরাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় যখন স্থিরভাবে অবস্থান করে, কোন ক্রিয়া করে না, চক্ষু যখন রূপ গ্রহণ করে না, কর্ণ যখন শব্দ গ্রহণ করে না, ত্বগিন্দ্রিয় যখন স্পর্শ গ্রহণ করে না, জিহ্বা যখন রসাস্বাদন করিতে নিবৃত্ত হয়, নাসিকা যখন গন্ধ গ্রহণে বিমুখ হয়, ইন্দ্রিয়গণ যখন সংকল্পাদি ক্রিয়াত্মক অন্তঃকরণের অনুগত হয়, নিবৃত্ত-ব্যাপার (ক্রিয়াশূন্য) হয়, অধ্যবসায়লক্ষণা (অধ্যবসায়—ইহা এইরূপই এবম্প্রকার নিশ্চয়, বুদ্ধির বৃত্তি—বুদ্ধির কার্য্য) বুদ্ধিও যখন নিশ্চেষ্ট হয়, ব্যাপারশূন্য হয়, তখন তাদৃশ অবস্থাকে 'পরম গতি' বলা হইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থায় আত্মার স্বরূপাবস্থান হইয়া থাকে। বাহ্যকরণ ও অন্তঃ-করণের যে স্থিরা—অচলা ধারণা, তাহাকে 'যোগ' বলা হয় ("যদা পঞ্চা-বতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ। বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি তামাহুঃ পরমাং গতিম্ ॥ তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাম্।"—কঠোপনিষৎ)। 'রাত্রি' শব্দের অর্থ কি, তাহা তুমি শুনিয়াছ। যাহা কর্ম্ম হইতে অবসর প্রদান করে, অথবা যাহা নিদ্রাদি সুখ প্রদান করে, যাহা নক্তঞ্চর (যাহারা নক্তঞ্চর—যাহারা রাত্রিতে বিচরণ করে, রাত্রি যাহাদের বিহার সময়) ভূত সকলকে প্রকৃষ্টরূপে হর্ষযুক্ত করে (রাত্রি উপস্থিত হইলে, রাত্রিচর প্রাণীরা আমাদের বিহারের সময় আসিয়াছে জানিয়া আনন্দিত হয়) এবং যাহা মনুষ্যাদি দিবাচর প্রাণীবর্গকে ইতিকর্ত্তব্যতা হইতে উপরত করে, তাহা 'রাত্রি'। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মহামতি অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, "যে পুরুষের ইন্দ্রিয়গণ, ইন্দ্রিয়ার্থ (রূপ-রসাদি) হইতে সর্ব্বশঃ নিগৃহীত হয়—আকর্ষিত

* "স যথা শকুনিঃ সূত্রেণ প্রবদ্ধো দিশং দিশং পতিত্বাঽন্যত্রায়তনমলব্ধা বন্ধন-মেবোপশ্রয়ত এবমেব খলু সোম্য তন্মনো দিশং দিশং পতিত্বাঽন্যত্রায়তনমলব্ধা প্রাণ-মেবোপশ্রয়তে প্রাণবন্ধনং হি সোম্য মন ইতি।"—ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

হয়, তাঁহারই প্রজ্ঞা—আত্মতত্ত্ববিষয়িণী বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিতা হয়"। + কঠশ্রুতি এই কথাই বলিয়াছেন।

"যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগর্ত্তি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনে॥"—

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ২।৬৯।

সর্ব্বভূতের—বিষয়াসক্ত চিত্ত, আত্মার স্বরূপদর্শনে অযোগ্য সর্ব্বপ্রাণীর যাহা নিশা, আত্মতত্ত্ববিষয়ক জ্ঞানাভাবরূপ রাত্রি, সংযমী—পরাবৃত্ত—সম্যগ্রূপে নিগৃহীত-ইন্দ্রিয় যোগী তাহাতে—সেই রাত্রিতে প্রবুদ্ধ—জাগিয়া থাকেন। বিষয়াসক্ত আত্মদর্শন-বিমুখ প্রাণিগণ যাহাতে—যে জগদাবস্থাতে জাগিয়া থাকে, স্বব্যবহার করিয়া থাকে, মননশীল, আত্মদর্শনে নিরতচিত্ত যোগীর তাহা নিশা—তাহা সকল ইন্দ্রিয়ের উপরমরূপা রাত্রি। দিবাভীতের (উলূক—পেঁচা) দিন যেমন রাত্রিস্বরূপ এবং রাত্রি দিনস্বরূপ, সেইরূপ বিষয়াসক্ত প্রাণীর যাহা দিনস্বরূপ সংযতেন্দ্রিয় যোগীর তাহা রাত্রিস্বরূপ এবং যোগীর যাহা দিন, যোগী যাহাতে প্রবুদ্ধ, বিষয়াসক্তের তাহা তামসী রজনী। রাত্রি দিবাচর প্রাণীদিগকে কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করেন, এবং নক্তঞ্চর প্রাণীদিগকে প্রকৃষ্টরূপে হর্ষযুক্ত করেন, প্রবোধিত করেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, প্রলয়কালে শুদ্ধচিত্ত পুরুষগণের চিত্ত প্রকাশশূন্য হয় না, অজ্ঞানাবৃত হয় না। আমরা রাত্রি বলিতে সাধারণতঃ যাহা বুঝিয়া থাকি, তাহা দৈনন্দিন প্রলয়। ইন্দ্রিয়গণ যখন স্ব-স্ব বিষয়-গ্রহণরূপ ক্রিয়া করে, তখনকার অবস্থাকে আমরা জাগরণাবস্থা বলিয়া বুঝি এবং ইন্দ্রিয়গণ যখন স্ব-স্ব ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হয়, তখনকার অবস্থা আমাদের সমীপে নিদ্রিতাবস্থারূপে পরিচিত। যোগীগণ ইন্দ্রিয়গণকে নিগৃহীত করেন, প্রত্যাহার করেন, অতএব সাধারণ ভূতের যাহা জাগরণাবস্থা, যোগীদিগের তাহা

+ "তস্মাদ্যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ। ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥"—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ২।৬৮।

নিদ্রিতাবস্থা। যোগীরা ইন্দ্রিয়গণকে বাহ্য বিষয় হইতে প্রত্যাহার করেন বটে, কিন্তু তাঁহারা জ্ঞানশূন্য হ'ন না, যোগনিদ্রা ও সাধারণের পরিচিত নিদ্রা এক সামগ্রী নহে। ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞানই একমাত্র জ্ঞান, যাঁহাদের এইরূপ ধারণা, তাঁহারা কখনও বুঝিতে পারিবেন না, ইন্দ্রিয়গণকে তাহাদের স্ব-স্ব বিষয় হইতে প্রত্যাহার করিলেই চিত্ত জ্ঞানহীন হয় না। রাত্রিসূক্তে উক্ত হইয়াছে, বেদোক্ত অনুষ্ঠান দ্বারা যাঁহাদের চিত্ত বিশুদ্ধ হইয়াছে, যাঁহাদের চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইয়াছে, রাত্রি বা দেবী ভুবনেশ্বরী প্রলয়কালে তাঁহাদের মূল অজ্ঞানকে বিদূরিত করেন, তাঁহাদের চিত্তকে বিশুদ্ধ জ্ঞানালোকে আলোকিত করেন। কঠোপনিষৎ যাহাকে পরমগতি বলিয়াছেন, যাহাকে যোগ বলিয়াছেন, যথোক্ত পুরুষগণ তাদৃশ অবস্থাতে জাগ্রত থাকেন। 'বিষয়াসক্ত যাহাতে নিদ্রিত, সংযমী তাহাতে প্রবুদ্ধ' গীতার এই কথার অভিপ্রায় কি, তাহা চিন্তা করিলে, উপলব্ধি হইবে, ইন্দ্রিয়গণকে নিগৃহীত করিলে, চিত্তবৃত্তিকে নিরোধ করিলে, যোগীর চিত্ত প্রকাশশূন্য হয় না, জ্ঞানহীন হয় না। সমাধি দ্বারা যোগী সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিয়া থাকেন। ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন, চিত্তবৃত্তির নিরোধের নাম যোগ, চিত্তবৃত্তি সর্ব্বথা নিরুদ্ধ হইলে, আত্মার স্বরূপে অবস্থিতি হইয়া থাকে। শিবের—পরমেশ্বর-বা-পরমাত্মার উপাসনা ও চিত্তবৃত্তিনিরোধ-রূপ যোগ, এক সামগ্রী। জীবাত্মার পরমাত্মার সহিত সংযোগই 'যোগ'। জীবাত্মা যদিও সর্ব্বদাই সর্ব্বব্যাপক পরমাত্মার সহিত যুক্ত হইয়া থাকেন, তথাপি আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তিবশতঃ জীবের তাহা বোধ হয় না, যে উপায় দ্বারা সেই আবরণ ও বিক্ষেপ এই শক্তিদ্বয়ের (অবিদ্যার এই দ্বিবিধ শক্তির কথা রাত্রিসূক্তের ব্যাখ্যাতে বলা হইয়াছে) নাশ হয়, সেই উপায়ের নাম যোগ। অতএব যোগ দ্বারা জীবের অজ্ঞানের নাশ হয়, অজ্ঞানের নাশ হইলেই জীব যে পরমাত্মা হইতে ভিন্ন নহে, তাহা সে বুঝিতে পারে।

ইন্দ্রিয়গণের প্রত্যাহার, চিত্তবৃত্তির নিরোধ এবং 'শিবরাত্রি-ব্রত' এক সামগ্রী।

চন্দ্রমা মনের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা। চন্দ্রমা সূর্য্যের আলোকে আলোকিত হ'ন—প্রকাশিত হ'ন। চন্দ্রমা যখন পূর্ণিমার পর এক এক তিথিতে ক্রমশঃ সূর্য্যের অভিমুখে গমন করেন, অমনি তাঁহার এক এক কলা ক'রে ক্ষয়—অন্তর্ধান হয়। অমাবস্যাতে যখন সূর্য্য ও চন্দ্রের পরসন্নিকর্ষ হইয়া থাকে, তখন আর চন্দ্রমাকে দেখিতে পাওয়া যায় না। যোগীরা যখন ইন্দ্রিয়গণকে প্রত্যাহার করেন, উভয়াত্মক মনে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়-শক্তি যখন প্রত্যাহৃত হয়, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত যখন অধ্যবসায়াদি ব্যাপার-শূন্য হয়, তখন জীবের কঠোপনিষৎ-বর্ণিত পরমগতি প্রাপ্তি হইয়া থাকে, তখন জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার একীভবনরূপ যোগ হয়। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং মন, অহঙ্কার, চিত্ত ও বুদ্ধি এই অন্তঃকরণচতুষ্টয়, ইহাদের—এই চতুর্দ্দশের নিরোধই পরমগতি, এই চতুর্দ্দশের নিরোধ দ্বারাই শিবকে দেখিতে পাওয়া যায়, এই চতুর্দ্দশের নিরোধই শিবদর্শন, এই চতুর্দ্দশের নিরোধই 'শিবরাত্রি-ব্রত'। চন্দ্রমা কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে যে কারণে সূর্য্যের সমীপবর্ত্তী হ'ন, জীবাত্মা সেই কারণে অর্থাৎ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং মন, অহঙ্কার, চিত্ত ও বুদ্ধি পরমাত্মার সমীপবর্ত্তী হইয়া থাকেন, এই চতুর্দ্দশের নিরোধ করিতে পারিলে, অমাবস্যাতে জীব-চন্দ্রমার পরমাত্ম-রূপ সূর্য্যের সহিত একীভবনরূপ যোগ হইয়া থাকে। সাধারণ প্রাণী-দিগের যাহা নিশা, যোগীর তাহা দিন, সাধারণ জীবের যাহা দিন, যোগীর তাহা আত্মদর্শনরূপা প্রকাশাত্মিকা রাত্রি। ইন্দ্রিয়গণের উপরতি না হইলে 'অন্তঃকরণের বৃত্তি নিরোধ না হইলে, চিন্ময়ী রাত্রিদেবীর উদয় হয় না।' অতএব কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীর রাত্রিই শিবকে দেখিবার উপযুক্ত কাল।

মাঘ-ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে শিবরাত্রি-ব্রত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে কেন ?

ক্ষণচক্র হইতে মহাপ্রলয়-চক্র পর্য্যন্ত প্রত্যেক চক্রই অহোরাত্র-চক্র, ক্ষণচক্রেও অহোরাত্র-চক্রের আবর্ত্তন হয়, মুহূর্ত্তচক্রেও অহোরাত্র-চক্রের আবর্ত্তন হয়, বৎসরচক্রও অহোরাত্র-চক্রের আবর্ত্তনাত্মক। গুণ-ত্রয়ের পর্য্যায়ক্রমে অভিভব-প্রাদুর্ভাবই 'চক্র' শব্দের অর্থ। 'ক্রিয়া' ও পরিচ্ছিন্ন কাল এক পদার্থ, ক্রিয়ামাত্রেই ত্রিগুণপরিণাম, অতএব সকল পরিণামই ক্রমপরিণাম বা চক্রাবর্ত্ত। জন্ম, স্থিতি, বিপরিণাম, বৃদ্ধি, অপক্ষয় ও বিনাশ এই ছয়টী ভাববিকার অবিরাম পর্য্যায়ক্রমে আবর্ত্তন করে। ঋগ্বেদ বলিয়াছেন (রাত্রিসূক্তের ব্যাখ্যাতে উক্ত হইয়াছে) 'উষা' ও 'রাত্রি' সদা পর্য্যায়ক্রমে আবর্ত্তন করে, ইহাঁদের পর্য্যায়ক্রমে আগমন-প্রত্যাগমনের—আবির্ভাব-তিরোভাবের বিরাম নাই, ইহাঁদের প্রবৃত্তির অন্ত নাই। 'উষা' ও 'রাত্রি' উভয়েই অমৃত—অমরণধর্ম্মা। মাঘ-ফাল্গুনের পর নূতন বৎসর-চক্রের আরম্ভ হয়। রাত্রির পর দিন এবং দিনের পর রাত্রি যথাক্রমে লয়ের পর সৃষ্টি এবং সৃষ্টির পর লয়। প্রলয়ের পর সৃষ্টি এবং মাঘ-ফাল্গুনের পর নববর্ষচক্রের পুনরাবৃত্তি এক কথা। মাঘ-ফাল্গুনের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর রাত্রিতে জাগরণশীল পুনর্জ্জন্মভীরু শিব-শিবার পরম শান্তিময় ক্রোড় হইতে বিচ্যুত হইয়া এই দুঃখময় সংসারে আসিতে একান্ত অনিচ্ছুক পুরুষগণ সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করেন, হে রাত্রে ! তুমি যে অতি দয়াবতী, তা'ই মাগো ! প্রার্থনা করিতেছি, নতুবা আমাদিগকে তোমার চিরশান্তিময় কোলে স্থান দেও, আমাদিগকে সংসারার্ণব হইতে উদ্ধার কর, এই প্রকার প্রার্থনা কি করিতে পারিতাম মা ! আমরা তোমার পামর সন্তান, আমাদের কোন সুকৃতি আছে কি না, তাহা তুমি দেখিও না, আমরা অপরাধের আলয়, আমাদের দুর্বাসনারূপ বৃক এবং বৃকবৎ মারক পাপরাশিকে তুমি

আমাদিগ হইতে পৃথক্ কর, চিত্তাপহারক কামাদি তস্করগণকে আমাদিগ হইতে দূরীভূত কর এবং তাহা করিয়া আমাদিগের সুখে ভবার্ণবতারিণী হও, আমাদের ক্ষেমঙ্করী হও, মোক্ষদাত্রী হও।

জিজ্ঞাসু—কেবল মাঘ-ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী রাত্রিতে এইরূপ প্রার্থনা করিবেন কেন, ভবভীত ব্যক্তি সংসারার্ণবতারিণী পরমকল্যাণময়ী বিশ্বজননীর কাছে নিরন্তর এইরূপ প্রার্থনা না করিবেন কেন ? 'শিবরাত্রি' নিত্য শিবরাত্রি না হইবে কেন ?

বক্তা—পূর্ব্বেইত বলিয়াছি, ক্ষণচক্রে শিবরাত্রি আছেন, মুহূর্ত্তচক্রে 'শিবরাত্রি' আছেন, সম্বৎসরচক্রে শিবরাত্রি আছেন, যুগচক্রে শিবরাত্রি আছেন, মহাপ্রলয় শিবরাত্রি ভিন্ন আর কি ? দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন যে চক্রবৎ আবর্ত্তন করে, দিন কখন রাত্রি ছাড়া, রাত্রি কদাচ দিন ছাড়া থাকে না, ইহা ত তোমার বহুশ্রুত কথা, ইহাত তোমার বহুশঃ অনুভূত বিষয়। 'রাত্রি' লয় বা সংহারের সময়, দিন সৃষ্টির সময়। রাত্রিতে দিবাচর মনুষ্যাদির স্বভাবতঃ বহিষ্করণ ও অন্তঃকরণের উপরতি—নিরোধ হইয়া থাকে। রাত্রিতে দিবাচর শ্রান্ত মনুষ্যাদি প্রাণিগণ বিশ্বজননী ভুবনেশ্বরী রাত্রিদেবীর সর্ব্বাধার ক্রোড়ে ঘুমাইয়া থাকে। করুণাময়ী রাত্রিদেবী সকলকে নির্ব্বিশেষে কোলে স্থান দেন বটে, কিন্তু সকলের অজ্ঞান নাশ করেন না, প্রাণিমাত্রের হৃদয়ে নির্ব্বিশেষে আত্মদর্শনের প্রবৃত্তিকে প্রবোধিত করেন না, পুনর্ব্বার জন্ম না হয়, এইরূপ প্রার্থনা করিতে প্রেরণা দেন না। যাঁহারা ভবভীত হইয়াছেন, যাঁহাদের চিত্ত বেদোক্ত ক্রিয়ানুষ্ঠান দ্বারা শুদ্ধ হইয়াছে, যাঁহারা শিবযুক্ত শিবার সর্ব্বাধার ক্রোড়কে পরমশান্তিময় পরমানন্দপ্রদ নিজনিকেতন বলিয়া বুঝিয়াছেন, বিশ্বের জনক-জননীকে জনক-জননী বলিয়া জানিয়াছেন, অতএব যাঁহাদের ব্যুত্থানশক্তির অভিভব ও নিরোধশক্তির প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, অতএব যাঁহারা জনক-জননীর অঙ্ক হইতে বিচ্যুত হইতে একান্ত অনিচ্ছুক হইয়াছেন,

আমাদের অজ্ঞানকে অপসারিত কর, আমরা যাহাতে আর অজ্ঞানের ক্রীড়াভূমি না হই তাহা কর, যাঁহারা সর্ব্বান্তঃকরণে এইরূপ প্রার্থনা করেন, চিন্ময়ী ভুবনেশ্বরী—রাত্রিদেবী তাদৃশ সুসন্তানদিগেরই অজ্ঞানান্ধকার দূর করেন, তাহাদের হৃদয়কে বিশুদ্ধ জ্ঞানালোকে পূর্ণ করেন, সাধারণ প্রাণিগণের কাছে মা আমার চিন্ময়ীরূপে প্রকটিত হ'ন না, সাধারণ প্রাণিগণ মা'র ঘোরা তামসী মূর্ত্তিই দেখিয়া থাকে, সুষুপ্তি কালে সকলেই পরমাত্মার কাছে যায়, কিন্তু সকলেই কি, তাহা জানিতে পারে? জানিতে পারিলে কি, আর জাগতিকভাবে জাগিতে চাহিত? আর পরমোল্লাসে জাগতিক ব্যবহারশীল হইতে পারিত? ভগবান্ তা'ই বলিয়াছেন, বিষয়াসক্ত অবিবেকীরা যাহাতে প্রবুদ্ধ, সংযমীরা তাহাতে নিদ্রিত এবং উহারা যাহাতে নিদ্রিত, সংযমীরা তাহাতে প্রবুদ্ধ।

শিবরাত্রি ব্রতানুষ্ঠানে রাত্রিজাগরণকে প্রধান কর্ত্তব্য বলা হইয়াছে কেন? জাগরণ শব্দের অর্থ কি?

জিজ্ঞাসু—শিবরাত্রিতে রাত্রিজাগরণকে এত প্রশংসা করা হইয়াছে কেন? কি নিমিত্ত ইহা অবশ্যকর্ত্তব্যরূপে অবধারিত হইয়াছে?

বক্তা—'জাগরণ' বলিতে লোকে সাধারণতঃ যাহা বুঝিয়া থাকে, শিবরাত্রিতে তাদৃশ (সাধারণের পরিচিত) জাগরণের ব্যবস্থা করা হয় নাই। সর্ব্বপ্রাণী যাহাতে যে ভাবে নিদ্রিত এবং মুমুক্ষু, সংযমী যে ভাবে জাগ্রত, শিবরাত্রিতে সেইভাবে জাগ্রত থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। 'ব্রত' ও 'উপবাস' এই শব্দদ্বয়ের অর্থ অবগত হইলে, তুমি বুঝিতে পারিবে, শিবরাত্রি-ব্রত যথার্থভাবে করিতে হইলে, কি ভাবে জাগিয়া থাকিতে হয়, শিবরাত্রিতে যে ভাবে জাগরণ করিবার বিধি হইয়াছে, সে ভাবে জাগরণ কাহাকে বলে।

জিজ্ঞাসু—মাঘ-ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি-ব্রত করিবার নিয়ম হইয়াছে কেন, আর একটু স্পষ্টভাবে তাহা বুঝাইয়া দিন।

বক্তা—মাঘ-ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি-ব্রত করিবার বিধি হইয়াছে কেন, তাহা স্পষ্টভাবেই বুঝাইয়াছি। মাঘ-ফাল্গুন মাস সম্বৎসর-চক্রের শেষ আবর্ত্তনের মাস, ইহারা পুনঃসৃষ্টির পূর্ব্ববর্ত্তী মাস, যে বৎসর চলিতেছে মাঘ-ফাল্গুন এই মাসদ্বয় তাহার রাত্রিরূপ, ইহার পর আবার সৃষ্টি হইবে, আবার জাগতিক ভাবে জাগিতে হইবে। ধারণা করিবার চেষ্টা কর, বৎসরও অহোরাত্র-চক্র-বিশেষ। দিন যায়, রাত্রি আসে এবং রাত্রি যায়, দিন আসে, এই অহোরাত্রের সন্ধিতে যে কারণে সন্ধ্যায় উপাসনা করিবার বিধি হইয়াছে, সেই কারণে মাঘ-ফাল্গুনের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে শিবরাত্রির ব্রতানুষ্ঠানের ব্যবস্থা হইয়াছে। ষড়্‌বিংশ ব্রাহ্মণে 'সন্ধ্যা' কি, সন্ধ্যোপাসনার কাল কি, তাহা বুঝাইবার সময়ে উক্ত হইয়াছে, অহোরাত্রের যে সন্ধি সেই কাল সন্ধ্যার উপাসনার অনুকূল কাল।

জিজ্ঞাসু—অহোরাত্রের সন্ধিকালে সন্ধ্যা করিবার—ঈশ্বরোপাসনা বা যোগ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে কেন ?

বক্তা—ষড়্‌বিংশ ব্রাহ্মণ এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন, সুরবিরোধী অসুরেরা আদিত্যকে লক্ষ্য করিয়া যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত যখন আদিত্যের অভিমুখে ধাবমান হইয়াছিল, তখন আদিত্য স্পর্দ্ধমান অসুরদিগ হইতে ভীত হইয়াছিলেন, অসুরভয়ে ভীত আদিত্যের হৃদয় তখন কূর্ম্মরূপে (কচ্ছপের ন্যায়) সংকুচিত হইয়াছিল। আদিত্য ভীত হইয়া প্রজাপতির সমীপে গমন করেন। প্রজাপতি আদিত্যের রক্ষণার্থ ঋত—অনৃত বা মিথ্যার বর্জন,—কৃৎস্ন বস্তুতত্ত্বের সম্যগ্‌জ্ঞানার্জ্জন সত্য—যথার্থতাযণ, 'ব্রহ্ম' (ঋগ্বেদাদির উপদিষ্ট কর্ম), 'প্রণব' ও পাদত্রয়বতী গায়ত্রী এই পাঁচটীকে ভেষজ—প্রতিকারের, ভীতিনাশের, আত্মরক্ষার উপায়রূপে অবধারণ করিয়াছিলেন। অপিচ এই পঞ্চবিধ উপায়ের দ্বিজগণকে (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়

ও বৈশ্য এই বর্ণত্রয়কে) এই ভেষজের মুখ—প্রধান প্রয়োগকর্ত্তা বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। দ্বিজগণ এই নিমিত্ত অহোরাত্রের সন্ধিতে সন্ধ্যার উপাসনা করিয়া থাকেন ("অসুরা আদিত্যমভিদ্রবংৎস আদিত্যোবিভেক্তস্য হৃদয়ং কূর্ম্মরূপেণাভিষ্ঠৎ স প্রজাপতিমুপাধাবৎ তস্য প্রজাপতিরেতন্তেষজ-মপশ্যদৃতঞ্চ সত্যঞ্চ ব্রহ্মচোঙ্কারশ্চ ত্রিপদাঞ্চ গায়ত্রীং ব্রহ্মণোমুখমপশ্যত্তস্মা-দ্ব্রাহ্মণোঽহোরাত্রস্য সংযোগে সন্ধ্যামুপাস্তে"—ষড়্বিংশব্রাহ্মণ)।

জিজ্ঞাসু—আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আদিত্য অসুর ভয়ে ভীত হইবেন কেন? আদিত্য ভীত হইয়া প্রজাপতির সমীপে গমন করিলে, প্রজাপতি আদিত্যের রক্ষণার্থ ঋত, সত্য, বেদোক্ত কর্ম্ম, প্রণব ও গায়ত্রী এই পাঁচটীকে ভেষজ বলিয়া অবধারণ করিয়াছিলেন, অপিচ দ্বিজগণকে এই ভেষজ প্রয়োগের প্রধান পাত্ররূপে স্থির করিয়াছিলেন, এই সকল কথা বেদের কথা, অতএব ইহাদের গর্ভে যে সার আছে, ইহারা যে অত্যন্ত গম্ভীরার্থক, আমার তাহা বিশ্বাস হইতেছে, কিন্তু আমি এই সকল কথার তাৎপর্য্য কি, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। অহোরাত্রের সন্ধিতে সন্ধ্যার উপাসনা করিবার বিধি হইয়াছে কেন, আমাকে তাহা বুঝাইয়া দিন। আদিত্যের ভয়নিবারক ভেষজসমূহের ব্যবহার করিবার দ্বিজগণ মুখ—প্রধান, এই কথার আশয় কি? একজনের রোগের প্রতীকারার্থ অন্যে ঔষধ ব্যবহার করিবেন কেন? যাঁহার রোগ, তিনি ঔষধ ব্যবহার না করিয়া, অন্যে ঔষধ ব্যবহার করিবেন, এই কথার গূঢ় অভিপ্রায় কি, কৃপাপূর্ব্বক তাহা বুঝাইয়া দিন।

বক্তা—বর্ত্তমান কালে যাঁহাদের বৈদিক সন্ধ্যা করিবার অধিকার আছে, যাঁহারা ভয়ে বা পূর্ব্বপুরুষদিগের আচরিত নিয়ম বলিয়া এখনও বাহ্যভাবে সন্ধ্যার উপাসনা করেন, আমার বিশ্বাস, তাঁহাদের মধ্যে অল্প-সংখ্যক ব্যক্তি তোমার মত সন্ধ্যাতত্ত্বের জিজ্ঞাসু হইয়া থাকেন, আবার

বলিতেছি, বৈদিক আৰ্য্যসন্তানদিগের যে, (শাস্ত্রদৃষ্টিতে দেখিলে) শোচনীয় পরিণাম হইয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

অহোরাত্রের সন্ধিতে চিত্ত সত্ত্বগুণে স্থিত হয়, অহোরাত্রের সন্ধিতে চিত্তে জ্ঞানের আবরক তমঃ ও রজঃ (আবরণ ও বিক্ষেপ) এই শক্তিদ্বয়ের সাম্যাবস্থা প্রাপ্তি হওয়ায়, চিত্ত এই সময়ে লঘু হয়, প্রাকৃতিক নিয়মে প্রশান্ত হয়, এই সময়ে স্বভাবতঃ অন্তঃকরণের গতি কেন্দ্রাভিমুখা হয়, এই সময়ে ভগবান্ বা আত্মাকে মনে পড়ে, তাঁহার উপাসনা করিবার স্বতঃ প্রবৃত্তি হয়। সাংসারিক কর্ম্ম, বৈষয়িক চিন্তাত্যাগপূর্ব্বক বৈদিক-কর্ম্মপরায়ণ, অতএব সত্ত্বগুণপ্রধান-চিত্ত বৈদিক আৰ্য্যসন্তানগণ এই নিমিত্ত এই সময়ে অহোরাত্রির সন্ধিতে ভগবানের ধ্যান করিতে, তাঁহার নামস্মরণে, তাঁহার উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। ব্রাহ্ম্য মুহূর্ত্ত, উষাকাল, জাগরণের কাল। সত্ত্বগুণের বৃদ্ধিতে জাগরণ এবং তমোগুণের বৃদ্ধিতে নিদ্রা হইয়া থাকে ("সত্ত্বাজ্জাগরণম্।")। মাতৃবৎ অনুকম্পাবতী শ্রুতি জীবকে পুনঃ পুনঃ উপদেশ করিয়াছেন, উত্থিত হও, জাগরিত হও, সর্ব্ব অনর্থবীজ ঘোররূপ অজ্ঞাননিদ্রার ক্ষয় কর, প্রকৃষ্ট আত্মবিদের সকাশ হইতে দুর্গম আত্মতত্ত্ববিষয়ক উপদেশ শ্রবণপূর্ব্বক, তাঁহাদের উপদেশানুসারে কর্ম্ম করিয়া আত্মার স্বরূপ অবগত হও, কবিরা—আত্মতত্ত্ববিৎ পুরুষবৃন্দ বলিয়াছেন, যথার্থ আত্মজ্ঞানলাভের পথ সূক্ষ্ম, অতিসূক্ষ্ম, ইহা তীক্ষ্ণীকৃত ক্ষুরাগ্রবৎ, ইহা দুর্গম। অতএব সাবধান হও, মোহনিদ্রা ত্যাগ কর ("উত্তিষ্ঠত জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্নিবোধত। ক্ষুরস্যধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি॥"—কঠোপনিষৎ)। উষাকালে এবং সায়ংকালে, শুক্র ও বৃহস্পতির উদয়কালে দ্বিজগণের হৃদয়ে শ্রুতির এইরূপ উপদেশ (প্রকাশশীল সত্ত্বগুণের প্রাদুর্ভাব হয় বলিয়া) ক্রিয়া করে, তা'ই স্বভাবে স্থিত বৈদিক আৰ্য্যসন্তানগণ অহোরাত্রির সন্ধিস্থলে একবার প্রাণের প্রাণের দিকে, হৃদয়ের হৃদয়ের দিকে দৃষ্টি প্রেরণ করেন, নিশানাথ

অস্তমিত হইয়াছেন, উষাদেবী সমাগতা হইয়াছেন, সূর্য্যদেব উদিত হইতেছেন, পূতচিত্ত স্নাতশরীর ব্রাহ্মণ সূর্য্যদেবকে অবলোকন (তখন সূর্য্যদেবের দিকে তাকান যায়, তখন ব্রাহ্ম্য মুহূর্ত্ত) করিয়া বিষয়ান্তর হইতে চিত্তকে প্রত্যাহারপূর্ব্বক (প্রাকৃতিক নিয়মে এই সময়ে অল্প চেষ্টাতেই চিত্তকে পবিত্রভাবে একাগ্র করিতে পারা যায়), উদীয়মান লাক্ষারসবৎ অরুণ সূর্য্যদেবে হর্ষপুলকিত শরীরে, ভক্তিনম্র হৃদয়ে আশাযুক্ত প্রাণে চিত্তকে সম্বদ্ধ করিয়া অর্থভাবনাপূর্ব্বক স্থাবর-জঙ্গম জগতের আত্মা সূর্য্যদেবের স্তুতি করিয়া থাকেন। প্রকাশের আবরক বা তমোগুণই অসুর। তমোগুণ, প্রকাশশীল সত্ত্বগুণকে অভিভব করিবার নিমিত্ত নিয়ত চেষ্টা করে, ইহার নাম দেবাসুর-সংগ্রাম। 'ঋত'—সত্যজ্ঞানার্জ্জন, সত্যভাষণ, বেদোক্ত কর্ম্মসম্পাদন, প্রণব ও গায়ত্রীর অর্থচিন্তনপূর্ব্বক জপ, ইহাঁরাই অজ্ঞাননাশক, ইহাঁদের আশ্রয় গ্রহণ করিলে, অসুর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইতে হয় না, ইহাঁদের আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক সাংসারিক কর্ম্ম করিলেও বদ্ধ থাকিতে হয় না। আদিত্য অসুরভীত হ'ন না, সূর্য্য প্রকৃত প্রস্তাবে কখন উদিত বা অস্তমিত হ'ন না, ইনি সর্ব্বদাই সমভাবে বিদ্যমান্ আছেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে, 'সূর্য্যদেব কখন অস্তমিত হ'ন না, জ্ঞানময়, প্রকাশময় সূর্য্যদেবের অস্তময় কখন হয় না, যিনি এই সত্যের রূপ যথাযথভাবে দর্শন করিতে পারেন, এই সত্যজ্ঞান যাঁহার বিমল হৃদয়গগনে প্রকাশিত হইয়াছে, তিনি সূর্য্যদেবের সাযুজ্য—সহবাস, সূর্য্যদেবের সারূপ্য—সমানরূপত্ব এবং ইহাঁর সলোকতা প্রাপ্ত হয়েন' ("স বা এষ ন কদাচন নিম্রোচতি ন হ বৈ কদাচন নিম্রোচত্যেতস্য হ সাযুজ্যং সলোকতামশ্নুতে য এবং বেদ য এবং বেদ।"—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৩।৪।৬)।

জিজ্ঞাসু—তবে সূর্য্য অসুরভয়ে ভীত হ'ন, এই কথা বলা হইয়াছে কেন? সূর্য্য অসুরভয়ে ভীত হইয়া প্রজাপতির শরণ গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই কথার অর্থ কি?

বক্তা—সূর্য্যই প্রজাপতি, আদিত্যই হিরণ্যগর্ভ। সূর্য্যসিদ্ধান্ত নামক প্রসিদ্ধ জ্যোতিষগ্রন্থে উক্ত হইয়াছে, 'বেদে হিরণ্যগর্ভ' এই নাম দ্বারা আদিত্যই লক্ষিত হইয়াছেন। আদিভূত বলিয়া (সৃষ্টির আদিতে প্রকটিত হ'ন, এই নিমিত্ত), ইহাঁর আদিত্য নাম হইয়াছে, এবং বিশ্বের সবিতা—প্রসব কর্ত্তা বলিয়া ইনি সূর্য্য নামে অভিহিত হইয়াছেন। ইনি প্রকাশস্বরূপ, ইনি প্রলয়াবস্থারূপ অন্ধকারের নাশকর্ত্তা, ইনি ভূতভাবন জগদীশ্বর। এই কালাত্মা পরমেশ্বর ব্রহ্মাণ্ডরূপি রথোপরি বর্ষরূপি চক্র দ্বারা বেদকে 'গায়ত্রী', 'উষ্ণিক্', 'অনুষ্টুপ', 'বৃহতী', 'পঙ্‌ক্তি', 'ত্রিষ্টুপ', ও 'জগতী', এই সপ্তছন্দরূপ অশ্ব করিয়া নিরন্তর লোক হইতে লোকান্তরে পর্য্যটন করেন ("হিরণ্যগর্ভো ভগবানেষশ্ছন্দসি পঠ্যতে। আদিত্যোহ্যাদিভূতত্বাৎ প্রসূত্যা সূর্য্য উচ্যতে॥ পরং জ্যোতিস্তমঃ পারে সূর্য্যোঽয়ং সবিতেতি চ। পর্য্যেতি ভুবনান্যেষ ভাবয়ন্ ভূতভাবনঃ। প্রকাশাত্মা তমোহন্তা মহানিত্যেষ বিশ্রুতঃ॥"—সূর্য্যসিদ্ধান্ত, দ্বাদশ অধ্যায়) ভগবান্ আদিত্য ত্রয়ীময়—অর্থাৎ ঋক্, যজুঃ ও সাম এই বেদত্রয়াত্মক। এই আদিত্য অসুরভয়ে ভীত হইতে পারেন কি ? অসুরভয়ে ভীত হ'ন, জীবাত্মা, জীবাত্মাই অবিদ্যার শাসনাধীন, আবরণ ও বিক্ষেপ এই শক্তিদ্বয়ের ক্রীড়াভূমি। জীবাত্মা যদি ঋত, সত্য, ব্রহ্ম, প্রণব ও গায়ত্রীকে আশ্রয় করিতে পারেন, অসুরগণ তাঁহাকে আর আক্রমণ করিতে সাহসী হয় না। অহোরাত্রির সন্ধিতে দ্বিজগণকেই সন্ধ্যা করিতে বলা হইয়াছে, ঋতাদিকে জীবাত্মার অসুর-রক্ষা (কবচ বা বর্ম্ম)-রূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, ক্ষণ হইতে মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত অহোরাত্রচক্রের পর্য্যায়ক্রমে আবর্ত্তন হইয়া থাকে। অতএব সন্ধ্যার অহরহঃ উপাসনা করিবার বিধি শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। সমর্থ হইলে, প্রত্যেক ক্ষণচক্রের অহোরাত্র-সন্ধিতে, প্রতিমুহূর্ত্তের, প্রতিদিনের, প্রতিপক্ষের, প্রত্যেক মাসের, প্রত্যেক অয়নের, প্রতি সম্বৎসরের অহোরাত্র-সন্ধিতে

সন্ধ্যার উপাসনা কর্ত্তব্য। কৃষ্ণপক্ষের অহোরাত্রসন্ধি কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর রাত্রি, সম্বৎসরের অহোরাত্রের সন্ধি মাঘ-ফাল্গুন। অতএব মাঘ-ফাল্গুনের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর রাত্রিতে চার প্রহরে বিশ্বের সংহারকারী শিবের (শিবযুক্ত শিবার) যথার্থভাবে পূজা করিলে, উপবাস ও জাগরণপূর্ব্বক বিশ্বকারণের উপাসনা করিলে, ঐহিক, পারত্রিক কল্যাণ হইয়া থাকে, অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধি হইয়া থাকে। শিবস্বরোদয় নামক গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে, সাধারণে দিন-রাতের সন্ধিকে সন্ধি বলিয়া থাকে, কিন্তু সাধুগণ ইহাকে সন্ধি বলেন না, সুষুম্না নাড়ীতে অবস্থিত প্রাণকে ইহাঁরা সন্ধি বলিয়া থাকেন। এই সন্ধিতে সন্ধ্যা করিলে সন্ধ্যার যথার্থ ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে ("ন সন্ধ্যাসন্ধিরিত্যাহুঃ সন্ধ্যাসন্ধির্নিগদ্যতে। বিষমঃ সন্ধিগঃ প্রাণঃ স সন্ধিস্সন্ধিরুচ্যতে ॥"—শিবস্বরোদয়)।

জিজ্ঞাসু—তাহা হইলে, অহোরাত্রির সন্ধিতে সন্ধ্যা কর্ত্তব্য, ষড়্‌বিংশ ব্রাহ্মণের এই উপদেশের কি গতি হইবে?

বক্তা—শিবস্বরোদয়, ষড়্‌বিংশ ব্রাহ্মণের উপদেশেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 'অহোরাত্রির সন্ধিতে সন্ধ্যা করা উচিত' এই শ্রৌত উপদেশের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি, ইহার আধ্যাত্মিক অর্থ কি, তাহা বুঝাইয়াছেন। জাবালোপনিষদে উক্ত হইয়াছে, ইড়া ও পিঙ্গলার সন্ধিতে অর্থাৎ সুষুম্নাতে যখন প্রাণ সমাগত হ'ন, তখন দেহাধারীদিগের দেহে 'অমাবস্যা' হইয়া থাকে, অর্থাৎ তখনি জীবাত্মার পরমাত্মার সহিত যোগ হয় ("ইড়াপিঙ্গলয়োঃ সন্ধিং যদা প্রাণঃ সমাগতঃ। অমাবস্যা তদা প্রোক্তা দেহে দেহভৃতাং বর ॥"—জাবালোপনিষৎ)। এতদ্বারা কি কারণে মাঘ-ফাল্গুনের কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে শিবরাত্রি ব্রতানুষ্ঠানের ব্যবস্থা হইয়াছে তাহার আধ্যাত্মিক অর্থ প্রকটিত হইবে।

জিজ্ঞাসু—'শিব' ও 'রাত্রি' এই শব্দদ্বয়ের যে অর্থ বিদিত হইয়াছি, তাহাতে 'শিবপ্রিয়া রাত্রি' এইরূপ অর্থের কিরূপ সঙ্গতি হইবে, তাহা

বুঝিতে পারিতেছি না দাদা! 'রাত্রি' চিন্ময়ী ভুবনেশ্বরী, রাত্রি দুর্গা, অতএব তিনি পরমাত্মার—শিবের প্রিয়া হইবেন, তাহা বুঝিতে আমার কোন বাধা হইতেছে না, কিন্তু শিবের যে রাত্রি প্রিয়, সেই রাত্রিতে যে ব্রত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহা 'শিবরাত্রি'-ব্রত, 'শিবরাত্রি-ব্রত' এই পদের সাধারণতঃ জ্ঞাত এই অর্থের সঙ্গতি কিরূপে হইবে, তাহা জানিতে ইচ্ছা হইতেছে।

বক্তা—শিবপ্রিয়া রাত্রিতে 'শিবরাত্রি-ব্রত' করিতে হয়, এই নিমিত্ত শিবরাত্রি-ব্রতের, 'শিবরাত্রি-ব্রত' এই নাম হইয়াছে, শিবরাত্রি পদের যথোক্ত অর্থ হইতে ইহাই সূচিত হয়। শিবরাত্রি পদের আমি তোমাকে যে অর্থ বলিলাম, তাহা হইতে শিবপ্রিয়া রাত্রি = শিবরাত্রি এইরূপ ব্যাখ্যার প্রকৃত তাৎপর্য্য কি, তাহা তুমি জানিতে পারিবে, 'শিবপ্রিয়া রাত্রি' 'শিবরাত্রির' এইরূপ অর্থ, শিবরাত্রি ব্রতের হৃদয়রমণ রূপ দেখাইতে পারে না, মাঘ-ফাল্গুনের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী রাত্রি কি নিমিত্ত শিবের প্রিয়, উক্ত অর্থ দ্বারা তাহা জানিতে পারা যায় না। রাত্রি-সূক্তে 'রাত্রি' শব্দের স্বরূপ সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে, শিবরাত্রির 'শিবপ্রিয়া রাত্রি' এই অর্থ হইতে রাত্রি শব্দের সে অর্থ বুঝা যায় না। শিবকে পাইতে হইলে, ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তিরূপ পরমপুরুষার্থ সিদ্ধ করিতে হইলে, যে ব্রত বা কর্ম্ম করিতে হইবে তাহা 'যোগ'। 'উপবাস', 'জাগরণ' ও 'শিবপূজা' এই তিনটী অষ্টাঙ্গ যোগ সাধনেরই স্বরূপ। রাত্রিসূক্তে যে রাত্রির স্তুতি করা হইয়াছে, সে রাত্রি যে, শিবের প্রিয়তম, তাহা বলা বাহুল্য। শিব কদাচ শিবা-বিযুক্ত হইয়া থাকেন না, শিবযুক্ত শিবা বা শিবযুক্ত রাত্রির পূজা না করিলে 'শিবরাত্রি'-ব্রতের যথার্থভাবে অনুষ্ঠান হইতে পারে না; ব্রহ্মের উপাসনাতে কেবল ব্রহ্ম গৃহীত হ'ন না, শক্তি-বিশিষ্ট ব্রহ্মই, শিবাযুক্ত শিবই গৃহীত হইয়া থাকেন, এইরূপ শিবার বা যথোক্ত রাত্রিদেবীর উপাসনাও শিব-বিযুক্ত রাত্রি বা কেবল শিবার—

মায়ার উপাসনা নহে ("যথা ব্রহ্মণ উপাসনায়ামপি ন কেবলং ব্রহ্মণো গ্রহণং কিন্তু শক্তিবিশিষ্টস্যৈব, শক্তেস্তদতিরেকেণাভাবাৎ। কেবলস্যোপাসনা-সম্ভবাচ্চ। তথা মায়াস্বরূপোপাসনায়ামপি ন কেবলং মায়ায়া অবস্থানমস্তি। যেন কেবলায়া উপাসনং সম্ভবেৎ * * * "—নাগোজীভট্টকৃত দুর্গাসপ্তশতীব্যাখ্যা)। 'ব্রত', 'উপাসনা', 'পূজা', ও 'উপবাস' এই সকল শব্দের অর্থ বিচার করিলে, তোমার অনেক সংশয় নিরস্ত হইবে। যাহাতে জীবগণের প্রতিদিনের ব্যবহার বিলুপ্ত হয়, তাহা 'জীব রাত্রি'। কঠোপনিষদে 'যোগ' শব্দের যে অর্থ উক্ত হইয়াছে, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে যোগীদিগের রাত্রি ও সাধারণের রাত্রি সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হইলে, 'শিবরাত্রি' যে, শিব-শিবার সহিত জীবাত্মার সংযোগ ও সমাধি তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারিবে। এখন 'ব্রত' ও 'উপবাস' এই শব্দদ্বয়ের অর্থ কি তাহা বলিব।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

ব্রত-ও-উপবাসতত্ত্ব ।

বক্তা—"শিবরাত্রি" শব্দের অর্থ কি, তাহা অবগত হইলে; এখন 'ব্রত' কোন্ পদার্থ, এবং 'উপবাস' কাহাকে বলে তৎসম্বন্ধে কিছু বলিতেছি, শ্রবণ কর। 'শিবরাত্রি' 'ব্রত' বিশেষ, অতএব শিবরাত্রিতে কি কর্ত্তব্য, কেন কর্ত্তব্য, 'ব্রত' এই শব্দের অর্থ কি, তাহা জানিলে, তুমি সামান্যতঃ তাহা জানিতে পারিবে। স্কন্দপুরাণের নাগরখণ্ডে উক্ত হইয়াছে, 'উপবাস'-প্রভাবে, 'জাগরণ'-বলে এবং শিবরাত্রিতে শিবলিঙ্গের প্রপূজন দ্বারা অক্ষয় ভোগ প্রাপ্তি এবং শিব-সাযুজ্য লাভ হইয়া থাকে ("উপবাস-প্রভাবেণ বলাদপি চ জাগরাৎ। শিবরাত্রেস্তথা তস্যাং লিঙ্গস্যাপি প্রপূজয়া। অক্ষয়াঁল্লভতে ভোগাঞ্ শিবসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ॥"—নাগরখণ্ড)। অতএব 'উপবাস', 'জাগরণ', ও 'শিবপূজন' 'শিবরাত্রি-ব্রতের' এই তিনটী প্রধান কর্ম্ম। শাস্ত্রমুখ হইতে শিবরাত্রিতে 'উপবাস' ও 'জাগরণের' বিশেষ ফলের কথা শুনিতে পাওয়া যায়।

জিজ্ঞাসু—শিবরাত্রি-ব্রতের কথাতে শিবরাত্রিতে উপবাস ও জাগরণ দ্বারা যে বিশেষ ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে, তাহা উক্ত হইয়াছে। এক ব্যাধ না কি না জানিয়া, বাধ্য হইয়া ঐ তিথিতে উপবাস ও জাগরণ করিয়াছিল বলিয়া, ব্রতহীন হইলেও উত্তমগতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। আচ্ছা দাদা! শিবরাত্রিতে উপবাস ও জাগরণ করিলে যে, বিশেষ ফল প্রাপ্তি হয় তাহার কারণ কি? 'উপবাস' ও 'জাগরণ' শব্দ দ্বয়ের প্রকৃত অর্থ কি?

বক্তা—'উপবাস' ও 'জাগরণ' এই দুইটী যে প্রধান 'ব্রত' তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। মহাভাষ্যকার ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন, "সাধু শব্দই বেদ"। একটী সাধু শব্দের অর্থ, যথার্থভাবে অবগত হইলে, সর্ব্ব পদার্থের যথার্থজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। এই দেখ 'ব্রত' শব্দের অর্থ হইতেই শিবরাত্রি-ব্রতে কি কর্ত্তব্য, কি জন্য কি কর্ত্তব্য, 'উপবাস' ও 'জাগরণের' প্রয়োজন কি ইত্যাদি প্রশ্ন সমূহের সমীচীন সমাধান হইয়া থাকে।

জিজ্ঞাসু—তাহা হইলে 'ব্রত' শব্দের অর্থ কি, কৃপা করে তাহা বলুন।

বক্তা—অমরকোষে 'ব্রত' মাত্রের 'নিয়ম' এই অর্থ উক্ত হইয়াছে। ("নিয়মো ব্রতমস্ত্রী"—অমরকোষ)। ভগবান্ যাস্ক 'ব্রত' শব্দের 'কর্ম্ম' এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আবরণার্থক 'বৃ' ধাতুর উত্তর 'কিৎ' প্রত্যয় করিয়া ('পৃথিবৃঞ্জিভ্যাং কিৎ'—উণাদি ৩।১০৮) 'ব্রত' পদ সিদ্ধ হইয়াছে। শুভাশুভ কর্ম্ম মাত্রেই কর্ত্তাতে নিবদ্ধ—সংস্কাররূপে সংলগ্ন হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত কর্ম্মের 'ব্রত' নাম হইয়াছে।

জিজ্ঞাসু—'ব্রত' শব্দ কি, তাহা হইলে 'কর্ম্ম' মাত্রের বাচক?

বক্তা—না, 'ব্রত' শব্দের সাধারণতঃ যদর্থের বাচকরূপে ব্যবহার হয়, তাহা কর্ম্মমাত্রের বাচক নহে। যে কর্ম্ম অভ্যুদয়ের ও নিঃশ্রেয়স—নিশ্চিত শ্রেয়—স্থির কল্যাণ বা মোক্ষের হেতু, তৎকর্ম্মই, অর্থাৎ ছন্দঃ বা বেদবোধিত, ইষ্টপ্রাপক ও অনিষ্টনাশক কর্ম্মসমূহই যে, 'ব্রত' শব্দের ব্যাবহারিক অর্থ, বেদ ও বেদমূলক শাস্ত্র পাঠ করিলে, তাহা জানিতে পারা যায়। যাহা আবৃত করে, কর্ত্তা বা কর্ম্মের অনুষ্ঠাতাতে যাহা সংস্কাররূপে সংলগ্ন হইয়া থাকে, যাহা কর্ত্তাকে বাঁধিয়া রাখে, 'ব্রত' শব্দের এই অর্থ হইতে, ইহা যে, শুভ, অশুভ এই দ্বিবিধ কর্ম্মেরই বাচক হইয়া থাকে, তাহা বলা যাইতে পারে ("ব্রত ইতি কর্ম্মনাম, বৃণোতি সতঃ * * * তদ্দ্বিবিধং। শুভমশুভং বা বৃণোতি নিবধ্নাতি কর্ত্তারম্।"—নিঘণ্ট টীকা)।

শতপথব্রাহ্মণ বা বৃহদারণ্যক উপনিষদে উক্ত হইয়াছে, 'বিদ্যা, কর্ম্ম, পূর্ব্বপ্রজ্ঞা, ইহারা কর্ত্তাতে সংস্কাররূপে বিদ্যমান থাকে, ভবিষ্যৎজন্মে কর্ত্তার অনুবর্ত্তন করে'। প্রমাদবশতঃ অনিষ্টকর্ম্মে প্রবর্ত্তমান পুরুষকে যাহা নিবারণ (Resist) করে, অপিচ যাহা শুভ বা ইষ্টকর্ম্মে প্রবর্ত্তন করে, তাহা 'ব্রত'। আত্মা, পরমেশ্বর বা বিধি-নিষেধাত্মক সনাতন বেদ-শাস্ত্রই পুরুষকে অশুভ কর্ম্ম করিতে নিবারণ এবং শুভ—হিতকর কর্ম্ম করিতে প্রবর্ত্তন করে। সদসদ্বিবেক-শক্তির সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর বা সনাতন বেদই আদ্য-প্রসূতি, মূল আশ্রয়। বরুণকে (বরুণ পরমেশ্বরেরই—বিশ্বসম্রাটেরই নাম-বিশেষ) এই নিমিত্ত 'ধৃতব্রত' বলা হইয়াছে। 'বরুণ' শব্দ বরণার্থক 'বৃ' ('বৃঞ্' বরণে) ধাতুর উত্তর উনন্ প্রত্যয় করিয়া, নিষ্পন্ন হইয়াছে (উণাদি ৩।৫০)। নিঘণ্ট্ নির্ব্বচনকার দেবরাজ বলিয়াছেন, যিনি অন্তরিক্ষে উদককে আবৃত করেন, তিনি 'বরুণ'। ঋগ্বেদ-সংহিতার চতুর্থাষ্টকের চতুর্থাধ্যায়ের ত্রিংশদ্বর্গে উক্ত হইয়াছে, 'অখিল ভুবনের রাজা বরুণ লোকত্রয়ের হিতার্থ মেঘকে বিদারণপূর্ব্বক উদককে অধোমুখ করেন। বৃহদ্দেবতাতে উক্ত হইয়াছে, 'ত্রিলোককে যে শক্তি মূর্ত্তরস দ্বারা আবরণ করিয়া আছেন, সেই শক্তি 'বরুণ' এই নামে স্তুত হইয়া থাকেন। * ঋগ্বেদও বলিয়াছেন, 'পূতদক্ষ—পবিত্রবল মিত্র এবং শত্রুসংহারক বরুণ, ইহারা জলের যোনি—উদকের উৎপত্তি হেতু'। ‡ কোন কোন আধুনিক বৈদিক, এই মন্ত্র সাহায্যে ঋষিগণ যে, জলের উপাদান

---

* "বৃঞ বরণে।" কৃবৃদারিভ্যউনন্ (উণা ৩।৫০)। "অন্তরিক্ষে উদকমাবৃণোতি।"—নিঘণ্ট্ নির্ব্বচন।

"নীচীন বারং বরুণঃ কবন্ধং প্রসসর্জ রোদসী অন্তরিক্ষম্। তেন বিশ্বস্য ভুবনস্য রাজা যবং ন বৃষ্টির্ব্যুনত্তি ভূম॥"—ঋগ্বেদসংহিতা ৪।৪।৩০

"ত্রীণীমান্যাবৃণোত্যেকো মূর্ত্তেন তু রসেন যৎ। তয়ৈনং বরুণং শক্ত্যা স্তুতিষাহুঃ কৃপণ্যবঃ॥"—বৃহদ্দেবতা, ২য় অধ্যায়।

‡ "মিত্রং হুবে পূতদক্ষং বরুণং চ রিশাদসম্। ধিয়ং ঘৃতাচীং সাধন্তা॥"—
ঋগ্বেদ সংহিতা, ১।২।৭

'অক্‌সিজেন' ও 'হাইড্রোজেন' এই পদার্থদ্বয়ের অস্তিত্ব বিদিত ছিলেন, তাহা প্রতিপাদন করিতে চাহেন। বেদে বহুস্থলে 'মিত্র' ও 'বরুণ' এই দেবতাদ্বয়কে পরস্পর সম্বন্ধরূপে স্তব করা হইয়াছে। সায়ণাচার্য্য 'মিত্রকে' দিনাধিপতি এবং 'বরুণকে' রাত্রির অধিপতি বলিয়াছেন। আমার বিশ্বাস 'মিত্র' ও 'বরুণ' যথাক্রমে 'অগ্নি' বা সূর্য্য ও 'সোমেরই' বাচক। 'অগ্নি' ও 'সোম' যে, অন্যোন্যমিথুনবৃত্তিক, গোপথ-ব্রাহ্মণ প্রভৃতি শ্রুতিতে স্পষ্টতঃ তাহা উক্ত হইয়াছে। ("উষ্ণমেব সবিতা, শীতং সাবিত্রী যত্র হ্যেবোষ্ণং তচ্ছীতং যত্র বৈ শীতং তদুষ্ণমিত্যেতে দ্বে যোনি এক মিথুনম্।"—গোপথব্রাহ্মণ)। বরুণই সমাজের প্রতিষ্ঠাপক, বরুণই সর্ব্বপ্রকার পাপনাশক—অনিষ্টনিবারক, বরুণই নিরোধ বা সংযমন শক্তি, অতএব বরুণই 'ধৃতব্রত'। সুধীবর অধ্যাপক গ্রীফিৎ (R. T. H. Griffith M.A. C. I. E) অনুমান করিয়াছেন, বরুণ সমাজের প্রতিষ্ঠাপক, কর্ত্তব্য-নীতির, ধর্ম্মবুদ্ধির প্রবর্ত্তক। † যাহা হোক্ ব্রত শব্দের মূল অর্থের সহিত বরুণ পদার্থের সম্বন্ধ আছে, সন্দেহ নাই। হিতাহিত বিবেকশক্তি যে, সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর বা বেদের আশ্রিত তাহা স্থির। আমাদের হিতাহিত বিবেকশক্তির কেন্দ্রভবন কি, কর্ত্তব্য নীতির (Morality) মূলপ্রভব বা উৎপত্তিস্থান কোথায়, তদবধারণার্থ প্রতীচ্য তত্ত্বচিন্তকেরা বহু বিচার করিয়াছেন, করিয়া থাকেন এবং তাহা করিয়াও এ সম্বন্ধে তাঁহারা যে, কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিয়াছেন, আমার তাহা মনে হয় না। 'ধর্ম্ম, ঈশ্বর বা বেদ হইতে আবির্ভূত হয়' এই শাস্ত্রবাণী যে, অত্যন্ত সারবতী, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 'ব্রত' শব্দের যথার্থ-ভাবে অর্থ বিচার করিলে, প্রতীতি হইবে, 'ব্রত' সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তব্যনীতির, সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মের বাচক। যিনি প্রাকৃতিক নিয়মসমূহের প্রভু, যিনি

† "Varuna, regarded as the founder of society united by common religious observances"—R. T. H. Griffith, M.A., C.I.E.

ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাপক, যিনি অনিষ্টনিবারক অতএব যিনি সমাজ-সংস্থাপক, তিনিই যে, বিশ্বের সম্রাট্, তিনিই যে, বিশ্বের প্রকৃত রাজা, তাহাতে কি কোন সন্দেহ আছে? 'বেদ' এই নিমিত্ত 'বরুণ' বা পরমেশ্বরকে বিশ্বের রাজা বলিয়াছেন। সুবোধিনীকার বলিয়াছেন, 'সর্ব্বভোগ' যাহাতে বর্জ্জিত হয়, তৎকর্ম্ম 'ব্রত'। 'উপবাস' এই নিমিত্ত ব্রত-বিশেষ। অমরসিংহও বলিয়াছেন, ব্রত উপবাসাদি পুণ্যক—পুণ্যহেতু—পুণ্যজনক কর্ম্ম ("তচ্চোপবাসাদি পুণ্যকম্।"—অমরকোষ)। অষ্টাঙ্গ যোগের 'যম' ও 'নিয়ম' নামক অঙ্গদ্বয়কে 'ব্রত'-বিশেষ বলা হয়।

'ব্রত' শব্দের বেদ ও শাস্ত্রে কোন্ কোন্ অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে।

"নিয়মঃ সমাসেন।"—তৈত্তিরীয় আরণ্যক।

অর্থাৎ নিয়মই সমাসতঃ 'ব্রত' শব্দের অর্থ।

"ব্রতেন দীক্ষামাপ্নোতি দীক্ষয়াপ্নোতি দক্ষিণাম্ দক্ষিণয়া শ্রদ্ধামাপ্নোতি শ্রদ্ধয়া সত্যমাপ্যতে।"—শুক্লযজুর্ব্বেদসংহিতা, ১৯।৩০। 'ব্রত' শব্দটী এস্থলে বেদবোধিত, ইষ্টপ্রাপক ও অনিষ্টহারক কর্ম্ম বুঝাইতেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

"অগ্নে! ব্রতপতে ব্রতং চরিষ্যামি তচ্ছকেয়ম্ তন্মেরাধ্যতাম্। ইদমহমনৃতাৎসত্যমুপৈমি।"—শুক্লযজুর্ব্বেদসংহিতা ১।৫।

হে ব্রতপতে—হে অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের পালক অগ্নে! আমি তোমার অনুজ্ঞানুসারে ব্রত (কর্ম্ম) করিব; তোমার প্রসাদে আমি যেন ব্রতের যথার্থভাবে অনুষ্ঠান করিতে পারি, তোমার অনুগ্রহে আমার কর্ম্ম, যাবৎ সিদ্ধ না হয়, তাবৎ যেন, বিনা বিঘ্নে অনুষ্ঠিত হয়। অনৃত—মিথ্যা হইতে

সত্যকে পাইবার নিমিত্তই আমি কর্ম্ম করিতেছি, অতএব আমি যাহাতে সত্যকে লাভ করিতে পারি, তুমি আমার প্রতি তাদৃশ কৃপা কর। যাহা মিথ্যা হইতে সত্যকে, অসৎ হইতে সৎকে প্রাপ্ত করায়, এতাদৃশ কর্ম্ম বুঝাইতে এই স্থলে 'ব্রত' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। যে কর্ম্ম অনৃত বা মিথ্যা হইতে সত্যকে—অখণ্ড সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মকে পাইবার হেতু হয়, যে কর্ম্ম মনুষ্যত্ব হইতে দেবত্বপ্রাপ্তির কারণ হয়, তৎকর্ম্ম ভিন্ন আর সৎকর্ম্ম কি হইতে পারে? এই শ্রুতিতে 'ব্রত' শব্দের কিরূপ ব্যাপক ও বিশুদ্ধ অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে, তাহা একবার চিন্তা কর। সৎকর্ম্ম বলিতে লোকে সাধারণতঃ যাহা বুঝিয়া থাকে, জ্ঞানীদিগের দৃষ্টিতে প্রকৃত সৎকর্ম্ম বলিতে যাহা পতিত হয়, জাগতিক উন্নতিপ্রার্থী যে সকল কর্ম্মকে 'সৎ' কর্ম্ম—অবশ্য অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম বলিয়া বুঝিয়া থাকেন, সংসার-বিরক্ত, অক্ষয় পরম-পদপ্রাপ্তি-কাম পুরুষগণ যে সকল কর্ম্মকে সৎকর্ম্ম বলিয়া অবধারণ করেন, তৎসমস্তই যে, 'ব্রত' শব্দের বাচ্য, এই মন্ত্র হইতে তাহা প্রতিপন্ন হইয়া থাকে।

"অথা বয়মাদিত্য ব্রতে তবানাগসো অদিতয়ে স্যাম।"—

ঋগ্বেদসংহিতা ১।২।২৫।৫, শুক্লযজুর্ব্বেদসংহিতা, ১২।১২

হে আদিত্য! হে বরুণ! আমরা অপরাধ-রহিত হইব, নিষ্পাপ হইব এবং তাহা হইয়া আমরা তোমার ব্রতে পরিচ্ছেদ বা খণ্ডন-রাহিত্যের নিমিত্ত তোমার কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইব। 'ব্রত' শব্দ এস্থলেও বেদ-বোধিত কর্ম্মেরই বাচক।

"মমব্রতে তে হৃদয়ং দধামি মম চিত্তমনুচিত্তন্তে অস্তু।"

—যজুর্ব্বেদসংহিতা।

বিবাহকালে এই মন্ত্রের ব্যবহার হইয়া থাকে। 'ব্রত' শব্দ এস্থলে শাস্ত্রবিহিত নিয়মাদির বাচক ("হে কন্যে ইত্যধ্যাহারঃ মম ব্রতে শাস্ত্রবিহিত নিয়মাদৌ"—পারস্কর গৃহ্যসূত্রের জয়রামকৃত ভাষ্য)।

"বিষ্ণোঃ কর্ম্মাণি পশ্যত যতো ব্রতানি পস্পশে।
ইন্দ্রস্য যুজ্যঃ সখা॥"—
ঋগ্বেদসংহিতা, ১।৫।২২

হে ঋত্বিগাদি বেদনিষ্ঠ পুরুষবৃন্দ! তোমরা বিষ্ণুর পালনাদি জীবানুগ্রহরূপ কর্ম্মসমূহ পর্য্যবেক্ষণ কর, যে কর্ম্মবশতঃ সকল যজমান—বৈদিক বা ছান্দস কর্ম্মপরায়ণ সকল পুরুষ ব্রত—বেদোপদিষ্ট অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছে, তাহা একবার ভাবিয়া দেখ। সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বব্যাপক, করুণাসাগর, ধর্ম্ম বা শুভ কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রবর্ত্তক ভগবান্ বিষ্ণুর প্রণোদন ব্যতিরেকে কাহারও অগ্নিহোত্রাদি ইষ্টসাধক, অনিষ্টহারক ব্রতানুষ্ঠানের প্রবৃত্তি হইত না, মানুষ যে, অগ্নিহোত্রাদি ব্রতের অনুষ্ঠান করে, ভগবান্ বিষ্ণুর অনুগ্রহই তাহার কারণ। এই বিষ্ণু ইন্দ্রের যোগ্য সখা, ইন্দ্রাদি দেবতারা যখনি বিপন্ন হ'ন, শত্রুকর্ত্তৃক নিপীড়িত হ'ন, তখনি বিষ্ণু তাঁহাদিগের আনুকূল্য করিয়া থাকেন ("হে ঋত্বিগাদয়ঃ বিষ্ণোঃ কর্ম্মাণি পালনাদীনি পশ্যত যতো যৈঃ কর্ম্মভিঃ ব্রতান্যগ্নিহোত্রাদীনি পস্পশে। সর্ব্বো যজমানঃ স্পৃষ্টবান্ বিষ্ণোরনুগ্রহাদনুতিষ্ঠতীত্যর্থঃ। তাদৃশো বিষ্ণুরিন্দ্রস্য যুজ্যো যোগ্যোঽনুকূলঃ সখা ভবতি।"—সায়ণভাষ্য)।

'ব্রত' শব্দ এখানে বেদবোধিত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের বাচক। সদসদ্বিবেকশক্তির, কর্ত্তব্যবুদ্ধির করুণাময় বিষ্ণুই যে, প্রসূতি, বিষ্ণুই যে, ধর্ম্মের নিদান, এই মন্ত্র দ্বারা তাহা প্রতিপাদিত হইতেছে, অপিচ এই মন্ত্রে ভগবান্ বিষ্ণুর ধর্ম্মসংস্থাপনার্থ রাবণাদির বধের জন্য বিগ্রহ ধারণের, অবতারের বীজ আছে।

পুরাণাদি শাস্ত্রে যদর্থে 'ব্রত' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

বক্তা—'ব্রত' শব্দের অমরকোষে ও নিরুক্তে যে অর্থ উক্ত হইয়াছে, তাহা তোমাকে বলিলাম, বেদে ইহার যদর্থে ব্যবহার হইয়াছে, যথা-

প্রয়োজন সংক্ষেপে তাহাও জানাইলাম, এখন পুরাণাদি শাস্ত্রে 'ব্রত' কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা শ্রবণ কর। পুরাণাদি শাস্ত্রে 'ব্রত' শব্দ যে, ধর্ম্মমাত্রের বাচক, তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। 'ব্রত' পদার্থের স্বরূপ, ইহার প্রকারভেদ ও অনুষ্ঠানপদ্ধতি বিষয়ক উপদেশ প্রদানে প্রবৃত্ত হইয়া ভবিষ্যপুরাণ প্রথমে ধর্ম্মেরই স্বরূপবর্ণনের চেষ্টা করিয়াছেন।

"ক্ষমা সত্যং দয়া দানং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
দেবপূজাঽগ্নিহবনং সন্তোষস্তেয়বর্জনম্।
সর্বব্রতেষ্বয়ং ধর্ম্মঃ সামান্যো দশধা স্থিতঃ॥"—

ভবিষ্যপুরাণ।

যে কোন ব্রত হোক্, 'ক্ষমা', 'সত্য', 'দয়া', 'আন্তর' ও 'বাহ্য' শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, দেবপূজা, হোম, সন্তোষ, স্তেয়বর্জ্জন (চৌর্য্যপরিত্যাগ) এই দশটী, তাহার সামান্যধর্ম্ম।

জিজ্ঞাসু—যে কোন ব্রত হোক্, ক্ষমাদি দশটী তাহার সামান্য ধর্ম্ম এই কথার অভিপ্রায় কি?

বক্তা—যিনি ক্ষমাদি গুণবিশিষ্ট নহেন, তাঁহার কোন বিশেষ ব্রতানুষ্ঠানের অধিকার নাই, ক্ষমাদি দশটী ধর্ম্ম সকলের সাধারণ ব্রত। ক্ষমাদির অভাবে সাধারণ মানবধর্ম্মের বিলোপ হয়। যাঁহার হৃদয় ক্ষমাশূন্য, যিনি সত্যনিষ্ঠ নহেন, যিনি মিথ্যা বলেন, যাঁহার দয়া (পরদুঃখ দূর করিবার ইচ্ছা) হয় না, যিনি পরদুঃখে দুঃখিত হ'ন না, যিনি দানধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন না, যিনি কাম, ক্রোধ, মাৎসর্য্য, অসূয়া প্রভৃতি আন্তর মলের শোধন করেন না, যিনি বাহ্যতঃ অশুচি, যিনি ইন্দ্রিয়গণকে নিরোধ করিবার চেষ্টা করেন না, যিনি দেবপূজা-বিমুখ, যে হৃদয়ে অনুত্তমসুখহেতু সন্তোষ বাস করে না, যিনি চৌর্য্যবৃত্তি-বিরহিত নহেন, স্তেয় বা চৌর্য্যবৃত্তিকে যিনি সর্ব্বথা বর্জ্জন করেন নাই, তাঁহার সাধারণ মানবীয় ধর্ম্মই নাই, তিনি কিরূপে ব্রত-বিশেষের

অনুষ্ঠান করিবার যোগ্য হইবেন? যাঁহার আত্মা অত্যন্ত সংকীর্ণ, যাঁহার মন সদা চঞ্চল, তিনি কোন বিশেষ নিয়ম পালন করিতে পারিবেন কিরূপে? দেশ-ভেদে, জাতিভেদে, ব্যক্তিগত সংস্কার বা প্রতিভাভেদে মানুষের প্রবৃত্তির, রুচির, শক্তির ভেদ হওয়া প্রাকৃতিক। যাঁহারা বৈদিক আর্য্যজাতিতে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহারা যথাবিধি শ্রৌত ও স্মার্ত্ত সংস্কারবিশিষ্ট, মাতা-পিতা হইতে যাঁহারা বেদশাস্ত্রবোধিত বিশুদ্ধ ধর্ম্মভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা যে সকল ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহারা যে সকল ব্রতের অনুষ্ঠান যথার্থভাবে করিতে পারিবেন, অন্য দেশে বা অন্য জাতিতে জাত ব্যক্তিদিগের সেই সকল ব্রতের অনুষ্ঠান করিবার প্রবৃত্তিই হইতে পারে না, অনুকূল দেশ, কাল, প্রতিভা, জাতি ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ ব্রত বা অসাধারণ ধর্ম্মানুষ্ঠানের অসাধারণ সহকারি কারণ। দেশ, কাল ও অবস্থাদি ভেদে ধর্ম্ম সকলের যে বহুবিধত্ব হইয়া থাকে, মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বে—উমা-মহেশ্বরসংবাদে তাহা প্রপঞ্চিত হইয়াছে। কলিতে মনুষ্যদিগের প্রায়শঃ প্রয়াস-সাধ্য ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি হইবে না, ধর্ম্মের জন্য কলির মানুষগণ বিশেষ প্রয়াস করিতে পারিবেন না। ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের সাধারণ ও অসাধারণ ভেদে ধর্ম্ম দ্বিবিধ। সাধারণ ধর্ম্ম সম্বন্ধে বৃহস্পতি ও বিষ্ণু এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন। দয়া, ক্ষমা, অনসূয়া (গুণে দোষারোপ না করা) শৌচ, অনায়াস (যে সকল কর্ম্মের, সুশুভ হইলেও, অনুষ্ঠানে শরীর পীড়িত হইতে পারে সেই সকল কর্ম্ম অধিক না করার নাম অনায়াস) মঙ্গল (প্রশস্ত আচরণ,—তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ যে সমস্ত আচরণকে হিতজনক বলিয়াছেন, সেই সমস্ত কল্যাণকর আচরণ প্রশস্ত এবং যে সকল আচরণকে তাঁহারা অকল্যাণকর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই সকল আচরণ অপ্রশস্ত। নিত্য প্রশস্ত আচরণ করা এবং অপ্রশস্ত আচরণের বর্জ্জন মঙ্গলকর এই নিমিত্ত উহারা 'মঙ্গল' নামে উক্ত হইয়াছে), অকার্পণ্য, অস্পৃহত্ব ইত্যাদি ইহারা সাধারণ ধর্ম্ম, ইহারা মানুষমাত্রের ধর্ম্ম। বিষ্ণু সাধারণ ধর্ম্মের

স্বরূপ-বর্ণনার্থ বলিয়াছেন, ক্ষমা, সত্য, দম, শৌচ, দান, ইন্দ্রিয় সংযম, অহিংসা, গুরুশুশ্রূষা, তীর্থানুসরণ, দয়া, আত্মরক্ষিত্ব, অলোভত্ব, দেবতাদিগের পূজন ও অনভ্যসূয়া, ইহারা সামান্য—সাধারণ ধর্ম্ম। অসাধারণ ধর্ম্ম ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের প্রত্যেকের বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম (পরাশর সংহিতা ও মাধবাচার্য্যকৃত তদ্ব্যাখ্যাতে এই সকল কথা আছে)। শাস্ত্রে মানুষের সাধারণ ধর্ম্ম বলিতে যাহাদিগের উল্লেখ করিয়াছেন, একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে উপলব্ধি হইবে তাহাদের মধ্যে সকলগুলি মানুষমাত্রের সাধারণ ধর্ম্ম নহে। 'শৌচ' (বিশেষতঃ বাহ্য), দেবতা পূজন (বেদশাস্ত্রানুসারে), তীর্থানুসরণ, গুরুশুশ্রূষা (শাস্ত্রোক্ত বিধিমতে) মানুষ মাত্রের সাধারণ ধর্ম্ম বলিয়া বোধ হয় না। ঋগ্বেদে উক্ত হইয়াছে, অনার্য্যদেশনিবাসি-মনুষ্যগণের মধ্যে কেহ বেদোপদিষ্ট ব্রত বা কর্ম্ম করিতে পারে না, তাঁহাদের তাহা করিবার যোগ্যতা নাই ("কিং তে কৃণ্বন্তি কীকটেষু গাবো নাশিরং দুহ্রে ন তপন্তি ঘর্ম্ম্।"—ঋগ্বেদ সংহিতা ৩।৩।২১।৪)।

মহাভারতে শ্রাদ্ধকর্ম্ম, তপঃ, সত্য, অক্রোধ, নিজ পত্নীতেই সন্তুষ্ট থাকা—পরদার-বিমুখতা (পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ অবলোকন), শৌচ, নিত্য অসূয়াশূন্যতা, আত্মজ্ঞান, তিতিক্ষা (ক্লেশসহনশীলতা) এই সকল চাতুর্ব্বর্ণ্যের সাধারণ ধর্ম্মরূপে অভিহিত হইয়াছে ("শ্রাদ্ধকর্ম্ম তপশ্চৈব সত্যমক্রোধ এব চ। স্বেষু দারেষু সন্তোষঃ শৌচং নিত্যানসূয়িতা। আত্মজ্ঞানং তিতিক্ষা চ ধর্ম্মঃ সাধারণো নৃপ॥"—মহাভরত)। অতএব ইহারা মনুষ্যমাত্রের সাধারণ ধর্ম্ম হইতে পারে না। মৈত্র্যুপনিষদে উক্ত হইয়াছে, যাঁহারা অতপস্ক, তাঁহাদের আত্মজ্ঞান বা কর্ম্মফল লাভ হয় না। বেদ ও বেদমূলক শাস্ত্রে বহু অর্থে 'তপঃ' শব্দের ব্যবহার হইয়াছে। অতপস্কের আত্মজ্ঞানলাভ বা কর্ম্ম সিদ্ধি হয় না, এ স্থলে 'তপঃ' শব্দ কোন্ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে? রামতীর্থ স্বামী মৈত্র্যুপনিষদের দীপিকাতে বলিয়াছেন, 'তপঃ' শব্দ এ স্থলে বৈধ—শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে 'কায়শোষণ' এই

অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ("অতপস্কস্ত বৈধকায়শোষণরহিতস্যাত্মজ্ঞানে নাধিগমো নাধিগমনমাত্মজ্ঞানং ন প্রাপ্নোতীত্যর্থ। ন কেবলমেতাবৎ কিন্তু কর্ম্মসিদ্ধির্বা কর্ম্মফললাভো বা তস্য ন স্যাদিত্যর্থঃ।"—মৈত্র্যুপনিষদ্দীপিকা)। স্বধর্ম্মের আচরণ করিয়া, তাহার অবিরোধি বৈষ্ণবাদি নিষ্কাম ব্রত-বিশেষের আচরণ-লক্ষণ যে তপঃ তদ্দ্বারা চিত্ত সত্ত্বগুণপ্রধান হয়; চিত্ত সত্ত্বগুণ প্রধান হইলে, বিশুদ্ধ সত্ত্ব হইলে, বিবেকবিজ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে, বিবেকবিজ্ঞানের উদয় হইলে, আত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকার হয়; এই আত্ম-সাক্ষাৎকার হইলে, আর সংসারমণ্ডলে আসিতে হয় না ("তপসা প্রাপ্যতে সত্ত্বং সত্ত্বাৎ সংপ্রাপ্যতে মনঃ, মনসঃ প্রাপ্যতে হ্যাত্মা যমাপ্ত্বা ন নিবর্ত্তত ইতি॥"—মৈত্র্যুপনিষৎ)।

মহাভারত, স্কন্দপুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রসমূহ যে ধর্ম্মকেই মাতা, পিতা বলিয়াছেন, যে ধর্ম্মকেই প্রকৃত বন্ধু ও সুহৃৎ বলিয়াছেন, যে ধর্ম্মকেই ভ্রাতা বলিয়াছেন, স্বামী বলিয়াছেন, সখা বলিয়াছেন, যে ধর্ম্মের সমান বন্ধু নাই, গতি নাই এই কথা বলিয়াছেন, যে ধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ তপঃ বলিয়াছেন, 'ব্রত' শব্দ সাধারণ ও অসাধারণ সেই ধর্ম্মের বাচক ("ধর্ম্মো মাতা, পিতা চৈব বন্ধুঃ স্বামী পরন্তপঃ। ধর্ম্মো ভ্রাতা সখা চৈব ধর্ম্মঃ স্বামী পরন্তপঃ॥ নাস্তি ধর্ম্ম-সমোবন্ধুর্নাস্তি ধর্ম্মসমঃ সুহৃৎ। নাস্তি ধর্ম্মসমো লাভো নাস্তি ধর্ম্মসমা গতিঃ॥"—মহাভারত)। অতএব বলা বাহুল্য, 'ব্রত' অবশ্য অনুষ্ঠেয়।

জিজ্ঞাসু—যে ধর্ম্মের এত প্রশংসা, যে ব্রত ও ধর্ম্ম সমান পদার্থ, সে 'ব্রত' যে আত্মহিতার্থীর অবশ্য অনুষ্ঠেয়, তাহা কি, আর বলিতে হইবে? কি ধর্ম্ম, কি অধর্ম্ম, তাহা নিশ্চয়পূর্ব্বক জানিবার উপায় কি?

বক্তা—তোমার এই প্রশ্নের শাস্ত্রসম্মত উত্তর 'বেদ'; ভগবান্ বেদব্যাস বলিয়াছেন, পরম ধর্ম্ম কি, তাহা একমাত্র বেদ হইতেই জানা যায় ("অতঃ স পরমো ধর্ম্মো যো বেদাদবগম্যতে॥")।

রমা! আমি বলিলাম, সর্ব্বদা বলিয়া থাকি, (অবশ্য বেদ-শাস্ত্রের অনুজ্ঞানুসারেই বলিয়া থাকি) "বেদ হইতে বিশ্বজগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, বেদই নিখিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের, সকল শিল্প-কলার মূল প্রসূতি, ধর্ম্ম কি, বেদ ভিন্ন অন্য কেহ তাহা যথার্থভাবে, পূর্ণরূপে বলিতে পারেন না।" আচ্ছা রমা! তুমি নির্ভয়ে বল শুনি, আমার এইরূপ কথা শুনিয়া তোমার কি মনে হয়? যে বেদের আমি এত প্রশংসা করি, তুমি ত সে বেদের কিছুই জান না, তা'ই আমার জানিতে ইচ্ছা হইতেছে, বেদের নাম শুনিয়া, বেদের পুনঃ পুনঃ প্রশংসা শুনিয়া তোমার কি মনে হয়?

জিজ্ঞাসু—বেদের প্রশংসা শুনিয়া আমার একবার খুব আনন্দ হয়, অন্যবার বড় দুঃখ হয়।

বক্তা—তাহা হইবার কারণ কি রমা?

জিজ্ঞাসু—যাহা হইতে বিশ্বজগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, যাহা হইতে নিখিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের, শিল্প-কলার আবির্ভাব হইয়াছে, যাহা হইতে ঐহিক, পারত্রিক পরম হিতকর ব্রত বা ধর্ম্মসমূহের বিকাশ হইয়াছে, তিনি কে? সে বেদ কি সামগ্রী? আমি ইহা অনেক সময়ে ভাবি, কিন্তু কিছু ঠিক করিতে পারি না। একদিন হঠাৎ মনে হইল, বোধ হয় আমার দয়াময়, জ্ঞানময়, প্রেমময় শিবই আমার হৃদয়ে এইভাবে জানাইয়া দিলেন, 'রমা! তুমি কেন ভাবিতেছ? কেন দুঃখিত হইতেছ, বিশ্বজগৎকে আমি ভিন্ন আর কে সৃষ্টি করিতে পারে? নিখিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের, সর্ব্ব শিল্প-কলার আমি ভিন্ন আর কে প্রসূতি হইতে পারে? 'ধর্ম্ম' কি, 'ব্রত' কি, আমি ছাড়া আর কে তাহা যথার্থভাবে বলিতে পারে?' শঙ্করের কৃপায় যে দিন আমার মনে এই ভাবের উদয় হইয়াছিল, সেই দিন হইতেই আমি বড় সুখী হইয়াছি। এখন আপনি যখনি বেদের প্রশংসা করেন, তখনি আমি শঙ্করকে ধ্যান করি, তখনি আমার মনে হয় স্ত্রীজাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি বলিয়া যাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারি না, যাঁহার স্বরূপ জানিতে পারি না,

প্রবল ইচ্ছা হইলেও যাঁহার পূজা করিতে পারি না, তিনি যে আমার 'শিব' ; আহা ! স্ত্রী, পুরুষ, বিদ্বান্, মূর্খ, পাপী, পুণ্যবান্, সকলেই ত আমার সকলের সবকে নির্ভয়ে স্পর্শ করিতে পারেন, বিনা বাধায় পূজা করিতে পারেন, ধ্যান করিতে পারেন, তাহা হইলে আমার দুঃখ করিবার কারণ কি ? 'বেদ'নাম, 'বেদ'রূপ স্ত্রী বলিয়া, জ্ঞানহীন বলিয়া ত্যাগ করিলেও, আমার শিব ত আমাকে জ্ঞানহীন বলে, স্ত্রী বলে, ত্যাগ করিবেন না, বেদইত আমার শিব, তবে আর দুঃখ করি কেন ? দাদা ! তুমি যখন বেদের নাম কর, বেদের প্রশংসা কর, এবং তাহা করিতে করিতে যখন তোমার চোক্ দিয়ে জল পড়ে, কৃতজ্ঞতাতে হৃদয় পূর্ণ হয়, স্বর গদগদ হয়, আমি তখন আমার করুণাময় সহাস্যবদন শিবকে ধ্যান করি, মুখে 'শিব' 'শিব' 'শিব' এই পবিত্র নাম উচ্চারণ করি, হৃদয়ে তাঁহারই ধ্যান করি।

বক্তা—তবে তোমার কষ্ট হইবার কারণ কি ?

জিজ্ঞাসু—কষ্ট হয় কেন ? আহা ! কষ্ট হয় কেন ? তাহা বলিতেছি ; আপনি যখনি বেদের প্রশংসা করেন, তখনি যদি তৎসঙ্গে আমার শিবের নাম গ্রহণ করেন, 'বেদই শিব' এই কথা বলেন, তাহা হইলে, আমার আর কোন কষ্ট হয় না, আপনি ত সর্ব্বদা তাহা বলেন না, আমার তা'ই সংশয় হয়, তবে কি 'বেদ' ও আমার পতিতপাবন, অকিঞ্চনের সর্ব্বস্ব 'শিব' এক সামগ্রী নহেন ?

বক্তা—রমা ! আমি ত অনেকবারই বলি, যিনি 'বেদ', তিনিই 'শিব', তিনিই 'শিবা', তিনিই আমার প্রাণাভিরাম, নয়নাভিরাম, হৃদয়াভিরাম "রাম" ; তিনিই আমার মা "সীতা"। আমি সীতাতত্ত্বে, মা যে আমার বেদস্বরূপা, তাহাই ত প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিতেছি, করিব।

জিজ্ঞাসু—আপনার কৃপায় আমি কৃতার্থ হইলাম। এখন 'উপবাস' কাহাকে বলে, তাহা বুঝাইয়া দিন।

উপবাস শব্দের অর্থ।

বক্তা—'উপবাস' শব্দটী 'উপ' উপসর্গপূর্ব্বক 'বস' ধাতুর উত্তর 'ঘঞ্' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। উপ—সমীপে বাস, উপাস্যের—আরাধ্যের নিকটে অবস্থান, 'উপবাস' শব্দের মূল অর্থ। বরাহোপনিষদে উক্ত হইয়াছে, জীবাত্মার পরমাত্মার সমীপে যে বাস তাহার নাম 'উপবাস' ("উপ সমীপে যো বাসো জীবাত্মপরমাত্মনোঃ। উপবাসঃ স বিজ্ঞেয়ো ন তু কায়স্য শোষণম্ ॥"—বরাহোপনিষৎ)। ভবিষ্যপুরাণে উক্ত হইয়াছে—পাপসমূহ হইতে উপাবৃত্তের—নিবৃত্তের, পাপকর্ম্ম না করিয়া নিখিল সদ্গুণের সহিত যে বাস, সেই সর্ব্বভোগবর্জ্জিত কর্ম্মের নাম 'উপবাস' ("উপাবৃত্তস্য পাপেভ্যো যস্ত্ব বাসো গুণৈঃ সহ। উপবাসঃ স বিজ্ঞেয়ঃ সর্ব্বভোগ-বিবর্জ্জিতঃ।"—ভবিষ্যপুরাণ) মৈথিলেরা 'পাপেভ্যো' ইহার পরিবর্ত্তে 'দোষেভ্যো' এইরূপ পাঠ করেন এবং 'দোষ' শব্দের তাঁহারা রাগ-দ্বেষ ও মাৎসর্য্যাদি নিষিদ্ধ আত্মধর্ম্ম এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন ("মৈথিলাস্ত্ব 'দোষেভ্য' ইতি পঠিত্বা দোষেভ্যো রাগ-দ্বেষমাৎসর্য্যাদিনিষিদ্ধাত্মধর্ম্মেভ্য ইত্যর্থমাহুঃ।"—একাদশীতত্ত্ব—মহামহোপাধ্যায় শ্রীরঘুনাথ ভট্টাচার্য্য বিরচিত স্মৃতিতত্ত্ব)।

জিজ্ঞাসু—পাপসকল হইতে নিবৃত্ত হইয়া, কোন্ কোন্ গুণের সহিত বাসকে উপবাস বলা হইয়াছে ?

বক্তা—মহর্ষি গোতম বলিয়াছেন, সর্ব্বভূতে দয়া, ক্ষান্তি, অনসূয়া, শৌচ, অনায়াস, মঙ্গল, অকার্পণ্য ও অস্পৃহা, পাপকর্ম্ম হইতে বিনিবৃত্ত হইয়া এই সকল গুণের সহিত বাসের নাম 'উপবাস'। আমি পূর্ব্বে তোমাকে (সাধারণ ধর্ম্ম কাহাকে বলে তাহা বুঝাইবার সময়ে) এই সকল গুণের কথা শুনাইয়াছি।

দয়াদির লক্ষণ।

জিজ্ঞাসু—যথোক্ত দয়াদি গুণসমূহের একটু ব্যাখ্যা করুন।

বক্তা—পরে—উদাসীনে—যাঁহার সহিত কোন প্রত্যক্ষ জাগতিক সম্বন্ধ নাই তাঁহাতে, অথবা বন্ধুবর্গে, কিম্বা মিত্রে এবং দ্বেষ্টাতে—যিনি দ্বেষ করেন তাঁহাতে যে সর্ব্বদা আত্মভাবভাবনা, ইহাঁদিগকে যে আত্মভাবে দেখা, ইহাঁদের প্রতি যে নিয়ত আত্মবৎ ব্যবহার, তাহার নাম 'দয়া'। কোন ব্যক্তিকর্ত্তৃক বাহ্য বা আধ্যাত্মিক দুঃখ উৎপাদিত হইলে, তাঁহার প্রতি যে কোপ না করা, তাঁহার যে কোনরূপ অনিষ্ট না করা, তাহার নাম 'ক্ষমা'। অপরাধসহনশীলতাই ক্ষমার অর্থ। যিনি গুণী, তিনি কখনও কাহারও নিন্দা করেন না, মন্দ বা স্বল্পগুণবানেরও তিনি প্রশংসা করিয়া থাকেন। অন্যের দোষ দেখিয়া আনন্দিত না হওয়ার, অন্যে দোষারোপ না করার নাম 'অনসূয়া'। অভক্ষ্যের পরিহার (শাস্ত্রে যে সকল দ্রব্য খাওয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে তাহাদের না খাওয়া), অনিন্দিতের সহিত সংসর্গের এবং স্বধর্ম্মে ব্যবস্থানের—স্বধর্ম্মপালনের নাম 'শৌচ'। প্রতিদিন যথাশক্তি (যৎকিঞ্চিৎ হইলেও) বিনা ক্লেশে দান করার নাম 'অকার্পণ্য'। ভগবানের কৃপায় যাহা প্রাপ্ত (অত্যল্প হইলেও) হইয়াছ, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকার নাম 'সন্তোষ'। পরের অর্থাদি চিন্তা না করা, পরের অর্থাদি চিন্তা করিয়া তাহাতে স্পৃহা না হওয়ার নাম 'অস্পৃহা'। দেবীপুরাণে উক্ত হইয়াছে, ভগবানের—আরাধ্য দেবতা বা উপাস্যের 'ধ্যান'; তাঁহার 'জপ', 'স্নান' (বাহ্যমলশোধন), ভগবানের কথাশ্রবণাদি এই সকল গুণের সহিত বাস, এই সকল ক্রিয়া করিয়া কালযাপনই উপবাসকারীর গুণ, ব্রতীর এই সকল গুণের সহিত বাস কর্ত্তব্য। ব্রতীর সর্ব্বপ্রকার বিষয়-ভোগবিবর্জ্জিত হওয়া অত্যাবশ্যক।

জিজ্ঞাসু—তাহা হইলে, 'উপবাস' ও 'ব্রত' যে এক সামগ্রী তাহা বুঝিতে পারিলাম, শিবরাত্রিতে কেন উপবাস করিতে হয়, উপবাসকে কেন 'ব্রত-বিশেষ' বলা হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম হইল। এ উপবাসের প্রশংসা করা না হইবে কেন? কোন ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে হইলেই যে, যথোক্ত উপবাস করিতে হয়, উপবাসই যে, ব্রতের সাধারণ ধর্ম, তাহা বুঝিতে পারিলাম। এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে, 'উপবাস' বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝিয়া থাকি, তাহা কি, 'উপবাস' শব্দের অর্থ নহে? অনশনকেই আমি 'উপবাস' বলিয়া থাকি, ইহা কি ভুল?

বক্তা—ভুল কেন? অনশনকে শাস্ত্রে প্রধান 'তপঃ' বলিয়াছেন। তবে কষ্ট ক'রে, কোনরূপে (ঘুমাইয়া, তাস খেলিয়া, নানা বিষয়ের গল্প করিয়া) কেবল অনশন করিলে ব্রত হয় না, যথার্থ 'উপবাস' হয় না, আমি এই কথাই বলিলাম। কোনরূপ শরীরে বাধা না হয়, এই ভাবে উপবাসের অভ্যাস করিলে অনেক উপকার আছে, মধ্যে মধ্যে আহার বন্ধ করিলে, কিম্বা অল্প আহার করিলে শরীর ভালই থাকে। উপবাসের (প্রসিদ্ধ উপবাসের) আর একটী গুণ আছে। যথাশাস্ত্র অল্প অল্প ক'রে উপবাসের অভ্যাস করিলে প্রকৃত আত্মজ্ঞানের বিকাশের পথ সুপরিষ্কৃত হয়, দেহের প্রতি আত্মবোধের হ্রাস হয়। ভগবানের ধ্যান, তাঁহার জপ করিলে এবং পূর্ব্বোক্ত সদ্‌গুণসমূহের সহিত বাস করিলে, না খাওয়ার জন্য কোন কষ্ট হয় না। উপবাস বা অন্য কোন কারণবশতঃ আমাদের যে কষ্ট হয়, বাধা বোধ হয়, শরীর ও মনের সংস্কারই তাহার কারণ। অল্প, অল্প ক'রে এই সংস্কারকে পরিবর্ত্তন করিতে পারিলে, মহৎ লাভ হইয়া থাকে। কিছুদিন এইরূপ অভ্যাস করিলে, এমন শক্তির আবির্ভাব হয় যে, বহুদিন কিছু না খাইলেও, কোন কষ্ট বোধ হয় না। আর পরম লাভ, যদি ইহার সহিত (সদ্‌গুরুর উপদেশানুসারে) জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি এই ত্রিবিধ যোগের অভ্যাস করিতে পার, তাহা হইলে ত্রিবিধ দুঃখের

অত্যন্তনিবৃত্তিরূপ পরমপুরুষার্থসিদ্ধি যে অসাধ্য ব্যাপার নহে, তাহা তোমার দৃঢ় নিশ্চয় হইবে, মৃত্যুভয় দূরে পলায়ন করিবে, ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ হইবে। রমা! আর কি দরকার?

জিজ্ঞাসু—আর কিছু যেন চাই না, আর কিছু চাইবার প্রবৃত্তি যেন আর না হয়। আহা, আমি যেন যথার্থ উপবাস করিতে পারি, আমি যেন যথার্থভাবে জাগিতে পারি, আমি যেন যথার্থভাবে শিবপূজা করিতে পারি, আমি যেন অবিরাম তাঁহাকে ধ্যান করিতে পারি, আমি যেন তাঁহার সেবাতেই জীবনের অবশিষ্ট কাল কাটাইতে পারি। ধন্যা হইলাম, কৃতার্থা হইলাম, এইবার যথার্থভাবে শিবপূজা করিতে শিখাইয়া দিন, হৃদয়ের সর্ব্বকলুষ নাশ করে দিন, শিবরূপে আমার হৃদয়কে পূর্ণ করিয়া দিন, আর যেন ইহাতে শিব-ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ের থাকিবার স্থান না থাকে।

বক্তা—শিবরাত্রিতে, 'উপবাস', 'জাগরণ' ও 'শিবপূজন' এই তিনটীই কর্ত্তব্য। 'উপবাস' কাহাকে বলে, 'ব্রত' শব্দের অর্থ কি, তাহা বলিলাম, 'জাগরণ' শব্দের অর্থ পূর্ব্বে বলিয়াছি। এখন 'শিবপূজন' কাহাকে বলে, কিরূপে শিবের পূজা করিতে হইবে, তাহা বলিব।